বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়

বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়

[১৭৪৩ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম.এ., তত্ত্বরত্নাকর

রীডার এবং বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭০

পূজনীয় খুল্লতাত

স্বর্গত

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

মহাশয়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচী-পত্র

সাংকেতিক চিহ্ন নির্দেশ

খ্রী—খ্রীষ্টাব্দ

দ্র°—দ্রষ্টব্য

পৃ—পৃষ্ঠা

বাং—বঙ্গাব্দ

লঙ—A Descriptive Catalogue of Bengali works. by J. Long 1855.

লঙ পরিশিষ্ট—Appendix Catalogue of the vernacular Literature Committee's library, Compiled by J. Long. 1855.

সে. মি.—সেন্টিমিটার

প্রস্তাবনা

গত ১৯৩২ খ্রীঃ হইতে ১৯৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত আমি রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক-রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেই সময় প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙলা পুঁথি এবং উনবিংশ শতাব্দীর মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থাদির সন্ধান লইতেছিলাম। মুদ্রিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে আমার গবেষণার কালসীমা ১৭৪৩ খ্রীঃ হইতে ১৮৬৭ খ্রীঃ নির্দিষ্ট ছিল। এই ১২৫ বৎসর সময়ের মধ্যে মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থাদির পরিচয় সংগ্রহের জন্য আমাকে কলিকাতা ও তৎ সংলগ্ন প্রায় প্রত্যেকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে যাইতে হইয়াছিল। আমার কয়েকজন প্রীতিভাজন সুহৃৎ আমার সেই সময়ের কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের বাসায় প্রায়ই আসিতেন। তাঁহাদের নিকট, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুল্লিখিত যে সকল মুদ্রিত গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি দেখিবার সুযোগ হইত সে সম্বন্ধে উৎসাহের সঙ্গে বলিতাম। একদিন আমার জনৈক সুহৃদকে ঐ সময়ের মধ্যে মুদ্রিত এবং বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় কয়েকখানি মুদ্রিত গ্রন্থের কথা বলিলে তিনি বেশ গম্ভীর হইয়া বলিলেন যে রবীন্দ্র পূর্বযুগে বা বঙ্কিম পূর্বযুগে বাঙলায় গবেষণা করার মত নূতন কি থাকিতে পারে যাহার উপর P.R.S. বা Ph.D.র Thesis রচনা করা চলে? তাঁহার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলাম—এই সময়সীমার মধ্যে যে বিষয়টি তিনি সর্বাধিক অনুপযুক্ত মনে করেন, সেই বিষয়েই আমি প্রবন্ধ রচনা করিব। তিনি সমান গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিয়াছিলেন—"কাল বলিব"। পরদিন ভোরে আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "বাঙলা অভিধানের উপর লিখুন"। আমি সানন্দে তাঁহার প্রস্তাব মানিয়া লই। আমার সুহৃদের ধারণা ছিল যে ১৮৬৮ খ্রীঃ পূর্বে মুদ্রিত অভিধানের সংখ্যা তেমন কিছু হইতে পারে না যাহার উপর Thesis রচনা চলে।

১৭৪৩-১৮৬৭ খ্রীঃ মধ্যে মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থাদির একটি তালিকা ও কোন কোন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমার সংগ্রহে ছিল। আমি অভিধান গ্রন্থের তালিকাটি পৃথক করিয়া লই। ভাবিয়াছিলাম 'থিসিস' রচনার মালমশলা যখন সংগৃহীত আছে তখন এক মাসে অনায়াসে থিসিস লেখা সম্পূর্ণ করিতে পারিব।

P.R.S., Ph.D. প্রভৃতির জন্য থিসিস দাখিল করিতে হইলে পরীক্ষার ফি দিতে হয়। কিন্তু Griffith Memorial Prize বা Akhatar Banu Surhwardy Gold Medal প্রভৃতি কয়েকটি থিসিসের জন্য কোন 'ফি' দিতে হয় না। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, এই প্রবন্ধ বাঙলায় টাইপ করাইতে বেশ খরচ হইবে। তার উপর 'ফি' জমা দিয়া থিসিস দাখিল আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই গ্রিফিথের জন্য থিসিস দাখিল করিব মনে মনে স্থির করিয়া সেই দিনই শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী গিয়া আমি গ্রিফিথের জন্য থিসিস দাখিল

১৮৫৫ খ্রী: মুদ্রিত লঙ-এর তালিকায় বিভিন্ন সংস্করণসহ মোট ৫৭ খণ্ড অভিধানের উল্লেখ আছে। এই ৫৭ খণ্ড ব্যতীত লঙ-এ উল্লেখ নাই তেমন অতিরিক্ত ৫৩ খণ্ডের উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পাদরী লঙ-এর নিকট বাঙলা সাহিত্যসেবী মাত্রই কৃতজ্ঞ। এই ইউরোপীয় মনীষী অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত সকল বাঙলা গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রাদির তালিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থাদি লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিবেন, তাহাদের নিকট লঙ পথিকৃৎ। কিন্তু আমার এই গ্রন্থ, উক্ত শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থাদি সম্পর্কে, নূতন সম্ভাবনার প্রতি গবেষকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অভিধান সম্পর্কে লঙ-এর তালিকাকে যেমন পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল বলা চলে না, অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কেও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

জার্মান পণ্ডিত থিয়োডর অফ্রেক্টের Catalogus Catalogorum of Sanskrit works and Authors-এর অনুরূপ ১৭৪৩ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ কালসীমার মধ্যে মুদ্রিত সকল বাঙলা গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রাদির একখানি তালিকা মুদ্রণ বাঞ্ছনীয়। বাঙলার তরুণ গবেষকবৃন্দের দৃষ্টি এসম্পর্কে আকর্ষণ করাও এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবনা রচনার অন্যতম কারণ।

আমি ১৯৬৪ খ্রী: হইতে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমার এই গ্রন্থ গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া আমি গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশ পরিষৎ-কে এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু D.Phil.; বা D. Litt.-এর থিসিস ইহা নহে এই যুক্তিতে তাঁহারা এই গ্রন্থ মুদ্রণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। থিসিস নহে এমন বহু গ্রন্থ এই পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গবেষণামূলক বাঙলা গ্রন্থ প্রকাশ অসুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া আমি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হই। এইবার আমার এক সময়ের সহকর্মী "প্র.না.বি."কে অনুরোধ করি। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। ১৯৩৭ খ্রী: যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা ১৯৭০ খ্রী: প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে আমার অপর এক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে। কবে ইহার মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইবে তাহা বলা আমার সাধ্যাতীত। এই গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের বাহিরে কোথাও ছাপাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুরাণ প্রেসে এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। পুরাণ প্রেসের মালিক শ্রীমান্ অরুণকুমার মুন্সী ও দেবকুমার মুন্সী আমার প্রতি সকল সময় সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু—"প্রেস কর্তৃপক্ষের সকল

কথা সকল সময় বিশ্বাস করিতে নাই" এই মহাজনবাক্য নূতন করিয়া এক্ষেত্রেও অনুভব করিয়াছি। তিনশত পৃষ্ঠার এই বই ছাপিতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। তবুও নানা প্রতিবন্ধকের মধ্যে এই গ্রন্থখানি ছাপিয়া দিয়া মুন্সী ভ্রাতৃদ্বয় আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রীতিভাজন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের চেষ্টায় ইহা দ্বিতীয়বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমার সহপাঠী রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রীতিভাজন হেরম্ব চক্রবর্তী মহাশয় প্রুফ দেখার কাজে আমার সহায়ক হইয়াছেন। অধ্যাপক বিশী ও অধ্যাপক চক্রবর্তীকে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থ মুদ্রণ সম্পূর্ণ করিতে গিয়া আমার প্রতি স্নেহ পরায়ণ শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এম.এ , কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থ রচনা কালে শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, অথচ এই ন্যায়নিষ্ঠ উদারহৃদয় মনীষী আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন—অন্তরে অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাগচী মহাশয় আমার প্রতি সহানুভূতিশীল না হইলে, আমার পক্ষে সেবার থিসিস দাখিল সম্ভব হইত না। তাঁহার উদ্দেশ্যেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সমগ্র গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ জয়ন্ত এবং আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গৌরী। মঙ্গলময় ইহাদের কল্যাণ করুন। ইতি—

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭৬ বাং
মোক্ষদা কুটীর, আটগাঁও
গৌহাটী-১

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়

ভূমিকা

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেকগুলি বাঙলা অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত অভিধানের গঠনযুগে নানা দিক্ হইতে নানা উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত সংগ্রহের বহু উপকরণ কোথাও কোথাও সংস্কৃত অভিধান ও সংস্কৃত অভিধান-রীতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

সংস্কৃতে অভিধান বলিতে সাধারণত তিনটি জিনিস বুঝায়—(১) পর্যায়, (২) নানার্থ ও (৩) লিঙ্গ। একই জিনিসের যতগুলি নাম থাকে, সেগুলি একত্র করিলে পর্যায় হয়। এক শব্দের নানারূপ অর্থ থাকিলে তাহা নানার্থ। সংস্কৃতে প্রত্যেক শব্দেরই লিঙ্গ আছে : অভিধানের যে অংশে শব্দের লিঙ্গ-নির্ণয় করা থাকে তাহার নাম লিঙ্গ।

পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ এই তিন বিষয়েরই বিভিন্ন অভিধান দেখিতে পাওয়া যায়। আবার তিন বিষয়ই আছে, এমন গ্রন্থও দুর্লভ নহে। অমরকোষে পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ নামে তিনটি কাণ্ড আছে, সেই জন্য উহার আর এক নাম ত্রিকাণ্ড'।

পর্যায়ের প্রাচীনতম পুঁথির নাম 'নিঘণ্টু'। ইহা বেদের অঙ্গ, মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়া ইহার নাম 'আম্নায়' বা 'সমাম্নায়'। পর্যায়ের নিদর্শন, যথা—'আকল্প বেশৌ নেপথ্যং প্রতিকর্ম প্রসাধনম্'[১]। বাঙলা দৃষ্টান্ত, যথা—কমল, পদ্ম, জলজ, অম্বুজ, পঙ্কজ, পুষ্কর, শতপত্র, রাজীব ইত্যাদি। পর্যায়ের গ্রন্থাদির মধ্যে কেশব-রচিত কল্পদ্রুকোষ, অমরসিংহ-কৃত অমরকোষ, হেমচন্দ্র-কৃত অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

নানার্থের বহু প্রাচীন পুঁথি আছে। তন্মধ্যে 'নানার্থ-শব্দরত্ন' নামে কালিদাসের একখানি পুঁথির উল্লেখ পাওয়া যায়। নানার্থের দৃষ্টান্ত, যথা—অংশ—'অবয়বো ভাগো বণ্টো বিভাগো ভাগাংশ'[২]। নানার্থের গ্রন্থাদির মধ্যে অনেকার্থচিন্তামণি, নানার্থমঞ্জরী ও মথুরেশ-প্রণীত 'নানার্থশব্দের'[৩] নাম করা যাইতে পারে।

লিঙ্গের পুঁথির সংখ্যাও বড় অল্প নহে। জনশ্রুতি এই যে, আচার্য বররুচি নাকি লিঙ্গের একখানি অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন। লিঙ্গের গ্রন্থাদির মধ্যে ভরতমল্লিক-কৃত 'লিঙ্গাদিসংগ্রহ'[৪] নামক অমরকোষের টীকা প্রসিদ্ধ।

১। অমরকোষ, Book II, Chap. VI, Sec. III, 1st Sloka. ২। অনেকার্থচিন্তামণি ২।৫৫২। ৩। R. L. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Vol. 1. No. 354. ৪। Mitra's Notices, Vol. II, No. 529.

সংস্কৃত অভিধানাদির মধ্যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময় রচিত অমরসিংহ-কৃত 'অমরকোষ'ই বিশেষ প্রসিদ্ধ[১]। ইহার জনপ্রিয়তার একটি নিদর্শন এই যে, আজ পর্যন্ত ইহার ৫০ খানির অধিক টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শুধু বাঙালী টীকাকারদের সংখ্যাই প্রায় ২৫ জন[২]। এত টীকা খুব কম অভিধানেরই আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক বাঙালী শব্দতাত্ত্বিক 'টীকাসর্বস্ব'[৩] নামে এক টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা তিনি ১০ খানি টীকা অবলম্বন করিয়া সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বাঙলা অভিধানের ইতিহাসে এই টীকাখানির এক বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। কারণ এই 'টীকাসর্বস্বে' সংস্কৃত শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ প্রায় ৩০০ দেশজ শব্দের উল্লেখ আছে[৪]। এই সব দেশজ শব্দের মধ্যে বহু শব্দই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে প্রচলিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল—

টীকাসর্বস্বে প্রদত্ত শব্দ	শব্দের আধুনিক রূপ
১। ফড়িঙ্গ	ফড়িঙ্গ (পতঙ্গ অর্থে)।
২। ডাশ	ডাঁশ।
৩। ডাঢ়কাক	দাঁড়কাক।
৪। জালি বা জালী (কুষ্মাণ্ডাদি জালিকায়া-মচিরোদ্ভূতায়াম্)।	জালি, জালী।
৫। কড়কচ (সমুদ্র বেলাভবে কড়কচেতি খ্যাতে লবণে অঙ্গীবন্বয়ম্)।	কড়কচ।
৬। বেঙ্গ	বেং, বেঙ, (ভেক অর্থে)।
৭। চাল	চাল।
৮। টোপর	টোপর।
৯। মহআ	মহুয়া।
১০। সিঙ্কল, সিকল	শিকল ইত্যাদি।

অতএব বাঙলা শব্দাভিধানের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে এই 'টীকাসর্বস্বের' উল্লেখ করিতে পারি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর জৈন হেমচন্দ্র সূরি (১০৮৮-১১৭২ খ্রীঃ) সঙ্কলিত 'রত্নাবলী' বা 'দেশী নামমালা'-য় এমন কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায় যাহাদের সহিত বাঙলা শব্দের

১। K. G. Oka's Introduction to Ksirasvamin's Com. on the Amarakosa, Poona 1913; Ind. Ant. 1912, p. 216. ২। The Bengali Commentators on the Amarakosa by N. N. Dasgupta, Indian Culture Vol. II, No. 2. ৩। Ed. Ganapati Shastri, Madras, 1911 and 1917. ৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৬ বাং, ২য় সংখ্যা— 'সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্দ' এবং 'দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ' প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য বর্তমান। হেমচন্দ্র গুজরাট প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গুজরাট ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে প্রচলিত দেশী শব্দ অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অথবা সংস্কৃত ধাতুর সহিত যাহাদের কোন সংস্রব নাই, এইরূপ শব্দ সংগ্রহ করিয়া এই অভিধান সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থের মূল ও টীকায় সর্বসমেত ৩,৯৭৮টি দেশজ শব্দ স্থান পাইয়াছে[১]। ইহাদের মধ্যে অন্তত শতাধিক শব্দ আছে যেগুলিকে বাঙলা শব্দ বলা যাইতে পারে। নিম্নে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল[২] —

১। কোইলা—কট্ঠ অংগারা (কাষ্ঠাঙ্গারাঃ), দ্বিতীয় বর্গঃ ৪৯ শ্লোক
২। কোলাহল—খগরুএ (খগরুতম্) ঐ ৫০ শ্লোক
৩। খড়—তিণম্মি (তৃণম্) ঐ ৬৭ শ্লোক
৪। গোবর—করীসম্মি (করীষম্) ঐ ৯৬ শ্লোক
৫। গোআলা—দুদ্ধবিকইণী (দুগ্ধবিক্রয়কর্ত্রী) ঐ ৯৮ শ্লোক
৬। চাউল—তণ্ডুলাঃ তৃতীয় বর্গঃ ৮ শ্লোক
৭। ঝাড়ু—লয়গহণে (লতাগহনম্) „ ৫৭ শ্লোক
৮। তুলসী—সুরসলয়াএ (সুরসলতা) পঞ্চম বর্গঃ ১৪ শ্লোক
৯। রোল—কলিরবেসু (কলহোরবশ্চ) সপ্তম বর্গঃ ১৫ শ্লোক
১০। বিহাণো—বিহিগোসেসু (বিধিঃ প্রভাতংচ) „ ৯০ শ্লোক

উচ্চারণ নির্দেশ ইংরাজী ও কয়েকখানি আধুনিক বাঙলা অভিধানের একটি অঙ্গ বলা যাইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে এই জিনিষটি পাওয়া যায় না। তবে অমরকোষের অন্যতম টীকাকার 'ত্রিকাণ্ডশেষ' প্রণেতা বৌদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তমদেব 'বর্ণযোজনা'[৩] নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে আংশিকভাবে উচ্চারণ নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উচ্চারণ নির্দেশের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে 'বর্ণযোজনা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশভেদে শব্দের উচ্চারণে পার্থক্য হয়, তাহা পুরুষোত্তমদেব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অনেকে উচ্চারণ ধরিয়া বানান করিতেন, আবার অনেকে পুরাতন সংস্কৃতের বানান ধরিয়া বানান করিতেন—ইহার ফলে অনেক গোলমাল হইত। কেহ বলিতেন 'সংবৎ', আবার কেহ বলিতেন 'সম্বৎ'। ক্ষ, খ, ষ প্রভৃতি অক্ষরের উচ্চারণে প্রায় সর্বত্রই বৈষম্য দৃষ্ট হইত। কেহ ক্ষ লিখিতে যাইয়া খ বা ষ লিখিতেন, আবার কেহ খ বা ষ লিখিতে যাইয়া ক্ষ লিখিতেন। এই

১। মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'দেশী নামমালা'।

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার 'দেশী শব্দ' (১৩১১ বাং ১ম সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধে 'দেশী নামমালা' হইতে নির্বাচিত ৮৩টি শব্দ ও তাহাদের আধুনিক বাঙলা প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে অনুল্লিখিত কয়েকটি শব্দ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইল।

৩। অভিধান, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৭ বাং।

সব গোলযোগের জন্য 'বর্ণযোজনা'র সৃষ্টি। উহারই অংশ হয় 'ব'-কারভেদ, 'য'-কারভেদ, 'স'-কারভেদ ও 'ন'-কারভেদ। তিনি যে শব্দে যে 'ব'-কার, যে 'য'-কার, যে 'স'-কার ও যে 'ন'-কার লিখিতে হইবে তাহা নির্দেশ করিয়া যান।

আধুনিক বাঙলা বা সংস্কৃত অভিধানে অকারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজান থাকে। বর্ণানুক্রমিক শব্দ সাজাইবার রীতি প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে ছিল না। এই রীতি প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে নাই বলিতে আমরা সাধারণত এই বুঝি যে, শব্দের আদিবর্ণ অনুসারে অভিধান সঙ্কলনের যে রীতি বাঙলা অভিধানে এখন পাইতেছি, তাহা সংস্কৃতে নাই। কিন্তু অন্ত্যবর্ণ অনুসারে শব্দাবলী সজ্জিত করার রীতি কোন কোন সংস্কৃত অভিধানে আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মেদিনীকোষে'-র উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে যে সব দুই-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের শেষ অক্ষর 'ক' তাহা একস্থলে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ যে সব তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শেষ অক্ষর 'ক' তাহাও একত্রে স্থান পাইয়াছে। নিদর্শন স্বরূপ 'মেদিনীকোষে'র 'কান্তবর্গ' হইতে কয়েকটি উদারণ উদ্ধৃত হইল—

> কৈককম্—কঃ।
> কদ্বিকম্—একঃ, কর্কঃ, কাকঃ, তর্কঃ, তোকম্।
> কত্রিকম্—অশোকঃ, অলকা, অভীকঃ, অম্বিকা, আনকঃ।
> কচতুষ্কম্—অঙ্গারকঃ, কপর্দ্দকঃ, কর্কটকঃ, কোষতকঃ।
> কপঞ্চকম্—অনেড়মূকঃ, নবকলিকা, নাগবারিকঃ, ব্যবহারিকা, শতপর্ব্বিকা।

কেহ কেহ অনুমান করেন এদেশীয় অভিধানে শব্দান্তবর্ণমালানুক্রমে শব্দ সাজাইবার প্রথম সূত্রপাত হয় সম্ভবতঃ কোলব্রুক (H. T. Colebrooke) সাহেব সম্পাদিত অমরকোষের পরিশিষ্টে[১]। কিন্তু ইহা সত্য নহে। বর্ণমালানুক্রমিক শব্দ সাজাইবার রীতির নিদর্শন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'ইংরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি'তে পাই। এই অভিধানে 'ক'কারাদি হইতে 'ক্ষ'কারাদি শব্দ প্রথম বিন্যাস করিয়া পরে 'অ'কারাদি হইতে 'ও'কারাদি শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। ফর্ষ্টারের অভিধানেও (১৮০২ খ্রীঃ) 'অ'কারাদিক্রমে শব্দ বিন্যাস করা হইয়াছে।

তবে এস্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উনবিংশ শতাব্দীর সকল অভিধানে এই রীতি স্বীকৃত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সঙ্কলিত অভিধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

---

১ 'কোলব্রুক সাহেব একবার অমরকোষ ছাপান এবং তাহার শেষে বর্ণমালানুসারে এক পরিশিষ্ট দেন, তাহাতে অমরকোষের সব শব্দ থাকে। এদেশীয় অভিধানে সেই বোধহয় বর্ণমালানুক্রমের প্রথম ব্যবহার।' —প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩০৭ বাং, 'অভিধান' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কোলব্রুকের অমরকোষ ১৮০৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়।

অমর সিংহ যেমন তাঁহার অভিধানকে স্বর্গবর্গ, পাতালবর্গ, ভূমিবর্গ, বনৌষধিবর্গ, মনুষ্যবর্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্গে বিভাগ করিয়াছেন, এই অভিধানখানিও সংস্কৃত অভিধানের ছাঁচে ঢালিয়া of God, of Spirits, of the Universe, of the Sex and Age of Man প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন সাহেবের 'বিহার পেজেণ্ট লাইফ' নামক গ্রন্থে প্রদত্ত প্রাদেশিক ভাষার শব্দাভিধানও অনেকটা ঐ রীতি অনুসারেই সঙ্কলিত।

সংস্কৃত অভিধানাদি প্রায়ই ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রচিত। ইহার ফলে অনেকস্থলে মূল শব্দ ও তাহার অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য হয়। বিশেষত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপর যাহার ভাল দখল নাই, তাহার পক্ষে অভিধান হইতে শব্দ বাহির করা একরূপ দুরূহ। সংস্কৃত অভিধান প্রায়ই মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইত। কিন্তু আধুনিক অভিধানে অকারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজান থাকার ফলে, আমাদের প্রয়োজনীয় শব্দ অতি সহজেই বাহির করিয়া লইতে পারি। মুখস্থ করিবার পরিশ্রম আর না করিলেও চলে। শব্দান্ত-অকারাদি বর্ণানুক্রমিক শব্দ সাজাইবার রীতির জন্ম আমরা ইউরোপীয়দের নিকট ঋণী।

ইউরোপীয়রা এদেশে আসিবার পূর্বে বাঙলা ভাষায় কোন অভিধান ছিল না। সে যুগে অভিধান রচনার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করেন নাই। সাহিত্য হিসাবে বাঙলার চর্চাই ছিল না, কাজেই অভিধানেরও কোন প্রয়োজন হইত না। রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ সাধারণে পাঠ করিত বটে, কিন্তু এই সব গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই পঠিত হইত। প্রত্যেক গ্রন্থের সঙ্গে তাহার ফলশ্রুতিরও বর্ণনা থাকিত। এই সব গ্রন্থাদি সাধারণ লোকে একরূপ বুঝিতে পারিত এবং বুঝিতে না পারিলেও বড় ক্ষতিবোধ হইত না। কারণ তাহারা ভাবিত, ধর্মগ্রন্থ অর্থগ্রহণের সহিত হউক আর না হউক, পাঠ করিলে পুণ্য লাভ হইবে।[১] সাহিত্য হিসাবে এই সব গ্রন্থাদির পঠন ও আলোচনা উনবিংশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

ইউরোপীয়রা যখন এদেশে আসিলেন তখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে, রাজকার্য পরিচালনা ও দেশ শাসনের জন্য এদেশের ভাষাজ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিল। অভিধানের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারাই প্রথম অনুভব করিলেন। তাহার ফলে অভিধান সঙ্কলনের সূত্রপাত। ইউরোপীয়দের বঙ্গভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে অভিধান সৃষ্ট

১। 'যে বা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত।
কৃষ্ণে উপজিলে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলে হইবে বড় হিত॥'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ, ৮১ শ্লোক।

হইয়াছিল বলিয়া, প্রথম যে কয়খানি অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক-খানিতেই বাঙলা শব্দের ইউরোপীয় প্রতিশব্দ, বা ইউরোপীয় শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে।

এস্থলে, সেযুগের ইউরোপীয় ও এদেশীয়দের সম্পাদিত অভিধানসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য স্বতঃই লক্ষিত হয় তাহা উল্লেখ করিব। এদেশীয়দের মধ্যে এদেশবাসীর জন্ম যাঁহারা অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। চলিত বাঙলা শব্দাদি ও গ্রাম্য শব্দসমূহ তাঁহাদের নিকট অতি সহজ ও বোধগম্য হওয়ায় এই সব শব্দের অর্থ নির্দেশ করার কোন প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করেন নাই। শুধু সেই সব দুরূহ সংস্কৃতমূলক শব্দ—যাহার অর্থ সাধারণ পাঠকের পক্ষে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য তাহারই অর্থ ইহারা নির্দেশ করিয়াছেন। ইঁহার ফলে এদেশবাসীদের সম্পাদিত প্রায় অভিধানে চলিত বাঙলা শব্দ অতি অল্পই স্থান পাইয়াছে। এই সব অভিধান প্রধানত সংস্কৃত অভিধানের বাঙলা সংস্করণ মাত্র। কিন্তু ইউরোপীয় আভিধানিকের গ্রন্থে ইহার বিপরীত রীতিই লক্ষিত হয়। তাঁহাদের পক্ষে বাঙালী জনসাধারণের ভাষা বুঝিতে হইলে শুধু সংস্কৃতমূলক শব্দের অর্থ জানিলে চলে না। সংস্কৃত শব্দের অর্থ হয়ত বাহির করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত বাঙলা শব্দের অর্থ জানাই দুরূহ। ইহার ফলে ইউরোপীয়-সঙ্কলিত অভিধানে এই বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে সংস্কৃতমূলক শব্দ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে চলিত শব্দেরই অর্থ দেওয়া থাকে।

আমার এই গ্রন্থ মূলত বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয় ; সুতরাং ইহাকে 'বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়' নামেই অভিহিত করিয়াছি। ইহাতে অভিধান শব্দ ইংরাজী Dictionary ও Glossary উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়—বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়, দ্বিতীয় অধ্যায়—বিভিন্ন বাঙলা ইংরাজী গ্রন্থের প্রারম্ভে, মধ্যে বা অন্তে সেই সেই গ্রন্থে ব্যবহৃত বাঙলা শব্দের যে অর্থসহ তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার পরিচয়, তৃতীয় অধ্যায়—বিভিন্ন প্রবন্ধাদিতে যে সকল শব্দসূচী প্রদত্ত হইয়াছে তাহার পরিচয়, চতুর্থ অধ্যায়—যে সকল অভিধান সঙ্কলিত কিন্তু অমুদ্রিত তাহাদের পরিচয়। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের শেষে একাধিক পরিশিষ্ট সংযুক্ত হইয়াছে। 'ক' পরিশিষ্টে এই গ্রন্থে উল্লিখিত কয়েকজন আভিধানিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থপঞ্জী দিতে গিয়া অধিকাংশ স্থলে এই সকল আভিধানিক বাঙলা ভাষায় অথবা বাঙলা ভাষা সংক্রান্ত যে সকল গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে বিভিন্ন প্রবন্ধলেখক বা যে সকল গ্রন্থের প্রারম্ভে মধ্যে অথবা অন্তে শব্দ-সূচী রহিয়াছে সেই সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারদের জীবনী দেওয়া হয় নাই। 'খ' পরিশিষ্টে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা দেশের আদালতে ফার্সী ভাষা ও লিপির পরিবর্তে বাঙলা ভাষা ও লিপির

প্রচলন উদ্দেশ্যে যে বিধান প্রবর্তিত হয় এবং যাহার ফলে বাঙলা অভিধানের ইতিহাসে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। লঙএর তালিকা এবং বাঙলা গবর্ণমেণ্টের নথিপত্রের ২২, ৩২ ও ৪১ নম্বর সংগ্রহে এমন কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে যাহাকে অভিধান বলা চলে না। তেমন কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ 'গ' পরিশিষ্টে করা হইয়াছে। 'ঘ' পরিশিষ্টে কালানুক্রমে মুদ্রিত সকল অভিধানের এক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। 'ঙ' পরিশিষ্টে কালানুক্রমিক অভিধানের উপাদান-সূচী, 'চ' পরিশিষ্টে বাঙলা বর্ণানুক্রমিক অভিধান-সূচী, 'ছ' পরিশিষ্টে রোমান বর্ণানুক্রমিক অভিধান-সূচী, 'জ' পরিশিষ্টে বাঙলা বর্ণানুক্রমিক অভিধান-রচয়িতা-সূচী, 'ঝ' পরিশিষ্টে রোমান বর্ণানুক্রমিক অভিধান-রচয়িতা-সূচী, 'ঞ' পরিশিষ্টে বাঙলা অভিধানের উল্লেখ যুক্ত কতিপয় প্রবন্ধ-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে।

বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়া বাঙলা ভাষার প্রথম অভিধান ও শব্দ-সূচী হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুদ্রিত সকল অভিধান ও শব্দ-সূচীর পরিচয় দেই নাই। ইহাতে গত উনবিংশ শতকের পূর্বের ও উক্ত শতকের প্রথম ৬৮ বৎসরের মধ্যে যে সকল অভিধান ও শব্দ-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে শুধু তাহাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দকে আমার আলোচনার সীমা নির্দেশের কারণ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে এই বৎসরটি ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। কারণ উক্ত খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা গেজেটে প্রতি তিন মাস অন্তর এক একটি গ্রন্থ-তালিকা মুদ্রিত হইতেছে। এই রীতি এ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বাঙলা দেশের বিভিন্ন মুদ্রাযন্ত্রে যেসকল গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি মুদ্রিত হয়, তাহার এক তালিকা গেজেটের ত্রৈমাসিক পরিশিষ্টে পাইতেছি। অতএব ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুদ্রিত সকল অভিধানের তালিকা বাঙলা গেজেটের পরিশিষ্ট অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত সকল গ্রন্থের কোন নির্ভরযোগ্য তালিকা না থাকায় ঐ সময়ের অভিধানের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। এই সময়ের মধ্যে মুদ্রিত বহু গ্রন্থ ও তাহাদের বিভিন্ন সংস্করণ লোপ পাইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা নানা জায়গায় এমন ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে যে, তাহাদের সন্ধান লইয়া ঐতিহাসিক আলোচনা করা দুরূহ। আমি বর্তমান গ্রন্থে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত বাঙলা অভিধান ও শব্দ-সূচীর পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে প্রদত্ত তালিকাই যে সম্পূর্ণ এরূপ মনে করি না। যে সকল অভিধানাদি স্বয়ং দেখিয়াছি, অথবা বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, অথবা সন্ধান জানিয়াছি শুধু তাহাদেরই উল্লেখ এই গ্রন্থে করিব। আমার অদেখা ও অজানা অভিধান ও শব্দসূচী বহু রহিয়াছে বিশ্বাস করি। এস্থলে ১৭৮৮ খ্রীঃ প্রকাশিত The Indian Vocabulary গ্রন্থের ভূমিকায়—'It is from this consideration,

of the insufficiency of all Vocabularies of Bengal words hitherto published'—উক্তির প্রতি ভাবী গবেষকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত আসসুম্পসাওঁ-এর পোর্তুগীজ বাঙলা অভিধান ব্যতীত অন্য কোন অভিধানের এবং বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৭৭২ খ্রীঃ এবং ১৭৭৬ খ্রীঃ মুদ্রিত যথাক্রমে (১) Vocabulary English and Moors (২) Glossary of......Sanscrit, Persian and Bengal words ব্যতীত অন্য কোন শব্দসূচীর সন্ধান জানিতে পারি নাই। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নিশ্চয়ই কতিপয় অভিধান বা শব্দসূচী প্রকাশিত হইয়াছিল, নতুবা এরূপ মন্তব্য করা সম্ভব হইত না। সেই সকল অধুনালুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান আবশ্যক।

আলোচ্য বিষয় লইয়া এ পর্যন্ত কেহ ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেন নাই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'History of Bengali Language and Literature' (1911), ডঃ সুশীলকুমার দে রচিত 'History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1800-1825' (1919), ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'The Origin and Development of the Bengali Language', (1926), অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন রচিত 'Western Influence in Bengali Literature', (1932) প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থে ও প্রবন্ধে প্রসঙ্গত ঐ সময়ের মধ্যে মুদ্রিত কয়েকখানি অভিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যেসকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি হইতে বর্তমান গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি তাহা যথাস্থলে স্বীকৃত হইয়াছে। যেসকল স্থলে আমার পূর্ববর্তী লেখকদের মতের সহিত একমত হইতে পারি নাই, সেই সব স্থলে সংক্ষেপে আমার একমত না হওয়ার কারণ নির্দেশ করিয়াছি। এই গ্রন্থে বিভিন্ন অভিধানের পরিচয় দিতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সেই গ্রন্থের ও তাহার বিভিন্ন সংস্করণের ভূমিকা, সমসাময়িক যুগে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের পরিচয় ও পরবর্তী অভিধানে যে উল্লেখ আছে—তাহার উপর নির্ভর করিয়াছি।

এই গ্রন্থের প্রথম বিভাগে বিভিন্ন অভিধানের পরিচয় দিতে গিয়া প্রায় সর্বত্র অভিধান রচনার কারণ, ইহাতে অনুসৃত রীতি, ইহার বৈশিষ্ট্য, অভিধানের আখ্যাপত্র, পৃষ্ঠা সংখ্যা, আকার, দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহার অর্থের উল্লেখ করিয়াছি। লঙএর তালিকা,[১] বাঙলা গভর্ণমেন্টের নথিপত্রের সংগ্রহ,[২] ইণ্ডিয়া অফিস ও ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থ-তালিকাদিতে যেসকল স্থলে আলোচ্য অভিধানাদির উল্লেখ পাইয়াছি তাহাও নির্দেশ করিয়াছি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রদত্ত

১। Descriptive Catalogue of Bengali Works, Containing a classified list of fourteen hundred Bengali Books and Pamphlets etc. (1855).

২। Selections from the Record of the Bengal Government, Published by Authority. No. xxii (1855); No. xxxii (1857); No. xli (1865).

শব্দসূচীর শব্দসংখ্যা, শব্দ ও অর্থের নিদর্শন, গ্রন্থের আখ্যাপত্র, পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। আখ্যাপত্র হইতে গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক ও প্রকাশকাল জানা যাইবে। দ্বিতীয় বিভাগে প্রত্যেক গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করি নাই। তৃতীয় বিভাগে প্রবন্ধাদিতে প্রদত্ত শব্দসূচীর পরিচয় দিতে গিয়া প্রবন্ধের নাম, প্রবন্ধ লেখক, ও নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উল্লেখ করিয়াছি। চতুর্থ বিভাগে যেসকল গ্রন্থ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে শুধু সেই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। গ্রন্থরচনাকাল ও মুদ্রণকাল সম্বন্ধে সন্দেহজনক গ্রন্থের উল্লেখ প্রথম বিভাগেই করা হইয়াছে।

উনবিংশ শতকের পূর্বে ও উক্ত শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙলা অভিধান অধিক মুদ্রিত হয় নাই। যে কয়েকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাও সকলের পক্ষে দেখার সুযোগ হয় নাই। এই কারণে অনেক আভিধানিক তাঁহাদের অভিধানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সকল সময় অভ্রান্ত বলিয়া মনে করা যায় না। ফরষ্টারের অভিধানকে—কেরী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, জন মেণ্ডিস, রামকমল সেন ও হটন প্রভৃতি একবাক্যে প্রথম মুদ্রিত বাঙলা অভিধান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্রনিকল প্রেসে' মুদ্রিত একখানি বাঙলা ইংরাজী অভিধান পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বাঙলা অভিধানের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে ইহার উল্লেখ করিতে হয়। উদয়চাঁদ আঢ্যের ইংরাজী বাঙলা অভিধান ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি এই অভিধানের ভূমিকায় তাঁহার অভিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকবর্গকে অবহিত করিয়াছেন। এই অভিধানে প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের ইংরাজী ও বাঙলা শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নির্দেশ করা আছে। আঢ্যের মতে ডি. রোজারিও সাহেবের অভিধানে (১৮৩৭ খ্রীঃ এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু রোজারিওর অভিধান সর্বত্র রোমান লিপিতে মুদ্রিত বলিয়া ইহা এদেশীয় পাঠকদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনে আসে নাই। ডি. রোজারিওর অভিধান মুদ্রণের ৯ বৎসর পূর্বে মর্টনের অভিধান (১৮২৮ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। এই অভিধানে বাঙলা শব্দ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের ইংরাজী ও বাঙলা শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। উদয়চাঁদ আঢ্য সম্ভবত মর্টনের অভিধানের সন্ধান জানিতেন না। নতুবা তিনি তাঁহার অভিধানে একাধিক ইংরাজী বাঙলা প্রতিশব্দ নির্দেশ করিয়া নূতনত্বের দাবী করিতে পারিতেন না।

এই গ্রন্থে বিভিন্ন অভিধানের পরিচয় কালানুক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত সকল অভিধানকে প্রধানত দুইভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। প্রথমত গ্রন্থ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য হিসাবে, দ্বিতীয়ত গ্রন্থের ভাষা হিসাবে। গ্রন্থ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য হিসাবে ঐ সময় মুদ্রিত সকল অভিধানকে প্রধানত নিম্নোক্ত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

১। ইউরোপীয় কর্তৃক ইউরোপীয়দের বাঙলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত, আস্‌সুম্পসাঁও-এর অভিধান—১৭৪৩ খ্রী: ।
'যে প্রচারক তাহার ধর্মগোষ্ঠীর ভাষা জানে না সে প্রচারক হইবার উপযুক্ত নহে।' প্রাচ্যদেশ প্রবাসী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দের জন্য হটনের অভিধান—১৮৩৩ খ্রী: ।

২। ইউরোপীয় কর্তৃক এদেশীয়দের ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত, আপজনের 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি'—১৭৯৩ খ্রী: ।
রোজারিওর অভিধান —১৮৩৭ খ্রী: ।

৩। এদেশীয় কর্তৃক এদেশীয়দের বাঙলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'বঙ্গভাষাভিধান'—১৮১৭ খ্রী: ।

৪। এদেশীয় কর্তৃক এদেশীয়দের ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত, নবকুমার নাথের ইংরাজী বাঙলা অভিধান—১৮৬১ খ্রী: ।

৫। এদেশীয় কর্তৃক ইউরোপীয়দের বাঙলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত, মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের ইংরাজী বাঙলা অভিধান—১৮১০ খ্রী: ।

৬। আইন আদালতে ফার্সী ও আরবী শব্দের পরিবর্তে বাঙলা শব্দ প্রচলনের উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত, নীলকমল মুস্তোফীর পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান—১৮৩৮ খ্রী: ।

৭। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার এবং ধর্মীয় সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত, Biblical and Theological Vocabulary—.৮৪৫ খ্রী: ।

ভাষা হিসাবে ঐ সময়ে মুদ্রিত সকল অভিধানকে নিম্নোক্ত ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—

এক ভাষার অভিধান—বাঙলা-বাঙলা।

দুই ভাষার অভিধান—বাঙলা-ইংরাজী, ইংরাজী-বাঙলা, বাঙলা-পোর্তুগীজ, পোর্তুগীজ-বাঙলা, সংস্কৃত-বাঙলা, ফার্সী-বাঙলা।

তিন ভাষার অভিধান—ইংরাজী-বাঙলা-মণিপুরী, ইংরাজী - বাঙলা - হিন্দুস্থানী, ইংরাজী-বাঙলা-গারো, ইংরাজী-ল্যাটিন-বাঙলা, ইংরাজী-ফরাসী-বাঙলা।

পাঁচ ভাষার অভিধান—ইংরাজী-ফার্সী-আরবী-হিন্দী বা হিন্দুস্থানী-বাঙলা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন গ্রন্থের নাম এক্ষেত্রে করা হইল না, গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত বিভিন্ন অভিধানের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দৃষ্টান্তসহ নিম্নে করা গেল।

১ ভূমিকা বৈচিত্র্য—অধিকাংশ অভিধানেই ভূমিকা আছে। কোন কোন অভিধানে ইংরাজী-বাঙলা উভয় ভাষায় ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। ১৮১৭ খ্রী: মুদ্রিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'বঙ্গভাষাভিধানে' এবং ১৮৩৯ খ্রী: মুদ্রিত হলধর ন্যায়রত্নের 'বঙ্গাভিধানে'

প্রথমে ইংরাজী পরে বাঙলা, ১৮৩৮ খ্রীঃ মুদ্রিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের 'পারসীক অভিধানে' প্রথম বাঙলা ও পরে ইংরাজী ভাষায় ভূমিকা ছিল। ১৮৫৪ খ্রীঃ মুদ্রিত উদয়চাঁদ আঢ্যের ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের ভূমিকা শুধু ইংরাজীতে রচিত। কোন কোন অভিধানের ভূমিকা কবিতায় রচিত। ১৮১৭ খ্রীঃ মুদ্রিত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'শব্দসিন্ধু'র ভূমিকা এবং ১৮৬৫ (?) খ্রীঃ মুদ্রিত কাশীনাথ রায় চৌধুরীর 'শব্দসিন্ধু'র ভূমিকা কবিতায় রচিত। ১৮৩১ খ্রীঃ মুদ্রিত জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী'র ভূমিকা গদ্যেপদ্যে রচিত।

২ ভূমিকায় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—১৮৩৪ খ্রীঃ মুদ্রিত রামকমল সেনের অভিধানের ভূমিকায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে।

৩ ভূমিকায় বাঙলা ব্যাকরণ—১৮২৮ খ্রীঃ মুদ্রিত মেণ্ডিসের অভিধানের প্রারম্ভে 'An Introduction to the Bengali Language' শীর্ষক অংশে সংক্ষেপে বাঙলা ব্যাকরণের মুল সূত্র নির্দেশ করা হইয়াছে। ১৮৩০ খ্রীঃ মুদ্রিত লেভেণ্ডিয়ারের অভিধানের ভূমিকায় ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা আছে। ১৮৩৮ খ্রীঃ মুদ্রিত শব্দকল্পতরঙ্গিণী অভিধানে 'ব্যাকরণং প্রাকৃত ভাষয়া' (পৃ ২৭-১২১) অংশে বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ বিবৃত হইয়াছে। ১৭৯৯ খ্রীঃ মুদ্রিত ফরষ্টারের অভিধানের ভূমিকায় 'বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করার নিয়ম' মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮২০ খ্রীঃ মুদ্রিত শ্রীয়েট্‌সের অভিধান মূলত ব্যাকরণ রীতি অনুসারে সঙ্কলিত।

৪ ভূমিকায় পূর্বগামীদের সমালোচনা—১৮২৭ খ্রীঃ মুদ্রিত তারাচাঁদ চক্রবর্তীর অভিধানের ভূমিকায় কেরীর অভিধানের বিস্তৃত সমালোচনা আছে। ১৮২৭ খ্রীঃ মুদ্রিত মর্টনের অভিধানে ফরষ্টারের অভিধানের ত্রুটি নির্দেশ করা হইয়াছে। অধিকন্তু কেরীর অভিধানে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উইলসনের সংস্কৃত অভিধানের অনুবাদ বলা হইয়াছে।

৫ ভূমিকায় পূর্ব-প্রকাশিত অভিধানের সাহায্য স্বীকৃতি—১৮২২ খ্রীঃ মুদ্রিত মেণ্ডিসের অভিধান রচনায় বাঙলা শব্দের জন্য কেরীর অভিধানের এবং ইংরাজী শব্দের জন্য Walker এবং Munder এর অভিধানের সাহায্যের কথা আছে। ১৮৫১ খ্রীঃ মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণে রোজারিও সাহেবের অভিধান অনুসরণের কথা স্বীকৃত। ১৮২৭ খ্রীঃ মুদ্রিত তারাচাঁদ চক্রবর্তীর অভিধান রচনায় কেরীর বাঙলা অভিধানের এবং উইলসনের সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য স্বীকৃত হইয়াছে।

৬ বাঙলা ভাষার নামান্তর—১৮৩৮ খ্রীঃ মুদ্রিত জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী'তে বাঙলা ভাষা না বলিয়া সর্বত্র 'প্রাকৃত ভাষা' বলা হইয়াছে (পৃ ৮৯)। ১৮৯৫ সম্বৎ (১৮৩৮ খ্রীঃ) লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের 'ব্যবহার বিচার শব্দাভিধানে' বাঙলা ভাষাস্থলে সাধু গৌড়ীয় ভাষা এবং ১৭৭৫ শক (১৮৫৩ খ্রীঃ) মুদ্রিত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক সঙ্কলিত 'শব্দাম্বুধি' অভিধানে 'গৌড়ীয় সাধুভাষা' বলা হইয়াছে।

৭ অভিধানের একাধিক বিভাগ—১৭৪৩ খ্রীঃ মুদ্রিত আস্‌সুম্পসাওঁর অভিধান প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। বাঙলা-পোর্তুগীজ, পোর্তুগীজ-বাঙলা। ১৮১০ খ্রীঃ মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধানে অমরকোষের স্বর্গবর্গ, পাতালবর্গ, ভূমিবর্গ, বনৌষধিবর্গ, মনুষ্যবর্গ প্রভৃতির অনুরূপ of God, of Spirits, of the Universe, of the Sex and Age of Man প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। ১৮২০ খ্রীঃ মুদ্রিত খ্রীয়েট্‌সের অভিধান ৪ খণ্ডে বিভক্ত। যথা—প্রথম খণ্ড 'বিশেষ্য পদ', দ্বিতীয় খণ্ড 'বিশেষণ পদ', তৃতীয় খণ্ড 'ক্রিয়াপদ', চতুর্থ খণ্ড 'অব্যয় শব্দ'।

৮ অভিধানের উৎসর্গ পত্র—কয়েকজন আভিধানিক তাঁহাদের গ্রন্থ এমন ব্যক্তিদের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন যাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন অথবা উৎসাহ দিয়াছিলেন। বাঙলা অভিধানের ইতিহাসে সেই কয়েকটি নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিদেশী আভিধানিকদের মধ্যে (ক) ১৭৪৩ খ্রীঃ মুদ্রিত আস্‌সুম্পসাওঁ-এর অভিধান 'রাজকীয় মন্ত্রণাসভার সদস্য, এভোরার মুখ্য ধর্ম-যাজক……শ্রীযুক্ত ডাই মিগেল দে তেভোরা' মহাশয়ের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। (খ) ১৭৯৯ খ্রীঃ মুদ্রিত ফর্‌ষ্টারের অভিধান রচনার অন্যতম প্রধান উৎসাহদাতা Thomas Graham-কে উৎসর্গ করা হয়। ১৮৩৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হটনের অভিধান 'কোর্ট অব দি ডাইরেক্‌টারস্‌'-এর নামে উৎসর্গীকৃত। এদেশীয় আভিধানিকদের মধ্যে ১৮১০ খ্রীঃ মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধান ডঃ কেরীর নামে, ১৮২৭ খ্রীঃ মুদ্রিত তারাচাঁদ চক্রবর্তীর অভিধান রেভারেণ্ড উইলিয়ম অ্যাডামের নামে এবং ১৮৩৪ খ্রীঃ মুদ্রিত রামকমল সেনের অভিধান লর্ড বেণ্টিঙ্কের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

৯ অভিধানে গ্রাহক-সূচী—উনবিংশ শতকের প্রথমপাদে মুদ্রিত কোন কোন অভিধানের সঙ্গে গ্রন্থ-গ্রাহকবর্গের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকা হইতে জানা যায় যে গ্রন্থ-গ্রাহকবর্গের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ইউরোপীয়। মাত্র কয়েকজন বাঙালীর নাম এই তালিকায় পাইতেছি। এই তালিকা হইতে এই জাতীয় অভিধান যে বিদেশীদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ১৮০২ খ্রীঃ মুদ্রিত ফর্‌ষ্টারের অভিধানের শেষে দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী এক তালিকায় ২৭৫ জন অভিধান গ্রাহকের এক নামসূচী মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র ৫ জন বাঙালী। ১৮১০ খ্রীঃ মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধানের শেষে গ্রন্থ-গ্রাহকবর্গের সার্ধ দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী এক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে ১৮৪ জন গ্রাহকের মধ্যে মাত্র ১৩ জন এদেশবাসী ছিলেন।

১০ সরকার কর্তৃক অভিধান বিতরণ—কোন কোন অভিধান সরকার ক্রয় করিয়া বিভিন্ন জেলায় বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ মুদ্রিত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের অভিধান ২০০ কপি ক্রয় করিয়া বিতরিত হইয়াছিল।

১১ ইউরোপীয় আভিধানিকের গ্রন্থে বাঙালী আভিধানিকের উল্লেখ—১৮২৮ খ্রীঃ মুদ্রিত মর্টনের অভিধানে 'শব্দকল্পদ্রুম' সম্পাদক রাজা রাধাকান্ত দেবের সপ্রশংস উল্লেখ আছে। ১৮৩৭ খ্রীঃ মুদ্রিত P. S. D. Rozario রচিত অভিধানে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর ও শ্যামাচরণ সরকারের উল্লেখ পাইতেছি।

১২ শব্দের বানানে উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য—(ক) ১৭৪৩ খ্রীঃ মুদ্রিত আসসুম্পসাওঁ-এর অভিধানে বাঙলা শব্দের উচ্চারণ পোর্তুগীজ ভাষার রীতি অনুসারে রোমান অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। যথা, Catthamo—কাঠামো, Durbhioquo—দুর্ভিক্ষ। (খ) ১৮১০ খ্রীঃ মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধানে বাঙলা শব্দের রোমান লিপ্যন্তর লক্ষণীয়। যথা, Eeshshwar—ঈশ্বর। (গ) ১৮২৭ খ্রীঃ মুদ্রিত তারাচাঁদ চক্রবর্তীর অভিধানে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করিতে গিয়া প্রায় সর্বত্র রামমোহন রায়ের ব্যাকরণে অনুসৃত রীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। (ঘ) ১৮৩৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হটনের অভিধানে এদেশীয় শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করিতে গিয়া প্রায় সর্বত্র উইলিয়াম জোন্‌সের ব্যবহৃত রীতি অনুসরণ করা হইয়াছে।

১৩ বর্ণানুক্রমে শব্দ বিন্যাস—ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের ইংরাজী শব্দসমূহ সর্বত্র রোমান বর্ণমালানুক্রমে সজ্জিত। বাঙলা-বাঙলা অভিধানে অথবা বাঙলা-ইংরাজী অভিধানে শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আছে। ১৭৯৩ খ্রীঃ মুদ্রিত এ. আপজন প্রকাশিত 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' গ্রন্থে প্রথম 'ক'-কারাদি হইতে 'ক্ষ'-কারাদি এবং তৎপর 'অ'-কারাদি হইতে 'ঔ'-কারাদি শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮২৫ খ্রীঃ মুদ্রিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'শব্দার্ণবে' এবং ১৮৬৭ খ্রীঃ মুদ্রিত কেশবচন্দ্র রায়ের 'শব্দাবলীতে' 'হ' বর্ণের পর 'ক্ষ' বর্ণের শব্দসমূহ স্থান পাইয়াছে। ১৮৩৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হটনের অভিধানের 'ধাতুসূচীতে' ব্যঞ্জনবর্ণ-আদি ধাতুর পর স্বরবর্ণ-আদি ধাতু স্থান পাইয়াছে। ১৮৬৭ খ্রীঃ মুদ্রিত রামনাথ চক্রবর্তীর 'ইংরাজী-বাঙলা-গারো' শব্দ সঙ্কলনের গারো শব্দসমূহ বাঙলা লিপিতে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত।

১৪ দুই 'ব' বর্ণের প্রয়োগ বৈচিত্র্য—বাঙলা শব্দের উচ্চারণে এবং বাঙলা লিপিতে দুই 'ব' বর্ণের উচ্চারণ ও লিপিগত পার্থক্য প্রায়ই করা হয় না। অসমীয়া ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় দুই 'ব' বর্ণের উচ্চারণগত পার্থক্যহেতু লিপিতেও পার্থক্য আছে; যথা—অসমীয়া লিপিতে ব, ৱ। বাঙলা অভিধানে সাধারণতঃ 'ব' আদি শব্দ 'প'বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের পরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে। ১২৪৬ বঙ্গাব্দে (১৮৩৯ খ্রীঃ) মুদ্রিত হলধর ন্যায়রত্নের 'বঙ্গাভিধানে', ১২৬২ বঙ্গাব্দে (১৮৫৫ খ্রীঃ) মুদ্রিত কাশীনাথ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গভাষাভিধানে' এবং ১৮৬১ খ্রীঃ মুদ্রিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'শব্দসার' অভিধানে বর্গীয় 'ব' এবং অন্তস্থ 'ব' যুক্ত শব্দাবলী পৃথক বিন্যস্ত হইয়াছে।

১৫ শব্দের লিঙ্গ নির্দেশ—কোন কোন অভিধানে শব্দের লিঙ্গ নির্দেশ করা আছে। ইহা মূলত সংস্কৃত অভিধানের প্রভাব-জাত। ১৮১৭ খ্রীঃ মুদ্রিত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'শব্দসিন্ধু' অভিধান এবং ১৮৩৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হটনের অভিধানের সংস্কৃত-মূল শব্দের লিঙ্গ নির্দেশ করা আছে। ১২৬৮ বাং (১৮৬১ খ্রীঃ) মুদ্রিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত 'শব্দসার' অভিধানের আখ্যাপত্রে 'লিঙ্গ বিনির্ণয় সমেত' এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ১৮৬৫ খ্রীঃ মুদ্রিত রামকমল বিদ্যালঙ্কারের 'প্রকৃতিবাদ' অভিধানে শব্দের লিঙ্গ নির্দেশ করা হইয়াছে। ১৮২০ খ্রীঃ মুদ্রিত শ্রীয়েট্‌স সম্পাদিত বাঙলা ও ইংরাজী অর্থ-যুক্ত সংস্কৃত অভিধানে শব্দসমূহ লিঙ্গ অনুসারে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত।

১৬ শব্দ কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত তাহার নির্দেশ—কোন কোন অভিধানে শব্দের পাশে সেই শব্দ সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, হিন্দী, অজ্ঞাত মূল, বাংলা প্রভৃতি কোন্ ভাষার তাহা নির্দেশ করা আছে। কেরীর অভিধানের আখ্যাপত্রে—'The words are traced to their origin'—এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ পাইতেছি। ১৮৩৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হটনের অভিধানে এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

১৭ শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতি নির্দেশ—কোন কোন অভিধানে শব্দটি বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি কোন শ্রেণীর তাহা সাংকেতিক অক্ষরযোগে নির্দেশ করা হইয়াছে। ১৮২২ খ্রীঃ মুদ্রিত জন মেণ্ডিসের, ১৮২৭ খ্রীঃ মুদ্রিত তারাচাঁদ চক্রবর্তীর এবং ১৮২৯ খ্রীঃ মুদ্রিত পিয়ার্সনের অভিধানে এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

১৮ ধাতুর তালিকা—যে সকল ধাতু হইতে বাঙলা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহাদের তালিকা কোন কোন অভিধানে দেওয়া আছে। ১৮২৫ খ্রীঃ মুদ্রিত কেরীর অভিধানের প্রারম্ভে অন্নাধিক দুই সহস্র ধাতু ইংরাজী অর্থসহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। ১৮৪১ খ্রীঃ মুদ্রিত মুন্সী দেবীপ্রসাদ রায়ের Polyglot Munshi তে প্রায় এক হাজার ধাতুর তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯ বিদেশী শব্দ—কয়েকখানি বাঙলা অভিধানে বিদেশী শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৮২৮ খ্রীঃ মুদ্রিত মর্টনের অভিধানে, ১৮৩৮ খ্রীঃ মুদ্রিত তারাচন্দ্র শর্মার 'শব্দার্থ-প্রকাশাভিধানে' এবং ১৮৬১ খ্রীঃ প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'শব্দসার' অভিধানে আরবী ও ফার্সী ভাষার শব্দ সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৮৫১ খ্রীঃ মুদ্রিত মেণ্ডিসের অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ইউরোপীয় ও এদেশীয় সম্পাদিত কোন কোন অভিধানে আরবী ও ফার্সী শব্দ সমূহ পরিত্যক্ত হওয়ায় এইরূপ কার্যের 'অযৌক্তিকতা' নির্দেশ করিয়া নিত্য ব্যবহার্য আরবী, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী শব্দ বাঙলা অভিধানে রাখা সমর্থন করা হইয়াছে।

২০ সংস্কৃত শ্লোক—(ক) ১৮৬৪ খ্রীঃ মুদ্রিত বেণীমাধব দাস সঙ্কলিত 'শব্দার্থ-মুক্তাবলী'র প্রতি পৃষ্ঠার শিরোভাগে সেই পৃষ্ঠায় প্রদত্ত যে কোন একটি শব্দযুক্ত শ্লোকের চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। (খ) ১৮৬৫ খ্রীঃ মুদ্রিত গোপীনাথ শীল সঙ্কলিত

'শব্দার্থরত্নমালা'র প্রতি পৃষ্ঠার শিরোভাগে বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকের এক একটি চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। (গ) ১৮৩৮ খ্রীঃ মুদ্রিত জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী'র দ্বিতীয় ভাগের শেষে একটি সংস্কৃত কবিতায় আভিধানিক নিজ পিতৃপরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

২১ বিভিন্ন অভিধানের আখ্যাপত্রে ল্যাটিন, সংস্কৃত অথবা ইংরাজী বাক্য Motto হিসাবে উদ্ধৃত, দৃষ্টান্ত যথা—

ল্যাটিন—১৭৯৯ খ্রীঃ মুদ্রিত ফর্‌ষ্টারের ইংরাজী বাঙলা অভিধানে—

'Vox Et Praeterea Nihil.'

সংস্কৃত—[ক] ১৮১৫ খ্রীঃ মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের বাঙলা-ইংরাজী অভিধানে—

'ক্ষম্যতামপরাধো মে ধীরাঃ পণ্ডিত মানিনঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পুস্তকে দোষঃ কৃপয়া পরিশোধ্যতাং॥'

[খ] ১৮২৮ খ্রীঃ মুদ্রিত মর্টনের দ্বিভাষার্থকাভিধানে—

'অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড় বুদ্ধয়ঃ॥'

এতদ্ব্যতীত ১৮৫৪ খ্রীঃ মুদ্রিত U. C. Addyর অভিধানে, ১৯২০ সংবৎ (১৮৬৩ খ্রীঃ) মুদ্রিত মথুরানাথ তর্করত্নের 'শব্দসন্দর্ভসিন্ধু' অভিধানে এবং ১২৭৩ বাং (১৮৬৫ খ্রীঃ) মুদ্রিত কানাইলাল শীলের 'শব্দার্থরত্নমালা' অভিধানের আখ্যাপত্রে সংস্কৃত শ্লোক Motto হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৭৮৬ শকে (১৮৬৪ খ্রীঃ) মুদ্রিত বেণীমাধব দাসের 'শব্দার্থমুক্তাবলী'র প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে নিম্নোক্ত চারি পংক্তি স্থান পাইয়াছে—

'নত্বা দেবগুরুং বিবিচ্য সকলাং বিশ্বাদি কোষাবলীং।
জ্ঞানাসার বিলোক্য খেড়সদৃশামুম্মুচ্য শব্দাবলীং॥
পঙ্কজৈনৈব প্রিয়াকৃতা সুললিতা কোষোক্ত হারাবলী।
বেণীমাধব দেবদাস কৃতিনা শব্দার্থমুক্তাবলী॥'

ইংরাজী [ক] ১৮২৮ খ্রীঃ মুদ্রিত জন মেণ্ডিস রচিত A Companion to Johnson's Dictionary in English and Bengalee অভিধানের আখ্যাপত্রে নিম্নলিখিত ইংরাজী বাক্যটি স্থান পাইয়াছে—

'Conceal if you come to an error, Cast not reproach
For no mortal can be free from fault. Hafez.'

[খ] ১৮৪১ খ্রীঃ মুদ্রিত মুন্সী দেবীপ্রসাদ রায়ের Polyglot Munshir আখ্যাপত্রে নিম্নলিখিত ইংরাজী বাক্যটি আছে—'Whenever there shall occur

an omission or error, cover it with the mantle of generosity and hold the pen of correction running over it.'

২২ অমরকোষের প্রভাব—বাঙলা অভিধান সমূহের উপর 'অমরকোষের' প্রভাব একাধিকভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৮১০ খ্রী: মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধানে—অমরকোষের স্বর্গবর্গ, পাতালবর্গ, ভূমিবর্গ, প্রভৃতির আদর্শে of God, of Spirits, of the Universe প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। অমরকোষ অবলম্বনে বাঙলা ভাষায় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অন্ততঃ ৫ খানি অভিধান মুদ্রিত হইয়াছিল জানা যাইতেছে। যথা—

(ক) পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'শব্দসিন্ধু'—'ভগবান অমর সিংহ কৃত অভিধান অ-কারাদিক্রমে ভাষায় বিবরণ করিয়া শব্দসিন্ধু নাম রাখিয়া'—১৮১৮ খ্রী: মুদ্রিত।

(খ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'শব্দার্ণব'—'ভগবান অমর সিংহ কৃত অভিধান অ-কারাদিক্রমে ভাষায় বিবরণ করিয়া শব্দার্ণব নাম রাখিয়া'—১৮২৫ খ্রী: মুদ্রিত।

(গ) জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক সঙ্কলিত 'শব্দকল্পলতিকা'—'অমর সিংহকৃতাভিধানের অবিকল ভাষা'—১৮৩১ খ্রী: মুদ্রিত।

(ঘ) মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক 'অমরার্থদীধিতি'—'কবিবর অমরসিংহ কৃত অভিধানস্থ শব্দ সকলের নাম লিঙ্গ প্রকাশিকা'-গ্রন্থ ১৮৫৬ খ্রী: মুদ্রিত।

(ঙ) কাশীনাথ রায় চৌধুরী সমগ্র অমরকোষ অভিধান বাঙলা পদ্যানুবাদ করিয়া ১৮৬৫ (?) খ্রী: প্রকাশ করেন।

২৩ ফারসী-বাঙলা অভিধান—১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা দেশের আইন আদালতে ফার্সী শব্দের পরিবর্তে বাঙলা শব্দের প্রচলন হওয়ায় অল্পকালের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচখানি অভিধান প্রকাশিত হয়।

(ক) ১৮৩৮ খ্রী:—নীলকমল মুস্তোফী সঙ্কলিত—'পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান'

(খ) ঐ —জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত—'পারসীক অভিধান'

(গ) ঐ —লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার সঙ্কলিত—'ব্যবহার-বিচার শব্দাভিধান'

(ঘ) ঐ —জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক সঙ্কলিত—'শব্দকল্পতরঙ্গিনী'

(ঙ) ১৮৩৯ খ্রী:—বিপ্রশ্রী মহেশেন কৃত—'পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান'

২৪ অর্থ নির্দেশকালে পূর্বে মুদ্রিত অভিধানের স্পষ্ট উল্লেখ—১৮৩৩ খ্রী: মুদ্রিত হটনের অভিধানে, যে সকল শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না বলিয়া গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন, অথবা যে সকল শব্দের প্রয়োগ একখানি অভিধান ব্যতীত অন্য অভিধানে নাই, সেই সকল শব্দও অর্থ নির্দেশ করিয়া যে অভিধান হইতে শব্দ ও অর্থ গৃহীত হইয়াছে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৫ অর্থের সহিত শব্দের সাহিত্যে প্রয়োগ নির্দেশ—১৮৬২ খ্রী: মুদ্রিত মথুরানাথ তর্করত্নের 'শব্দসন্দর্ভসিন্ধু'র কোন কোন শব্দের অর্থের সঙ্গে সেই শব্দের সাহিত্যে প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৬ আকরগ্রন্থ—বাঙলা পাঁচখানি অভিধান অমরকোষ অবলম্বনে সঙ্কলিত। ইহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। ইংরাজী-বাঙলা অভিধান সমূহ মূলত: কোন্ অভিধানের আদর্শে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ কেহ কেহ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত যথা—

(ক) ১৮২২ খ্রী: জন মেণ্ডিস সঙ্কলিত Abridgment of Johnson's Dictionary, English and Bengalee মুদ্রিত হয়। ইঁহার মতে কেরীর অভিধানের পূর্বে মাত্র ফর্‌ষ্টার ও মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল।

(খ) ১৮২৪ খ্রী: লেভেণ্ডিয়ারের অভিধান মুদ্রিত হয়। লঙএর মতে এই অভিধান মিলিয়াসের স্কুল অভিধানের অনুবাদ মাত্র। সমাচার দর্পণের মতে ইহা 'জানসেন ডিক্‌স্তানরীর ইংরাজী সমেত বাঙ্গালা'

(গ) ১৮৩৩ খ্রী: মুদ্রিত হটনের অভিধানে—তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রণের পূর্বে মুদ্রিত অভিধান সমূহের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

(ঘ) ১৮৩৪ খ্রী: মুদ্রিত রামকমল সেনের অভিধানের আখ্যাপত্রে 'Translated from Todd's Edition of Johnson's English Dictionary'—এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

(ঙ) ১৮৩৭ খ্রী: মুদ্রিত P. S. D. Rozario'র অভিধানখানি Corrall's Edition of Johnson's Dictionary অবলম্বনে সঙ্কলিত।

(চ) ১৮৫৩ খ্রী: মুদ্রিত শব্দাম্বুধি অভিধান রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, কেরী, মর্টন, জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, উইলসন এবং স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত বিভিন্ন অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। ১৮১০ খ্রী: মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের 'Vocabulary Bengali and English' প্রকাশিত হয়। মূলত: এই অভিধানের আদর্শে ১৮৪১ খ্রী: মুন্সী দেবীপ্রসাদ রায় তাঁহার Polyglot Munshi রচনা করেন, অনুমান হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত গ্রন্থে মোহনপ্রসাদের গ্রন্থের কোন উল্লেখ নাই।

২৭ জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির বৈজ্ঞানিক নাম—১৮২৮ খ্রী: মুদ্রিত মেণ্ডিসের A Companion to Johnson's Dictionary তে পশু, পক্ষী, মৎস্য ও বৃক্ষলতাদির নামের পাশে ক্রমিক সংখ্যাবাচক অঙ্কনির্দেশ করিয়া পরিশিষ্টে ঐ সকল সংখ্যার পাশে সেই সেই জীবজন্তু মৎস্য ও বৃক্ষলতাদির বৈজ্ঞানিক নাম রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

২৮ অভিধান মুদ্রণে বিভিন্ন লিপির ব্যবহার—[ক] রোমান লিপি—(i) ১৭৪৩ খ্রী: মুদ্রিত পোর্তুগীজ বাঙলা অভিধানে বাঙলা শব্দ পোর্তুগীজ উচ্চারণ রীতি অনুসারে

রোমান লিপিতে মুদ্রিত। (ii) ১৮৩৭ খ্রীঃ মুদ্রিত P. S. D. Rozarioর অভিধানের ইংরাজী বাঙলা ও হিন্দুস্থানী শব্দ সমূহ রোমান লিপিতে মুদ্রিত।

অভিধানে Italics অক্ষরের ব্যবহার—১৮৩৭ খ্রীঃ মুদ্রিত Gordon এর ইংরাজী-বাঙলা-মণিপুরী অভিধানে সর্বত্র রোমান লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরাজী ও মণিপুরী শব্দের সহিত বাঙলা শব্দের পার্থক্য নির্দেশের জন্য বাঙলা শব্দ সর্বত্র Italics অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

(খ) দেবনাগরী লিপি—১৮০৯ খ্রীঃ মুদ্রিত হিন্দুস্থানী প্রেসের সংস্কৃত-বাঙলা অভিধানে সংস্কৃত শব্দ দেবনাগর অক্ষরে ও বাঙলা শব্দ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। ১৮২০ খ্রীঃ মুদ্রিত শ্রীয়েট্স রচিত 'সংস্কৃতাভিধানমিদং'—গ্রন্থে সংস্কৃত বাঙলা ও ইংরাজী শব্দ যথাক্রমে দেবনাগর বাঙলা ও রোমান লিপিতে মুদ্রিত।

(গ) আরবী লিপি—(i) ১৮৩৩ খ্রীঃ হটনের অভিধানে ফার্সী, আরবী ও হিন্দুস্থানী শব্দের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আরবী লিপিতে মূল শব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে।

(ii) ১৮৩৮ খ্রীঃ মুদ্রিত জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী'তে আরবী ও ফার্সী শব্দ আরবী লিপিতে মুদ্রিত।

(iii) ১৮৪১ খ্রীঃ মুদ্রিত মুন্সী দেবীপ্রসাদ রায়ের Polyglot Munshi তে ফার্সী ও আরবী শব্দ—আরবী, ইংরাজী ও হিন্দী শব্দ—রোমান এবং বাঙলা শব্দ বাঙলা লিপিতে মুদ্রিত।

(ঘ) দুইরকম 'র' লিপির ব্যবহার—১৮১০ খ্রীঃ মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধানে 'র' এবং 'ব'—এই উভয় লিপিই ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৯ অভিধান মুদ্রণ-কালের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ—

(ক) রোমান অক্ষরে—আসসুম্পসাওঁ-এর অভিধান MDCCILIII (1743)
ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত অভিধান MDCCXCIII (1793)
সংস্কৃত শব্দাঃ বঙ্গদেশীয় ভাষাচ MDCCCIX (1809)

(খ) খ্রীষ্টাব্দ—ফর্‌ষ্টারের অভিধান ১৭৯৯
তারাচাঁদ চক্রবর্তীর অভিধান ১৮২৭

(গ) বঙ্গাব্দ—শব্দার্ণব সন ১২৩২ সাল (১৮২৫ খ্রীঃ)
পারসীক অভিধান সন ১২৪৫ সাল (১৮৩৮ খ্রীঃ)

(ঘ) শকাব্দ—শব্দাম্বুধি শকাব্দ ১৭৭৫ (১৮৫৩ খ্রীঃ)
নূতন অভিধান শকাব্দ ১৭৭৮ (১৮৫৬ খ্রীঃ)

(ঙ) সম্বৎ—ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান ১৮৯৫ সম্বৎ (১৮৩৮ খ্রীঃ)
প্রকৃতিবাদ অভিধান ১৯২৩ সম্বৎ (১৮৬৬ খ্রীঃ)

(চ) একাধিক সনের উল্লেখ—

বঙ্গাব্দ—দানিশাব্দ—বঙ্গভাষাভিধান 'বঙ্গাব্দ ১২৪৬ সংখ্যক দানিশাব্দ ৮৯ সংখ্যক' [১৮৩৯ খ্রীঃ]

বঙ্গাব্দ—শকাব্দ—শব্দার্থ প্রকাশিকা 'শকাব্দ ১৭৮৭ সন ১২৭২' [১১৬৫ খ্রীঃ]

বঙ্গাব্দ—খ্রীষ্টাব্দ—শব্দকল্পতরঙ্গিণী—'বঙ্গসন ১২৪৫ সাল ইংলণ্ডীয় সন ১৮৩৮ সাল।'

(ছ) প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে আঙ্কিক শব্দযোগে কোন কোন গ্রন্থের রচনাকাল নির্দেশ করা হইয়াছে। অনুরূপ রীতি অভিধান গ্রন্থে ও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসৃত হইয়াছে। ফরষ্টারের অভিধানের আখ্যাপত্রে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু গ্রন্থের শেষে নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোকে গ্রন্থ প্রকাশকাল ও গ্রন্থকারের নাম নির্দেশ করা হইয়াছে—

'শাকে ভূমিভুজাদ্র্যেক বর্ষে শব্দার্থ সংগ্রহঃ।
শ্রীমৎ ফারষ্টরেণৈষ পরোপকৃতয়ে কৃতঃ॥'

অর্থাৎ ভূমি = ১, ভুজ = ২ অদ্রি = ৭, এক = ১, 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ'—সূত্রানুসারে ১৭২১ শক অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীঃ।

১৮১৭ খ্রীঃ মুদ্রিত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধু অভিধান গ্রন্থে রচনাকাল গ্রন্থের প্রারম্ভে ও শেষে নিম্নোক্ত বাঙলা ও সংস্কৃত কবিতায় দেওয়া আছে—

'গগন গণেশভুজ গন্ধর্ব ভূমিতে।
গ্রন্থ সমাপ্তির শক জানিবা পণ্ডিতে॥' [১৭৪০ শক = ১৮১৭ খ্রীঃ]

গগন = ০, গণেশভুজ = ৪, গন্ধর্ব = ৭, ভূমি = ১, 'অঙ্কানাং বামা গতি' সূত্রানুসারে ১৭৪০ শক।

'অভ্র শ্রুত্যশ্ব ভূমিঃ শরিগত গগনে শাক্ ঈদৃগ্ দ্বিজাতিঃ
শ্রীমৎ পীতাম্বরাখ্যোঽহ বুধগণহিতধীঃ পুস্তকং।' [১৭৪০ শক = ১৮১৭ খ্রীঃ]

অভ্র = ০, শ্রুতি = ৪, অশ্ব = ৭, ভূমি = ১, অঙ্কস্য বামাগতি সূত্রানুসারে ১৭৪০ শক = ১৮১৭ খ্রীঃ।

(জ) প্রতি বঙ্গাব্দ, শকাব্দ ও সংবতের মধ্যে দুই খ্রীষ্টাব্দ পড়ে। অর্থাৎ ১২১৫ বঙ্গাব্দ = ১৮০৮/১৮০৯ খ্রীঃ; ১৭৭৫ শকাব্দ = ১৮৫৩/১৮৫৪ খ্রীঃ; ১৯২৩ সংবৎ = ১৮৬৬/১৮৬৭ খ্রীঃ। আমরা কালানুক্রমিক অভিধানের নাম দিতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম তারিখটিই গ্রহণ করিয়াছি। গ্রন্থ প্রকাশের কাল—মাস ও দিনের উল্লেখসহ জানা গেলে, তারিখ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, অন্যথা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা লঙ সাহেব নির্দিষ্ট ১৮০৯ খ্রীঃ মুদ্রিত 'শব্দসিন্ধু' অভিধানের উল্লেখ করিতে পারি। ঐ নামের একখানি অভিধানের উল্লেখ হটনের অভিধানেও আছে। তাহাতে মুদ্রণকাল ১৮০৮ নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রতি বঙ্গাব্দের মধ্যে দুই খ্রীষ্টাব্দ পড়ে। সম্ভবতঃ

এইজন্যই ১২১৫ বঙ্গাব্দের স্থলে ১৮০৮ এবং ১৮০৯ এই দুই খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ দুই জায়গায় পাওয়া যাইতেছে।

৩০ অভিধানের আখ্যাপত্রে আভিধানিকের নাম নাই অথচ অন্যত্র আছে এরূপ গ্রন্থ—(ক) ১৮৩৭ খ্রীঃ মুদ্রিত ইংরাজী-বাঙলা-মণিপুরী অভিধানে এবং (খ) ইংরাজী-বাঙলা-হিন্দুস্থানী অভিধানের আখ্যাপত্রে আভিধানিকের নাম নাই। ১৮৪৫ খ্রীঃ লণ্ডনে মুদ্রিত A Catalogue of the Library of the Hon. East India Company-তে প্রথম গ্রন্থের সঙ্কলয়িতারূপে Captain Gordon-এর নাম এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের ভূমিকায় P. S. D. Rozario-র নাম জানা যাইতেছে।

৩১ অভিধানের পৃষ্ঠাঙ্ক—অভিধানসমূহের প্রত্যেক পৃষ্ঠার জন্য পৃথক পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করা আছে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা—

(ক) ১৮২০ খ্রীঃ মুদ্রিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'বঙ্গভাষাভিধানে'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রতি পৃষ্ঠায় পাশাপাশি দুই সারি করিয়া মুদ্রিত এবং প্রতি সারির জন্য পৃথক পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করা হইয়াছে।

(খ) ১৮৩৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হটনের অভিধান প্রতি পৃষ্ঠায় দুই সারি করিয়া মুদ্রিত এবং প্রতি সারির জন্য পৃথক পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করা আছে।

৩২ অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—১৮২৭ খ্রীঃ মুদ্রিত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মার্শম্যান কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীঃ মার্শম্যান তাঁহার ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন।

৩৩ পরিশিষ্ট বৈচিত্র্য—

(ক) ১৭৪৩ খ্রীঃ মুদ্রিত আসুম্পসাঙ-এর অভিধানের পরিশিষ্টে কয়েক জাতীয় শব্দ শ্রেণী হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। যথা—তিথির নাম, সংখ্যাবাচক নাম, সপ্তগ্রহের নাম ইত্যাদি।

(খ) ১৮২৭ খ্রীঃ মুদ্রিত তারাচাঁদ চক্রবর্তীর অভিধানের শেষে ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা ও তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে।

(গ) ১৮২৮ খ্রীঃ মুদ্রিত মার্শম্যানের ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের শেষে 'Irregular Verbs'-এর রোমান বর্ণানুক্রমে এক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

(ঘ) ১৮৩৭ খ্রীঃ মুদ্রিত ইংরাজী-বাঙলা-মণিপুরী অভিধানের শেষে রাশিচক্রের নাম, গ্রহের নাম, মাসের নাম, সপ্তাহের দিন, দিবারাত্রির বিষয়, সময়ের বিষয়, সংখ্যার বিষয়, পরিমাণের বিষয়, ছেদের চিহ্ন, সংক্ষেপ (abbreviations), ল্যাটিন ভাষার শব্দ, পদবী এবং পত্রের শিরোনামা প্রভৃতি মূলক ইংরাজী শব্দ ও তাহাদের বাঙলা ও মণিপুরী প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে।

(ঙ) ১৮৬৭ খ্রীঃ মুদ্রিত রামনাথ চক্রবর্তীর ইংরাজী বাঙলা এবং গারো শব্দকোষের শেষে এক পয়সা, দুই পয়সা, তিন পয়সা, এক আনা, দুই আনা প্রভৃতি এক টাকা

পর্যন্ত যাবতীয় শব্দ, এক, দুই, তিন প্রভৃতি একশত সংখ্যাবাচক শব্দ, মাস বৎসর প্রভৃতি মূলক ইংরাজী বাঙলা ও গারো শব্দ পাশাপাশি তিন সারিতে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩৪ শুদ্ধিপত্র—কোন কোন অভিধানে 'শুদ্ধিপত্র' সংযোজিত হইয়াছে। ১৭৯৯ খ্রীঃ মুদ্রিত ফর্‌ষ্টারের অভিধানের শেষে ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া সংযোজন ও ভ্রম সংশোধন দেওয়া আছে। ১৮০২ খ্রীঃ মুদ্রিত ফর্‌ষ্টারের গ্রন্থের শেষে ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী সংযোজন ও ভ্রম সংশোধন দেওয়া আছে। ১৮১০ খ্রীঃ মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের গ্রন্থের শেষের দুই পৃষ্ঠায় ভ্রম সংশোধন মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৩৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হটনের অভিধানের শেষে এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ মুদ্রিত রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রকৃতিবাদ অভিধানের শেষে ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক শুদ্ধিপত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়ের এই অধ্যায়ে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত সকল বাঙলা অভিধানের সময়ানুক্রমিক পরিচয় প্রদত্ত হইল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ অমরকোষের বাঙালী টীকাকার দ্বাদশ শতাব্দীর (১১৫৯ খ্রীঃ) সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করিয়াছি। সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় "টীকাসর্বস্ব" নামক অমরকোষের এক টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে প্রায় ৩০০ দেশজ শব্দের প্রয়োগ আছে। এই সকল শব্দের অধিকাংশই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে প্রচলিত। এদেশীয় অভিধানে বাঙলা শব্দ প্রয়োগের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে টীকা-সর্বস্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সঙ্কলিত কোন বাঙলা অভিধানের সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের জনৈক পোর্তুগীজ পাদরীর লেখা হইতে জানিতে পারি যে পোর্তুগীজ পাদরীরা ঐ সময় বাঙলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রভৃতি সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড ফাদার হস্টেন তাঁহার একটী প্রবন্ধে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে পোর্তুগীজ মিশনারী রচিত অভিধানের উল্লেখ করিয়াছেন। ফাদার মার্কস আন্তনিও সাঁতুচি (Father Morcos Antonio Satuchi S. J.) ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলা মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন[১] —"পাদরীগণ তাঁহাদের কর্তব্য সাধনে বিরত নহেন; তাঁহারা এই দেশের ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছেন; অভিধান, ব্যাকরণ,

---

১। O Chronista de Tisswary 'Goa, vol. II. 1867, p. 12. quoted by Hosten S. J. in Bengal Past and Present, Vol. IX pt. I.

অপরাধ-ভঞ্জন ও প্রার্থনা-পুস্তক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম বাঙলা ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, ইহার পূর্বে এসমস্ত কিছুই ছিল না।"[১]

মুদ্রিত বাঙলা অভিধান সমূহের মধ্যে আস্-সুম্প্সাঙ সঙ্কলিত শব্দ-সংগ্রহই প্রাচীনতম। এই অভিধান ও তৎপরবর্তী কালে মুদ্রিত অন্যান্য অভিধানের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

১৭৪৩ খ্রীঃ

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আস্-সুম্প্সাঙ সঙ্কলিত বাঙলা পোর্তুগীজ শব্দসূচী প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের দুই খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এক খণ্ড সম্পূর্ণ, অপর খণ্ড খণ্ডিত। অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডি.লিট, লণ্ডন প্রবাসকালে, এই গ্রন্থের ভূমিকা ও ব্যাকরণ অংশ সম্পূর্ণ এবং শব্দ সংগ্রহ অংশ আংশিক, নকল করিয়া লইয়া আসেন। তাহা অবলম্বন করিয়া ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বিস্তৃত প্রবেশক, ভূমিকা ও ব্যাকরণ অংশের অনুবাদ এবং বাঙলা-পোর্তুগীজ শব্দ সংগ্রহ হইতে নির্বাচিত শব্দাবলী সহ গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন এবং ইহা ১৯৩১ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

আস্-সুম্প্সাঙ তাঁহার গ্রন্থ পোর্তুগীজ প্রচারকদের শিক্ষার জন্য সঙ্কলন ও প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের পাঠক ও নবীন প্রচারকদের উদ্দেশ্যে লিখিত—'মুখবন্ধে' গ্রন্থকার বলিতেছেন—"পাঠক বন্ধু ও নবীন প্রচারক মহাশয়, আশা করি ধর্মশক্তি লইয়া, খ্রীষ্টের অন্তরঙ্গজনোচিত প্রেম লইয়া, এবং যীশু খ্রীষ্ট ধর্মে সকল জগৎকে দীক্ষিত করিবার, সঙ্ঘের বুকে পথভ্রষ্ট সন্তানগুলিকে ফিরাইয়া আনিবার মত উৎসাহ লইয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছ এবং এই অভিপ্রায়ে মূল হইতে বঙ্গভাষা শিখিতে চাহিতেছ"—ইত্যাদি। তাঁহার মতে "যে প্রচারক তাঁহার ধর্মগোষ্ঠীর ভাষা জানে না সে প্রচারক হইবার উপযুক্ত নহে।" অন্যত্র

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩ বাং, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৮০; "ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক"। এবং "পাদ্রি মানোএল্ দা আসসুম্প্সাম্ রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ" গ্রন্থের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণের "প্রবেশক" পৃ ॥৵. দ্রষ্টব্য।

"যাহার নিজ ধর্মাধিকার ভুক্ত জনগণের ভাষার জ্ঞান নাই—সে ও স্বভাবতঃ তাহাদের পরিচালক হইবার অনুপযুক্ত।"

এদেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে গ্রন্থকারের আগ্রহ ও নিষ্ঠা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। নবীন প্রচারকদিগকে পবিত্র কাথলিক ধর্ম প্রসারে অগ্রণী হইবার জন্য দিব্য দিয়া তিনি বলিয়াছেন—"আমি তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, যে ভগবান্ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার প্রতি তোমার প্রেমের দিব্য, তোমার ধর্ম-যাজকতার কর্তব্যের দিব্য, ভগবানের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমাদের পবিত্র কাথলিক ধর্মের প্রসারের জন্য এই পুস্তক অভ্যাস করিতে যথাসাধ্য যত্ন কর।"

আস্-সুম্প্-সাঙ এই অভিধান ব্যতীত একখানি পোর্তুগীজ বইয়ের বঙ্গানুবাদ করেন। তাহার নাম "Crepar Xaxtrer Orthbhed" "কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ"। ভূষণার রাজপুত্র Dom Antonio de Rozario, খ্রীষ্টীয় ধর্মসংক্রান্ত যে Dialogue বা কথোপকথন বাঙলা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন আস্-সুম্প্ সাঙ তাঁহার এক পোর্তুগীজ অনুবাদ করেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই পোর্তুগীজ পাদ্‌রী চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। সে যুগে বাঙলা ব্যাকরণ, অভিধান, পোর্তুগীজ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও বাঙলা গ্রন্থের পোর্তুগীজ অনুবাদ করিয়া নানাভাবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে অভিধানখানিই সর্বপ্রথম সঙ্কলিত।[১]

আস্-সুম্প্ সাঙ তাঁহার শব্দ সংগ্রহ ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ খ্রীষ্টানদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র নাগরী বা ভাওয়ালে বসিয়া প্রস্তুত করেন। ইহা ১৭৪৩ খ্রীঃ পোর্তুগাল দেশের রাজধানী লিসবন্ নগরে রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি একাধারে বাঙলা ব্যাকরণ ও অভিধান। গ্রন্থের আখ্যাপত্র এইরূপ :—

VOCABULARIO/EM IDIOMA/BENGALLA,/E/PORTUGUEZ./Dividido em duas partes/DEDICADO/Ao EXCELLENT E REVER SENHOR./D. Fr. MIGU-

১। ভাই জর্জ-দা-আপ্রেজেস্তা সাঙ লিখিত উৎসর্গ পত্র দ্রষ্টব্য :—
"ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত তাঁহার যে উৎসাহ, তাঁহার এই প্রথম ফল, বহু কারণে আপনার প্রাপ্য"; পৃ ৵০।

EL/DE TAVORA/Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade/Foy deligencia do Padre/Fr. MANOEL/DA ASSUMPC,AM/Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congrega/caõ da India Oriental/+/LISBOA/Na Offic de FRANCISCO DA SYLVA/Livreiro da Academia Real, e do Senado./Anno M. DCCXL III/Com todas as licencas necessarias./

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ হইতে আখ্যাপত্রের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল :—

"বাঙ্গালা/ ও/ পোর্ত্তুগীস/ ভাষার/ শব্দকোষ/দুই ভাগে বিভক্ত/ রাজকীয় মন্ত্রণা-সভার সদস্য, এভোরার মুখ্য-ধর্মযাজক/অশেষ-গুণ-নিধান পরম-ভক্তি-ভাজন মহদাশয়/ শ্রীযুক্ত ভাই মিগেল-দে-তাভোরা মহাশয়ের উদ্দেশে/পূর্ব-ভারতীয় মঠের সাধু আউগুস্তীনীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত সন্ন্যাস ব্রতধারী/পাদ্রি মানোএল-দা-আস্-সুম্প্ সাঙ-এর পরিশ্রম-ফল/ উৎসৃষ্ট হইল/ + / লিস্‌বোআ/ রাজকীয় পুস্তকালয় ও মন্ত্রণাসভার পুস্তকাধ্যক্ষ/ ফ্রান্সিস্কো-দা-সিল্‌ভার দপ্তরে/ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যাবতীয় প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র সমেত/"।

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০ + ৫৯২। প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ভূমিকা প্রভৃতি, তৎপর ১—৪০ পৃষ্ঠা ব্যাকরণ, পরবর্তী ৪১—৫৯২ পৃষ্ঠা শব্দসংগ্রহ। এই শব্দসংগ্রহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, পৃষ্ঠা ৪১-৩০৬ বাঙলা-পোর্ত্তুগীজ ও ৩০৭-৫৭০ পোর্ত্তুগীজ-বাঙলা শব্দ। অবশিষ্ট ৫৭১—৫৯২ পৃষ্ঠায় নানারূপ শব্দ শ্রেণী হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে। যেমন তিথির নাম, সংখ্যা বাচক শব্দ, সপ্তগ্রহের নাম, ইত্যাদি। সর্বশেষে অনেকগুলি সমোচ্চার্য বাঙলা শব্দ দেওয়া আছে।

এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শব্দ সংগ্রহ অংশের দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ 'পোর্ত্তুগীজ-বাঙলা' শব্দসংগ্রহ ভাগে কোন নূতন বাঙলা শব্দ নাই। এই ভাগে প্রথম ভাগেরই শব্দগুলিকে পোর্ত্তুগীজ শব্দের প্রতিশব্দ রূপে দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এই শব্দসংগ্রহের উভয় বিভাগই রোমান অক্ষরে রোমান বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। প্রতি পৃষ্ঠায় এক 'কলাম' করিয়া,—প্রথম বিভাগে বাঙলা

শব্দ ও তাহার পোর্তুগীজ প্রতিশব্দ এবং দ্বিতীয় বিভাগে 'পোর্তুগীজ' শব্দ ও তাহার বাঙলা প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে।

আস্-স্যুম্প্সাঙর অভিধানে বাঙলা শব্দসমূহ পোর্তগীজ উচ্চারণ রীতি অনুসারে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। তাই সময় সময় রোমান অক্ষরে লেখা বাঙলা শব্দসমূহ ঠিক ঠিক পরিচয় করিয়া উঠিতে পারা যায় না। আস্-স্যুম্প্সাঙ সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না। তাঁহার অভিধানে যে সকল শব্দ স্থান পাইয়াছে তাহার অধিকাংশই সেই সময়ে প্রচলিত বাঙলা শব্দ।[১] ইহাতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃতমূলক শব্দ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত আস্-স্যুম্প্সাঙর গ্রন্থের "বাঙলা ও পোর্তুগীজ, শব্দসংগ্রহ" বিভাগ হইতে কয়েকটী শব্দ উদ্ধৃত হইল।

১। Acol—আকল। Capacidade. পৃ ৪১
২। Badam—বাদাম, [নৌকার পাল।] Vella de não. পৃ ৪৭
৩। Catthamo—কাঠামো। Obra de muito relevo. পৃ ৫৮
৪। Durbiq, Durbhioqhio—দুর্ভিখ, দুর্ভিক্ষ। Carestia. পৃ ৭১
৫। Ec roti, Uc ttuc—এক রতি, এক টুক। Ham nada. পৃ ৭৪
৬। Ga, gotor—গা, গতর। Corpo. পৃ ৭৫
৭। Hanxuli—হাঁসুলি (গলভূষণ)। Arrecada do pescoco. পৃ ৮০
৮। Intt, v. patical—ইঁট, বা পাটিকাল। Tijolo, ou ladrilha. পৃ ৮২
৯। Lattim, Lattu—লাটিম, লাট্টু। Piao de jugar. পৃ ৮৩
১০। Macunda—মাকুন্দা, (শ্মশ্রুহীন)। Desbarbado. পৃ ৮৫

এস্থলে, সে যুগের ইউরোপীয় ও এদেশীয়দের সম্পাদিত অভিধান সমূহের মধ্যে যে পার্থক্য স্বতঃই লক্ষিত হয়—তাহা উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ দেশীয়ের মধ্যে এ দেশবাসীর জন্য যাঁহারা অভিধান সঙ্কলন

১। "ইহাতে তুমি আর কিছু না হউক, অন্ততঃ দেশীয়দের ব্যবহৃত শব্দগুলির অধিকাংশ পাইবে।" মুখবন্ধ, পাঠক ও নবীন প্রচারকদের প্রতি—পৃঃ ।৵০ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।

করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। চলিত বাঙলা শব্দাদি ও গ্রাম্য শব্দসমূহ তাঁহাদের নিকট অতি সহজ ও বোধগম্য হওয়ায় এই সব শব্দের অর্থ নির্দেশ করার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। শুধু সেই সব দুরূহ সংস্কৃত মূলক শব্দ—যাহার অর্থ সাধারণ পাঠকের পক্ষে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য তাহাদের অর্থ দিয়াছেন। ইহার ফলে এদেশবাসীদের সম্পাদিত অভিধানাদিতে চলিত বাঙলা শব্দ অতি অল্পই স্থান পাইয়াছে। এই সব অভিধানাদি মূলতঃ সংস্কৃত অভিধানাদির বাঙলা সংস্করণ মাত্র। কিন্তু ইউরোপীয় আভিধানিকের গ্রন্থে ইহার বিপরীত রীতিই লক্ষিত হয়। তাঁহাদের পক্ষে বাঙালী জনসাধারণের ভাষা বুঝিতে হইলে শুধু সংস্কৃত মূলক শব্দের অর্থ জানিলে চলে না। সংস্কৃত অভিধান হইতে সংস্কৃত শব্দের অর্থ হয়ত বাহির করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত বাঙলা শব্দের অর্থ জানাই দুরূহ। ইহার ফলে ইউরোপীয় সঙ্কলিত অভিধানাদির একটী বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে সংস্কৃতমূলক শব্দ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে চলিত শব্দেরই অর্থ দেওয়া থাকে।

১৭৮৮ খ্রীঃ

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে "The Indian Vocabulary" মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে বা ভূমিকায় গ্রন্থকারের নাম নাই। এই গ্রন্থে তদানীন্তন যুগের কলিকাতায় প্রচলিত শব্দসমূহ রোমান অক্ষরে রোমান বর্ণমালানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রতি শব্দের পাশে তাহার ইংরাজী অর্থ দেওয়া আছে। আলোচ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় পর্যন্ত মুদ্রিত সকল শব্দসংগ্রহে বাঙলাদেশ-প্রচলিত যাবতীয় শব্দ সংগৃহীত হয় নাই। সেইজন্য আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার এ যাবৎ মুদ্রিত সকল গ্রন্থ হইতে যাবতীয় বাঙলা শব্দ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এদেশবাসীদের আচার ব্যবহার বুঝিতে এবং দেশ শাসনের জন্য যে সকল শব্দের প্রয়োজন এমন সকল শব্দই এই সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে[১]। এই গ্রন্থের মোট শব্দ সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার।

---

১ **"It is from this consideration, of the insufficiency of all Vocabularies of Bengal words hitherto published, that the Editor**

ইহাতে আরবী, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী শব্দের সংখ্যাই অধিক। নিম্নে কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল :—

১। Arde keel—Land half waste. পৃ ৭
২। Bazoubund—A bracelet. পৃ ১৬
৩। Beega—About a third part of an acre, 1600 Square Yards. পৃ ১৬
৪। Manjee—The helmsman of a boat. পৃ ৮১
৫। Nunneas—The people who work at the Saltpetre, in Bengal. পৃ ৯৭
৬। Nulla—A rivulet, the term is often applied to the bed of one when the water is dried up. পৃ ৯৭
৭। Paan—The name sometimes given by the Hindoos to betal leaf. পৃ ৯৯
৮। Sag—Vegetables green পৃ ১১১
৯। Sarries—A Species of cloth. পৃ ১১৩
১০। Seemul—A Species of cotton. পৃ ১১৪

নিম্নে এই অভিধানের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। যথা—

"The/ Indian Vocabulary/ To which is Prefixed/ The Forms of Impeachments./ London : / Printed For John Stockdale, / Opposite Burlington-House, / Piccadilly./ MDCCLXXXVIII (1788) / pp. xvi+136+14, আকার ১৫ × ১০ সে. মি.

---

of the following has been induced, with considerable pains and afflication, to collect into one Series, all such terms (in whatsoever publications they lay scattered) as could, by their explanation, in any respect tend to the elucidating and better understanding of East India affairs." p. XIV.

এই গ্রন্থখানি 'দৈনিক ভারত' সম্পাদক প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

১৭৯৩ খ্রীঃ

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ক্রনিকল প্রেসে একখানি বাঙলা ইংরাজী অভিধান মুদ্রিত হয়। এই অভিধানের আখ্যাপত্রে বা ভূমিকায় গ্রন্থকারের নাম নাই। লঙএর তালিকা বা বাঙলা গবর্ণমেণ্টের নথিপত্রের বিভিন্ন সংগ্রহে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

ডাঃ কেরী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, জন মেণ্ডিস, রামকমল সেন, প্রভৃতি আভিধানিকেরা একবাক্যে ফরষ্টারকে বাঙলা অভিধানের পথিকৃৎ বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই অভিধানখানিই বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রাচীনতম অভিধান। এই অভিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে মুদ্রিত অভিধান ও ব্যাকরণ সমূহের মধ্যে আলোচ্য অভিধান এদেশবাসীদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সহায়তার জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল। অপরাপর অভিধান ও ব্যাকরণ অবাঙালীদের বাঙলা ভাষা শিক্ষার জন্য সঙ্কলিত ও রচিত হয়।

গ্রন্থের আখ্যাপত্র হইতে জানা যায় যে উহা ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত। ক্রনিকল প্রেস হইতে ক্যালকাটা ক্রনিকল নামে এক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার ১৭৯২ ও ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কাগজ কলিকাতা ন্যাশানেল লাইব্রেরীতে আছে। এই পত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন এ, আপজন। ইনি উক্ত প্রেস ও পত্রিকার এক ষষ্ঠাংশের মালিক ছিলেন। উক্ত পত্রিকার মঙ্গলবার ২০ মার্চ, ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যাতে (ভালুম ৭, ৩২২ নং সংখ্যা) ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, যথা—

"New Publications, In the press, And speedily will be published, An Extensive Vocabulary, Bengalese and English, Very useful to teach the Natives English and to Assist Beginners in Learning the Bengal Language. Those who wish for the works are requested to send their orders to Mr. Upjohn."

"ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের/সিখিবার কারন এক বহি অতি সিঘ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে/ক সাহেব লোকে বাঙ্গলা কথা/সিখিবেক এবং

বঙ্গালি লোকে/ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএ/ব সকল লোকের কেফাএত/ কারণ এই বহি তৈয়ার করা জা/ইতেছে জে ২ লোকে চাহে তা/হারা মেং আবজান সাহেবের/ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক/ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী/তারিখ ১৯ মার্চ্চ সন ১১৯৮/বাঙ্গালা তারিখ ৯ চৈত্র।"

এই বিজ্ঞাপনই একটু অদলবদল করিয়া ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটী বিজ্ঞাপনে গ্রন্থের মূল্য ১২ টাকা নির্দেশ করা আছে। ইহার কিছুদিন পরে উক্ত পত্রিকার ১৬ এপ্রিলের সংখ্যাতে যে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় যথা—

> "Just Published,/At the Chronicle Office, / Chitpore Road,/ (Price four Rupees,)/ ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি/ বোকেবিলরি/ An Extensive/ Vocabulary,/ Bengalese and English ;/ Very useful to Teach the natives English/ And/To Assist beginners in learning the/Bengal Language./"

গ্রন্থের মূল্য ক্রনিকলে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে কয়েকবার ১২ টাকাও ৮ টাকা নির্দেশ করা ছিল। কিন্তু গ্রন্থ মুদ্রণের পর ইহার মূল্য ৪ টাকা করা হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থ সঙ্কলন কালে ইহা যত বৃহৎ হইবে বলিয়া গ্রন্থকর্তার ধারণা ছিল, তত বৃহৎ না হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য কমাইতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থ মুদ্রণ কালে আপজন সাহেবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় থাকায় তিনি তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন সাপ্তাহিক ক্রনিকল ও কলিকতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অভিধান প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ক্রনিকলের সঙ্গে আপজনের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার আর্থিক দুরবস্থার জন্য এই অভিধানখানিকে যথোপযুক্তরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। মূল্য কমাইবার ইহাও কারণ হইতে পারে।

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রের পরেই ভূমিকা ও ভূমিকার পর ১ হইতে ৪৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অভিধান মুদ্রিত হইয়াছে। অভিধানখানি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। কিন্তু প্রথম 'ব'কারাদি হইতে 'ক্ষ'কারাদি ও তৎপরে 'অ'কারাদি হইতে

'ও'কারাদি শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। সকল শব্দ ঠিক বর্ণমালানুসারে সাজান হয় নাই। শব্দ ব্যতীত অনেক বাক্য ও বাক্যাংশের ইংরাজীরূপ ইহাতে দেওয়া আছে। এই অভিধানের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দ অতি অল্প, দেশী শব্দের সংখ্যাই অধিক। সে যুগে প্রচলিত বহু ফার্সী ও আরবী শব্দও এই অভিধানে স্থান পাইয়াছে ইহাতে প্রদত্ত কয়েকটী শব্দ এখন অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটী শব্দের অর্থব্যত্যয় ঘটিয়াছে। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল :—

১। কিরা—an oath. পৃ ১৪

২। খোরাবাটি—a cup of stone. পৃ ৪১

৩। গলি—a lane. পৃ ৫২ ৪। ঘীরিতে—to cover. পৃ ৬৬

৫। চিকিৎসক—a physician. পৃ ৭৫

৬। ছেচেড়া—a bad paymaster. পৃ ৮৮

৭। জবন—a Mussalman. পৃ ৯৯ ৮। ঝি—daughter. পৃ ১১১

৯। তারাবারা কাজ করিতে—to huddle. পৃ ১৩১

১০। বসন্ত হইল তাহার—he has had the small pox. পৃ ২৬৭

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও ভূমিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি/ An Extensive/ Vocabulary,/ Bengalese and English/ Very useful/ To Teach the Natives English,/ And/ To Assist Beginners in Learning/ The Bengal Language,/Calcutta,/ Printed at the Chronicle Press./ MDCCXCIII (১৭৯৩) /" pp.445. আকার ১৯×১১ সে. মি.[১]

PREFACE

The Author spent ten years in compiling and revising this work. He is very sensible of its defects ; but as it is

১। এই অভিধানের এক খণ্ড ইণ্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগারে, ভূমিকা-পত্রহীন এক খণ্ড রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে ও আখ্যাপত্র ও ভূমিকা-পত্রহীন এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

the first of the kind, and promises much utility in diffusing the English language among the Natives, he hopes it will be candidly received by the Publick. The Printer engages to furnish to every Purchaser a complete Index, as soon as it can be prepared, gratis."[১]

১৭৯৯ খ্রীঃ

হেনরী পিট্‌স্ ফরষ্টারের অভিধান দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[২] প্রথম খণ্ড ইংরাজী-বাঙলা ও দ্বিতীয় খণ্ড বাঙলা-ইংরাজী অভিধান। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৭৯৯ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অভিধানের উল্লেখ লঙএর তালিকায় আছে।

প্রথম খণ্ডের প্রথমে উৎসর্গপত্র পৃ ১—২, তৎপরে ভূমিকা মুদ্রিত হইয়াছে। এই ভূমিকা নিম্নোক্ত কয় ভাগে বিভক্ত—ভূমিকা (পৃ ১—৯); বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করার নিয়ম (পৃ ১০—১১); বাঙলা বর্ণমালা ও তাহাদের উচ্চারণ নির্দেশ (পৃ ১৩—১৫); সাধারণ নিয়ম (পৃ ১৬); বিক্রমাদিত্য রাজোপাখ্যান (পৃ ১৭—২০); "চন্দনপুরেতে বাস শ্রীরামলোচন দেবদাস পাঁচালীতে করিলে যোটন"। এই উপাখ্যান পয়ারে রচিত এবং বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত; বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রত্যেক পংক্তির নিম্নে রোমান অক্ষরে তাহার লিপ্যন্তর প্রদর্শিত হইয়াছে।

অভিধান অংশ ১ হইতে ৪২১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া রোমান বর্ণমালানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। অভিধান অংশের শেষে নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা গ্রন্থকারের নাম ও গ্রন্থ প্রকাশ কাল নির্দেশ করা হইয়াছে।

১। এই গ্রন্থের পরিচয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

২। এই গ্রন্থ কলিকাতা ন্যাশনেল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, শোভাবাজার রাজ লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, গোলাব কুমারী লাইব্রেরী ও কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে আছে।

"শাকে ভূমিভুজাদ্র্যেক বর্ষে শব্দার্থ সংশহঃ।
শ্রীমৎ ফারষ্টরেনৈষ পরোপকৃতয়ে কৃতঃ॥"

অর্থাৎ ভূমি = ১, ভুজ = ২, অদ্রি = ৭, এক = ১; অঙ্কানাং বামতো গতিঃ সূত্রানুসারে ১৭২১ শক অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

গ্রন্থের শেষে ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী, প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া, এক সংযোজন ও ভ্রমসংশোধন দেওয়া আছে। এই অভিধানের বাঙলা অক্ষরসমূহ সার চার্লস্ উইলকিন্স্ কর্তৃক ক্ষোদিত। এই গ্রন্থখানি Thomas Grahamকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে গ্রেহাম সাহেবের নির্দেশে ফরষ্টার অভিধান সঙ্কলনে ব্রতী হন :—"as it was in a great measure undertaken on your suggestions." গ্রন্থ উৎসর্গের তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ফরষ্টার তাঁহার এই গ্রন্থ রচনার কারণ ও গ্রন্থে অনুসৃত রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই—যদিও তাঁহার সঙ্কলিত আলোচ্য ইংরাজী-বাঙলা অভিধান সর্বাঙ্গসুন্দর নহে, তথাপি এই গ্রন্থ হইতে বাঙলা ভাষার সমৃদ্ধি, এই ভাষা যে সকল রকম রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে এবং মনের যে কোন ভাব প্রকাশ করার অসাধারণ ক্ষমতা রাখে তাহা অনুভূত হইবে। বাঙলা ভাষা ভালরূপ জানা থাকিলে কোন কারণে ফার্সী ও আরবী শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। ফরষ্টার তাঁহার এই অভিধানের সমগ্র ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দ নির্দেশ করিতে গিয়া দেশী, তদ্ভব ও তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ক্বচিৎ ফার্সী ও আরবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ফরষ্টার আলোচ্য অভিধানখানিকে সাময়িক (temporary work) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান ও সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করা তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। ফরষ্টারের মতে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তৎকালীন অপূর্ণাবস্থাতে ও একমাত্র বাঙলা ভাষাই অধিকতর সংস্কৃতানুযায়ী। শুধু রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত শব্দাবলী এবং কয়েকটা চলিত শব্দ ব্যতীত অপর সকল শব্দই সংস্কৃত মূলক। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি সহর ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চল সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য নহে। কারণ এই সকল সহর বিভিন্ন জাতি ও শাসকবৃন্দের আবাসস্থলে পরিণত হওয়ায় তৎস্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন জাতীয় ভাষার, বিশেষতঃ

হিন্দুস্থানী শব্দের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। ফরষ্টার বাঙলা ভাষাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—সাধুভাষা (polite) ও চলিত বা গ্রাম্য ভাষা (vulgar)। সংস্কৃত ও সাধু ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য, সাধু ভাষা ও গ্রাম্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য তদপেক্ষা অধিক। এই সাধু ভাষাতেই বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। গ্রাম্যভাষা নিম্ন শ্রেণীর ব্যবহার্য, তাহাদের ভাবধারা সংকীর্ণ, তাই সর্বদেশের গ্রাম্য ভাষার গণ্ডীও সংকীর্ণ।

ফরষ্টার বাঙলা শব্দের যে সকল বিভিন্ন উচ্চারণ জন সাধারণের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অভিধানে নির্দেশ করিয়াছেন। ফরষ্টারের বিশ্বাস, তাহার এই অভিধান এবং হেল্‌হেড সাহেবের ব্যাকরণের সাহায্যে বাঙলাভাষা শিক্ষা করা অনেকটা সহজ হইবে। তাঁহার এই অভিধান সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে। তবে বাঙলা অভিধান সঙ্কলনের প্রথম অবস্থায় এইরূপ ভ্রম প্রমাদ অপরিহার্য বলিলে চলে। আলোচ্য অভিধানে প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের একাধিক বাঙলা প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অভিধানের ভূমিকা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ফরষ্টার তাহার এই অভিধানে অনুসৃত রীতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বাঙলা দেশের আইন আদালতে ফার্সী ভাষা ও লিপির পরিবর্তে বাঙলা ভাষা ও লিপি প্রচলনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই মন্তব্য তাঁহার বাঙলা ভাষা প্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইবে। হেল্‌হেড তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ আইন আদালতে বাঙলা ভাষা ব্যবহারের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফরষ্টার হেল্‌হেডের অভিমত সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া আরও নূতন নূতন অকাট্য যুক্তি দ্বারা বাঙলা ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফরষ্টার বাঙলা ভাষাকে বাঙলা দেশের আইন আদালতের ভাষায় উন্নীত করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তিনি ইহাকে বাঙলা দেশের একমাত্র সরকারী ভাষার (official language) গৌরব দান করিতে চাহিয়াছিলেন। ফরষ্টারের অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৮৩০ খ্রীঃ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুনর্মুদ্রিত খণ্ডের উল্লেখ লঙএর তালিকা অথবা বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্র সংগ্রহে কোথাও নাই।

নিম্নে ফরষ্টারের অভিধানের প্রথম খণ্ড হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। ইংরাজী ও বাঙলা শব্দ যথাক্রমে রোমান ও বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

১। Abrupt—পাহাড়ী, আড়রী, আড়রা, অপ্রণালী, এলুয়া মেলুয়া, অকস্মাৎ, এককালে। পৃ ৩ (১)

২। Bosom—বুক, বক্ষঃ, উরঃ, কোল, ছাতী, হৃদয়। পৃ ৩৪ (১)

৩। Chord—তার, গুণ, তন্ত্র, তাঁইত্। পৃ ৫৩ (২)

৪। Dam—বাঁধ, ভেড়ী, জাঙ্গাল, আলি, ধাড়ী, কাঁকিণী, খেঁকী, ধেনু, গাই। পৃ ৭৫ (১)

৫। Earthquake—ভূকম্প, ভূচল। পৃ ৯৪ (১)

৬। Fray—হুলস্থুল, উন্দধুন্দ, ফসাদ, কাজয়্যা, ঝকড়া। পৃ ১১৫ (২)

৭। Gargle—কুনকুলা-ক, কল্লোলন্, কুলকুচা-ক। পৃ ১১৯ (২)

৮। Hackney—আট পহর্যা, সর্বদা ব্যবহার্য। পৃ ১২৮ (১)

৯। Implement—অস্ত্র, হেত্যার, যন্ত্র। পৃ ১৪০ (২)

১০। Joke—ফষ্টী, গল্প, পরিহাস, তামাসা, কৌতুক। পৃ ১৫৭ (১)*

---

* এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙএর তালিকায় আছে। যথা—"The first Bengli Dictionary was by Forster, a civilian and Sanskrit Scholar, printed in 1799 in 2 vols. Containing 18.000 words and sold for Rs. 60. The Various applications of English words, idioms and phrases are given in this, which have not been inserted in any subsequent Dictionary."

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য" গ্রন্থের "মিসনারি যুগের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ"—অধ্যায়ে ফরষ্টার সঙ্কলিত অভিধানের উল্লেখ ভ্রমবশতঃ তিনবার করা হইয়াছে। ৯, ১০ ও ২০ নং গ্রন্থ ফরষ্টারের রচিত। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ৯ ও ১০ সংখ্যক গ্রন্থ পরিচয়ে দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—"৯—Vocabulary in Two parts, English and Bengalee and Vice versa" by H. P. Forster, Senior Merchant of the Bengal Establishment—অর্থাৎ ফরষ্টার সঙ্কলিত ইংরেজী-বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-ইংরেজী ২ ভাগে বিভক্ত অভিধান। এখানি Ferris and Co'র মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৭৯৯ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম অভিধান গ্রন্থ।" "১০—ফরষ্টারের অভিধান—১৭৯৯ অব্দে মুদ্রিত হয়। এই অভিধানও দুই খণ্ডে বিভক্ত……।"

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা :—

"A/Vocabulary,/ In two parts/ English and Bongalee/ And/ Vice versa/ By H. P. Forster, / Senior merchant on the Bongal Establishment. Vox et praeterea nihil./ Calcutta/ From the Press of Ferris and Co./1799/"
পত্র সংখ্যা xx+421. আকার ২৭×২২ সে. মি.

১৮০২ খ্রীঃ

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরষ্টারের অভিধানের প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ইরাজী-বাঙলা অভিধান মুদ্রিত হয়। ১৮০২ খ্রীঃ ইহার দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বাঙলা-ইংরাজী অভিধান প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশের প্রায় আড়াই বৎসর পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে বিলম্বের কারণ উল্লেখ করিয়া ১৮০২ খ্রীঃ, ২৬ আগষ্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটে বলা হইয়াছে যে গ্রন্থের আকার যেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহার দ্বিগুণেরও অধিক হওয়াই এই বিলম্বের কারণ। এই বাঙলা-ইংরাজী অভিধানের এক সংস্করণ ১৮২৫ খ্রীঃ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অভিধানে প্রায় ২০ হাজার বাঙলা শব্দের ইংরাজী অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে ৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'সংযোজন' ও 'ভ্রম সংশোধন' দেওয়া আছে। এই 'সংযোজন' ও 'ভ্রম সংশোধনে'র পরে দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী এক তালিকায় উক্ত অভিধানের গ্রাহকবর্গের নাম মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকাটি নানা কারণের উল্লেখযোগ্য। এই তালিকা প্রতি পৃষ্ঠায় তিন কলাম করিয়া রোমান বর্ণানুক্রমে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। এই তালিকায় ২৭৫ জন গ্রাহকের নাম আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই অভিধানের ১০০ খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কেরী, কোলব্রুক প্রভৃতি আরও ২৬৮ জন ইউরোপীয় এই গ্রন্থ ক্রয় করেন। এদেশবাসী গ্রন্থ ক্রেতা মাত্র ৬ জন। যথা—১। গোপীমোহন ঠাকুর, ২। নীলমনি হালদার, ৩। প্রীতরাম দাস, ৪। রসিকলাল বাবু ৫। শ্যামসুন্দর ধর, ৬। শম্ভুনাথ রায়। প্রত্যেক গ্রাহকের নামের পাশে তাঁহার ক্রীত গ্রন্থ সংখ্যাও নির্দেশ করা আছে। এই অভিধানখানি এদেশ প্রবাসী ইউরোপীয়দের জন্য সঙ্কলিত।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সম্পাদিত সংস্কৃতমূলক বাঙলা অভিধান সমূহে সাহিত্য-সম্মত সাধু শব্দই দেওয়া থাকে। চলিত শব্দ প্রায়ই এই জাতীয় অভিধানে অপাংক্তেয়। কিন্তু ফরষ্টারের অভিধারে সাধু ও চলিত শব্দ এমন কি একার্থ বাচক দুই জাতীয় শব্দ দেওয়া হইয়াছে। সাধু ভাষায় যেখানে পূর্বে, অগ্রে বা প্রথমতঃ শব্দ ব্যবহৃত হয়, চলিত গ্রাম্য ভাষায় সেখানে "আগে" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "আগে" শব্দ "অগ্রে" শব্দেরই রূপান্তর ; এই অভিধানে কিন্তু অগ্রে ও আগে এই দুই শব্দই রহিয়াছে। এইরূপ একার্থ বাচক বহু সংস্কৃত-মূলক সাধু ও গ্রাম্য শব্দ এই অভিধানে স্থান পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী উদ্ধৃত হইল।

	সাধু	গ্রাম্য
১।	আচম্বিতে—Suddenly. পৃ ৩৭	আচম্‌কা—Sudden. পৃ ৩৭
২।	পতিত—Waste. পৃ ২৩৯	আচোট—Waste. পৃ ৩৭
৩।	অযথা ব্যয়—Extravagance. পৃ ২৫	উড়নচণ্ড্যা—Extravagant. পৃ ৫৫
৪।	সায়ং—Twilight. পৃ ৪১৪	সাঁজবেলা– Twilight. পৃ ৪১১
৫।	আকর্ষণ—to drag. পৃ ৩৪	হেঁচকান—to drag. পৃ ৪৩৮
৬।	পরিশ্রম—Labour. পৃ ২৪৪	খাটনী—Labour. পৃ ১০৩
৭।	চন্দ্রাতপ—tent. পৃ ১২৯	চাঁদওয়া—tent. পৃ ১৩২
৮।	স্পর্শ—Touch. পৃ ৪২৫	ছোয়া—Touch. পৃ ১৪৮

এই অভিধানে বাঙলা ব্যতীত ফার্সী, আরবী ও কয়েকটি হিন্দুস্থানী শব্দ আছে। উক্ত অভিধানের শব্দ সমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। আগম—Agom, writ, Scripture. পৃ ৩৫ (২)

২। আনাড়ি—Anaree, awkward, clumsy, ignorant, in expert, novice, unready, cobbler, patcher. পৃ ৪৩ (১)

৩। কড়ী—Koree, a shell, (so called) cash, money, wealth, beam. পৃ ৭২ (২)

৪। চাবী—Chabee, a key. পৃ ১৩৩ (১)

৫। চুপড়ী—Choopree, basket. পৃ ১৩৭ (২)

৬। জানালা—Janala, window. পৃ ১৫৪ (১)

৭। জোল—Jol, fen, marsh, pool, ravine, trench. পৃ ১৫৭ (১)

৮। দর—Dor, charge, price, cost, expence, rate, valuation, value (ক-k), to value. পৃ ১৯২ (২)

৯। সিন্দুক—Shindook, box, chest, coffer, trunk. পৃ ৪১৬ (২)

১০। হড়বড়ান—Horborano, to hurry, startle. পৃ ৪৩০ (২)

ফর্ষ্টারের অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র :

২য় খণ্ড :—A/vocabulary,/ in two parts,/ Bongalee and English/and/vice versa/ Part II/ By H. P. Forster,/ Senior merchant on the Bongal Establishment./ Vox Et Praeterea Nihil/ Calcutta/Printed by P. Ferris, Post Press/ 1802/ পত্র সংখ্যা 443 + IX + II. আকার ২৭ × ২২ সে. মি.*

১৮০৫ খ্রীঃ

লঙএর তালিকায় ১৮০৫ খ্রীঃ মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধানের প্রথম সংস্করণের উল্লেখ আছে। যথা :—

"30. Thakur's Bengali and English Vocabulary, 1st ed., 1805, 3rd ed., 1852. Sanders Cones Co., pp. 166, 8 as. ; compiled originally for Fort William College, at the suggestion of Dr. Carey. It gives terms on the following subjects : Theology, Physiology, Natural History, Domestic Economy in Bengali and the Romanised Bengali Character. It also gives the names of plants used in the Materia Medica, and of useful trees and plants. The author was Assistant Librarian to Fort William College.

* এই অভিধানের "র" সর্বত্র "ব" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮০৯ খ্রীঃ

১৮০৯ খ্রীঃ হিন্দুস্থানী প্রেসে একখানি সংস্কৃত-বাঙলা অভিধান মুদ্রিত হয়। এই অভিধানের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। পরবৎসর ১৮১০ খ্রীঃ মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সঙ্কলিত একখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধান মুদ্রিত হয়। সেই অভিধানে যে সকল শব্দ পরপর মুদ্রিত হইয়াছে, আলোচ্য অভিধানে ঠিক সেই সেই শব্দই পরপর মুদ্রিত হইয়াছে। কেবল পরবর্তী অভিধানে প্রদত্ত শব্দগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর প্রারম্ভে সেই সেই শ্রেণীর নাম মুদ্রিত হইয়াছে। এই দুই অভিধানের শব্দ এবং শব্দসংখ্যাও সমান। একখানি সংস্কৃত-বাঙলা অপরখানি ইংরাজী-বাঙলা এই মাত্র পার্থক্য। এই সকল কারণে এই দুই গ্রন্থ একই ব্যক্তির দ্বারা সঙ্কলিত হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক ১৮০৯ খ্রীঃ মুদ্রিত এই সংস্কৃত-বাঙলা অভিধানের গ্রন্থকার সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। এই স্থলে অন্য একখানি অভিধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেই অভিধান ১৮৪১ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। তাহা ইংরাজী-বাঙলা-ইন্দুস্থানী শব্দের অভিধান। সেই অভিধানে যে রীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা মোহনপ্রসাদের ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের রীতির অনুরূপ। শুধু কয়েকটি শব্দ তাহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে মাত্র। সেই গ্রন্থের সঙ্কলয়িতার নাম যদি জানা না থাকিত, তাহা হইলে সেই গ্রন্থও মোহনপ্রসাদের রচিত বলিয়া অনুমান করা অসম্ভব হইত না।

আলোচ্য গ্রন্থের সংস্কৃত শব্দ দেবনাগর অক্ষরে ও বাঙলা শব্দ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। শব্দসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাত্র। নিম্নে এই অভিধানের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ মুদ্রিত হইল।

১। শ্রষ্টা—সৃষ্টি কর্তা। পৃ ১ ২। ধূম্রকেতু ঃ—ধূমকেতু। পৃ ৩
৩। বিন্দুঃ—ফোটা, বুঁদ। পৃ ৯ ৪। মাতা—মা। পৃ ১১
৫। রসঃ—রস। পৃ ২৩ ৬। শস্ত্রম্—অস্ত্র। পৃ ৩১
৭। তক্রপিংডঃ—পণীর। পৃ ৫১ ৮। পট্টঃ—পাটা। পৃ ৫৫
৯। হংডি—হাঁড়ি। পৃ ৫৭ ১০। নির্ধার—ধার্য। পৃ ১০৩

আখ্যাপত্র যথা :—

"সংস্কৃত শব্দাঃ বংগদেশীয় ভাষাচ/Vocabulary/ Sunskrit/and/ Bengalee/ Calcutta/ Printed by Thomas Hubbard. /Hindoostanee Press/MDCCCIX/" [1809], পত্রসংখ্যা ১+২০০. আকার ২২ × ১৪ সে. মি.

ইণ্ডিয়া অপিসের বাঙলা গ্রন্থ তালিকায় এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। যথা :—

"Vocabulary, Sanskrit and Bengalee (and Oriya), pp, 200. 24 × 15 cm. Calcutta. 1809."

পাদরী লঙএর তালিকায় এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] লঙকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বকোষও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮০৯ খ্রীঃ মুদ্রিত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'শব্দ সিন্ধু'র উল্লেখ লঙএর তালিকায় আছে :—

"In 1809 Pitambar Mukhurjea of Utarpara, published the Shabda Sindhu, or meanings in Bengali of the Amara Kosh, a Sanskrit Dictionary."

১৮১০ খ্রীঃ

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ডাঃ কেরীর প্রস্তাব অনুসারে ও উৎসাহে তিনি উক্ত কলেজের ছাত্রদের জন্য একখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধান সঙ্কলন করেন। তাঁহার গ্রন্থ ডাঃ কেরীর নামে উৎসর্গীকৃত। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৮১০ খ্রীঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৫ খ্রীঃ ও তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণের, 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

১। "The same year (i. e. 1809), a Dictionary of 3600 Sanskrit words used in Bengali with their meanings, pp, 200, was published at the Hindustani Press" এই গ্রন্থের এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে ও এসিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে আছে।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। লঙএর তালিকায় এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ-মুদ্রণের তারিখ ১৮০৫ খ্রীঃ দেওয়া আছে।[১] বিশ্বকোষে এই তারিখই গৃহীত হইয়াছে। অপর দিকে Sir G. C. Haughton তাঁহার বাঙলা-ইংরাজী অভিধানে, যে সকল গ্রন্থের সহায়তায় অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন, সেগুলির এক তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকায় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধানের উল্লেখ আছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের উৎসর্গ পত্রের পরে গ্রন্থ-গ্রাহক বর্গের সার্ধ দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী এক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহকারী সভাপতি এই গ্রন্থের একশত খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৮৪ জন গ্রাহকের নাম ইংরাজী বর্ণমালানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। এই ১৮৪ জন গ্রাহকের মধ্যে যাঁহারা একাধিক খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের পাশে ক্রীত গ্রন্থের সংখ্যা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই ১৮৪ জনের মধ্যে মাত্র ১৩ জন এদেশবাসী ছিলেন। নিম্নে এই ১৩ জনের নাম দেওয়া হইল:— ১। গুরুচরণ দে, ২। গোপীমোহন বড়াল, ৩। জগমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৪। তারিণীচরণ মিত্র, ৫। দত্তরাম পাকড়াশী, ৬। বৈষ্ণবচরণ ঘোষ, ৭। ব্রজকিশোর বসাক, ৮। ভারতচরণ রায়, ৯। মন্নু খান, ১০। রাধামোহন চক্রবর্তী, ১১। রামকমল সেন, ১২। রামকানাই দত্ত, ১৩। হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-গ্রাহক বর্গের নামের তালিকার পরেই বিষয় সূচী দেওয়া আছে। গ্রন্থের শেষ দুই পৃষ্ঠায় ভ্রম সংশোধন পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই অভিধানের শব্দসংখ্যা কিঞ্চিদধিক সার্ধ চারি সহস্র মাত্র। গ্রাহক বর্গের নামের তালিকা হইতে আলোচ্য গ্রন্থখানি যে বাঙলা শিক্ষার্থী ইউরোপীয় ছাত্রদের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

সেই যুগের অভিধানাদির মধ্যে মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের শব্দাভিধানের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। ইহা অমরকোষের স্বর্গবর্গ, পাতালবর্গ, ভূমিবর্গ, বনৌষধিবর্গ, মনুষ্যবর্গ প্রভৃতি বর্গের অনুরূপ—of God, of Spirits, of the

---

১। এই গ্রন্থের পৃ ১৭ দ্রষ্টব্য।

Universe, of the sex and age of man, প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে এই অভিধানের বিভিন্ন বিভাগ ও তাহার শব্দের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

General contents—page.

Of God—পৃ ১ : ঈশ্বর* (Eeshshwor) = God পৃ ১ ; বিশ্বম্ভর (Bishshwombhore) = Providence. পৃ ১

Of spirits—পৃ ১-২ : পরী (Poree) = Fairy পৃ ২ ; ভূত (Bhoot) = Ghost. পৃ ২

Of the Universe—পৃ ২-৮ : যমের জাঙ্গাল (Jomer jangal) = milky way পৃ ৩ ; রাশি (Rashi) = Sign. পৃ ৩

Of the sex and age of man—পৃ ৮-৯ : রাঁড় (Raur) = widow পৃ ৮ ; বিধুর (Bidhoor) = widower. পৃ ৮

Of kindred and affinity—পৃ ৯-১৩ : বহু (Bohoo) = Son's wife পৃ ১১ ; বিজন্ম (Bijonmo) = Bastard. পৃ ১৩

Parts of the body—পৃ ১৩-১৮ : নাড়ী (Naree) = Gut পৃ ১৩ ; পর্ব (Porbo) = Kunckle. পৃ ১৭

Several accidents of the body and soul—পৃ ১৮-২৩ : মিন্মিনিয়া (Minminia) = blinkard. পৃ ১৮

The five natural senses and their objects—পৃ ২৩-২৫ : রাগ (Rag) = Tune. পৃ ২৪

Of diseases—পৃ ২৫-২৮ : দাহ (Daho) = Inflamation. পৃ ২৮

Of remedies in general—পৃ ২৮-২৯ : মলম (Molom) = Salve. পৃ ২৯

Materia Medica—পৃ ২৯-৪৭ : কাঞ্জি (Kanji) = Sour gruel. পৃ ৩১

Of quadrupeds—পৃ ৪৭-৫১ : শজারু—Shajaroo. Porcupine. পৃ ৫০

* এই অভিধানে "র" এবং "ব" এই দুই রূপই মুদ্রিত হইয়াছে।

Of birds—পৃ ৫১-৫৪ : চামচিকা (chamchika) = bat পৃ ৫২ ; খাঁচা (Khancha) = cage, পৃ ৫৪

Of fishes :—পৃ ৫৪-৫৫—মাগুর (Magoor) = Silurus Batrachus. পৃ ৫৪

Of Insects—পৃ ৫৫-৫৭ : ঝাঁক (Jhank) = Swarm. পৃ ৫৭

Of useful trees and plants—পৃ ৫৭-৭০ : জনার (Jonar) = Leea. পৃ ৬২

Of metals and stones—পৃ ৭০-৭২ : চকমকী (Chokmokee) = flint. পৃ ৭১

Of apparel—পৃ ৭২-৭৩ : ঘোমটা (Ghomta) = veil. পৃ ৭২

Of food—পৃ ৭৪-৭৬ : যব (Job) = Barley. পৃ ৭৫

Of house and furnitures—পৃ ৭৬-৮৯ : খড়িকা (Khorika) = Tooth-pick. পৃ ৮০

Of husbandry—পৃ ৮১-৮৬ : কাঁড়ী (Kanree) = stack. পৃ ৮২

Of trade and commerce—পৃ ৮৩-৮৮ : গোমাস্তা (Gomashta) = Agent. পৃ ৮৬

Of trades and professions—পৃ ৮৮-৯০ : দরাব (Dorab) = Engraver. পৃ ৮৯

Of a Court of Justice—পৃ ৯৩-৯৯ : কোটনা (Kotna) = Pimp. পৃ ৯৭

Of a school—পৃ ৯৯-১০১ : পড়ুয়া (Porooa) = Student. পৃ ৯৯

Of a kingdom—পৃ ১০১-১০৪ : নিয়ম (Niyom) = Treaty. পৃ ১০৪

Virtues and vices—পৃ ১০৫-১১১ : ত্রাস (Trash) = Cowardice. পৃ ১০৬

Adjectives of Men—পৃ ১১১-১২০ : দাম্ভিক (Dambhik) = mperious. পৃ ১১৫

Of Arts and Sciences—পৃ ১২১-১৬০ : খর্ব (Khorbbo) = Billion. পৃ ১৩০

Of Ecclesiastical matters—পৃ ১৬০-১৬৬: ধুনাচি(Dhoonachi) = censer. পৃ ১৬১

Verbs = পৃ ১৬৬-১৯৭ : ছটকান (Chhotkano) = To rebound. পৃ ১৭৫

Adverbs--পৃ ১৯৭-২০০ : কি (Ki) What. পৃ ২০০

জনৈক বাঙালী-সঙ্কলিত ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের বাঙলা শব্দের রোমান-প্রত্যক্ষরীকরণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। "ঈশ্বর" শব্দ রোমান অক্ষরে লিখিতে যাইয়া এখন বোধ হয় আর কেহ Eeshshwor লিখিবেন না। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে জানা যায় যে, স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট, কলিকাতার লর্ড বিশপ, কলিকাতার আর্কডীন, আনন্দচন্দ্র বসাক, ভোলানাথ বসু প্রভৃতি এই গ্রন্থের গ্রাহক ছিলেন। নিম্নে ১৮১০ খ্রীঃ মুদ্রিত প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল :—

"A / Vocabulary, / Bengalee and English, / for the use of / Students. / By Mohunpersaud Takoor / Assistant Librarian in the College of Fort William. / Calcutta / Printed by Thomas Hubbard. / At the Hindoostanee Press / 1810. /" pp. 200 + 2.* আকার ২২ × ১৩ সেঃ মিঃ।

১৮১৫ খ্রীঃ

মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৫ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের একখণ্ড কোচবিহারষ্টেট গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

"A / Vocabulary, / Bengali and English, / For the use of / Students. / By Mohunpersaud Takoor / Assistant Librarian in the College of Fort William. / The

* এই সংস্করণ শোভাবাজার রাজলাইব্রেরীতে এবং আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে।

১৮১১ খ্রীঃ মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের—"Vocabulary/Ooriya and English / For the use of / Students. / By / Mohunpersaud Takoor / Asst. Librarian in the College of Fort William / Serampore/Printed at the Mission Press / 1811/"—অভিধানখানি প্রকাশিত হয়।

Second Edition. / ক্ষম্যতামপরাধো মে ধীরাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। / যৎকিঞ্চিৎ পুস্তকে দোষঃ কৃপয়া পরিশোধ্যতাং॥ / Calcutta./ Printed at the Times Press./ 1815 / পৃষ্ঠাসংখ্যা viii + 3 + 180.

১৮১৫—১৮২৫ খ্রীঃ

উইলিয়ম কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত, মারাঠা ও বাঙলার অধ্যাপক ছিলেন। সেই যুগে বাঙলা ভাষার ভাল অভিধানের অভাব অনেকে, বিশেষতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরা অনুভব করিতেন। কেরী এই অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং উক্ত কলেজে তিনি যে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই অভিধান সঙ্কলনে ব্রতী হন। তিনি বাঙলাদেশে পদার্পণ করার পর হইতেই একখানি অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করেন[১] এবং প্রায় ৩০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই অপূর্ব অভিধানের মুদ্রণ কার্য সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ইহার এক খণ্ড শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত আছে।

বাঙলা হরফের আকার তখন পর্যন্ত এত বড় ছিল যে কেরী সাহেব অভিধানের মুদ্রণ কার্য আরম্ভ করিয়া অনুভব করিলেন যে সমগ্র গ্রন্থখানি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ হইবে। এই কারণে তিনি অভিধানের জন্য বিশেষ-ভাবে ছোট হরফ ঢালাই করাইয়া পুনরায় প্রথম হইতে অভিধান মুদ্রণ করেন। ছোট অক্ষরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। ইহাকে ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ বলা হইয়া থাকে। এই সংস্করণে যে ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার তারিখ "১৭ এপ্রিল ১৮১৮ ইং"। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয়

১। "উইলিয়াম কেরী মালদহের মদনাবতীতে অবস্থান কালে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বারমিংহামের মিঃ পি-কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাঙলা ভাষার একটি অভিধান লিখিতে আরম্ভ করার কথা আছে।" "I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time";—Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society Vol. I, Pt. III, p. 223.—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৩, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ১৬৬।

সংস্করণের ভূমিকা অবলম্বনে এই প্রবন্ধে কেরীর অভিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ এবং উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দুই ভাগে প্রকাশিত হয়।†

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর নির্দেশানুসারে তাঁহার অভিধানের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সংক্ষিপ্ত সংস্করণের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ স্বয়ং কেরীর সাহায্যে জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সঙ্কলিত। এই গ্রন্থের আখ্যা পত্রে মার্শম্যানের নাম নাই কিন্তু উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণে মার্শম্যান লিখিত ভূমিকা হইতে জানা যায় যে তিনিই উহার সঙ্কলয়িতা। লঙএর তালিকায় এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সঙ্কলয়িতা মার্শম্যান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যথাস্থলে এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কেরীর সমগ্র অভিধানের মূল্য ১২০৲ টাকা ছিল।

কেরীর অভিধান তাহার পূর্ববর্তী অভিধান সমূহ হইতে নানাভাবে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই অভিধান কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে প্রায় আশি হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী কোন বাঙলা অভিধানে ইহার অর্ধেক শব্দও স্থান পায় নাই। ফর্‌ষ্টারের বাঙলা-ইংরাজী অভিধানের শব্দ-সংখ্যা অল্পাধিক বিশ হাজার মাত্র। অতএব শব্দ-সংখ্যার দিক দিয়া কেরীর অভিধান পূর্ববর্তী বহু অভিধান হইতে শ্রেষ্ঠ।

এই অভিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। কেরী সাহেব পিত্রর্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত 'বপ্র' শব্দ হইতে বাঙলা বাবু শব্দের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। কেরী-নির্দিষ্ট সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি যে নির্ভুল হইয়াছে তাহা বলা যায় না। গ্রন্থকারও এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে এই জাতীয়

---

† সমাচার দর্পণের ১৮ জুন ১৮২৫ খ্রীঃ, ৬ই আষাঢ় ১২৩২ বাং তারিখের সংখ্যায় 'তিন বালামে' সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের সংবাদ জানা যাইতেছে।

গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে ভুলভ্রান্তি থাকা অপরিহার্য। বাঙলাভাষা-চর্চা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থের অনেক ভুল ধরা পড়িবে ও অনেক ভ্রান্তির অপনোদন হইবে। কেরীর অভিধান হইতে ব্যুৎপত্তি ও ইংরাজী অর্থসহ কয়েকটি শব্দ যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত হইল।

১। অঋণী, a. (from অ, priv. and ঋণ, a loan), out of debt, free from obligation. পৃ ৪৫(১)

২। ঈদৃক্‌, ad. (from ইদম, this, and দৃশ্‌, to see), thus, such resembling this. পৃ ৩৩৯(২)

৩। এতচ্ছায়া, s. (from এতদ্‌ this, and ছায়া, a shadow), this shadow, this person's shadow. পৃ ৪০২(২)

৪। কান্তা, s. (from কম্‌ to desire), a wife, a beautiful or agreeable woman. পৃ ৩৭(১), ২য় খণ্ড

৫। গুতা, v. a. (from গু, to sound), to punch, to thrust, to ram, to gore, to stab, to knock. পৃ ১৭০(১), ২য় খণ্ড

কেরীর অভিধানের প্রত্যেক শব্দ সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, ইংরাজী কি পর্তুগীজ ভাষা হইতে গৃহীত তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। আলোচ্য অভিধানে প্রায় প্রত্যেক শব্দের একাধিক ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রতিশব্দ নির্বাচনে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব সর্ববাদীসম্মত। এই ক্ষেত্রে তিনি প্রায় নির্ভুল ও পরবর্তী সকল আভিধানিকের শ্রেষ্ঠ সহায়ক হইয়া রহিয়াছেন। শতাধিক বর্ষ পূর্বে আশি হাজার শব্দ সংগ্রহ করিয়া বাঙলা অভিধান সঙ্কলন বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু এই শব্দ-বাহুল্য দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবার কারণ নাই। তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না। তাঁহার মতে বাঙলা ভাষা মূলতঃ সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। ইহার শব্দ সংখ্যার তিন চতুর্থাংশেরও অধিক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ * এবং অবশিষ্ট শব্দাবলীর অধিকাংশ এত অল্প বিকৃত যে তাহার মূল নির্দেশ করা সহজসাধ্য। বাঙলা শব্দাবলীর মধ্যে আরবী

* কেরী অন্যত্র বলিয়াছেন যে বাঙলা ভাষার শব্দাবলীর নয় দশমাংশ খাঁটী সংস্কৃত শব্দ।

ও ফার্সী শব্দ সংখ্যা খুবই অল্প। যে সকল শব্দের মূল সন্দেহাত্মক তাহাদের অধিকাংশ হয় সংস্কৃত নয় আরবী বা ফার্সী হইতে উদ্ভূত।

এই অভিধানে তৎসম শব্দের সংখ্যা অধিক। তদ্ভব ও দেশজ শব্দ অনুপাতে খুবই অল্প। কয়েকটী পোর্তুগীজ ও ইংরাজী শব্দও এই অভিধানে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন শব্দাবলী ব্যতীত, বহু প্রচলিত অথবা বাঙলা মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থে ব্যবহৃত সমাসবদ্ধ পদও আছে। একমাত্র এতৎ ও তৎযুক্ত সমাস নিষ্পন্ন শব্দ আলোচ্য অভিধানের ৩০০ পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে এই কারণে ইহার শব্দ-সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে পৃষ্ঠা ১১ হইতে ৪৪ পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া অল্পাধিক দুই সহস্র ধাতু ইংরাজী অর্থসহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমিক মুদ্রিত হইয়াছে।* কেরীর পূর্ববর্তী কয়েকখানি অভিধানে ধাতু ও তাহার প্রতি-শব্দ আছে বটে কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের তালিকাই বৃহৎ ও পূর্ণতর। কেরীর মতে তিনি সম্পূর্ণ তালিকাই মুদ্রিত করিয়াছেন। যে সকল ধাতু অবলম্বনে বাঙলা ভাষার শব্দ সৃষ্টি হইয়া থাকে সেই সকল ধাতু তারকাচিহ্নিত করা হইয়াছে।

কেরী তাঁহার অভিধানে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করার একটী কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ রচনা সময়ে বাঙলা ভাষায় গ্রন্থ সংখ্যা বড় অল্প ছিল। যে কয়েকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। কোন বৈজ্ঞানিক অথবা বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ তখন পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। কালে সাহিত্য ও বিজ্ঞান জনসাধারণের শিক্ষণীয় বিষয় হইয়া উঠুক ইহা প্রত্যেক দেশহিতকামী কামনা করিয়াছিলেন। সেই যুগে যে শব্দ শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের জানা ছিল—শিক্ষাবিস্তারের ফলে ও নব নব গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ সমূহই জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য হইয়া উঠিবে, এমন কি বিভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ-চয়ন করিয়া বাঙলাভাষার শব্দ সম্পদ বৃদ্ধিরও প্রয়োজন হইবে।

* পৃষ্ঠা ১১—৪৪ পর্য্যন্ত ; প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া।

শতাধিক বৎসর পূর্বে কেরী তাঁহার অভিধানের ভূমিকায় যে কথাটী বলিয়াছেন আমরা বর্তমানযুগেও তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি। এদেশে বিজ্ঞানের বহুল প্রচারের জন্য বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়াস হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। কেরীর লেখায় এ জাতীয় শব্দচয়নের ইঙ্গিত আছে। যথা—

"When literature and Science become objects of pursuit in Bengal, and works on various subjects are published, (a period, the approach of which must be desired by every benevolent person,) many of these terms, which are now only known to the learned, will become more common, and perhaps the language will be enriched by many words borrowed from other tongues."

কেরীর অভিধানে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত এমন বহু নেতিবাচক শব্দ আছে যাহা আজ পর্যন্ত কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ—অতেমন, অব্যথা, অমৎস্য প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেরীর পরবর্তী আভিধানিক তারাচাঁদ চক্রবর্তী এই জাতীয় শব্দ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন— "হিন্দুরা impropriety unreasonably, প্রভৃতি শব্দ লক্ষ্য করিয়া যদি unquickly, impen,......জাতীয় শব্দ সৃষ্টি করিয়া এদেশ বাসীদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য অভিধান সংকলন করেন তাহা হইলে কেরী কি মনে করিবেন ?" *

---

* What would the Doctor himself think of a Hindoo, for instance, who looking to the formation of English words, unreasonably, and impropriety, should, by help of analogy, frame Such terms as—Unquickly, impen, impaher, and the like ; and more especially, of this Hindoo should put these terms in a dictionary, and publish them for the edification of his Countrymen."—তারাচাঁদ চক্রবর্তীর অভিধানের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কেরীর অভিধান বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যদিও নামতঃ ইহা বাঙলা ভাষার অভিধান কিন্তু মূলতঃ সংস্কৃত শব্দকোষ মাত্র। সমাস করিয়া যে সকল শব্দ প্রস্তুত হইতে পারে এই অভিধানে সেই জাতীয় বহু অদ্ভুত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদৃচ্ছাক্রমে এই জাতীয় কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করিলাম।

১। অনেককালাবধি,—From a long time, long since. পৃ ১৪৩(২)

২। অন্নভোজনাভিলাষী,—Desirous of eating food. পৃ ১৪৮(২)

৩। আমাশয়মূর্দ্ধাক্তরক্তাবাহকনাড়ী,—The Coronary Stomachic Arteries. পৃ ৩১৬(২)

৪। ইতিকর্ত্তব্যতাকলাপ,—The whole of what ought to be done in a given case. পৃ ৩৩৮(২)

৫। ঈষদ্গভীরডোবা,—A shallow cavity, a slight depression পৃ ৩৪১(১)

৬। উদরস্থযকৃদ্ব্যাক্তক্ষুদ্রাপ্লাবক,—In anatomy the small omentum. পৃ ৩৫৫(১)

৭। এতচ্ছত্রানুসন্ধানী,—Searching for this umbrella. পৃ ৩৯৭(২)

৮। এতচ্ছায়োৎপাদক,—Producing this shade. পৃ ৪০৩(২)

৯। নাবাকৃত্যস্থিছিদ্র,—One of the cavities of the ear. পৃ ৭২৫ (২), ২য় খণ্ড

১০। পাদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠনমনকারিদীর্ঘ—The name of one of the muscles which assists in moving the great toe. পৃ ৮৩৩(২), ২য় খণ্ড *

---

*"Carey's Dictionary Come out in 1815-25, in three 4 to vols., Containing 80,000 words, the work of thirty years, which gave us compound words of the editor's own coining at-libitam, the original price was Rs. 120 but the work is entirely superseded by Haughton's admirable Dictionary, which ought to be in the hands of all School teachers, Scholars, translators."—লঙ।

কেরীর অভিধান শোভাবাজার রাজ লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, কোচবিহার ষ্টেট লাইব্রেরী ও উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে আছে।

এই অভিধানে তদানীন্তন আইন আদালতে যে সকল আরবী ও ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হইত তাহার অনেকগুলি স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকার এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ ক্রমে ইহার ইংরাজী অর্থ প্রদান করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী আরবী ও ফার্সী শব্দ উদ্ধৃত হইল। যথা :— গুনজাইশ, গুন্‌হগার, গুনাহ, গুমান, গুমানী, গুমাশ্‌তা, গুম্বজ।

১৮১৬ খ্রীঃ

১৮১৬ খ্রীঃ মুদ্রিত, বাঙ্গালা অর্থসহ, অমরকোষের এক শব্দসূচীর উল্লেখ ইণ্ডিয়া অফিসের সংস্কৃত গ্রন্থ-তালিকায় পাওয়া যায়।[১]

১৮১৭ খ্রীঃ

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধান—

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-সঙ্কলিত "বঙ্গভাষাভিধানে"র প্রথম সংস্করণ ১৮১৭ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। উক্ত প্রথম সংস্করণের একখণ্ড ইণ্ডিয়া-অফিস গ্রন্থাগারে আছে।[২] এই গ্রন্থের উল্লেখ স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে পাইতেছি। তাহা হইতে জানা যায়, উক্ত প্রথম সংস্করণের সঙ্গে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল। গ্রন্থকার তাঁহার ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীদের মধ্যে অনেকেই পত্র অথবা দলিলাদি-লিখনে সাধু শব্দের অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। এই অভাব-দূরীকরণার্থ তিনি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রচলিত সকল বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মূল ও প্রতিশব্দসহ এই অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত অভিধানের সহায়তায় শব্দের শুদ্ধ বানান ও তাহার অর্থজ্ঞান সহজতর হইবে। ডাঃ উইলিয়ম কেরীর মতে আলোচ্য অভিধানখানি

১। "Index to Amarakosha, with Bengali meanings, Calcutta, 1816 pp. 3,488,4"

২। "Vanga-bhashabhidhana. [A Vocabulary of the Bengali language, by Ramachandra Sarma.] pp. ii, iii, 250, 12 × 14 cm, Calcutta 1817."

সমজাতীয় অপরাপর অভিধান-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্কুল-বুক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ বিতরণের জন্য উক্ত অভিধানের দুইশত খণ্ড ক্রয় করেন।[১]

স্কুলবুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য-বিবরণী হইতে জানা যায়,—সোসাইটির কর্তৃপক্ষ আলোচ্য অভিধানের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া বিতরণের জন্য আরও দুইশত খণ্ড—প্রতিখণ্ড এক টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। গ্রন্থকার বিদ্যাবাগীশ আলোচ্য গ্রন্থের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের জন্য স্কুল-বুক-সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন এবং তাঁহাদের বিবেচনা-অনুযায়ী উপযুক্ত মূল্যে গ্রন্থ-স্বত্ব-বিক্রয়ের ইচ্ছাও জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া চারি সহস্র খণ্ড মুদ্রণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং পিয়ার্সন সাহেবের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ আরম্ভ হয়।[২]

১। "A small volume has recently appeared, the design and contents of which are stated in an English and Bengalee advertisement prefixed. The author, Ramchundur Surma, there remarks that he has constantly had occasion to observe in private correspondence and public documents written in Bengalee the deficiency of his countrymen (Pundits only excepted) in orthography; which has induced him to collect as many Bengalee words as are derived from the Sunscrit, and are in most common use, and to publish them, with their definitions or synonymous words, in the form of a pocket volume. This little work therefore, under name of the Obhidhan, (vocabulary) is intended to instruct the natives both in the spelling and the meaning of terms. The Rev. Dr. Carey considering it the best of the kind which has appeared, your Committee have resolved to purchase 200 copies for distribution". The First Report of the Calcutta School-Book Society, for the year 1817—1818. p. 8.

২। "Of the Obhidhan or Bengalee Vocabulary by Ramchondro Sormo, 200 copies were stated to have been purchased, at the rate of one rupee, in the Society's first year. A purchase to the same extent has been made in the second; and experience proving the value and acceptableness of the work, your Committee readily agreed to the Author's proposal to prepare an enlarged and improved

উক্ত সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক কার্য-বিবরণী হইতে জানা যায়, এই অভিধানের চারি সহস্র খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে সর্বসমেত প্রায় ৩৫০০ শব্দ স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণের অক্ষরসমূহ প্রথম সংস্করণের অক্ষরাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও পরিষ্কার। উক্ত সংস্করণে ক্ষুদ্র অক্ষরে অধিকন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় পাশাপাশি দুই সারি করিয়া শব্দ মুদ্রিত করায় পৃষ্ঠা-সংখ্যার দিক্ দিয়া দুই সংস্করণই প্রায় সমান। প্রথম সংস্করণাপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণের শব্দ-সংখ্যা প্রায় তিন গুণ। অধিকন্তু ইহাও জানা যায় যে, সোসাইটির কর্তৃপক্ষ আলোচ্য অভিধানের পরবর্তী সংস্করণে একটী পরিশিষ্ট সংযোগ করিয়া তাহাতে নিত্য-প্রয়োজনীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান-বিষয়ক শব্দাবলী মুদ্রণের বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন।[১] উক্ত সোসাইটীর চতুর্থ বার্ষিক কার্য-বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১২০ খণ্ড অভিধানসহ উক্ত গ্রন্থের স্বত্ব

---

edition, (and with it to dispose of his right in the work) for such remuneration as the Committee of the Society for the time being might judge equitable. The work, as now improved, will contain about thrice the number of words comprised in the first edition. At the same time, by the use of a smaller type, and superior typographical skill, the size of the volume will remain the same. Your Committee,......have not hesitated to order an impression of 4000 copies. A few sheets have passed through the press, under the superintendence of Mr. Pearce",—The Second Report of the Calcutta School-Book Society, for the year 1818-1819. pp. 5-6.

১। "... Of this work......4000 copies have been printed on account of the Society. It contains 3,500 words including those comprised in the former edition ; but being printed in a smaller type and arranged in double columns, the size of the volume has not been materially increased.

The Committee have under their consideration the expediency of annexing to some future edition of this work, an appendix, containing the technical terms of art and science of most frequent occurrence in the Bengalee works published on account of the Society or under its patronage." The Third Report of the Calcutta School-Book Society for the year 1819-1820. p. 3.

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ৩০০৲ টাকা মূল্যে স্কুল বুক সোসাইটীকে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে[১] ও এক খণ্ড ইণ্ডিয়া-অফিস-গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নথিপত্রের সংগ্রহ —৪১ সংখ্যকে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু মুদ্রণ-কালের উল্লেখ নাই।[২]

লঙ-এর তালিকায় এই অভিধানের প্রথম সংস্করণের মুদ্রণকাল ১৮১৮ খ্রীঃ।[৩]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ও শোভাবাজার রাজ লাইব্রেরীতে এই অভিধানের এক এক খণ্ড রক্ষিত আছে। কিন্তু এই দুই খণ্ডই আখ্যপত্র হীন। এই দুই খণ্ড সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সংস্করণেরই হইবে। এই অভিধানের শব্দ সমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। নিম্নে সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত খণ্ড হইতে আলোচ্য গ্রন্থে প্রদত্ত শব্দাভিধানের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল। এই সংস্করণের প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক কলামের জন্য পৃথক্ পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করা হইয়াছে। পরিষদে রক্ষিত সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৬; আকার ১৪ × ১১ সে. মি.

১। অনির্বিঘ্ন,	অপ্রতুল	গ্রস্ত	পৃ ১৪
২। উৎপল,	নালি		পৃ ৭০
৩। কুন্দল,	কলহ		পৃ ১১০
৪। পুবাক,	কলবিশেষ		পৃ ১৩৪
৫। চপেট,	করতল		পৃ ১৪৬

১। "Ramchandra Vidyavagisa—A Vocabulary of the Bengali language complied by Ramachondro Sarma. 2nd edition. Corrected and greatly enlarged. বঙ্গভাষাভিধান (Vangabhashabhidhana) pp. iv. 516. Calcutta, 1820. 12°."

The pagination is by the number of columns. i. e. 2 to the page.

২। Ramchandra Sharma—Bengali Dictionary.

৩। Ramchandra's Vocabulary, 1st ed., 1818, last ed. 1852.

৬।	তাহা,	সেই	পৃ ১৮২
৭।	দারু,	কাষ্ঠ	পৃ ১৯৪
৮।	নটী,	বেশ্যা	পৃ ২১৪
৯।	নাই,	অভাব, নাভি, নাপিত,	পৃ ২১৮
১০।	নাটক,	নৃত্যজ্ঞী, কাব্যগ্রন্থ-বিশেষ,	পৃ ২১৯

শব্দসিন্ধু

উত্তরপাড়া-নিবাসী পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "শব্দসিন্ধু" অভিধানের ১২২৪ (?) বঙ্গাব্দের সংস্করণ সাহিত্য পরিষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি এবং ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী প্রভৃতিতে রক্ষিত আছে। পাদরী লঙএর তালিকায় ১৮০৯ খ্রীঃ মুদ্রিত "শব্দসিন্ধু"র উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] কেহ কেহ লংএর এই মত ভ্রমাত্মক মনে করেন। কিন্তু ঐ সময়ে মুদ্রিত এক "শব্দসিন্ধু"র উল্লেখ ১৮৩৩ খ্রীঃ লণ্ডনে মুদ্রিত Sir G. C. Haughton এর প্রসিদ্ধ অভিধানে পাইতেছি। সেখানে গ্রন্থ-মুদ্রণের কাল ১৮০৮ খ্রীঃ দেওয়া হইয়াছে। বাঙলা প্রতি বৎসরের মধ্যে দুইটি খ্রীষ্টাব্দ পড়ে। সম্ভবতঃ সেইজন্যই ১২১৫ বঙ্গাব্দের পরিবর্তে ১৮০৮ খ্রীঃ ও ১৮০৯ খ্রীঃ—এই দুই সাল দুই জায়গায় পাওয়া যাইতেছে।

লঙএর "পরিশিষ্টে" ১৮২২ খ্রীঃ মুদ্রিত এক "শব্দসিন্ধু"র উল্লেখ পাওয়া যায়[২] ইহা পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের "শব্দসিন্ধু"র অন্য কোন সংস্করণ কি না অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। Rev. J. Wenger-সম্পাদিত বাঙলা গভর্ণমেন্টের নথিপত্রের সংগ্রহ—৪১ সংখ্যাতে এক "শব্দসিন্ধু" অভিধানের উল্লেখ আছে। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম বা মুদ্রণ-কাল নাই।[৩] উক্ত নথিপত্র-সংগ্রহের

১। "In 1809 Pitambar Mukherjea, of Uttarpara, published the Shabda Sindhu, or meanings in Bengali of the Amara Kosh, a Sanskrit Dictionary."—লঙ, বিশ্বকোষেও ১৮০৯ খ্রীঃ গ্রন্থ-মুদ্রণকাল নির্দেশ করা হইয়াছে।

২। "শব্দসিন্ধু—A Sanskrit Bengali Dictionary, 1822, pp. 488."

৩। "Shabda Sindhu, Ocean of Words, Bartala, Indranarayan Ghosh's Library, -/2/-"

২২ সংখ্যাতে উত্তরপাড়া-নিবাসী পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের "শব্দসিন্ধু"র উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহাতে প্রকাশ-কাল দেওয়া নাই।[১]

'সমাচারদর্পণে'র "২৫ জুলাই ১৮১৮। ১১ শ্রাবণ ১২২৫" তারিখের সংখ্যাতে আলোচ্য অভিধানের এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থ-মুদ্রণের অত্যল্প কাল পরেই চারিশত খণ্ড বিক্রয় হয় এবং একশত খণ্ড বিক্রয়ের জন্য এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহাতে গ্রন্থের মূল্য ছয় টাকা দেওয়া হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, "শব্দসিন্ধু" ব্যতীত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। [ক] পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার, ইহা ১৮২৪ খ্রীঃ মোং কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।[২] [খ] সারজ্ঞানতত্ত্ব। তথা পঞ্চ উপাসক ও ষট্‌চক্রভেদ ইহা ১২৫২ সালে জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।[৩]

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের বাঙলা গ্রন্থ তালিকায় এই অভিধানের উল্লেখ আছে। তথায় চণ্ডীবর তর্কভূষণ ও শিবরাম বিদ্যাভূষণকে এই গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা নির্দেশ করা হইয়াছে।[৪] ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের বাঙলা গ্রন্থ তালিকা সঙ্কলয়িতা সম্ভবতঃ শব্দসিন্ধুর ভূমিকার শেষাংশ পাঠ করিয়া এই মন্তব্য করিয়া থাকিবেন। চণ্ডীবর তর্কভূষণ ও শিবরাম বিদ্যাভূষণের উল্লেখ ভূমিকায় আছে। ইহারা আলোচ্য গ্রন্থখানি সংশোধন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থাগারের সংস্কৃত গ্রন্থ তালিকায় ১৮১৬ খ্রীঃ মুদ্রিত বাঙলা অর্থসহ অমরকোষের এক শব্দ সূচীর উল্লেখ পাইতেছি। ইহা পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধু কি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, তাহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। সংস্কৃত গ্রন্থ তালিকায় এই গ্রন্থের যে পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা এবং শব্দসিন্ধুর পৃষ্ঠা সংখ্যা এক। এই

১। "Pitambar Mukherjee of Uttarparah, Shabda Sindhu a Dictionary."

২। সমাচারদর্পণ—২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১—দ্রষ্টব্য।

৩। এই গ্রন্থের একখণ্ড উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে আছে।

৪। "Sabda-Sindhu,—Index to the Amara-Kosa, with Bengali meanings. By Chandivara Tarkabhushana and Sivarama Vidya-bhushana. pp. iii, 488, iv. 23 × 13 c. m. Calcutta 1817."

কারণে উক্ত গ্রন্থ শব্দসিন্ধু বলিয়া অনুমান হয়। ১২২৪ বঙ্গাব্দের মধ্যে ১৮১৭ ও ১৮১৮ এই দুই খ্রীষ্টাব্দ পড়ে। ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের সংস্কৃত গ্রন্থ তালিকার উক্ত এই গ্রন্থ শব্দসিন্ধু হইলে ১৮১৬ খ্রীঃ তারিখটি ভুল সন্দেহ নাই। ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইলে কিছুই বলিবার থাকিবে না বটে।

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা কবিতায় লিখিত। এই ভূমিকায় গ্রন্থকার সর্বপ্রথম ব্রহ্মবন্দনা, তৎপরে সংক্ষেপে গ্রন্থ রচনার কারণ, গ্রন্থে অনুসৃত রীতির ব্যাখ্যা ও নিজ পরিচয় দিয়াছেন এবং গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভূমিকার শেষে বহুপ্রচলিত প্রাচীন রীতি-অনুসারে কবিতায় গ্রন্থরচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও ভূমিকা উদ্ধৃত হইল :—

"ভগবান্ অমরসিংহ / কৃত / অভিধান অকারাদি ক্রমে/ভাষায়/বিবরণ করিয়া শব্দসিন্ধু / নাম / রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা/হইল/সন ১২২৪ সাল/" পৃ ।০ + ৪৮৮ + ৪। আকার ২১ × ১৩ সে. মি.

"ভূমিকা/গুরবে নমঃ/

অনায়াসে সৃষ্টি হয় যাহার ইছায়।
স্থিতি করে এ জগৎ যাহার আজ্ঞায়॥
যাহার শাসনে বিশ্ব কালে পায় লয়।
শাক্তেরা যাঁহাকে আদ্যাশক্তি নামে কয়॥
বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু বলি করে আরাধনা।
শৈব মহেশ্বর বলি করয়ে বন্দনা॥
সৌর দিবাকর বলি করে যাঁরে নতি।
গাণপত্য সবে যাঁহে কহে গণপতি॥
বিশ্বকর্মা বলি যাঁরে ভজে শিল্পকার।
নানা দেশে নানা নামে যে পূজ্য সবার॥
সেই ব্রহ্ম তত্ত্বে দৃঢ় করি নিজ মন।
শব্দের বিশেষরূপে করি বিবরণ॥
এই গৌড় দেশের অনেক শিষ্ট জন।
ব্যাকরণ অভিধান না করি পঠন॥

সকার নকার ভেদ একে আর অর্থ।
শুদ্ধ বর্ণ লিখিবারে না হন সমর্থ॥
এই হেতু অকিঞ্চন যথা নিজ জ্ঞান।
পণ্ডিত অমর সিংহ কৃত অভিধান॥
তাঁহার আগুন্ত সব অকারাদি ক্রমে।
ভাষাতে বর্ণন করিয়াছি বহু শ্রমে॥
দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া।
লিখিয়াছি মেদিন্যাদি কোষ বিচারিয়া॥
মেদিনী রভস ব্যাড়ি নানা কোষমত।
অর্থ প্রয়োজনে লিখিয়াছি শত শত॥
শব্দের প্রথমে লিখিয়াছি যে অক্ষর।
তদ্বর্ণান্ত সেই শব্দ জান নিরন্তর॥
যেই স্থানে (পুং) বর্ণ আছয়ে পরে তার।
সে শব্দ পুংলিঙ্গ হবে ইহা জান সার॥
স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞাপক হবে (স্ত্রী) বর্ণ তাহার।
(ক্লী) বর্ণেতে নপুংসক লিঙ্গের আকার॥
যে সব শব্দের শক্তি তিন লিঙ্গে হয়।
সে শব্দ জানিহ সবে (ত্রি) বর্ণে নিশ্চয়॥
লিঙ্গ স্থানে (অ) বর্ণ লিখেছি যে যে খানে।
অব্যয়ের সঙ্কেত জানিহ সেই স্থানে॥
লিপিভ্রমে গ্রন্থ মধ্যে অশুদ্ধ যা হবে।
শুদ্ধ পত্র অনুসারে শুদ্ধ পাবে সবে॥
গুণিগণ গুণমাত্র করে দরশন।
যথা হংস নীরে ক্ষীর করয়ে ভক্ষণ॥
উত্তরপাড়া গ্রামবাসী বিপ্র বংশে জাত।
অকিঞ্চন পীতাম্বর মুখুটীতে খ্যাত॥
এই নিবেদন করে পণ্ডিতের কাছে।
শুধিয়া দিবেন শব্দ অশুদ্ধ যা আছে॥
সুরগুরু তুল্য বুদ্ধি স্থিতি দিবা গ্রাম।
শ্রীতর্কভূষণে খ্যাত চণ্ডীবর নাম॥

তথা মম তাতানুজ বাস নিজ ধাম।
খ্যাত বিদ্যাভূষণে শ্রীযুত শিবরাম॥
আদ্য অন্ত ইহ গ্রন্থ উভয়ে মিলিয়া।
শুধিলেন দয়া সিন্ধু দয়া প্রকাশিয়া॥
অনায়াসে বোধ রত্ন প্রাপ্তির কারণ।
শব্দসিন্ধু নাম হৈল ইতি নিবেদন॥
"গগণ গণেশ ভুজ গন্ধর্ব ভূমিতে।
গ্রন্থ সমাপ্তির শাক জানিবা পণ্ডিতে॥ তৎ সৎ"

(পৃ ৵০—৷০)

রচনা-কালযুক্ত কবিতার অর্থ এই—

গগণ = ০, গণেশ ভুজ = ৪, গন্ধর্ব = ৭, ভূমি = ১, "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" সূত্রানুসারে ১৭৪০ শকাব্দ হয়। ১৭৪০ শকাব্দ = ১২২৫ বঙ্গাব্দ = ১৮১৮।১৯ খ্রীষ্টাব্দ। "সমাচার-দর্পণে"র বিজ্ঞাপন হইতে ইহা যে ১৮১৮ খ্রীঃ অথবা তৎপূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। আখ্যাপত্রের "সন **১২২৪** সাল" তারিখটী সন্দেহাত্মক, কারণ কবিতায় যে তারিখ দেওয়া আছে তাহা **১২২৫** বঙ্গাব্দ হয়।

আলোচ্য অভিধান ৪৮৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ইহার পর ৪ পৃষ্ঠা "অথ শুদ্ধিপত্র"। '৪৮৮' পৃষ্ঠার নিম্নে আছে—

"অত্র শ্রুত্যশ্ব ভূমিঃ পরিগত গণনে শাক ঈদৃগ্‌দ্বিজাতিঃ
শ্রীযুৎ পীতাম্বরাখ্যোঽবুধগণহিতধীঃ পুস্তকং।"*

উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকে গ্রন্থ-রচনা-কালের উল্লেখ আছে। যথা :—অত্র = ০, শ্রুতি = ৪, অশ্ব = ৭, ভূমি = ১, "অঙ্কস্য বামাগতিঃ"—অনুসারে ১৭৪০ শকাব্দ হয়।

---

* পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞাতিরা এখনও উত্তরপাড়ায় বাস করিতেছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ তাঁহাদের অন্যতম।

এই অভিধানের একখণ্ড ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে।

"শব্দসিন্ধু"র কয়েকটা শব্দ ও তাহাদের অর্থ নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইল :—

১। অকূপারঃ—অ—পুম্‌লিঙ্গ—সমুদ্রঃ। পৃ ১
২। ইষ্টিঃ—ই—স্ত্রী—যাগ—ইচ্ছা। পৃ ৬৬
৩। উন্মদঃ—অ— ত্রি—পাগল। পৃ ৭৫
৪। একাগ্রঃ—অ—ত্রি—একচিত্ত—অনাকুল। পৃ ৮৮
৫। ছাত্রঃ—অ—পুং—পড়ো। পৃ ১৭০
৬। জ্ঞঃ—অ—পুং—পণ্ডিত—বুধগ্রহ। পৃ ১৭১
৭। ডমরঃ—অ—পুং—ভয়ধ্বনি। পৃ ১৮৩
৮। তিমিতঃ—অ—ত্রি—ভিজা। পৃ ১৯৩
৯। দৃষদ্‌—দ—স্ত্রী—প্রস্তর। পৃ ২১৪
১০। ধ্বানঃ—অ—পুং—শব্দ। পৃ ২২০

[ক] শ্রীরামপুরের বাঙলা স্কুল সোসাইটি হইতে ঐ বৎসর "ধাতুশব্দজ" নামক এক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ইহাতে ৬০ প্রকার ধাতু ও তাহা হইতে উদ্ভূত এক হাজার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙএর তালিকা ও বিশ্বকোষে আছে।

"In 1817, the Serampore Vernacular School Society, in order to give youths an idea of the formation of their language, published the Dhatu Shabdaja, pp. 8. 1000 of the more common Bengali words are given, arranged in etymological order ; the root being given first and various words in common use, formed from it by the different prepositions and formative terminations, sixty of the most common roots originate the whole 1,000. The method is as pleasing to a native as an alphabetical classification of words to us"—লঙ।

১৮১৮ খ্রীঃ

[ক] ১৮১৮ খ্রীঃ মুদ্রিত ডাঃ কেরীর অভিধানের ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র :—

A/ Dictionary/ of the/ Bengalee Language,/ in which/ The words are traced to their origin,/ and/ Their

various meanings given./ vol. I/ By W. Carey, D. D./ Professor of the Sungskrita, and Bengalee Languages, in the/ College of Fort William./ Second Edition, with Corrections and Additions./ Serampore :/ Printed at the Mission Press,/ 1818./ পৃ 616.

[খ] ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে একখানি অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহার উল্লেখ লঙএর তালিকায় আছে। "In 1818 was published at Serampore an Abhidan, or Alphabetical Vocabulary of difficult words."—লঙ। বিশ্বকোষেও এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

[গ] লঙ-এর তালিকার পরিশিষ্টে ১৮১৮ খ্রীঃ মুদ্রিত 'সাধুভাষা' শীর্ষক একখানি শব্দ-সূচীর নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে।

"373. সাধুভাষা The Vocabulary of elegent Bengali words. 1818, pp. 51. 0-8-0."

[ঘ] "21. Ramchandra's Vocabulary, 1st ed., 1818, last ed., 1852, pp. 141, 8as. Popular, but meagre, gives the meaning of 6,600 difficult words in Bengali, (now scarce). The author was a Pandit connected with the Calcutta School Book Society, and the first native who composed a Bengali Dictionary. The author excludes "all these inharmonious and disfiguring exotics, which are such blots in ordinary Bengali discourse."—লঙ।

১৮২০ খ্রীঃ

[ক] ১৮২০ খ্রীঃ ইয়েট্‌স্ সঙ্কলিত বাঙলা ইংরাজী অর্থসহ এক সংস্কৃত অভিধান মুদ্রিত হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বৃদ্ধি স্কুলবুক সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পাদরী ইয়েটস্ সংস্কৃত চর্চার সহায়ক প্রাথমিক গ্রন্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নে ব্রতী হন। তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি বর্ণনা করিয়া স্কুলবুক সোসাইটির বিবরণ লিপিবদ্ধকারী সম্পাদক (Recording Secretary)কে যে দুইখানি পত্র

লিখিয়াছিলেন তাহা উক্ত সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য বিবরণীর ৭ ও ৮ নং পরিশিষ্টরূপে ৪৪—৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচ্য অভিধানখানি তদানীন্তন স্কুলবুক সোসাইটির সভাপতি ডবলিউ, বি, বেলী (W. B. Baley) মহোদয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহাকে অভিধান না বলিয়া ব্যাকরণ বলিলেও ভুল করা হইবে না। গ্রন্থকার বলিতেছেন তাঁহার গ্রন্থ রচনা-রীতির একতর বিশেষত্ব এই যে ছাত্রেরা সংস্কৃত শব্দ শিক্ষাকালে প্রত্যেক শব্দকে তাহার ব্যাকরণের পর্যায়ানুসারে শিক্ষা করিবে। ইহার ফলে সে একই সময়ে অভিধান ও ব্যাকরণ রীতির সহিত পরিচিত হইয়া উঠিবে।

এই অভিধানখানি মূলতঃ সংস্কৃত অভিধান। ইহাতে প্রত্যেক সংস্কৃত শব্দের সহিত বাঙলা ও ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরাজী শব্দ যথাক্রমে দেবনাগর, বাঙলা ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। সংস্কৃত শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ থাকা হেতু ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের বাঙলা অভিধানের তালিকায় দেওয়া হইল।

আলোচ্য অভিধানখানি অন্যান্য অভিধান হইতে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলিয়া নিম্নে ইহার অধ্যায় বিভাগের ও আলোচনা করিতে হইল। ইহা ৪ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম খণ্ডে বিশেষ্য, দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষণ, তৃতীয় খণ্ডে ক্রিয়াপদ ও চতুর্থ খণ্ডে অব্যয় শব্দ দেওয়া হইয়াছে।

[প্রথম খণ্ড, পৃ ১—৬৩]

১ম খণ্ডে "বিশেষ্য পদ"গুলি তাহাদের বিভক্তি [declension] ও লিঙ্গের পর্যায়ানুসারে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। বহু প্রচলিত যে কোন একটি শব্দ ও তাহার বাঙলা ও ইংরাজী প্রতিশব্দ মূলে প্রদর্শন করিয়া পাদটীকায় সেই শব্দের সমার্থ বাচক অপর সকল শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষ্যগুলি যথাক্রমে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—প্রথমা বিভক্তি যুক্ত, দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত, তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত, চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত ও পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত বিশেষ্য। এই ৫ অধ্যায় আবার লিঙ্গ অনুসারে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমা, দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত বিশেষ্যের উদাহরণ তিন লিঙ্গেই দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত বিশেষ্যের উদাহরণ শুধু পুং ও স্ত্রী লিঙ্গে দেওয়া আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমা বিভক্তি যুক্ত ২।১টি বিশেষ্য ও তাহার

বাঙলা ও ইংরাজী প্রতিশব্দ ও সমার্থ বাচক বিশেষ্য—যাহা পাদটীকায় দেওয়া আছে তাহা উদ্ধৃত হইল।

পুংলিঙ্গ

সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরাজী

১। অংশ—ভাগ, a part [পাদটীকা—অংস, ভাগ, বন্টক, খণ্ড, m.; শকল, m. n.; ভিত্ত, n.] পৃ ১।

২। অঙ্ক—চিহ্ন, a mark. [পা-টী—কলঙ্ক, m.; চিহ্ন, লক্ষণ, লাঞ্ছণ, n.] পৃ ১।

স্ত্রীলিঙ্গ

১। অঙ্গনা,—সুন্দরী স্ত্রী, a fine woman. [পা-টী—ভীরু, কামিনী, বামলোচনা, প্রমদা, ভাবিনী, কান্তা, ললনা, নিতম্বিনী, সুন্দরী, রমণী, রামা, f.] পৃ ২৭।

২। জতুকা,—চামচিকা, a bat. [পা-টী—জতুকা, অজিন পত্রা, f.] পৃ ২৯।

ক্লীবলিঙ্গ

১। অণ্ড,—ডিম্ব, an egg. [পা-টী—পেশীকোষ, m.; কোষ, কোশ, m. n. পেশী, f.] পৃ ৩৪।

২। ইন্ধন,—কাষ্ঠ, fuel. [পা-টী—এধ, m., সমিধ, f., এধস্, ইধ্ম, n.] পৃ ৩৫।

[২য় খণ্ড, পৃ ৬৫—৯৪]

"বিশেষণ শব্দ" নিম্নোক্ত ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত ও অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। বিশেষ্যের ন্যায় সমার্থ বাচক শব্দ পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

(ক) অকারান্ত বিশেষণ যথা—

১। অচ্ছ,—নির্ম্মল, clear, transparent, [পা-টী—প্রসন্ন] পৃ ৬৫।

২। তরুণ,—যুবা, young. [পা-টী—বয়স্থ, যুবন্] পৃ ৭০।

(খ) যে সকল অকারান্ত বিভক্তি যুক্ত পদ (participles) সাধারণতঃ বিশেষণের ন্যায় সর্বদা ব্যবহৃত হয়, যথা—

১। উক্ত,—কথিত, spoken. [পা-টী—ভাষিত, উদিত, জল্পিত, আখ্যাত, অভিহিত, লপিত] পৃ ৮২।

২। গুপ্ত,—গূঢ়, hidden. [পা-টী—গূঢ়] ৮৩।

(গ) উকারান্ত বিশেষণ যথা—

১। ঋজু,—সরল, straight, upright. [পা-টী—অজুগ্ম, প্রগুণ] পৃ ৮৯।

২। বহু,—প্রচুর, much, many. [পা-টী—প্রভূত, প্রচুর, প্রাজ্য, অদভ্র, বহুল, পুরুহু, পুরুহু, পুরু, ভূয়িষ্ঠ, ভূয়স্, স্ফির, ভূরি] পৃ ৯০।

(ঘ) ব্যঞ্জনান্ত বিশেষণ যথা—

১। ভগবৎ,—ঐশ্বর্যযুক্ত, majestic. [পা-টী—মাংসল, অংসল, সমর্থ] পৃ ৯৩।

২। শ্রীমৎ,—শ্রীযুক্ত, prosperous. [পা-টী—লক্ষীবৎ লক্ষণ ইত্যাদি] পৃ ৯৪।

[৩য় খণ্ড, পৃ ৯৬--২১১]

ক্রিয়াপদ সমূহ ধাতুর উত্তরস্থ লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ প্রভৃতি Conjugation অনুসারে দশ ভাগে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক ভাগ (১) Common Verbs, (২) Active ও (৩) Deponant এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পাদটীকায় সমার্থবাচক অন্য ক্রিয়ার উল্লেখ না করিয়া সমাসনিষ্পন্ন ক্রিয়ার (Compound verbs) উল্লেখ করা হইয়াছে।

[৪ খণ্ড, পৃ ২১২-২২০]

অব্যয় শব্দ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে এবং পাদটীকায় সমার্থবাচক অন্যান্য শব্দসহ মুদ্রিত হইয়াছে। এই খণ্ডে ক্রিয়াবিশেষণ (Adverbs), উপসর্গ (Preposition) এবং ইংরাজী ব্যাকরণের রীতি অনুসারে Conjunction ও Interjection বলিতে যে সকল শব্দ বুঝায় তাহাও স্থান পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—

সংস্কৃত বাঙলা ইংরাজী

১। অত্র,—এখানে, here [পা-টী—ইহ] পৃ ২১২।

২। তু,—এবং, and, also [পা-টী—অপি, অপিতু] পৃ ২১৬।

নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

"সংস্কৃতাভিধানমিদং*। অর্থাৎ/ সংস্কৃত অভিধান/ যাহাতে ব্যাকরণের রীতিতে সংজ্ঞা, গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক, অব্যয়/ প্রচলিত শব্দের সমূহ, এবং বঙ্গ-ইংরাজী ভাষাতে তদর্থের/ বিস্তার, শ্রীয়েটস্ সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত/ A/ Sunscrit Vocabulary ; / containing/ The Nouns, Adjectives verbs,/ and/ indeclinable particles,/ Most frequently occurring in the Sunscrit Language,/ Arranged in Grammatical Order/ with Explanations in Bengalee and English/by/ William Yates/ C.S.B.S./ Calcutta/ Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road./ For the Calcutta School Book Society./ 1820/" পৃ viii + 220. আকার—২০ × ১২ সে. মি.†

[খ] ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বঙ্গভাষাভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়মে আছে।

"Ramachandra Vidyavagisa—A Vocabulary of the Bengali language compiled by Ramachandra Sarma. 2nd Edition. Corrected and greatly enlarged. বঙ্গভাষাভিধান (Vangabhashabhidhana) pp. iv. 516. Calcutta, 1820. 12°

The pagination is by the number of columns, i.e. 2 to the page."

১৮২১ খ্রীঃ

[ক] ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ সেন একখানি ইংরাজী, ল্যাটিন ও বাঙলা শব্দকোষ সঙ্কলন করেন। এই শব্দকোষে বাঙলা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দকোষের উল্লেখ লঙ-এর তালিকা, বাঙলা গভর্ণমেন্টের নথিপত্রের ২২ সংখ্যক সংগ্রহে এবং স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন সম্পাদিত Linguistic Survey of India প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৯। "In 1821 was published Ram Kissen's Vocabulary, English, Latin and Bengali"—লঙ।

---

* দেবনাগর অক্ষরে।

† এই গ্রন্থ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে আছে।

এই গ্রন্থখানি এযাবৎ দেখিবার সুযোগ না পাওয়ায় ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হইল না।*

[খ] ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ সেন রোমান অক্ষরে ইংরাজী, ফরাসী ও বাঙলা ভাষায় আর একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থে ৪ পেজী ফর্মা আকারে ১৪৩ পৃষ্ঠা আছে। ইংরাজী, ল্যাটিন ও বাঙলা অভিধানের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৯। আকার দুই গ্রন্থেরই সমান। ইংরাজী, ফরাসী ও বাঙলা অভিধানের উল্লেখ লণ্ড বা বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নথিপত্রের সংগ্রহে নাই। এই গ্রন্থের এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।†

১৮২২ খ্রীঃ

[ক] জন মেণ্ডিস-সঙ্কলিত Abridgment of Johnson's Dictionary English and Bengali-র প্রথম সংস্করণ ১৮২২ ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থ সঙ্কলন-কালে ডাঃ কেরীর সুপ্রসিদ্ধ অভিধান মুদ্রিত হইতেছিল। সেই সময় গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা শ্রীরামপুর প্রেসের প্রুফ-সংশোধক ছিলেন। ডাঃ কেরীর এবং তাঁহার অভিধান-মুদ্রণের পূর্বে মুদ্রিত মাত্র দুইখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের সন্ধান তিনি জানিতেন—একখানি ফরষ্টার ও অপরখানি মোহনপ্রসাদ ঠাকুর রচিত। এই দুইখানির মধ্যে প্রথমখানি অত্যন্ত দুর্মূল্য ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহের ইংরাজী শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে অল্প মূল্যের একখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধান বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে মনে করিয়া তিনি এই অভিধান-সঙ্কলনে ব্রতী হন। ইংরাজী শিক্ষার্থী সেই যুগের বহু ছাত্র অভিধান ক্রয় করিতে না পারিয়া স্বহস্তে শব্দ ও তাহার অর্থ লিখিয়া এই ভাষা শিক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেন। ইহার ফলে অনেকের পক্ষেই ইংরাজী ভাষা সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হইত না।

---

*"A Vocabulary. English, Latin, Bengalee, for the use of students. Translated......by Ram Kissen Sen & pp. 179. Calcutta 4. 1821." Index Catalogue of Indian Official Publications, in the library British Museum, compiled by Frank Campbell.

† A Vocabulary. English, French and Bengalee, for the use of students. Translated by......Ram Kissen Sen & pp. 143. Calcutta 4, 1821.

মেণ্ডিস তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় এদেশবাসীর ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহের দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই ভাষা শিক্ষা করিলে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে; দ্বিতীয়তঃ—এই ভাষা শিক্ষা করিলে কেরাণীর কর্ম করিয়া অনেকে স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবেন।

শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত ডাঃ কেরীর অভিধানের প্রুফ সংশোধনকালে মেণ্ডিস তাঁহার প্রস্তাবিত অভিধানের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শব্দ লিখিয়া রাখিতেছিলেন। অধিকন্তু অন্যান্য অভিধান হইতেও তাঁহার অভিধানের জন্য শব্দ-সংগ্রহ করিতেছিলেন। কেরীর সমগ্র অভিধানের প্রুফ সংশোধন করিতে গিয়া শুধু যে তিনি তাঁহার অভিধানের জন্য শব্দ-সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহার দ্বারা তাঁহার বাঙলা ভাষার জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

তাঁহার অভিধানের জন্য উপযুক্ত মাল-মশ্‌লা সংগৃহীত হইলে পর তিনি রেভারেণ্ড মিঃ ওয়ার্ডকে তাঁহার গ্রন্থ-মুদ্রণের জন্য সমগ্র পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন। ওয়ার্ড অপরাপর সহকর্মী মিশনারীবর্গের সম্মতিলাভের উদ্দেশ্যে এই পাণ্ডুলিপি এক সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত করেন। সেই সভায় ডাঃ কেরীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থে অনুসৃত রীতি সমর্থন করেন এবং তিনি মুদ্রণোপযোগী বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন। অধিকন্তু তিনি গ্রন্থমুদ্রণকালে গ্রন্থসঙ্কলয়িতাকে নানাভাবে উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই অভিধান মূলতঃ কেরীর অভিধানকে অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত। কেরীর অভিধান ব্যতীত প্রয়োজনীয় ইংরাজী শব্দ ওয়াকার (Walker) ও মুণ্ডার-এর (Munder) অভিধান হইতে গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ইংরাজী শব্দের বাঙলা অর্থ দিবার সময় গ্রন্থসঙ্কলয়িতা সর্বত্র রোজারিও সাহেবের রোমান অক্ষরে মুদ্রিত অভিধান অনুসরণ করিয়াছেন।

আলোচ্য অভিধানে প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের জন্য একাধিক বাঙলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ একাধিক প্রতিশব্দ দিবার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া মেণ্ডিস বলিতেছেন যে ইহার ফলে শিক্ষার্থীদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষা-জ্ঞানের পরিধিও বৃদ্ধি পাইবে যে সকল ফার্সী, আরবী ও হিন্দী শব্দ বাঙলা লিপি ও কথ্য ভাষায় সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া—খাঁটি বাঙলা শব্দের ন্যায় সহজবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে; এইরূপ বহু শব্দ এই অভিধানে স্থান পাইয়াছে।

আলোচ্য অভিধানের শব্দ সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। শব্দসমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া রোমান বর্ণমালানুসারে মুদ্রিত। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় ভূমিকা[১], পঞ্চম পৃষ্ঠায় গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দসংক্ষেপ[২], ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় ১৬৮টি ধাতু চারি কলামে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে[৩] এবং সপ্তম ও অষ্টম পৃষ্ঠায় বাঙলা বর্ণমালা[৪] মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত সংস্করণের পরিশিষ্টে গ্রন্থ-রচনা ও মুদ্রণ-কার্যে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন[৫], যে সকল ফরাসী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষার শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি সর্বত্র প্রচলিত তাহাদের উচ্চারণসহ ইংরাজী অর্থ[৬] এবং ইংরাজী গ্রন্থাদিতে যে সকল ল্যাটিন শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি ব্যবহৃত হয় তাহাদের ব্যাখ্যা[৭] প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙলা শিক্ষার্থীদের নিকট পরিশিষ্টে প্রদত্ত এই সকল জিনিস কোন প্রয়োজনে আসিবে না বটে, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার্থীদের নিকট ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

এই গ্রন্থের কয়েক খণ্ড স্কুলবুক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত সোসাইটির ৮ম কার্যবিবরণ হইতে জানা যায়। এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙ-এর তালিকায়, বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নথিপত্রের ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে, Board of Examiners-এর গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকায় এবং লঙ-এর পরিশিষ্টে আছে। Linguistic Survey of India-তে আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের তারিখ দেওয়া নাই। দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণকাল "১৮৭২" লেখা আছে। ইহা মুদ্রণপ্রমাদ সন্দেহ নাই। নিম্নে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এবং নিদর্শন-স্বরূপ দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ মুদ্রিত হইল।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র :—

"An Abridgment of Johnson's Dictionary in English & Bengali, pecularly calculated for the use of Native

---

১। Introduction. ২। Abbreviations. ৩। Verbal roots and Contractions. ৪। The Bengali Alphabet. ৫। Abbreviations commenly used in Writing and Printing. p. 387. ৬। List of French and other Foreign words and phrases in common use, with their pronunciation and explanation. p. 388. ৭। Explanation of Latin words and Phrases in common use among English Authors. p. 389.

as well as European Students, to which is subjoined a short list of French & Latin words and phrases in common use among English Authors; & also the abbreviations and contractions most commonly used in Writing & Printing. Serampur Mission Press. 1822."* পৃ 298 ; মূল্য ৫৲

শব্দ ও শব্দার্থের নিদর্শন—

১। Aerial, a. বায়ুগ, খেচর, বায়ুবিষয়ক, উচ্চ—পৃ ৭।

২। Boy, s. বালক, ছেলিয়া, ছোকরা—পৃ ৩৩।

৩। Caw, v. n. কাকবৎ-ডাক, কাকা রব-ক—পৃ ৪৩।

৪। Diffuse, a. বিস্তীর্ণ, বিস্তারিত, ব্যাপ্ত ; বহুল—পৃ ৮৫।

৫। Every, a. এক এক, প্রত্যেক, সকল—পৃ ১০৯।

৬। Fluent, a. সদ্বক্তা, বাকপটু, বহনশীল, দ্রুত—পৃ ১২৭।

৭। Graduate, s. চৌপাড়ির উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি—পৃ ১৪৩।

৮। Hexagon, s. ষড়াস্র, ষড়ভুজ, ষট্‌কোণাকৃতি—পৃ ১৫৩।

৯। Incised, a. ছেদিত, ছিন্ন, কাটা—পৃ ১৬৫।

১০। Jug, s. জলপাত্র বিশেষ, কলস, ঘট, ভাণ্ড, ভাঁড়—পৃ ১৮৩।

[খ] লঙ-এর পরিশিষ্টে 'শব্দসিন্ধু'র নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে—

"শব্দসিন্ধু—A Sanskrit Bengali Dictionary, 1822, pp. 488. 3-0-0."

১৮২৪ খ্রীঃ

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের অ্যাংগ্লো-হিন্দু-স্কুলের শিক্ষক লেভেণ্ডিয়ার সাহেব একখানি ইংরাজী বাঙলা অভিধান সঙ্কলন করেন। লঙ-এর মতে এই গ্রন্থ মিলিয়াসের স্কুল অভিধানের অনুবাদ মাত্র। "In 1824 Lavandier, a teacher of Rammohan Ray's Anglo-Hindu-School, translated Mylius' School Dictionary, A. B.

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৪। ৩য় সংখ্যা; ১৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই অভিধানের এক 'ইস্তাহার' ২৪ আগষ্ট ১৮২২ খ্রীঃ, ৯ ভাদ্র ১২২৯ বাং তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছিল।

pp. 300"—লণ্ড। কিন্তু সমাচার-দর্পণের ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যাতে—"শন ১৮২৪ শালে যে ২ কেতাব শহর কলিকাতার নানা ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে তাহার বিবরণ" দিতে গিয়া—[লেভেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানাতে] "শ্রীলেবেণ্ডর সাহেব কর্তৃক সংগ্রহীত জানসেন ডিক্‌স্তানরীর ইংরাজী সমেত বাঙ্গালা।"*—মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

১৮২৫ খ্রীঃ

[ক] ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যর জি. সি. হটন-সঙ্কলিত "A Glossary Bengali and English" মুদ্রিত হয়। ইহাতে চণ্ডীচরণ মুন্সীর—তোতা ইতিহাস, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের—বত্রিশ সিংহাসন, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র, হরপ্রসাদ রায়ের—পুরুষ পরীক্ষা ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের—হিতোপদেশের সকল শব্দ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ইংরাজী অর্থ সহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। ইহার শব্দ-সংখ্যা অল্পাধিক সওয়া চারি হাজার মাত্র। এই Glossary-র শব্দ-সমূহ ৯ ভাগে বিভক্ত যথা—(১) খাঁটি সংস্কৃত, (২) বিকৃত সংস্কৃত, (৩) আরবী, (৪) ফার্সী, (৫) হিন্দী বা হিন্দুস্থানী, (৬) বাঙলা, (৭) ইংরাজী, (৮) অজ্ঞাত মূল ও (৯) পোর্তুগীজ। এই গ্রন্থের প্রায় অর্ধেক শব্দ হেলিবারী কলেজের তদানীন্তন ছাত্র J. P. Gobbirs কর্তৃক সংগৃহীত। হটন উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার এই ছাত্রের প্রাচ্যশিক্ষা-প্রীতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বাকী অর্ধেক শব্দ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তাঁহার Selection-এর শব্দসূচী হইতে গৃহীত। Selection-এর শব্দসূচীতে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ ছিল আলোচ্য গ্রন্থে সেগুলি সংশোধিত হইয়াছে। হটন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সুবৃহৎ ইংরাজী-বাঙলা অভিধান প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাঙলা ব্যাকরণের পরিশিষ্টে প্রদত্ত ব্যাকরণ-সংক্রান্ত শব্দাবলী, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত selection-এর শব্দসূচী ও ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত আলোচ্য Glossary

* ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিধানের আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি তারিখের সমাচার-দর্পণে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহাদের তালিকা দিতে যাইয়া "লেবেণ্ডর সাহেবের প্রেসে জানসেন ডিকসিয়ানারী বাঙ্গালা সমেত ছাপা হইয়াছে।"—উল্লেখ আছে।

প্রভৃতিকে তাঁহার ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সুবৃহৎ অভিধানের প্রাক্-চেষ্টারূপে গণ্য করা যাইতে পারে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রদত্ত শব্দসূচী পরবর্তী কালের বৃহৎ অভিধান রচনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

"A/ Glossary,/ Bengālī and English,/ To explain/ The Tōtā-itihās,/ The Batrīs Singhāsan,/ The History of Rājā Krishna Chandra,/ The Purusha-Parīkhyā,/ The Hitopadesa (Translated by Mrityunjaya.)/ London/ Printed by Cox and Baylis, Great Queen Street./MDCCCXXV/" পৃ XI + 124. আকার ২৬ × ২১ সে.মি.

আরবী শব্দ—হাকিম্, সুল্তান্, সিন্দুক, সাহেব, রোয়াক।

ফার্সী শব্দ—হাজার, সুবা, সীপায়, সাজা, সহর, শিকার, মোগোল্।

অজ্ঞাত-মূল শব্দ—হূণ্, দর, কাছারী।

বাংলা শব্দ—সাঁচান, লম্ফ, লাঠি, রাউটি, রহিতে, মোট, মুদী, মাঠ, ময়রা, ভেট (gift অর্থে), বোবা, বেজি।

হিন্দী শব্দ—বনাত, তঙ্কা, জুতা।

নিম্নে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। S. অগ্নি s. Fire, the god of fire ; the digestive heat, bile. পৃ ১(২)।

২। S. উত্তর উত্তর ind. Successively. পৃ ১৭(২)।

৩। S. খেলা s. play, sport. পৃ ৩২(১)।

৪। B. ঢেলা s. A lump of earth. পৃ ৪৫(১)।

৫। S. ধীবর s. A fisherman. পৃ ৫৫(২)।

৬। S. নাম s. A name ; fame. পৃ ৫৭(২)।

৭। S. প্রশ্ন s. A question, an enquiry. পৃ ৭৩(১)।

৮। B. বটে ind. Indeed, truly. পৃ ৭৫(২)।

৯। P. মাহিনা s. Stipend, Salary. পৃ ৯৫(২)।

১০। S. রামসিঙ্গা s. A horn blown by Balarāma, and called still the Rāmsingh. পৃ ১০২ (২)।

"In 1825 Haughton published a Glossary, or meaning in English, of 2,500 Bengali words used in the Batrish Singhasan, Krishna Ray Caritra, Purush Parikhya, Hitopadesha" :—লঙ।*

[১২৩২ বঙ্গাব্দ]

[খ] বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রাচীনতম বাঙলা সংবাদ পত্র "বাঙ্গাল গেজেটি"র প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত সচিত্র অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির কথা আমরা অবগত আছি। গঙ্গাকিশোর ১২৩২ বঙ্গাব্দে একখানি অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই অভিধানের সংবাদ লঙ-এর তালিকা অথবা বাঙলা গভর্ণমেন্টের নথিপত্রের ২২, ৩২ ও ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে নাই। এই অভিধানের একখণ্ড শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের "সদানন্দ-জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের" "মোক্ষদা সংগ্রহে" রক্ষিত আছে। আলোচ্য অভিধানখানির নাম "শব্দার্ণব"। ইহা "ভগবান অমর সিংহ কৃত অভিধান অকারাদি ক্রমে ভাষায় বিবরণ করিয়া শব্দার্ণব নাম রাখিয়া"—মুদ্রিত হইয়াছে। "অমরকোষ" —অবলম্বনে যে কয়েকখানি বাঙলা অভিধান ১৮০০ খ্রীঃ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল, আলোচ্য অভিধান সম্ভবত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। উত্তরপাড়ার পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত "শব্দসিন্ধু"ই অমরকোষ অবলম্বনে মুদ্রিত প্রথম বাঙলা অভিধান। আলোচ্য অভিধানের শব্দ সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। এই অভিধানের 'হ' বর্গের পর 'ক্ষ' বর্গের শব্দ স্থান পাইয়াছে। নিম্নে আলোচ্য অভিধানের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে প্রথম ১০টি শব্দ ও তাহাদের অর্থ যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

১। অঃ! অ। পুম্‌লিঙ্গ। বিষ্ণু। আদ্য অক্ষর স্বরের। শব্দের প্রথমে হইলে নিষেধার্থে বোধ হয়। ইহার উচ্চারণ কণ্ঠ হইতে হয়।

২। অকরণ° অ ক্লী° অভিশাপঃ। ৩। অকূপারঃ অ পুং° সমুদ্রঃ।

৪। অংকোঠঃ অ পুং° কাল আঁকড়া বৃক্ষ। ৫। অখণ্ডঃ অ ত্রি সকল।

৬। অখাত° অ ক্লী° দেবখাতঃ। ৭। অখিল° অ ত্রি সকল।

* এই গ্রন্থ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার এবং গোলাব কুমারী লাইব্রেরীতে আছে।

৮। অগঃ অ পুং পর্বতঃ বৃক্ষঃ। ৯। অগদঃ অ পুং ঔষধ।
১০। অগ্ন্যুৎপাতঃ অ পুং উল্কাপাতাদি।

নিম্নে আলোচ্য অভিধানের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীশ্রীদুর্গা/শরণং/ভগবান্ অমরসিংহ/কৃত/অভিধান অকারাদিক্রমে/ভাষায়/বিবরণ করিয়া শব্দার্ণব/নাম রাখিয়া/শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য/দ্বারা/বহরায় ছাপা হইল/সন ১২৩২ শাল/" পৃ ৩৬০ +? আকার ২০ × ১৪ সে. মি.

[গ] কেরীর অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র :—

"A/ Dictionary/ of the/ Bengalee Language,/ in which/ The words are traced to their origin,/ and/ Their various meanings given/ vol. I/ By W. Carey, D. D./ Professor of the Sungskrita, and Bengalee Languages, in the/ College of Fort William./ Second Edition, with Corrections and Additions./ Serampore :/ Printed at the Mission-Press",/ 1825./ পৃ VII + 616 Rs. 14. আকার ১৬ × ২১ সে. মি.

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দুই ভাগে প্রকাশিত হয়। নিম্নে দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ভাগের আখ্যাপত্র দেওয়া হইল, দ্বিতীয় ভাগের আখ্যাপত্র প্রথম ভাগের অনুরূপ। দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯১ হইতে ১৫৪৪।

[ঘ] "A/ Dictionary/ of the/ Bengalee Language,/ in which/ The words are traced to their origin,/ and/ Their various meanings given./ Vol II. Part I./ By W. Carey, D. D./ Professor of the Sungskrita, and Bengalee Languages, in the/ College of Fort William./ Serampore :/ Printed at the Mission-Press,/ 1825"./ পৃ 790. Rs. 14. আকার ২৬ × ২১ সে. মি.*

* ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই অভিধানের তিন খণ্ড (১ম ভাগ, ২য় ভাগ ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ ২য় খণ্ড) ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর স্যার আশুতোষ সংগ্রহ, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এবং আফ্রিকান ষ্টাডিজ লাইব্রেরীতে আছে।

[ঙ] Vol. II Part. II. pp. 791-1544. আকার ২৬×২১ সে. মি.

[চ] Board of Examiners-এর গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-তালিকায় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ফরষ্টার সাহেবের এক অভিধানের উল্লেখ আছে। ইহা ফরষ্টার সাহেবের ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাঙলা-ইংরাজী অভিধানের পরবর্তী কোন সংস্করণ কি না অথবা উক্ত অভিধানের সংক্ষেপিত সংস্করণ কি না, তাহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। "Vocabulary. H. P. Forster, 1825. A vocabulary Bengali and English, arranged in alphabetical order."

[ছ] ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে একখানি বাঙলা অভিধান প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৫২। এই অভিধানের এক খণ্ড কলিকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

১৮২৭ খ্রীঃ

[ক] বাঙ্গালীদের মধ্যে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সর্বপ্রথম একখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধান সঙ্কলন করেন। ইউরোপীয়দের সঙ্কলিত একাধিক বাঙলা-ইংরাজী অভিধান আছে বটে। কিন্তু কোন বাঙ্গালী এই কার্যে এযাবৎ হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত একখানি বাঙলা-ইংরাজী অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহাই সম্ভবতঃ বাঙ্গালী-সঙ্কলিত প্রথম বাঙলা-ইংরাজী অভিধান। স্কুলবুক সোসাইটির কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে ইহার মূল্য ৪৲ ছিল।[১] এই গ্রন্থখানি উইলিয়ম অ্যাডাম সাহেবের নামে উৎসর্গীকৃত। অ্যাডাম সাহেব এই গ্রন্থ রচনায় চক্রবর্তী মহাশয়কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ ভূমিকা আছে।

বাঙলা শিক্ষার জন্য এবং এদেশবাসীদের বাঙলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ শিখাইবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই সংক্ষিপ্ত অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার শব্দ-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক সাড়ে সাত হাজার মাত্র। ইহা মূলতঃ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত। তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মতে একমাত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধানখানি খাঁটি বাঙলা শব্দাভিধান।

১ লঙ-এর তালিকায় এই গ্রন্থের মূল্য ৬৲ লেখা আছে।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধান জনসাধারণ কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হওয়ায় গ্রন্থকার এই অভিধান-সঙ্কলনে উৎসাহিত হন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধানে নাই এরূপ প্রায় পনরশত প্রয়োজনীয় শব্দ আলোচ্য অভিধানে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার শব্দসমষ্টি বিদ্যাবাগীশের অভিধানের শব্দ সমষ্টির অনুরূপ। স্থল-ভেদে কয়েকটি শব্দের অর্থের সামান্য অদলবদল করা হইয়াছে মাত্র। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধানের কয়েকটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ এই অভিধানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তদ্রূপ কয়েকটি সমাস-নিষ্পন্ন পদও ইহাতে নাই। যে সকল নামবাচক বিশেষ্য, বৃক্ষ, ফুল, ফল, প্রাণী প্রভৃতির নামের ইংরাজী প্রতিশব্দ নাই এইরূপ এবং ক্রিয়াপদের বহু শব্দ এই অভিধানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে ফার্সী ও আরবী শব্দ এক সময়ে এদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু বাঙলা সাহিত্য চর্চা ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা নিত্যই হ্রাস পাইতেছে। এই হেতু আলোচ্য অভিধানে আরবী ও ফার্সী শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই অভিধানে সমার্থবাচক বহু তৎসম ও তদ্ভব শব্দ স্থান পাইয়াছে। তৎসম শব্দে প্রতিশব্দ ও অর্থ নির্দেশ করিয়া তদ্ভব শব্দ স্থলে মূল তৎসম শব্দ দ্রষ্টব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা—"অগ্নি, fire" its corruption "আগুন see অগ্নি"। এই গ্রন্থের শেষে এক হইতে একশত পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা ও তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। গ্রন্থকার অভিধানে শব্দের উচ্চারণ-নির্দেশ করিতে গিয়া প্রায় সর্বত্র রামমোহন রায়ের ব্যাকরণে অনুসৃত রীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থরচনায় কেরীর বাঙলা অভিধান ও উইলসনের সংস্কৃত অভিধান হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিধানের ভূমিকায় পূর্বোক্ত গ্রন্থকারদ্বয়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। ইহাতে কেরীর অভিধানের কয়েকটী ভ্রম-প্রমাদের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে। কেরীর প্রসিদ্ধ অভিধানের কয়েকটী শব্দের অর্থে অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রায় ৪০টি শব্দ ও তাহাদের অর্থ আলোচ্য অভিধানের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি কেরীর অভিধানের একটী অসম্পূর্ণতার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কেরী বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যতিরেকে স্থলভেদে যে বিশেষ বিশেষ অর্থে যে সকল

শব্দ প্রচলিত তাহাদের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার নির্দিষ্ট বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিও সর্বত্র ভ্রমশূন্য নহে। তাহাও একাধিক দৃষ্টান্তের দ্বারা চক্রবর্তী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙ-এর তালিকায়, বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নথি-পত্রের ২২ সংখ্যক সংগ্রহে ও "Linguistic Survey of India"তে আছে। নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

"A/ Dictionary/in Bengalee and English/by/Tarachand Chukruburtee/ Calcutta :/ Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road./ 1827"./ পৃ XII + 250. আকার ১৮ × ১০ সে. মি.*

১। অপরুদ্ধ, a. decomposed. পৃ ১১।
২। উপপাতক, s. a venial sin. পৃ ৩৫।
৩। কাঁকবিরালি, s. a boil in the armpit. পৃ ৪৫।
৪। খ্যাত্যাপন্ন, a. renowned. পৃ ৫৬।
৫। ঘোঁটন, v. a. to stir about anything. পৃ ৬৫।
৬। তোটক, s. a measure of verse consisting of two lines each composed of twelve letters. পৃ ৮৯।
৭। নাগরদোলা, s. swing. পৃ ১০৫।
৮। পুংসবন, s. a ceremony observed during pregnancy. পৃ ১২৬।

---

* গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্র :—

To

The Reverend William Adam,

The following pages are most respectfully dedicated, as a humble tribute of gratitude for the able assistance which, as a true philanthropist and liberal promoter of the cause of literature, he has benevolently bestowed on a foreigner in the present work, by

His much obliged and most
obedient servant,
Tarachand Chukruburtee.

Calcutta,
November, 1827,

৯। মনঃপুত, a. conscientious. পৃ১৫৭।
১০। বক্রোক্তি, s. irony. পৃ ১৮৪।

"In 1827 Tarachand Chakrabarti published an Anglo Bengali Dictionary of 7,500 words, 6 Rs., pp. 250, B.M.P. meagre, a mere vocabulary."—লঙ।*

[খ] ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর নির্দেশানুসারে জন ক্লার্ক মার্শম্যান কেরীর অভিধানের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে কিঞ্চিদধিক পঁচিশ হাজার বাঙলা শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত অভিধানে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয় নাই। দুই চারিটি ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। সমাস নিষ্পন্ন প্রায় শব্দই এই অভিধানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে ধাতুর তালিকা দেওয়া হয় নাই। সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে এই অভিধানখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মুদ্রিত হইলেও কেরীর অভিধানের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় নাই। কেরীর পরবর্তী প্রত্যেক আভিধানিকের নিকট কেরীর অভিধানখানি বাঙলা শব্দের আকর বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে।

কেরীর অভিধানের এই "সংক্ষিপ্ত সংস্করণের" প্রথম সংস্করণ ১৮২৭ ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই দুই সংস্করণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণের শব্দসংখ্যা অল্প। অর্থের দিক্ দিয়াও এই দুই সংস্করণে স্থলভেদে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সংস্করণে যে শব্দের হয়তো একটি অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে প্রয়োজনবোধে সেখানে দুই বা ততোধিক অর্থ দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ প্রথম সংস্করণে যে স্থলে একাধিক অর্থ আছে, দ্বিতীয় সংস্করণে সেই স্থলে শুধু একটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটি শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ পরিত্যক্ত কয়েকটি শব্দ যথা—অচ্ছাদিতব্য, অচ্ছাস্থ, অজিঘাংসিত, অতর্জনীয়, অতিকৃপণ, অতিক্রমণীয়, অতিক্রুদ্ধ, অতিক্রূর, অতিক্ষুদ্র ইত্যাদি।

কেরীর অভিধানের মূল্য অধিক থাকায় তাহা সাধারণের ক্রয় করা ও সর্বদা ব্যবহার করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু মার্শম্যানের এই সংক্ষিপ্ত

* এই গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া লাইব্রেরী এবং School of Oriental and African Studies Library-তে আছে।

অভিধান মুদ্রিত হওয়ায় ইহা অনেকের পক্ষে ক্রয় করা তথা সর্বদা ব্যবহার করা সম্ভবপর হইয়াছিল। নিম্নে জন ক্লার্ক মার্শম্যান-সঙ্কলিত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

১। অংশু, s. a ray. পৃ১(২)।
২। অকড়িয়া, a. without money. পৃ ১(২)।
৩। উঁআচুআঁ, a. spoiled in the cooking. পৃ ১০৪(১)।
৪। উঁছানিয়া, a. lifting up the hand to strike, taking a thing up, taking the thatch from a house. ১০৪(২)।
৫। কতল, s. murder, slaughter, destruction. পৃ ১৩৩(২)।
৬। কদমা, s. a kind of sweetmeat. পৃ ১৩৪(১)।
৭। গস্‌গসা, v. to be hot with fever, to glow. পৃ ১৮৯(২)।
৮। গহগহ, s. a crowd, the pressing of a crowd, the barking of a dog. পৃ ১৮৯ (২)।
৯। বুকাবুকি, ad. breast to breast. পৃ ৪০০(২)।
১০। বুজরগ, a. great, honourable, noble. পৃ ৪০০(২)।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র :—

"A/ Dictionary/ of/ The Bengalee Language/ vol. I/ Bengalee and English./ Abridged from/ Dr. Carey's Quarto Dictionary/ Serampore./ 1827"./ পৃ I + 531 + 2. মূল্য—৪৲. আকার ২১ × ১৩ সে. মি.

এই অভিধানের উল্লেখ লঙ-এর তালিকায় আছে। যথা :— "Marshman published in 1827 an Abridgment of Carey's English and Bengali, a work very useful, containing 25000 words."*

১৮২৮ খ্রীঃ

[ক] ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম মর্টনের বাঙলা-ইংরাজী অভিধান মুদ্রিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি "...the president...and other members of

* এই গ্রন্থ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী ও School of Oriental and African Studies library-তে আছে।

the incorporated Society for the propagation of the Gospel in foreign parts-"কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মর্টন উক্ত সমিতি কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত প্রথম মিশনারী ছিলেন। এই গ্রন্থ উক্ত সমিতির সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। সুপণ্ডিত সদাশয় বিশপ হোভারের অনুমতি ও উৎসাহে মর্টন এই গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের মুদ্রণ-শেষের পূর্বেই বিশপ হোভার মৃত্যুমুখে পতিত হন। আলোচ্য গ্রন্থের শব্দসংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। ইহাতে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দগুলি সাজান আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিকে শুধু বাঙলা-ইংরাজী অভিধান না বলিয়া বাঙলা-বাঙলা ও বাঙলা-ইংরাজী উভয়-জাতীয় অভিধান বলা যাইতে পারে। কারণ ইহাতে প্রতি বাঙলা শব্দের এক এবং স্থলভেদে একাধিক বাঙলা প্রতিশব্দ উল্লেখ করিয়া তৎপরে এক বা একাধিক ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য কোন বাঙলা শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ জানিতে হইলেও আলোচ্য অভিধানখানি প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থে তিন পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক ভূমিকা আছে। মূলতঃ সেই ভূমিকা অবলম্বনে নিম্নে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

গ্রন্থকার এদেশে আসার পর হইতেই শুধু শব্দ-সূচী (vocabulary) ও বৃহৎ অভিধানের মাঝামাঝি রকমের একখানি অভিধান-সঙ্কলনে ব্রতী হন। তিনি এই জাতীয় গ্রন্থের অভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বহু বৎসরের পরিশ্রমের ফলে এই অভিধান সঙ্কলন করেন। তাঁহার অভিধান রচনাকালে তিনি ইউরোপীয়-সঙ্কলিত বাঙলা অভিধানের মধ্যে শুধু ফর্ষ্টার ও কেরীর অভিধানের সন্ধান জানিতেন।

মর্টনের মতে বাঙলা অভিধানের ইউরোপীয় গ্রন্থকারের মধ্যে ফর্ষ্টারই প্রথম আভিধানিক। ফর্ষ্টারের গ্রন্থ হইতে তাঁহার বাঙলা ভাষায় গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থ ভ্রমপ্রমাদ-বর্জিত নহে কিন্তু ইহা পরবর্তী সকল আভিধানিকের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দসমষ্টির আকররূপেই পরিগণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের শব্দ বিন্যাস-রীতির ও অর্থ-প্রকাশ ভঙ্গির দুরূহতা প্রযুক্ত ইহা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত পরিশ্রম-সাপেক্ষ বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু যাঁহারা বাঙলা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আছেন তাঁহারা প্রচলিত বাঙলা শব্দ ও ভাষার বিশেষ রীতির সহিত গ্রন্থকারের পরিচয় দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। ফর্ষ্টারের গ্রন্থের প্রকাশভঙ্গি সাধারণের পক্ষে আরও সহজবোধ্য হইলে শুধু শব্দের অল্পতা

ব্যতীত সাধারণ অভিধানের সকল প্রয়োজনই উক্ত অভিধান হইতে সিদ্ধ হইত। মর্টন আলোচ্য অভিধানের ত্রুটি নির্দেশ করিতে গিয়া—ইহাতে ব্যবহৃত হিন্দুস্থানী শব্দ-সমষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু এই গ্রন্থখানি দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বটে।* মর্টন বাঙলা অভিধানের প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে ফরষ্টারকে তাঁহার আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে যে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছেন তাহা উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন।

কেরীর অভিধান সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, শব্দসমষ্টির দিক্ দিয়া এপর্যন্ত মুদ্রিত অপর সকল অভিধান হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ। এই অভিধান হইতেও মর্টন যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার অভিধানের জন্য শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অভিধানে বাঙলা শব্দ ব্যতীত বহু আরবী ও ফার্সী শব্দ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্ভব অসম্ভব বহু শব্দ ও সমাসবদ্ধ-পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। অনেক স্থলে এই অভিধানের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উইলসনের সংস্কৃত অভিধানের অনুবাদ বলিয়া মনে হইবে। এই সব নানা কারণে আলোচ্য গ্রন্থ সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে অত্যন্ত দুরধিগম্য হইয়া রহিয়াছে।

মর্টন বাঙলা ভাষার এই অভিধানে আরবী, ফার্সী বা ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের কোন শব্দের স্থান দেন নাই। তাঁহার মতে বাঙলাভাষা ও তাহার বিভিন্ন উপভাষা (Dialect) এত সমৃদ্ধিশালী যে, অপর ভাষা হইতে শব্দ ধার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি একান্তই বাঙলায় নূতন শব্দ আমদানী করিতে হয়, তবে বাঙলা শব্দের আকর-স্বরূপ সংস্কৃত রহিয়াছে। সংস্কৃত হইতে শব্দ-সঙ্কলন করিলেই চলিবে।

নূতন নূতন শব্দসৃষ্টির দিক্ দিয়া সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন মার্জিত গ্রীক ভাষা হইতেও অধিকতর ক্ষমতাশালী। অধিকন্তু এই ভাষা দ্বারা যে কোন গূঢ় ভাব ও দুরূহ অবস্থার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বাঙলা ভাষা উত্তরাধিকারীসূত্রে সংস্কৃতের এই গুণের বহুলাংশে অধিকারী হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে উইলসনের সংস্কৃত অভিধান বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রশংসার যোগ্য। এই গ্রন্থ হইতেও তিনি শব্দ-সঙ্কলন করিয়াছেন। আলোচ্য

* লঙ সাহেবের মতে ফরষ্টারের অভিধানের মূল্য ৬০৲ টাকা।

গ্রন্থের শেষের দিকে তারাচাঁদ দত্তের অভিধানের কয়েকটি মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে।*

মার্শম্যান-সঙ্কলিত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অভিমত এই যে, ইহা শুধু আকারেই কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। অন্যথা ইহাতে কেরীর অভিধানের সকল বৈশিষ্টাই রহিয়াছে। এই জন্য আলোচ্য অভিধান-সঙ্কলনে তাহা কোন প্রয়োজনে আসে নাই।

মর্টন তাঁহার গ্রন্থ-রচনায় শব্দকল্পদ্রুম হইতেও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থরচনাকালে শব্দকল্পদ্রুম মুদ্রিত হইতেছিল। শব্দকল্পদ্রুম-সম্পাদক বাবু (পরে রাজা) রাধাকান্ত দেব—সেই সময় পর্যন্ত মুদ্রিত সকল খণ্ড মর্টনকে ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছিলেন। রাধাকান্ত দেবের এই সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া মর্টন তাঁহার অভিধানের ভূমিকায় রাধাকান্ত দেবের প্রশংসা করিয়াছেন।

এদেশবাসীদের সম্পাদিত অমরকোষ ও তাহার ভাষার্থের বিভিন্ন সংস্করণ এবং রামচন্দ্র শর্মার স্কুল-অভিধান হইতেও তিনি সময় সময় সাহায্য লইয়াছেন। গ্রন্থের ত্রিচতুর্থাংশের অধিক শব্দ তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার এদেশবাসী সহকারীরা বহু পরিশ্রম ও যত্নের সহিত বিভিন্ন অভিধান ও সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আলোচ্য গ্রন্থে বাঙলা শব্দের শুধু ইংরাজী প্রতিশব্দ না দিয়া বাঙলা শব্দের সমার্থ বাচক বাঙলা শব্দও দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে যাঁহারা বাঙলা শব্দের বাঙলা অর্থ জানিতে চান তাঁহাদের নিকটও আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রয়োজনে আসিবে। ইতঃপূর্বে মুদ্রিত কোন অভিধানে এই রীতি অনুসৃত হয় নাই।

গ্রন্থের প্রথমার্ধ অপেক্ষা শেষার্ধে সমার্থ-বাচক শব্দের আধিক্য লক্ষিত হয়। গ্রন্থকারের মতে শব্দার্থের দিক্ দিয়া তাঁহার গ্রন্থ পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থ এমন কি কেরীর গ্রন্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ। কেরীর অভিধানে অনুক্ত কয়েকটি শব্দ আলোচ্য অভিধানে আছে।

---

* তারাচাঁদ দত্ত নামক কোন আভিধানিকের সন্ধান আমি জানি না। তারাচাঁদ চক্রবর্তী নামক জনৈক আভিধানিক ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। মর্টন "দত্ত" "চক্রবর্তী" উপাধি-বিভ্রাট করিয়াছেন বলিয়াই অনুমান হয়।

এই গ্রন্থের মূল্য ৮৲ টাকা।

গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"দ্বিভাষার্থকাভিধান,/ or/ A Dictionary/ of the/ Bengali Language/ with/ Bengali Synonyms/ and/ An English Interpretation,/ Compiled from native and other authorities./ By/ The Rev. William Morton,/ Missionary from the incorporated society for the propa-/gation of the Gospel in foreign parts./অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।/ নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥/ Bishop's College:/ Printed by H. Townsend./ 1828"/ পৃ VII+660+II. আকার ২১×১৩ সে. মি.

১। অকরুণ, নির্দয়—unmerciful, unfeeling. পৃ ১।

২। উত্তাপ, উষ্ণতা, তাপ—heat, ardour, zeal, distress. পৃ ৬০।

৩। কাঁকালি, কটিদেশ, কক্ষ— the loins, hip, waist, side. পৃ ৯৭।

৪। গৈরা, গহরা, দহ—a deep place, an abyss. পৃ ১৫০।

৫। ঘুঘু, পারাবত, বন্য কপোত—a dove, a turtle-dove. পৃ ১৫৮।

৬। চটাল, প্রশস্ত, চৌড়া—broad, wide. পৃ ১৬২।

৭। ছুকরী, ছুঁড়ী, কন্যা, বালিকা—a girl. পৃ ১৮৪।

৮। জিন, বিশ্বের অকৃত্রিমতাবাদী ঋষি, বৌদ্ধ—a Jina, a sage of the Jaina sect, a Buddhist. পৃ ১৯৪।

৯। ঝালুয়া, তীক্ষ্ণ, তীব্র—hot, pungent, high-seasoned. পৃ ২০০।

১০। টঙ্কিত, জাচা—estimated, appraised. পৃ ২০১।

'Morton's Dictionary, was published in 1828, pp. 600, Rs. 6 with Bengali Synonyms and an English translation—it is very valuable, containing 10,700 words, it omits however all exotics'.—লঙ।*

* এই গ্রন্থ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, শোভাবাজার রাজ লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আছে।

[খ] মেণ্ডিস-সঙ্কলিত A Companion to Johnson's Dictionary, Bengali and English গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচ্য পণ্ডিতবর্গের গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত ৩৬ হাজারের অধিক বাঙলা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। এই সময় পর্যন্ত মুদ্রিত কোন অভিধানে নাই এমন বহু শব্দ ও কয়েকটি সমার্থবাচক শব্দ (synonymous terms) এই অভিধানে আছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের প্রারম্ভে "An Introduction to the Bengali Language" নাম দিয়া সংক্ষেপে বাঙলা ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তৎ-পরবর্তী দুই পৃষ্ঠায় কথোপকথনের নমুনা[১] আছে। ইহা বাঙলা ও ইংরাজী ভাষায় পাশাপাশি দুই কলামে মুদ্রিত।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ-রচনার পূর্বে বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য কয়েকখানি বৃহৎ অভিধান মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে সেই সকল গ্রন্থ সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়ায় তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে "Abridgment of Johnson's Dictionary, English and Bengali" মুদ্রিত করেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ জনসাধারণ কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হওয়ায় তিনি উৎসাহিত হইয়া উক্ত গ্রন্থের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ এবং এই গ্রন্থের সহায়ক ও পরিশিষ্ট হিসাবে "A Companion to Johnson's Dictionary, Bengali and English মুদ্রণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তাঁহার প্রথম গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শুধু A Companion to Johnson's Dictionary মুদ্রিত করেন।

একই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণসহ অভিধান থাকায় ইহা বাঙলা শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় ও উপযোগী হইয়াছিল। এই গ্রন্থখানি মূলতঃ ইউরোপীয়দের জন্য রচিত। আলোচ্য অভিধানে অল্প পরিসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় শব্দ ও ব্যাকরণ-রীতি লিপিবদ্ধ আছে; অধিকন্তু গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতার মতে সমপর্যায়ের অপরাপর গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থের

১। Parsing Exercise. p.19—20.

মূল্য অল্প হওয়ায় প্রাচ্য সাহিত্যানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে দৈনিক ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থের সহায়তায় বঙ্গভাষা শিক্ষা করা সম্ভব হইবে।

এই গ্রন্থের শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। ইহাতে ফার্সী, আরবী, পোর্তুগীজ ও কয়েকটি ইংরাজী শব্দ স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সকল ফার্সী ও আরবী শব্দের পাশে তারকা চিহ্ন দেওয়া আছে। ফলে ফার্সী ও আরবী শব্দ সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আলোচ্য অভিধানে পশু, পক্ষী, মৎস্য ও বৃক্ষলতাদির নামের পাশে ক্রমিক সংখ্যা বাচক অঙ্ক নির্দেশ করিয়া পরিশিষ্টে ঐ সকল সংখ্যার পাশে সেই সেই জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির বৈজ্ঞানিক নাম রোমান অক্ষরে প্রদত্ত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ভূমিকার পরেই[১] গ্রন্থে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন[২] নির্দিষ্ট হইয়াছে। তৎপরে Introduction to the Bengali Language ও কথোপকথনের নমুনা মুদ্রিত হইয়াছে[৩]। দ্বিতীয় সংস্করণে এই Introduction ও কথোপকথন পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার পরিবর্তে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ১৬৮টি বাঙলা ধাতু ও তাহাদের অর্থ[৪] চারি কলামে মুদ্রিত হইয়াছে। [পৃ ৬]

মেণ্ডিস-সঙ্কলিত Abridgment of Johnson's Dictionary-র দ্বিতীয় সংস্করণের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় ১৬৮টি বাঙলা ধাতু ও তাহাদের রূপ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে চারি কলামে মুদ্রিত আছে। ২১টি ধাতু ব্যতীত এই দুই তালিকাই সমান। নিম্নে এই দুই অভিধানের ধাতুর তালিকা হইতে নিদর্শন-স্বরূপ অর্থসমেত কয়েকটি ধাতু উদ্ধৃত হইল।

Abridgment, [2nd Ed.]		Companion [2nd Ed.]
ফুক—ফুকন	স্থলে	ফুকরা—ফুকরাণ
ফে, ফেল—ফেলন	,,	ফেল্—ফেলন
পহুঁচ—পহুঁচন	,,	পলা—পলায়ন

১। Advertisement. p. 1—2.

২। Abbreviations and Contractions used in this work. p. 2.

৩। Parsing Exercise. p. 19-20.

৪। Bengali Verbal Roots. p. 6.

Abridgment [2nd Ed.]		Companion [2nd Ed.]
নম—নমন	স্থলে	নামা—নামান
বহলা—বহলান	,,	বন্ধ—বন্ধন
ভুকা—ভুকান	,,	ভুক্ত—ভুক্তন
মিশ্র—মিশ্রণ	,,	মিট—মিটন
ল, লও—লওন	,,	লড়—লড়ন
হ, হও—হওন	,,	হঠ—হঠন

আলোচ্য সংস্করণের ধাতুর তালিকার পরবর্তী দুই পৃষ্ঠায় বাঙলা বর্ণমালা, যুক্তাক্ষর এবং "Fractions" /০, ৶০, ৷৶০.........১৲ প্রভৃতি বঙ্গাক্ষরে ও রোমান অক্ষরে উচ্চারণসহ মুদ্রিত হইয়াছে।

উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণে, প্রথম সংস্করণ অথবা সমশ্রেণীর অপরাপর গ্রন্থে নাই এইরূপ কয়েকটি শব্দ স্থান পাইয়াছে। অধিকন্তু প্রথম সংস্করণের সকল ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় ও এদেশবাসীদের সম্পাদিত এই সময়ের কয়েকখানি অভিধানে ফার্সী ও আরবী শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই সব আভিধানিকেরা ফার্সী ও আরবী শব্দ বর্জন করিয়া শুধু সংস্কৃতমূলক শব্দব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার ইহার বিপরীত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙলা ভাষার অভিধানে শুধু শিক্ষিত জনগণের ব্যবহৃত খাঁটি বাঙলা শব্দ থাকিলে চলিবে না, ইহাতে জনসাধারণের নিয়ত ব্যবহৃত আরবী, ফার্সী, হিন্দী ও কথ্য বাঙলা শব্দ থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই অভিধানের সমালোচনা Calcutta Christian Observer পত্রে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার উক্ত পত্রের সমালোচনা আংশিক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ভূমিকায় একজন প্রাচ্য পণ্ডিতের অভিমতও উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিম্নে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এবং নিদর্শন স্বরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েকটি শব্দ অর্থসহ উদ্ধৃত হইল :—

A/ Companion/ To/ Johnson's Dictionary/ in English and Bengalee/ To which is Prefixed/ An Introduction to the Bengalee Language/ Adapted/ For the use of both

Native and European Students/ Vol II/ By John Mendies/ Author of an Abridgment of Johnson's Dictionary in/ English and Bengalee/ Conceal if you come to an error, cost not reproach./ For no mortal can be free from fault/ Hafez/ Serampore./ Printed at the Serampore Press/ 1828 পৃ ২+২০+৫৩০, আকার ২৪ × ১৫ সে. মি., মূল্য—৫৲।

প্রথম সংস্করণ/ দ্বিতীয় সংস্করণ

১। অকথা, S. improper talk, obscene language. পৃ ১(২)।/ bad word, obscene, language. পৃ ১(১)।

২। আঁটালি, S. a dog-tick. পৃ ৬৭(২)।/ আটালি, আটালু, আঠালু, S. a dog-tick. পৃ ২৯(১)।

৩। ইস্তিহাম, S. an examination, a trial. পৃ ৮৯(২)।/ an examination. পৃ ৪০(২)।

৪। ঈষা, S. the beam of a plough. পৃ ৯১(২)।/ ঈষ, ঈষা, S. the beam of a plough. পৃ ৪২(১)।

৫। উট্টঙ্ক, S. a clue, a guide পৃ ৯৪(১)।/ প্রথম সংস্করণের অনুরূপ, পৃ ৪৪(১)।

৬। উখলি, S. a large wooden mortar. পৃ ১০৫(২)।/ প্রথম সংস্করণের অনুরূপ, পৃ ৫২(২)।

৭। এমারৎ, S. a building, a house, an upper-room, পৃ ১১১(২)।/ প্রথম সংস্করণের অনুরূপ পৃ ৫৭(২)।

৮। ওআড়, S. a pillow case. পৃ ১১২(২)।/ প্রথম সংস্করণের অনুরূপ, পৃ ৫৮(১)।

৯। কড়িয়ালী, S. the bit of a bridle. পৃ ১১৭(২)।/ প্রথম সংস্করণের অনুরূপ, পৃ ৬১(২)।

১০। খিচান, S. the causing a person to grin. পৃ ১৬১(২)।/ প্রথম সংস্করণের অনুরূপ পৃ ৯২(২)।*

---

* এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ চন্দননগরের শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সংগ্রহে এবং ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরীতে এবং

এই স্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, লঙ-এর তালিকায় মেণ্ডিস সঙ্কলিত দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই উল্লেখ নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ তিনি দুই গ্রন্থের একই নাম নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা প্রথমখানি Abridgment of Johnson's Dictionary, English and Bengali ও দ্বিতীয়খানি A Companion to Johnson's Dictionary in Bengali and English পাইতেছি। A Companion to Johnson's Dictionary in Bengali and English গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে মুদ্রণপ্রমাদবশতঃ in English Bengali লেখা আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে "Bengali and English" পাঠই রহিয়াছে। গ্রন্থখানি বাঙলা-ইংরাজী অভিধান বটে।

লঙ এই দুইখানি গ্রন্থই "Abridgment of Johnson's Dictionary" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একখানি "Anglo-Bengali"[১] অপরখানি "Bengali and English"[২]। তাঁহার মতে Anglo-Bengali গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৮২৮ ও শেষ সংস্করণ ১৮৫১ এবং "Bengali and English" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৮২২ ও শেষ সংস্করণ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত। আমরা জানি "Anglo-Bengali" গ্রন্থখানির (Abridgment of Johnson's Dictionary in English and Bengali) প্রথম সংস্করণ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল।

তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (Advertisement)এর তারিখ :—"Serampore, August 1, 1828."

১। 16. Mendies's Abridgment of Johnson's Dictionary, Bengali and English, 1st ed. 1822, last ed. 1851, Roz. and Co., 5 Rs. pp. 386, 30,000 words ; Persian and Arabic words are distinguished by an asterisk which is very useful ; there is a valuable list of terms used in Botany and Zoology.

২। 17. Mendies's Abridgment of Jonhson's Dictionary, Anglo Bengali, 1st ed. 1828, last ed., 1851, pp. 390, 5 Rs. 28,000 words, Roz. and Co. ; the author was for 40 years Corrector of the Serampur Press, and has used much research in this work.

সমাচার-দর্পণের ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখের সংখ্যাতে এই ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের উল্লেখ আছে।[১]

বাঙলা-ইংরাজী অভিধানের প্রথম সংস্করণ ১৮২৮ ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫১ ও তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

উক্ত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা এই সংস্করণে এবং ইহাতে প্রদত্ত পরিশিষ্টে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে নাই এরূপ বহু শব্দ স্থান দিয়াছেন। এই সকল শব্দ কেরীর প্রসিদ্ধ অভিধান এবং অপরাপর কয়েকখানি অভিধান হইতে সঙ্কলিত। বাঙলা ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় না এরূপ বহু ফার্সী ও আরবী শব্দ যাহা পূর্বে দুই সংস্করণে ছিল তাহা এই সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আলোচ্য সংস্করণের ভূমিকায় কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার পত্রের ১৮৫১ খ্রীঃ মার্চ মাসে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের যে সমালোচনা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সমালোচকের মতে আলোচ্য গ্রন্থ মর্টন ও মার্শম্যানের অভিধান হইতে শ্রেষ্ঠ।

[গ] ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান কেরীর অভিধানের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অর্থাৎ "বাঙলা-ইংরাজী" অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার পরবৎসর অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর অভিধানকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া তিনি একখানি "ইংরাজী-বাঙলা" অভিধান রচনা করেন। এই ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৩৯, চতুর্থ সংস্করণ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। মার্শম্যান তাঁহার সঙ্কলিত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণকে প্রথমভাগ ও স্বরচিত ইংরাজী-বাঙলা অভিধানকে দ্বিতীয়ভাগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মার্শম্যানের এই "ইংরাজী-বাঙলা" অভিধানের প্রথম সংস্করণে এক সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ছিল[২]। উহা তৃতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়।

১। "ইস্তাহার। বাঙ্গালায় ইংরেজী বিদ্যার্থীসকলের প্রয়োজনার্হ প্রসিদ্ধ জানসন্স ডিক্সনরি। শ্রীযুত জন মেন্ডিস সাহেব-কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলায় সংগৃহীত হইল এবং কএক দিবস ছাপা সমাপ্ত হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৮৲ টাকা।"

২। এই ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"The former volume of this work, was an abridgment of

আলোচ্য অভিধানের শব্দসংখ্যা ২৫ হাজারের উপর। ইহাতে প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দ-স্বরূপ একাধিক বাঙলা শব্দ দেওয়া আছে। ইহার প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণে পার্থক্য আছে। প্রথম সংস্করণের কয়েকটি শব্দ তৃতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার প্রথম সংস্করণে নাই এইরূপ কয়েকটি শব্দ তৃতীয় সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। অর্থের দিক্ দিয়াও এই দুই সংস্করণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণে মুদ্রিত কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ পাশাপাশি উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে দুই সংস্করণের পার্থক্যের আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রথম সংস্করণ / তৃতীয় সংস্করণ

১। Aback, ad. পশ্চাৎ/—পশ্চাৎ, হঠাৎ উল্টা বাতাসে জাহাজের সঙ্কট।

২। Abacot, s. প্রাচীন মুকুট, কিরীট/—তৃতীয় সংস্করণে এই শব্দ নাই।

৩। Abaft, or Aft, ad. পশ্চাৎ দিক্ বা পার্শ্ব /—পশ্চাৎ দিক, জাহাজের পশ্চাৎদিগে।

৪। Abaisance, s. প্রণাম, সেলাম, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপার/—নমস্কার, প্রণাম।

৫। Abandonment, s. ত্যক্ততা, ত্যক্তত্ব, ত্যাগ, পরিত্যাগ/—ত্যাগ।

৬। Abase, v. a. নীচ—কৃ, নম্র—কৃ, অপকৃষ্ট—কৃ/—নীচ—কৃ, নম্র—কৃ।

৭। Abasement, s. নীচীকরণ, নম্রীকরণ/—নীচীকরণ, নম্রীকরণ, নম্রতা।

৮। Abash. v. a. লজ্জিত-কৃ, সরম-দা/—লজ্জিত-কৃ, অপ্রস্তুত বা অপ্রতিভ-কৃ, সরম-দা, লণ্ডভণ্ড-কৃ।

Dr. Carey's valuable Dictionary in three volumes Quarto. In the present volume, the Editor has simply to acknowledge the valuable assistance he has received from Dr. Carey in the revision of the sheets as they passed through the press ; and to take upon himself all responsibility for the imperfections of the work.

Serampore, Dec.
10, 1828. John C. Marshman.

৯। Abashment, s. লজ্জা, সরম, ব্রীড়া/—লজ্জা, লজ্জিতাবস্থা, সরম।

১০। Abate v. a. ন্যূন-কৃ, কমা, লাঘব-কৃ, ছাড়, টুট, ঘাট, থাম/—ন্যূন-কৃ, লাঘব-কৃ, কমা, রেআৎ-কৃ, ছাড়।

এই অভিধানের শেষে বাঙলাভাষায় ৬।৭ পংক্তি মুখবন্ধসহ অল্পাধিক দেড়শত ইংরাজী Irregular Verbs-এর রোমান বর্ণানুক্রমে এক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে এই তালিকা সম্পূর্ণ ও নির্ভুল। এই মুখবন্ধের কয়েক পংক্তি মার্শম্যানের বাঙলা-গদ্যরচনার নিদর্শন রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"এই অভিধানের মধ্যে বিভক্তি ভিন্ন কেবল মূল ধাতু অর্পণ হইয়াছে ঐ ধাতুর সামান্যও অদ্যতন ভূতকাল ও কার্দন্তিক ভূতকাল d বা ed অন্তে দিলে সাধ্য হয় কিন্তু ইঙ্গরেজী ভাষায় কোন কোন ধাতু এই নিয়মের বহির্ভূত এবং ঐ অনিয়মিত ধাতুর উক্ত প্রকার দুই কাল রূঢ়ির ন্যায় প্রয়োগ করা যায় ঐ সকল ধাতু নীচে লেখা যাইতেছে অতএব দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীস্থ কথার অর্থ জানিতে হইলে তাহা এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইবে না কিন্তু তাহার অর্থ তৎপার্শস্থ প্রথম শ্রেণীর কথা অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে।"

নিম্নে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল :—

A/ Dictionary/ of/ The Bengalee Language./ Vol. II./ English and Bengalee./ Serampore./ 1828./ পৃ 440. মূল্য ৪৲।

এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙএর তালিকায় আছে। যথা :—"In 1829 Marshman published a Bengali and English Dictionary of 26,000 words, 10 Rs., and also a reverse one of 24,000 words." উক্ত তালিকায় অন্যত্র "Marshman published in 1827 Abridgment of Carey's English and Bengali, a work very useful, containing 25,000 words." কেরীর অভিধান বাঙলা-ইংরাজী ভাষায়, মার্শম্যান সঙ্কলিত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বাঙলা ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছিল। অতএব লঙএর "Abridgment

of Carey's English and Bengali" উক্তি ভ্রমাত্মক। অধিকন্তু "In 1829 Marshman published a Bengali and English Dictionary" উক্তিও নির্ভুল নহে। কারণ বাঙলা-ইংরাজী অভিধানের প্রথম সংস্করণ ১৮২৭ ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪০ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের প্রথম সংস্করণ ১৮২৮, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৩৯, চতুর্থ সংস্করণ ১৮৪৭ খ্রীঃ মুদ্রিত হইয়াছিল।*

১৮২৯ খ্রীঃ

[ক] জে. ডি. পিয়ার্সন-সঙ্কলিত একখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধান ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হয়[১]। বিশ্বকোষে এই অভিধান মুদ্রণকাল ভ্রমবশতঃ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই অভিধানখানির একখণ্ড ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গ্রন্থাগারে ছিল। উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ স্কুলবুক সোসাইটীর ৭ম ও ৮ম কার্যবিবরণীতে পাইতেছি। ৭ম কার্য-বিবরণী হইতে জানা যায় যে, স্কুলবুক সোসাইটী কর্তৃক একাধিক বাঙলা-ইংরাজী অভিধান মুদ্রিত হইয়াছিল[২]। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত কোন ইংরাজী-বাঙলা

---

* এই ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের প্রথম সংস্করণ প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী ও তৃতীয় সংস্করণ আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে।

১। "Rev. J. Pearson published in 1829, for the School Book Society, a School Dictionary, English and Bengali, but it was a mere Vocabulary.'—লঙ

২। "Besides these works, both of which contain Bengalee words with English interpretations, it is evidently important to furnish native youth with one on the reversed plan ; i. e. English with Bengalee meanings. It has too been properly remarked, that it should be the object of every learner of a foreign language to acquire, in the first instance, that part which is most commonly used in conversations and the writings of good authors ; as when this is secured, other words will be easily and gradually acquired, and the remainder of his progress will be easy. Hence your Committee are of opinion, that such a manual as Mylius's School Dictionary, which contains only words frequently occurring in conversation or writing, with their more usual meanings, would be more useful for a beginner

অভিধান উক্ত সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত না হওয়ায় অনেকেই এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। স্কুলবুক সোসাইটীর কর্তৃপক্ষ মিলিয়াসের স্কুল ডিক্‌শনারীর (Mylius' School Dictionary) বঙ্গানুবাদ করিয়া একখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধান প্রণয়নের জন্য পিয়ার্সনকে অনুরোধ করেন। মিলিয়াসের স্কুল ডিক্‌শনারীতে আলাপ আলোচনা ও বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে সর্বদা ব্যবহৃত শব্দাবলী ও তাহাদের সাধারণ অর্থ প্রদত্ত হওয়ায় ইহা প্রথম শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। বহুশব্দ-সমন্বিত বৃহৎ অভিধান অপেক্ষা এই সংক্ষিপ্ত অভিধানখানিই অনেকের নিকট সহায়ক বোধ হইত। পিয়ার্সন স্কুলবুক সোসাইটীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মিলিয়াসের অভিধানকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এই অভিধান রচনা করেন। স্কুলবুক সোসাইটীর ৮ম কার্যবিবরণী হইতে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। উক্ত সোসাইটীর ১৪শ কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে, পিয়ার্সনের ইংরাজী-বাঙলা অভিধান নিঃশেষ হওয়ায় উক্ত সোসাইটীর তদানীন্তন সম্পাদক, জে. সাইকস্-এর উপর উক্ত অভিধানের এক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ সঙ্কলনের ভার অর্পিত হয়[১]। জে. সাইক্‌স্-সঙ্কলিত

---

than a larger publication, in which the vast number of words and meanings would but perplex. Your Committee have therefore requested Mr. Pearson to prepare a translation of this work ; and are happy to report, that he is prosecuting it with his usual diligence." C. S. B. S. 7th Report pp. 11-12.

১। "The old edition of Pearson's Anglo-Bengali School Dictionary, having been exhausted, it was resolved that another edition, considerably enlarged and amended so as to suit the present advanced state of education, should be prepared and printed. This, which is in fact a new work, is now in course of preparation by your Secretary, and it is confidently expected that it will be completed and published in the course of the present year." C. S. B. S. 14th Report. pp. 10.

"The English and Bengali School Dictionary, which was mentioned in the last Report as in course of preparation by the Secretary, but which, in consequence of his absence, did not appear so soon as was expected, has been published since his return, and has met with so favourable a reception from the public, that nearly the whole of the first edition of 1000 copies has been already sold. A new and revised edition is now in the press, and will be ready for publication when called for." C. S. B. S. 15th Report, pp. 6.

ইংরাজী-বাঙলা অভিধান মূলতঃ পিয়ার্সনের অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত হইলেও নূতন অভিধানের মত হইয়াছিল। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ অর্থাৎ জে. সাইকস্‌-সঙ্কলিত অভিধানের প্রথম সংস্করণ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ও তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।* তৃতীয় সংস্করণের শব্দ-সংখ্যা অল্লাধিক ১৬৫০০। ইংরাজী শব্দ-সমূহ রোমান বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। এই সংস্করণে শব্দ-সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া সজ্জিত। ইহাতে প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের পাশে সর্বপ্রথম সেই শব্দটি বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি কোন জাতীয় তাহা সাঙ্কেতিক অক্ষরে নির্দেশ করা হইয়াছে। তৎপরে একাধিক বাঙলা প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। লঙ-এর তালিকা ও বাঙলা গবর্নমেন্টের নথিপত্রের ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে এই অভিধানের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাঙলা গবর্নমেন্টের নথিপত্রের সংগ্রহে ইহার মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। আলোচ্য অভিধানখানি স্কুলের ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত হয়। নিম্নে এই অভিধানের কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১	Aback, ad.	পশ্চাতে ; উল্টা পাইল। পৃ ১
২	Boar, s.	বরাহ, শূকর ; বাণ। পৃ ২২
৩	Cumbersome, a.	ক্লেশদায়ক, ভারি। পৃ ৫১
৪	Dormant, a.	নিদ্রিত, অপ্রকাশ। পৃ ৬৫
৫	Equinox, s.	বিষুবকাল, সমদিবারাত্রি। পৃ ৭৩
৬	Forebode, v.	অগ্রবোধ ক, সূচনা ক। পৃ ৮৫
৭	Guise, s.	বেশ, রীতি, রূপ, ধারা। পৃ ৯৬
৮	Hobby, s.	যে বিষয়ে মন আসক্ত হয়। পৃ ১০১
৯	Inkling, s.	ইঙ্গিত, ঈষদ্‌ জ্ঞান। পৃ ১১৩
১০	Jurymast, s.	ভগ্ন মাস্তুলের পরিবর্তে ক্ষুদ্র মাস্তুল। পৃ ১২০

[খ] সমাচার দর্পণের ৩০শে জানুয়ারি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ তারিখের সংখ্যাতে "গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক" শীর্ষক নিবন্ধে "মহিন্দিলাল যন্ত্রালয়ে" মুদ্রিত "বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী বকেবিলরি" নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

[গ] A Dictionary of the Bengalee language. vol. II. English and Bengalee. 2nd Edition, 1829. Marshman.—লঙ

* এই সংস্করণ ৺মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট ছিল।

১৮৩০ খ্রীঃ

[ক] 13. Johnson's Dictionary abridged by Lavandier, 1st ed., 1830, last ed. 1851. St. P., pp. 305, 2 Rs. Has an Anglo Bengali grammar prefixed to it; besides the Bengali meanings of English words, it gives a list of abbreviations and of Latin and French phrases.—লঙ

[খ] বোর্ড অফ এডুকেশনের গ্রন্থ তালিকায় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ফরষ্টারের অভিধানের বাঙলা-ইংরাজী খণ্ডের উল্লেখ আছে। ১৭৯৯ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ফরষ্টারের অভিধানের পরবর্তী কোন সংস্করণের উল্লেখ লঙএর তালিকা অথবা বাঙলা গবর্নমেণ্টের নথিপত্র সংগ্রহে কোথাও নাই। বোর্ড অফ এডুকেশনের গ্রন্থ তালিকায়, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত যে বাঙলা-ইংরাজী অভিধানের উল্লেখ আছে, তাহার কোন খণ্ড এযাবৎ দেখি নাই; কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের পুনর্মুদ্রণ দেখিয়াছি। নিম্নে এই খণ্ডের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। ইহা প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ বলিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল না।

"A / Vocabulary. / In two parts, / English and Bengalee, / And / Vice Versa. / By H. P. Forster, / Senior Merchant on the Bengal Establishment. / Vox Et Praeterea Nihil / Calcutta. / Reprinted at No 70 Cossitollah Street. / 1830. / " পৃ × × + 420 + ? আকার ২৫ × ১৯ সে. মি.।*

১৮৩১ খ্রীঃ [১২৩৮ বাং]

[ক] ১২৩৮ বঙ্গাব্দে জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক-সঙ্কলিত শব্দকল্পলতিকার প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ১২৬০ বঙ্গাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের এক এক খণ্ড ইণ্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের

* এই গ্রন্থের এক খণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

উল্লেখ বাঙলা গবর্ণমেন্টের ২২ ও ৪১ সংখ্যক নথিপত্রের সংগ্রহে পাইতেছি। পঞ্চম সংস্করণের উল্লেখ প্যারিস বিশ্ব-প্রদর্শনীতে প্রেরিত গ্রন্থাদির মুদ্রিত তালিকায় আছে।*

শব্দকল্পলতিকা "অমরসিংহকৃতাভিধানের অবিকল ভাষা" মাত্র। ইহাতে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী "গ্রন্থকারের আভাষ" শীর্ষক এক ভূমিকা ও তৎপর দুই পৃষ্ঠার নির্ঘণ্ট মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকা আংশিক গদ্য ও আংশিক পদ্যে রচিত।

মুসলমান রাজত্বে জ্ঞানচর্চা একরূপ লোপ পাইয়াছিল কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে এদেশের শাসকেরা জ্ঞান বিস্তারে অগ্রণী হন। সেই সময় হইতে এদেশবাসীর শিক্ষার্থে বহু গ্রন্থাদি রচিত হইতে থাকে। আলোচ্য অভিধানের সম্পাদক "যাহা দৃষ্টে বিষয়িলোকেরা এক বস্তুর কতিপয়াভিধান অনায়াসে জানিতে" পারেন এরূপ গ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়া ইহা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। যথা :—

"জবনাধিকার হইলে দুরাচার জবনেরা হিন্দুধর্ম শাস্ত্র দেবালয় নাশেই তৎপর ছিল তজ্জন্য ধর্মশাস্ত্র চিন্তা যে মহাসুখ তাহা প্রায় বিলোপ প্রায় ম্রিয়মাণ ভাবাপন্ন হওয়াতে জগদীশ্বর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে এই তাবৎ বর্ষ সমর্পণ করিলেন তাহাতে এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয় রাজা উত্তমরূপে প্রজার পালন বিদ্যাপ্রচার করিতেছেন সুতরাং নানাবিধ গ্রন্থও প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু অস্মৎকর্তৃক বিবেচিত হইল যে এমত রূপ কোন গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই যাহা দৃষ্টে বিষয়িলোকেরা এক বস্তুর কতিপয়াভিধান অনায়াসে জানিতে বাঞ্ছা করিলে জানিতে পারেন তজ্জন্য যাহা কোষাগ্রগণ্যরূপে মান্য ফলতঃ ভগবান অমরসিংহ কৃতাভিধানের অবিকল ভাষা করিয়া" প্রকাশিত হইল।

নিম্নে এই গ্রন্থের ভূমিকা হইতে কয়েক পংক্তি পয়ার উদ্ধৃত হইল।

"শব্দ কল্পমহীরুহে কোষ শাখাময়।
কিসলয় কবিতা তাহাতে সুশোভ হয়॥

* 256. Shabdakalpalatika—A Sanskrit Dictionary on the model of the Amarkosh, edited by Jogennath Mullik, 16 mo., pages 328, 1 rupi 8 annas., 5th edition.

ছন্দবন্দ ফুলফলে পুষ্পিত ফলিত।
বর্গ শ্রেণী সুললিত লতায় কলিত॥
সেই লতা সুপ্রভায় প্রকাশ পাইল।
শব্দকল্পলতিকা এ তদর্থে হইল।" ইত্যাদি

নিম্নে এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ এবং প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল :—

১। স্বর্গবর্গ।—(ক) স্বর্গের নাম।
স্বর। স্বর্গ। নাক। ত্রিদিব। ত্রিদশালয়। সুরলোক। দ্যো। দিব। ত্রিপিষ্টপ। পৃ ১

২। বিশেষ্য নিঘ্নবর্গঃ অপ্রধানের নাম।
অপ্রধান। অপ্রাগ্র্য। উপসর্জন। পৃ ২৬৯

৩। সংকীর্ণ বর্গঃ। কর্মের নাম।
কর্মন্। ক্রিয়া। পৃ ২৮৪

৪। নানার্থঃ। কান্তবর্গঃ। নাক।
আকাশ। স্বর্গ। পৃ ২৯৮

৫। অব্যয় নানার্থঃ। অ।
অভাব। অত্যল্পার্থ। বিষ্ণু। পৃ ৩৭৪

৬। অব্যয় বর্গঃ। চিরকালের নাম।
চিরায়। চিরবাত্রায়। চিরস্য। পৃ ৩৭৯

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র :—

"শ্রীশ্রীহরিঃ।/ শরণং।/ শব্দকল্পলতিকা।/ ফলতঃ অমরার্থ মুক্তাবলী।/ শ্রীজগন্নাথপ্রসাদমল্লিকেন বিরচিতা।/ শ্রীরামপুরের যন্ত্রেণাঙ্কিতা হইল।/ সন ১২৩৮ সাল।/" পৃ ১+।০+৩৮৭, আকার ১৭×১১ সে.মি.

In 1831 Jagannath Mullick published the Shabdakalpalatika, pp. 387, a translation of the Amara Kosha—লঙ। অন্যত্র :—

In 1831 Jagannath Mullick, a Zemindar, published this at his own expense.—লঙ। সমাচার দর্পণের ১৫ ফেব্রুয়ারি

১৮৩২ খ্রীঃ, ৪ ফাল্গুন ১২৩৮ বাং তারিখের সংখ্যায় এই অভিধানের উল্লেখ আছে।*

[খ] In 1831 appeared Walker's Dictionary, abridged by Swift, 24,000 words, pp. 376.—লঙ

১৮৩৩ খ্রীঃ

হেলিবরি কলেজের বাঙলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক স্যর জি. সি. হটন-সঙ্কলিত একখানি অভিধান ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে মুদ্রিত, ফরস্টারের অভিধান ব্যতীত, অন্য তিনখানি শ্রেষ্ঠ অভিধানের নাম করিতে হইলে এই গ্রন্থখানির উল্লেখ করিতে হয়। এই গ্রন্থ তিনখানির প্রথম খানির রচয়িতা ডাঃ কেরী, দ্বিতীয় খানি রামকমল সেন রচনা করেন এবং তৃতীয় খানি হটন রচিত। হটন তাঁহার অভিধান সঙ্কলনের পূর্বে বাঙলা ব্যাকরণ, বাঙলা সিলেক্‌শন ও বাঙলা গ্লসারি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই তিন গ্রন্থের প্রথম দুই খানির পরিশিষ্টে বাঙলা শব্দ-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে; তৃতীয় খানিতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শব্দ-সূচী দেওয়া আছে। উক্ত গ্রন্থত্রয়ে প্রদত্ত শব্দ-সূচী হটনের পরবর্তী কালে রচিত বৃহৎ অভিধানের প্রাক্‌চেষ্টারূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

আলোচ্য অভিধানে আখ্যাপত্রের পরে যথাক্রমে উৎসর্গ-পত্র, ভূমিকা, গ্রন্থ-পঞ্জী অর্থাৎ এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহাদের তালিকা, দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, বাঙলা ও সংস্কৃত বর্ণমালা (বাঙলা, দেবনাগর ও রোমান অক্ষরে), ও গ্রন্থে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন-নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পরেই ১ হইতে ২৭৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দ ও তাহার অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শব্দাভিধান অংশের প্রত্যেক কলামের জন্য পৃথক পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। বাঙলা ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত সকল ফার্সী, আরবী, হিন্দুস্থানী, পর্তুগীজ ও ইংরাজী শব্দ বাঙলা লিপিতে মুদ্রিত

* এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও কলুটোলার ৺যোগেন্দ্রনাথ রাহার গ্রন্থাগারে ও দ্বিতীয় সংস্করণ ৺মন্মথনাথ ঘোষের গ্রন্থাগারে আছে।

হইয়াছে বটে, কিন্তু ফার্সী, আরবী ও হিন্দুস্থানী শব্দের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ফার্সী লিপিতে এবং ইংরাজী পর্তুগীজ শব্দের পাশে রোমান লিপিতে মূল শব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি "কোর্ট অব্ ডাইরেক্টারস্"-এর নামে উৎসর্গীকৃত। আলোচ্য গ্রন্থ-সঙ্কলনে হটন যে সকল বাঙলা ও সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন। সেই তালিকায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত ডাঃ কেরীর অভিধান, মার্শম্যান-সঙ্কলিত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত-সংস্করণ, ফরস্টার, মোহন প্রসাদ ঠাকুর, মর্টন, তারাচাঁদ চক্রবর্তীর এবং ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত "শব্দ-সিন্ধু" অভিধানের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, বিভিন্ন অভিধানে প্রদত্ত যে সকল শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না বলিয়া গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন, অথবা যে সকল শব্দের প্রয়োগ একখানি অভিধান ব্যতীত অন্য অভিধানে নাই, সেই সকল শব্দ উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যেক শব্দের পাশে বিভিন্ন অভিধানে সেই সেই শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যথাযথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই জাতীয় শব্দের অর্থ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি কখনও নিজে কোন ব্যাখ্যা সংযোগ করেন নাই। এই রীতি তাঁহার অভিধানের পূর্ববর্তী কোন বাঙলা অভিধানে দেখা যায় না।

হটন তাঁহার অভিধানের ভূমিকায় ইহা রচনার কারণ ও ইহাতে অনুসৃত রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই যে, এই অভিধান খানি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রাচ্যদেশপ্রবাসী উক্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য সঙ্কলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থ এদেশবাসীদের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছে, এরূপ উক্তি কোথাও নাই। এই গ্রন্থ সঙ্কলনকালে বাঙলা-শিক্ষার্থী ইউরোপীয়দের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি ইতঃপূর্বে মুদ্রিত অন্যান্য বাঙলা অভিধান অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও নির্ভুল। বাঙলা ভাষার অভিধানে শুধু প্রচলিত বাঙলা শব্দ অথবা সংস্কৃত-মূলক শব্দ থাকিলে চলে না; ইহাতে দুই জাতীয় শব্দ থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া হটন উভয় জাতীয় শব্দই সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে এই অভিধান হইতে প্রচলিত বাঙলা শব্দ সমূহ পরিত্যাগ করিলে ইহা খাঁটি সংস্কৃত অভিধানে পরিণত হইবে।

হটন প্রথমতঃ অমরকোষের সকল শব্দ সংগ্রহ করেন ও নিজে বিভিন্ন

গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু শব্দ সঙ্কলন করেন। এতদ্ব্যতীত "এশিয়াটিক রিসার্চেস্," "ট্রানজাকশনস অফ্ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী," কোল-ব্রুকের গ্রন্থ, বার্লিনের অধ্যাপক বপ্‌এর গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে নির্বাচিত প্রায় ৪০ হাজার শব্দ ও তাহাদের অর্থ সংগ্রহ করেন। উইলসনের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানে নাই এরূপ বহু বিজ্ঞান ও ধর্ম-সংক্রান্ত শব্দ এই অভিধানে আছে। প্রত্যেক স্থলে সেই সেই শব্দ কোন্ অভিধানে কি অর্থে ব্যবহৃত তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিধানে প্রত্যেক সংস্কৃত-মূলক শব্দে তাহার লিঙ্গ ও ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রায় ৩০,০০০ শব্দের এক শব্দ-সূচী সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাও এই অভিধানের এক প্রধান অংশ সন্দেহ নাই। এই শব্দ-সূচী বাঙলা-শিক্ষার্থীদের নিকট একখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধান বলিয়াই মনে হইবে। সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রেরা এই শব্দ-সূচী হইতে বাঙলা ভাষায় কত অসংস্কৃত মূলক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহার এক সম্পূর্ণ তালিকা পাইবেন। এই শব্দ-সূচী প্রতি পৃষ্ঠায় ৪ কলাম করিয়া মুদ্রিত। এই অভিধানে উদ্ভিদ্-বিদ্যা, দর্শন-শাস্ত্র, অঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শন-বিষয়ক শব্দ থাকায় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নিকটেও উহা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। উক্ত অভিধানে এই রূপ বহু শব্দ আছে যাহা বাঙলা ও হিন্দুস্থানী উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। হটন এই সকল শব্দ স্থলে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী রূপই প্রথম প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থের পরিশেষে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইয়াছে। এই অভিধানে এদেশীয় শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করিতে গিয়া প্রায় সর্বত্র উইলিয়ম জোনসের ব্যবহৃত রীতি অনুসৃত হইয়াছে। নিম্নে এই অভিধান হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ যথাযথ উদ্ধৃত হইল।*

১। আপিল্ s. (from the English appeal) An appeal. পৃ ৩৪১

২। ঈক্ষণ s. (n. R. ঈক্ষ্ + অন) 1. Sight, the power or act of seeing 2. An eye. পৃ ৪২৫

---

* এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা :—

"A/Dictionary,/Bengali and Sanskrit/Explained in English/and/ Adapted for students of either language ;/to which is added/an

৩। চাঁদ s. (corrupt of চন্দ্র) The Moon. পৃ ১০৬৬।

৪। চোয়ালি s. The Jaws. Ta´ra´chand Ch. পৃ ১১১৮।

৫। ছাপ s. (H...) A stamp, a press, a die, an engraved block for printing calico. পৃ ১১৩৫।

৬। জানালা s. (from Portug. Janella) A window. পৃ ১১৮৯।

৭। জাব্দা s. (from A...) A waste-book. পৃ ১১৯০।

৮। টুটী s. 1. The throat. 2. A fish (Silurus acutus. Buchanan's Mss.) Carey. পৃ ১২৫০।

৯। ঠসা a. Deaf. (Only used in the northern parts of Bengal.) Carey. পৃ ১২৫৬।

১০। ঠাণ্ডা a. (from H...) Cold, cool, fresh, comfortable, agreeable, happy, tranquil. পৃ ১২৫৮

Index,/Serving as a Reversed Dictionary/By/Sir Graves C. Haughton, KNT. K.H./M.A., F.R.S., M.R.A.S., R.T.A., etc./London./Printed for the use of the Honourable the East India Company's Servants./By J. L. Cox and Son. Great Queen Street,/and sold by Parbury, Allen, & Co., Leadenhall Street./MDCCCXXXIII."/ পৃ XXXIV + 2 + 2851 + 1, গ্রন্থের আকার ২৫ × ২১ সে. মি.

লঙএর তালিকায় এই অভিধানের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে। যথা—

12. "Haughton's Bengali Dictionary, explained in English, 1833, pp. 1,461, Rs. 80, London. Roz, & Co. Published at the charge of the E. I. Company, it serves as a Sanskrit Dictionary also, and has an Index of 80 pp., serving as a reversed Anglo Bengali Dictionary, it is rich in Scientific and Technical terms, gives 40,000 Bengali words, with their derivations from Persian, Urdu, or Sanskrit ; a cheap edition of this Dictionary would be invaluable,—it might be reprinted for 10 Rs. Sir C. Haughton was an able critical scholar and a Professor of Sanskrit at Haileybury for ten years."— এই অভিধান কলিকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ও কোচবেহার ষ্টেট লাইব্রেরীতে এবং ডাঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ও স্বর্গত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংগ্রহে আছে। সমাচার দর্পণের ৪ জুন ১৮৩৪ খ্রীঃ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১ বাং তারিখের সংখ্যায় এই অভিধানের উল্লেখ আছে।

১৮৩৪ খ্রীঃ

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রামকমল সেন সঙ্কলিত ইংরাজী-বাঙলা অভিধান দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরাজী শব্দ সমূহ রোমান বর্ণমালানুসারে মুদ্রিত। উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "A" হইতে "I" ও দ্বিতীয় খণ্ডে "J" হইতে "Z" যুক্ত ইংরাজী শব্দ সমূহ ও তাহাদের বাঙলা অর্থ স্থান পাইয়াছে। প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রের পরেই উৎসর্গ-পত্র, তৎপরে ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী (পৃ ৫-২০) দীর্ঘ ভূমিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকার পরে আলোচ্য গ্রন্থে ব্যবহৃত ধাতু ও তাহার অর্থ-সূচী বিন্যস্ত হইয়াছে। এই ধাতু-সূচী বর্ণানুক্রমে সাজান হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে ব্যঞ্জনবর্ণযুক্ত ধাতুর পর স্বরবর্ণযুক্ত ধাতু স্থান পাইয়াছে। এই সূচীতে প্রায় ১৫০০টি ধাতু আছে। এই ধাতুর তালিকা ও অভিধান অংশের শব্দ সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। ধাতু-সূচীর পরে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ-সংক্ষেপ প্রদত্ত হইয়াছে।

এই অভিধানখানি লর্ড বেণ্টিঙ্কের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহার শব্দ সংখ্যা ৬০০০০ মাত্র। রামকমল সেন তাঁহার অভিধানের ভূমিকার প্রারম্ভে এই অভিধান-সঙ্কলনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে বাঙলাদেশ ব্রিটিশ রাজত্বের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এবং এই অঞ্চলে বহু ইউরোপীয় বসবাস করায় ইংরাজদের এদেশীয় ভাষা এবং এদেশীয়দের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। এদেশের আইন আদালতে তখন পর্যন্ত ফার্সী ভাষা প্রচলিত ছিল কিন্তু তিনি প্রসঙ্গতঃ এরূপ ভাষা ব্যবহারের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। একখানি ভাল ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের অভাব অনেক দিন হইতেই রামকমল অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার মতে যে কয়েকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাদিগকে অভিধান না বলিয়া শব্দ-সূচী বলা চলে! এই সকল অভিধান প্রধানতঃ স্কুলের ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল। রামকমল একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া আলোচ্য অভিধান রচনা করেন। ইহাতে প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের পাশে সেই শব্দ বিশেষ্য কি বিশেষণ তাহা প্রথম নির্দেশ করিয়া তাহার বাঙলা অর্থ ও অধিকাংশ স্থলে বাঙলা অর্থের একাধিক বাঙলা প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে।

স্কুলবুকসোসাইটী ও হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে পর এই জাতীয় একখানি অভিধান সঙ্কলনের প্রয়োজনীতা আরও বৃদ্ধি পায়। রামকমল এই

দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জন্‌সনের ইংরাজী অভিধানকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া এক ইংরাজী-বাঙলা অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার মুদ্রণকার্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আরম্ভ হইয়াছিল। এই অভিধানের ১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে প্রেসের গোলযোগের জন্য মুদ্রণকার্য স্থগিত থাকে। উক্ত ১১৬ পৃষ্ঠায় যে সকল বাঙলা টাইপ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার পরে রামকমল তাঁহার অভিধান শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। ফেলিক্স কেরী ঐ সময় এই অভিধান-সঙ্কলনের ব্যাপারে তাঁহার সহকর্মী হন এবং ডাঃ কেরী ও মার্শম্যান উক্ত অভিধানের প্রুফকপি সংশোধন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কলিকাতা প্রেসে ব্যবহৃত কাগজ ও টাইপের সহিত শ্রীরামপুর প্রেসে ব্যবহৃত কাগজ ও টাইপের বিশেষ পার্থক্য থাকায় ইতঃপূর্বে যে ১১৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া আবার প্রথম হইতে অভিধানের মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়। ঐ সময় টড্ সম্পাদিত জন্‌সনের অভিধান এদেশে আসিয়া পৌঁছে। এই অভিধান হইতেও রামকমল তাঁহার অভিধানের জন্য বহু নূতন শব্দ সঙ্কলন করেন এবং এই সকল নব নির্বাচিত শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নির্দেশ করেন। ইতোমধ্যে শ্রীরামপুর মিলে প্রস্তুত কাগজে পূর্বোক্ত ১১৬ পৃষ্ঠার পুনর্মুদ্রণ হয়। কিন্তু ঐ সময় ফেলিক্স কেরীর মৃত্যু হওয়ায় এই কার্য আবার কিছুদিনের জন্য স্থগিত হইয়া পড়ে। ইহার কিছুদিন পর মিঃ ওয়ার্ডের উপর এই অভিধান মুদ্রণের ভার অর্পিত হয়, কিন্তু তিনি এই কার্য আরম্ভ করার অত্যল্প কাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। যাহা হউক ৯ বৎসর পরিশ্রমের ফলে এই অভিধানের ৩৫০ পৃষ্ঠা মাত্র মুদ্রিত হয়। মার্শম্যান ঐ সময় পুরাতন বাঙলা টাইপে ও শ্রীরামপুর মিলের কাগজে এই অভিধান ছাপিতে অস্বীকার করেন। এই কাগজ ও টাইপ দুই-ই তাঁহার নিকট অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়। কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে কাগজের রং মলিন ও টাইপ অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইতোমধ্যে দুইখানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি অভিধান প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যাহা হউক রামকমল আবার নূতন করিয়া এই অভিধান মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। ইহার প্রথম খণ্ড ১৪ মাসে ও দ্বিতীয় খণ্ড দুই

বৎসরে মুদ্রিত হয়। সমগ্র অভিধান ১৭ বৎসরের পরিশ্রমে প্রকাশিত হয়।

এই অভিধানের ভূমিকায় রামকমল সংক্ষেপে বাঙলা দেশের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙালী-লিখিত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শনস্বরূপ সম্ভবতঃ রামকমলের ভূমিকাই উল্লেখ করিতে হয়। ইহাতে সংক্ষেপে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসও দেওয়া হইয়াছে।

এই অভিধানের উল্লেখ লঙ-এর তালিকায় আছে।*

সমাচার দর্পণের ৩১ মার্চ ১৮২১ খ্রীঃ, ১৯ চৈত্র ১২২৭ বাং তারিখের সংখ্যায় ফেলিক্স কেরী ও রামকমল সেন সম্পাদিত 'ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের' এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকার ১৮ জুন ১৮২৫ খ্রীঃ, ৬ আষাঢ় ১২৩২ বাং তারিখের সংখ্যায়—"জনসনস্ ডিকসিয়ানারি —শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ডাক্তার জনসন সাহেবকৃত ইংরাজী ডিকসিয়ানারির তাবৎ শব্দের যথার্থ অর্থ বাঙলা ভাষাতে তর্জমা করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতেছেন। ঐ পুস্তকের দুই নম্বর অর্থাৎ প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকদের নিকট প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পর এক এক নম্বর যেমন ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকদের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক।"—এইরূপ মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছে।

নিম্নে এই অভিধানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল :—

১। Agast, a. শঙ্কাযুক্ত, ভয়ান্বিত, বিস্ময়াপন্ন, ভয়ানক। পৃ ১৭(২)

২। Beachy, a. তটবিশিষ্ট, তীরযুক্ত, কূলময়। পৃ ৭৯(১)

* "Ramcomul Sen gave a work of great research, the result of 15 years' labour, in 1834, a translation of Todd and Johnson, containing the meaning in Bengali of 58,000 English words, it cost Rs. 50 a copy, "a perfect chaos of materials for future lexicographers", and an example of equal industry, with Radhakant's famous Sanskrit Dictionary."—Long.

এই অভিধান উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, গোলাব কুমারী লাইব্রেরী, শোভাবাজার রাজলাইব্রেরী এবং School of Oriental and African Studies Library-তে আছে।

৩। Circuitously, ad. বেষ্টন, বা ঘেরণপূর্বক। পৃ ১৫২(২)
৪। Decorament, n. s. অলঙ্কার, শোভা, সাজ। পৃ ২৩৮(২)
৫। Edifying, n. s. শিক্ষা, উপদেশ। পৃ ৩১৩(২)
৬। Fawn, n. s. Fr. মৃগশাবক, হরিণবৎস। পৃ ৩৭৩(১)
৭। Gelid, a Lat, অত্যন্ত শীতল বা হিম। পৃ ৪২১(১)
৮। Handstaff, n. s. যষ্টিবিশেষ, বর্শা। পৃ ৪৫২(১)
৯। Hell-hag, n. s. নরকের ডাইন। পৃ ৪৬৩(১)
১০। Instep, n. s. পাদাঙ্গ, পদোপরিভাগ। পৃ ৫২২(১)

নিম্নে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল :—

"A/Dictionary/in/English and Bengalee ; /Translated/ from/Todd's Edition of Johnson's English Dictionary./ In two volumes./By/Ram Comul Sen,/Native Secretary to the Asiatick, and Agricultural and Horticultural Societies,/Member. A.S.A. & H.S. and M. & P. S. of Bengal./Vol. I./From the Serampore Press./1834./" পৃ 20+xviii+i+538. Rs. 10. আকার ৩১×২৫ সে. মি.

"A/Dictionary/in/English and Bengalee ; /Translated/ from/Todd's Edition of Johnson's English Dictionary./ In two volumes. / By / Ram Comul Sen, / Native Secretary to the Asiatick, and Agricultural and Horticultural Societes,/ Member A. S. A. & H. S. and M. & P. S. of Bengal. / Vol. II./ From the Serampore Press./1834./" পৃ 523. Rs. 10. আকার ৩১×২৫ সে.মি.

১৮৩৭ খ্রীঃ

[ক] ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী-বাঙলা-হিন্দোস্থানী ভাষায় একখানি অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহার গ্রন্থকার P. S. D'Rozario। গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থের আখ্যাপত্রে নাই। কিন্তু ভূমিকায় এই নাম আছে। এই গ্রন্থের শব্দসংখ্যা অল্পাধিক ২৪ হাজার। গ্রন্থকার বাঙলা দেশের কথ্য প্রসিদ্ধ ভাষাসমূহের অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া উপরোক্ত তিন ভাষায় এই

অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে প্রথম ইংরাজী, তৎপরে বাঙলা ও সর্বশেষে হিন্দী শব্দ দেওয়া আছে। এই অভিধানের শব্দসমূহ ইংরাজী বর্ণানুসারে সাজান হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের সর্বত্র রোমান লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরাজী, বাঙলা ও হিন্দী শব্দের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য বাঙলা শব্দসমূহ "Italics" অক্ষরে মুদ্রিত। প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের সঙ্গে প্রথমতঃ ইংরাজী অর্থ দেওয়া আছে। তৎপরে যথাক্রমে বাঙলা ও হিন্দীশব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের দুরূহ এবং সন্দেহাত্মক ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা আছে।

গ্রন্থের দুই পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় গ্রন্থকার সর্বপ্রথমে গ্রন্থরচনার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। কালক্রমে ইংরাজী ভাষা ভারতবর্ষীয়দের দ্বারা সমাদৃত হইতে থাকিলে ইহা জনসাধারণের শিক্ষার বাহন রূপে পরিণত হয়। অসংখ্য স্কুলে এই ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত বহু ব্যক্তি কোন স্কুলে না পড়িয়াও নিজ চেষ্টার দ্বারা এই ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ জাতীয় রুচি পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে তথা ইংরাজী-ভাষা প্রথম শিক্ষা-সময়ে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধানের অভাব অনেকে বোধ করিতেছিলেন। এই সময় পর্যন্ত মুদ্রিত সকল ইংরাজী-বাঙলা অভিধান মূলতঃ ইউরোপীয় ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত। এই সকল অভিধানের মূল্য অধিক থাকায় এদেশীয় দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে ইহা ক্রয় করা সহজসাধ্য ছিল না। এই সকল অভিধানে প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের সঙ্গে তাহার নিকটতম বাঙলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেই শব্দের কোন ব্যাখ্যা সংযুক্ত হয় নাই। এই সকল নানা কারণে শুধু এদেশবাসীদের ইংরাজী-শিক্ষার সহায়তার জন্য এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। সর্বসাধারণে যাহাতে এই গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্যও অল্প করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থে ইংরাজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ-নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইউরোপীয় ভাব যাহাতে এদেশবাসীরা অনায়াসে বুঝিতে পারে সেই জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা এদেশীয় ভাষায় দেওয়া আছে। বাঙলা ও হিন্দোস্থানী ভাষা-ভাষীরা ভারতের যে কোন অঞ্চলেই থাকুন না কেন স্থান-নির্বিশেষে তাঁহাদের সকলের যাহাতে এই গ্রন্থখানি প্রয়োজনে আসিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ইহা সঙ্কলিত।

যদিও মূলতঃ এই গ্রন্থ এদেশবাসীদের জন্যই সঙ্কলিত হইয়াছিল,

তবুও ইহা ইউরোপীয়দের নিকট একেবারে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে না। আলোচ্য গ্রন্থে ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, শাসন ও সৈন্য প্রভৃতি বিষয়ক শব্দের বাঙলা ও হিন্দোস্থানী প্রতিশব্দ থাকা হেতু যে সকল ইউরোপীয়কে সর্বদা এদেশবাসীদের সহিত মিশিতে হয় তাঁহাদের নিকট ইহা বিশেষ উপযোগী বিবেচিত হইবে।

গ্রন্থকার তাঁহার এই অভিধানখানিকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ও নির্ভুল করিবার মানসে সেই সময়ে মুদ্রিত প্রায় সকল বাঙলা ও হিন্দোস্থানী অভিধান সংগ্রহ করেন। কিন্তু অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা দেখিলেন যে, এযাবৎ মুদ্রিত সকল অভিধানের শব্দসমূহ একত্র করিলেও তাঁহার প্রস্তাবিত অভিধান সম্পূর্ণ হয় না। শুধু "A" অক্ষরে তিনি প্রায় ৫০০ নূতন শব্দ পান যাহা কোন হিন্দোস্থানী অভিধানে নাই। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার গ্রন্থ-সঙ্কলনে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করেন। হিন্দোস্থানী-বিভাগে মৌলবী জৈন উদ্দীন এবং আরও কয়েক জনের সাহায্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙলা বিভাগের সংগৃহীত শব্দসংখ্যা সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু এই গ্রন্থের রীতি এই সময় পর্যন্ত মুদ্রিত অন্যান্য গ্রন্থের রীতি হইতে পৃথক্ হওয়ায় গ্রন্থকার উইলিয়ম মর্টন ও তাঁহার সুহৃৎ তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থ মুদ্রণকালে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য করেন।

গ্রন্থকার Corrall's edition of Johnson's Dictionaryকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া এই অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে উপরোক্ত সংস্করণের অপ্রয়োজনীয় বহু শব্দ পরিত্যক্ত ও স্থলভেদে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। শব্দের ব্যাখ্যা নির্দেশ করিতে গিয়া Tood's Johnson and Smart's Walker's Dictionary-র রীতি বহু স্থলে অনুসৃত হইয়াছে। নিম্নে গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল :—

> "A/Dictionary / of / The Principal Languages spoken in the / Bengal Presidency, / viz. / English, Bāngālī, and Hindūstani. / in the Roman character ; / with Walker's pronunciation of all the dif/ficult or Doubtful English Words. / Calcutta : / Printed by G. Woollaston,

Commercial Press, 9, Cossitollah. / 1837." / পৃ 8+525. আকার—২০ × ১৩ সে. মি. Rs. 6.

English	Bengali	Hindustani

১। Adry´, a. thirsty, desirous of drink, athirst—trishnānwitā—pyásá, tishná. পৃ ৯

২। Bedab´ble, va, to besprinkle, to wet—chhitána, bhijána—chhíted, bhigona´. পৃ ৪১

৩। Car´rion, s. any flesh not fit for food—akhādya māngsa, abhakhya—wuh gosht ki kháne ke lāiq na ho, murdār makrūh. পৃ ৬৭

৪। Diet, s. food, victuals, an assembly—Khādya-drabya, áhár, anna, pathya, Sabhā—ghiza, khurāk, khānā, qūt, májlis. পৃ ১৪১

৫। Enor´mous, a. very great, atrocious—atishay brihat, utkaṭ, atidushta—azím ; sakht, shadid. পৃ ১৭৩

৬। Frit´ter, s.a. pancake—pishṭak bishesh—píṭhe kí ek qism. পৃ ২১১

৭। Gold, s. the most precious metal—Swarna, sona´, sarbottam dhātu—sona´, zar, tila´, kundan. পৃ ২২৪

৮। Hemispher´ical, a being half round--Ardhagolā-kriti, ādhagola—nimkura, adhgol. পৃ ২৪১

৯। Incurvity, s. a bent state, crookedness—bakra-bhāb, bakratwa, beñkání—lachkāo, terhāi. পৃ ২৬৫

১০। Jobe, va. to rebuke, to reprimand—anujog k. dhamkāna—dānṭnā, dāpaṭnā, dhamkānā. পৃ ২৮৬

লঙ-এর তালিকায় এই অভিধানের উল্লেখ আছে :—22. Rozarios English, Bengali and Hindustani Dictionary, 1837,

pp. 525, 6 Rs. In the Romanized character ; very useful. The Bengali part composed by a very able scholar, the late Rev. W. Morton, the Urdu by Maulavi Haseyn. The English words, 23,000 are followed by an English interpretation, then by a Bengali one printed in Italics, then by the Urdu in Roman Type.

সমাচার-দর্পণের ২৮ মার্চ ১৮৩৫ খ্রীঃ, ১৬ চৈত্র ১২৪১ তারিখের সংখ্যায় এই অভিধান প্রস্তুত হইতেছে জানা যায়।*

[খ] ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একখানি ইংরাজী, বাঙলা ও মণিপুরী ভাষার অভিধান মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার অজ্ঞাত।† আখ্যাপত্রে কাহারও নাম নাই। ইহাতে কোন ভূমিকাও নাই। সমগ্র গ্রন্থ রোমান অক্ষরে ইংরাজী বর্ণমালানুক্রমে মুদ্রিত। প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের পাশে বাঙলা ও মণিপুরী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজী ও মণিপুরী শব্দ হইতে বাঙলা শব্দের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য বাঙলা শব্দ Italics অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার শব্দাভিধান অংশের শব্দসংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে ৩৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শব্দাভিধান ও তৎপরবর্তী ৬ পৃষ্ঠায় রাশিচক্রের নাম, গ্রহের নাম, মাসের নাম, সপ্তাহের দিন, দিবারাত্রির বিষয়, সময়ের বিষয়, সংখ্যার বিষয়, পরিমাণের বিষয়, ছেদের চিহ্ন, সংক্ষেপ (abbreviations), ল্যাটিন ভাষার শব্দ এবং পদবী ও পত্রের শিরোনামা প্রভৃতি মূলক ইংরাজী শব্দ ও তাহার বাঙলা এবং মণিপুরী প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙএর তালিকা ও বাঙলা-গবর্ণমেন্টের-নথিপত্রের সংগ্রহে নাই। নিম্নে গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল :—

> "A/ Dictionary / in / English Bengali,/ and/ Manipuri/ Calcutta : / Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road./ 1837"/ পৃ 341. আকার ২২ × ১৪ সে. মি.

---

* এই অভিধান ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও গোখেলস্ লাইব্রেরীতে আছে।

† A catalogue of the library of the Hon. East India Company, London 1845 গ্রন্থে এই অভিধান সঙ্কলয়িতা হিসাবে Gordon (Capt.)-এর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের একখণ্ড ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

ইংরাজী বাঙলা মণিপুরী

১। Abolition, s. Uthāiadeon—Mutpa, ṁanbha. [উঠাইয়া দেওন] পৃ ১

২। Bewa´re, v.—Sābdhānh—Sājeltauba. [সাবধান] পৃ ২৫

৩। Cell, s. Khupṛi, Kuṭhri—Kuphā. [খুপরি, কুঠরি] পৃ ৩৭

৪। Desk, s. Likhiba´r mej—La´iŕik ínaba phāl. [লিখিবার মেজ] পৃ ৬৩

৫। Excépt, pr.—Byatirek, Binā—Nattana, Nattanadi, Ya´odana. [ব্যতিরেক, বিনা] পৃ ৮১

৬। Fea´rless, a. Akhutabhay—Akíba laitaba. [অকুতোভয়] পৃ ৮৭

৭। Gra´sshopper, s. Patanga—Kaojen. [পতঙ্গ] পৃ ১০৩

৮। Hóver, v.—A´kasher ek stha´ne bhraman—Ati´ya´ da langba, cha´ba. [আকাশের একস্থানে ভ্রমণ] পৃ ১১৩

৯। Impél, v.—Cha´la´on—Ilba, Thaosi´lba. [চালাওন] পৃ ১১৭

১০। Jug, s.—Jalpatra—Khúja´i. [জলপাত্র] পৃ ১৩২

১৮৩৮ খ্রীঃ

[ক] ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক-সঙ্কলিত শব্দকল্পতরঙ্গিণী নামক অভিধান মুদ্রিত হয়। এই অভিধানের উল্লেখ লঙএর তালিকা* ও বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের ২২ সংখ্যক সংগ্রহে আছে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে যথাক্রমে (১) 'সংস্কৃত মতে নমস্কার সূত্রং। তথা মুখবন্ধ' (পৃঃ ৵০, গদ্যে), (২) 'অথ প্রাকৃত মতে নমস্কার সূত্র' (পৃঃ ৶০, পদ্যে),

* "In 1838, Jagannath Mallik a zemindar, published his Shabdakalpa Tarangini, B. M. P."—লঙ।

(৩) 'গ্রন্থকারের আভাষ' (পৃঃ ৶০—৷৷০, গদ্যে) মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা একাধারে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের অভিধান ও সংস্কৃত ব্যাকরণ। ইহা নিম্নোক্ত কয় ভাগে বিভক্ত। (১) 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী-নামকাভিধান' পৃ ১—২৪, (২) 'মুদ্রাঙ্ক সংখ্যা' পৃ ২৫—২৭, (৩) 'বাসরাঙ্ক সংখ্যা' পৃ ২৭, (৪) 'ব্যাকরণং প্রাকৃত ভাষয়া' পৃ ২৭—১২১, (৫) 'শব্দ কল্পতরঙ্গিণীনামকাভিধানের দ্বিতীয় ভাগ' পৃ ১২১—২০৩।

এই অভিধানের পূর্বোক্ত প্রথম ও পঞ্চম ভাগ শব্দাভিধান। "অথ মুদ্রাঙ্ক সংখ্যা লিখ্যতে" (পৃ ২৫—২৭) বিভাগে এক হইতে এক শত, এবং শত হইতে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যার বাঙলা ও সংস্কৃত রূপ দেওয়া আছে এবং মধ্যে অঙ্ক-সংখ্যা দ্বারা তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে, যথা—

"পঁচিশ্	২৫	পঞ্চ বিংশতিঃ
লাক	১,০০০০০	লক্ষং" ইত্যাদি

"অথ বাসরাঙ্ক সংখ্যা লিখ্যতে"—বিভাগে (পৃ ২৭) পৈলা—প্রথমঃ, দোশরা—দ্বিতীয়ঃ, ত্রিশা—ত্রিংশঃ—এইরূপ কয়েকটি বাঙলা ও সংস্কৃত শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। "অথ ব্যাকরণং প্রাকৃত ভাষয়া লিখ্যতে"—শীর্ষক অধ্যায়ে (পৃ ২৭—১২১) :—

"মিথিলা নগরবাসি শ্রীবাস্তব কুলোদ্ভূত শ্রীল শ্রীব্রজরাজ সিংহ বিরচিত বিজ্ঞান কৌমুদী ব্যাকরণ এবং নানা দর্শন মতে শব্দ বিবেকাদি।"

লিখিত আছে অর্থাৎ এই বিভাগে প্রাকৃত ভাষায় সংক্ষেপে সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া শব্দ মুদ্রিত। ইহার শব্দসংখ্যা তিনহাজার মাত্র। ইহাতে কয়েক স্থলে ফার্সী লিপিতে কয়েকটি শব্দ দেওয়া আছে। প্রায়ই পূর্ণচ্ছেদ স্থলে (।) চিহ্ন ব্যবহার না করিয়া (.) চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বঙ্গভাষাকে কোথাও বঙ্গভাষা বা 'বাঙলা ভাষা' বলেন নাই—সর্বত্র 'প্রাকৃত ভাষা' বলিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের অভিধান অংশ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১ হইতে ২৪, দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২১ হইতে ২০২। প্রথম ভাগে ফার্সী, আরবী, পোর্তুগীজ ও ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দ এবং কয়েকটি হিন্দুস্থানী শব্দ এবং দ্বিতীয় ভাগে শুধু ফার্সী ও আরবী শব্দ

অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। আলোচ্য অভিধানের বহু স্থলে বিদেশী শব্দের অর্থ নির্দেশ করিতে গিয়া দীর্ঘ মন্তব্য করা হইয়াছে। এইরূপ দীর্ঘ মন্তব্য প্রথম ভাগ অপেক্ষা দ্বিতীয় ভাগেই অধিক লক্ষিত হইবে। অভিধান অংশের দ্বিতীয় ভাগের শেষে গ্রন্থকার একটি সংস্কৃত কবিতায় তাঁহার পিতৃপরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তৎপরে "গ্রন্থকারের নিবেদন" শীর্ষক বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তিটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাহা এই—

"গ্রন্থকারের নিবেদন

এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হওনের অভ্যন্তরকালে প্রায় এমত রূপ দুই তিন পুস্তক বিশেষঃ বিশেষঃ গ্রন্থ কর্তারা অতি সত্বর হইয়া শুদ্ধাশুদ্ধের কোন বিবেচনা বিহীনে যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিমর্ষ না হইয়া বরং হর্ষই হইতে হইয়াছে কারণ তাঁহাদিগের গ্রন্থ এই গ্রন্থের প্রথমে চলিত হয় এই বিজিগীষায় যত্তপি সুষ্টু দুষ্টু সম্বন্ধে কোন অনুধাবন করিলেন না বটে তথাপি দেশ সভ্য হওনার্থে এদেশের লোকের গ্রন্থকরণে প্রচুর উৎসাহিতা দৃষ্টে রাষ্ট্রের শুভাদৃষ্টি মানিয়াছি ফল বিজ্ঞসমীপে নিবেদন যথা ব্যক্তি বিশেষ গ্রন্থ কর্তার নাম শ্রুত মাত্রে ভাবে গদ গদ না হইয়া পরিশ্রম ও দোষাদোষ বিবেচনা করেন অলং বাহুল্যেন ইতি।

নিবেদন—

শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকস্য।"

মল্লিক মহাশয় তাঁহার এই বিজ্ঞপ্তিতে যে কয়েকখানি ফার্সী বাঙলা অভিধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার আলোচনা আমরা অন্যত্র করিয়াছি। অন্যান্য অভিধান অপেক্ষা আলোচ্য গ্রন্থের শব্দসংখ্যা অধিক বটে, কিন্তু গ্রন্থে অনুসৃত ব্যাখ্যা-রীতির দুরূহতা-প্রযুক্ত এবং অভিধান অংশ দুই ভাগে বিভক্ত করার ফলে ইহা হইতে শব্দ ও তাহার অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিতে বৃথা অনেক সময় লাগে। অধিকন্তু বিভিন্ন শব্দের অর্থ দিতে গিয়া গ্রন্থকার স্থানে স্থানে যে দীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রায় সর্বত্রই সাধারণ অভিধানের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বহু সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধপদ সমন্বিত দীর্ঘ ভূমিকায়, গ্রন্থকার পাণ্ডিত্যের-আড়ম্বর পূর্ণ ভাষায় গ্রন্থ রচনার

কারণ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তির সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ এই—বাঙলা দেশের আইন আদালতে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে বাঙলা ভাষার প্রচলন হওয়ায় কালে ফার্সী ভাষার উচ্ছেদের সম্ভাবনা হইয়াছে। তাই বাঙলা ভাষা হইতে আরবী, ফার্সী, পোর্তুগীজ, ইংরাজী প্রভৃতি বিজাতীয় শব্দ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল ভাষার এবং হিন্দী ভাষার কয়েকটি শব্দ যাহা বাঙলা ভাষায় সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া এই অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে।

নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

আখ্যাপত্র :—

"শব্দকল্পতরঙ্গিণী। / অর্থাৎ / গৌড়ীয় সাধুভাষা সহিত সংমিলিত পারসীয় ও আরবীয় ও ইংলণ্ডীয় / ও হিন্দুস্থানীয় ভাষা সকলকে শব্দরূপে সংস্থান সম্বন্ধে তদর্থ / এবং ব্যাকরণ মত ইত্যাদি সাধু প্রাকৃত ভাষায় / শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকেন বিরচিতা / ব্যপটিষ্ট মিশিয়ন মুদ্রা যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিতাভূত্ / বঙ্গসন ১২৪৫ সাল" / ইংলণ্ডীয় সন ১৮৩৮ সাল / পৃ ॥০ + ২০৩, আকার ২১ × ১৩ সে. মি.

১। আফিসিয়েটিং—অস্থিত, অচিরস্থায়ী। পৃ ১

২। আল্লা—ওঁ। পৃ ২

৩। ইন্টরপিটর—দ্বিভাষি, প্রভাষি। পৃ ২

৪। এগ্রিমেন্ট—সন্ধিপত্র, প্রতিজ্ঞাপত্র। পৃ ২

৫। কবজ—নিদর্শন, আয়ত্ব। পৃ ৩

৬। খান্সামা—ভৃত্য, প্রধান দাস। পৃ ৫

৭। রওশনি—উজ্জ্বল, প্রজ্বল, দেদীপ্য। পৃ ১৯

৮। "মেওয়া—সুমিষ্ট ফল, তচ্চ ত্রিবিধ রূপ, হিন্দুদেশোত্পাদনীয়, যবন দেশোত্পাদনীয়, ম্লেচ্ছ দেশোত্পাদনীয়..." গ্রন্থকার প্রায় দুই কলাম ব্যাপিয়া এই ত্রিবিধরূপ ফলের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। পৃ ১৬৭—১৬৮

৯। "গোল্—পুষ্প, প্রসূন, কুসুম, সুমনস, সূন, প্রসব, সুমন, ইত্যাদি তদবিস্তার যথা, পারশদেশোৎপন্ন পুষ্পাণি,...। ভারত ও

ইলাবৃতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ পুষ্পাণি যথা,...ইংলণ্ডাদি দেশান্তরাদ্‌গত পুষ্প বিস্তার গ্রন্থ বাহুল্য অন্যথা দুর্বোধ প্রযুক্তাত্র নলিখিতং ইতি"। পৃ ১৩৬—১৩৭, প্রায় ২½ কলামব্যাপী দীর্ঘতালিকা।

১০। "হজ্‌—তীর্থ পর্য্যটন, তীর্থপরিক্রম,...ইতি যবনশাস্ত্রসম্মত, অপর-অস্মদাদির শাস্ত্রানুসারে তীর্থ পর্যাটন বিস্তার একাদিক্রমে পশ্চাদাগত যথা, পুষ্করতীর্থ ব্রহ্মার স্থান...ইতি, মহানন্দীকেশ্বর ও মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রসম্মত"। পৃ ১৯০-১৯৯, ১৭ কলামব্যাপী দীর্ঘ মন্তব্য।*

[খ] লঙএর তালিকায়, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত জগন্নারায়ণ শর্মা-সঙ্কলিত একখানি অভিধানের উল্লেখ আছে। ইহার শব্দসংখ্যা ষোড়শ সহস্র। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৫।† ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের Calcutta Christian Observer পত্রে Notices of Bengali Dictionary শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গত আলোচ্য অভিধানের উল্লেখ আছে। প্রবন্ধ লেখক এই অভিধানের সম্পূর্ণ মুদ্রিত ফাইল-ফর্মা দৃষ্টে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উক্ত পত্রের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত Christian Observer পত্রের পরবর্তী বৎসরের ৯৮ পৃষ্ঠায় একই লেখক গ্রন্থের বর্ণনা দিতে গিয়া ইহা সেই সময়ে প্রচলিত অপরাপর ভাল অভিধানের মধ্যে অন্যতম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার শব্দসমূহ সুনির্বাচিত এবং প্রদত্ত অর্থ সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত। ইহাতে অপ্রচলিত ও অসাধু শব্দসমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। চারিশত পৃষ্ঠার অধিক এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ১৲ টাকা। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে আছে।‡ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত, জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত, এক অভিধানের উল্লেখ লঙএর তালিকায় পাইতেছি।§

---

* এই গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে।

† "The same year (i.e. 1838) Jagannarayan Sharma published a Dictionary, pp. 435, 16,000 words, excluding all exotics."—লঙ্

‡ "Jagannarayana Mukhopadhyaya. নূতন অভিধান (Nutana Abhidhana, a small Bengali Dictionary) pp. 435 কলিকাতা ১২৪৫ (Calcutta, 1838.) 12."—ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙলা গ্রন্থতালিকা, পৃ ১০৬ দ্রষ্টব্য

§ "In 1840 Jaganarayan Mukarjiyea, published a Dictionary of 12,000 words P. C. P. pp. 120, excluding exotics."—লঙ্

এই গ্রন্থের শব্দসংখ্যা ১২,০০০ মাত্র। নূতন অভিধানের শব্দসংখ্যা ১৬০০০। ইহা নূতন অভিধানের কোন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কি না অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নারায়ণ-সঙ্কলিত নূতন অভিধানের এক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক-কর্তৃক সম্পাদিত। এই সংস্করণ মুদ্রণ-কালে লঙএর তালিকা ছাপা হইতেছিল। লঙ নূতন অভিধানের এই সংস্করণকে আদ্যের নূতন অভিধান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।*

এই গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে দুই কলাম করিয়া শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদক্ষরে ও অর্থ ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত। আলোচ্য সংস্করণে সম্পাদক-কর্তৃক সংযোজিত ভূমিকায় এই সংস্করণ মুদ্রণের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে এই ভূমিকা আংশিক উদ্ধৃত হইল—

> "যদিও বহু বহু বহুজ্ঞ বিজ্ঞ মহোদয়গণ কর্তৃক বঙ্গীয় ভাষায় ভূরি ভূরি অভিধান সংগৃহীত হইয়াছে, তত্রাচ সর্বসাধারণের সুলভ অথচ সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় ও প্রচলিত শব্দে পরিপূর্ণ অভিধান প্রায় এতাবৎকাল পর্যন্ত একখানিও হয় নাই।
>
> অপর জগন্নারায়ণ শর্মকৃত নূতন অভিধান শব্দাম্বুধি ব্যতীত যাবতীয় কোষ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ, এ প্রযুক্ত অনেকে সর্বদা তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কিন্তু কালবশতঃ তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।
>
> অতএব সংক্ষেপে বহুল শব্দ ও সদর্থে ভূষিত একখানি নূতন অভিধান সংগ্রহ করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে উল্লিখিত জগন্নারায়ণীয়াভিধান সংশোধন করিয়া ভূরি ভূরি শব্দ সংকলন ও সদর্থ সংযোগ পূর্বক এই নূতন অভিধান সংগৃহীত হইল।.... [ইহাতে] অন্যূন বিংশতি সহস্র শব্দ সংকলিত হইয়াছে।"†

[গ] ১২৪৫ বঙ্গাব্দে শ্রীতারাচন্দ্র শর্মা-সঙ্কলিত "শব্দার্থ প্রকাশাভিধান", কলিকাতা পদ্মালয়যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের এক খণ্ড বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-

* "Abhidan, Adeas's New Dictionary, P. C. P. in the press, will contain about 20,000 words for 1 Re."—লঙ

† সুবর্ণ বণিক সমাচার, ২য় বর্ষ। পৃ ৩৪ দ্রষ্টব্য।

সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই সংস্করণের উল্লেখ লঙ-এর তালিকা বা বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের সংগ্রহে নাই।

লঙ-এর তালিকা ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই তালিকায় "শব্দার্থ প্রকাশাভিধান" নামক উক্ত গ্রন্থের এক পরবর্তী সংস্করণের উল্লেখ পাইতেছি। লঙ-এর তালিকায় এই সংস্করণের উল্লেখ থাকাতে ইহা যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমি এই সংস্করণেরও এক খণ্ড গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ইহাতে "তারিখ ৩০ জ্যৈষ্ঠ" মাত্র লিখা আছে। বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, সংবৎ বা খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ নাই, এবং গ্রন্থে গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতার নামও নাই।

এই পরবর্তী সংস্করণ দিগম্বর ভট্টাচার্য ও শম্ভুচন্দ্র মিত্রের কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ২১৬। প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া শব্দ দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক কলামের জন্য পৃথক্ পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৩২। ইহার শব্দ সংখ্যা অল্পাধিক সাড়ে আট হাজার মাত্র। শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। ইহাতে বিদেশী শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত অভিধানের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বহু দেশীশব্দ স্থান পাইয়াছে। লঙ্ আলোচ্য অভিধানকে দিগম্বর ভট্টাচার্যের অভিধান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।* কিন্তু এই সংস্করণের আখ্যাপত্রে ইহা দিগম্বর ভট্টাচার্য ও শম্ভুচন্দ্র মিত্রের যন্ত্রে মুদ্রিত বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের উল্লেখ বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের ২২ সংখ্যক সংগ্রহেও পাইতেছি।†

গ্রন্থকারের নাম ও মুদ্রণকাল সংযুক্ত প্রথম সংস্করণ এবং নাম ও মুদ্রণকাল হীন পরবর্তী সংস্করণের আখ্যাপত্র নিম্নে দেওয়া গেল এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরবর্তী সংস্করণ হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীশ্রীদুর্গা। / শরণং / শব্দার্থ প্রকাশাভিধান / সর্বলোক হিতার্থে / সংস্কৃত ও গৌড়ীয় সাধুভাষায় অকারাদি / ক্ষকারন্ত সার্থক শব্দ সঙ্কলন পূর্বক / শ্রীতারা চন্দ্রশর্ম কর্তৃক / কলিকাতা পদ্মালয় যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত

* Shabdartha Prakashabhidhan, Digambar Bhattacherjee's Dictionary, K. Al. pp. 216. 6 as., gives 900 words.

† Digambar Bhattacharya—Dictionary.

হইল॥ / ঠিকানা শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল মিত্রের / বাটীর পূর্ব ১৮ নং বাটীতে / সন ১২৪৫ শাল /" পৃ ২ + ৪৭৯।

"শ্রীশ্রীদুর্গা॥ / শরণং / শব্দার্থ প্রকাশাভিধান / সর্বলোক হিতার্থে / নিয়ত গৌড়ীয় সাধুভাষায় অকারাদি ক্ষ / কারন্ত সার্থক শব্দ সঙ্কলন পূর্বক / ইদানিং/…শ্রীদিগাম্বর ভট্টাচার্য ও শ্রীশম্ভুচন্দ্র মিত্র / ইহাদিগের কমলালয় যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ / এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক / তিনি বটতলার উত্তরাংশে / তত্ব করিলে পাইবেন॥ / তাং ৩০ জ্যৈষ্ঠী" পৃ ৪৩২, আকার ১৯ × ১২ সে. মি.

১। চাল—তৃণাদি নির্মিত গৃহাচ্ছাদন বিশেষ। পৃ ১২৯

২। ছর্দ্দি—বমি। পৃ ১৩৪

৩। জনাপবাদ—মনুষ্য হইতে যে অখ্যাতি। পৃ ১৩৭

৪। ঝকড়া—কলহ। পৃ ১৪২

৫। টাকরা—তালু। পৃ ১৪৪

৬। ঠার—আধুনিক সঙ্কেতে কথন। পৃ ১৪৬

৭। ডাবর—হস্তাদি ক্ষলনার্থ পাত্রবিশেষ। পৃ ১৪৬

৮। ঢিলা—দীর্ঘস্থূত্রী। পৃ ১৪৮

৯। তথ্য—সত্য। পৃ ১৫০

১০। থাবা—আকুঞ্চিত সম্পূর্ণ করতল। পৃ ১৬২*

[ঘ] ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৯৫ সম্বৎ) লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কৃত "ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান" মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার যখন পুরনিয়ার সদর আমীন ছিলেন তখন এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। গ্রন্থখানিতে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া বঙ্গাক্ষরে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ফার্সী ও তাহার বাঙলা প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। শব্দসংখ্যা দুই হাজার নয় শতের উপর। গ্রন্থের প্রথম দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী এক ভূমিকা (সমাবেদনমিদং) এবং শেষ পৃষ্ঠায় শুদ্ধি-পত্র দেওয়া আছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিচার কর্তা-দিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। লঙ-এর তালিকা হইতে জানা যায় যে, উক্ত পুস্তক বিভিন্ন জেলায় বিতরণার্থ, গবর্ণমেণ্টকে ২০০ খণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল।†

* এই অভিধানের এক খণ্ড ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

† In 1838, two Persian and Bengali Vocabularies were

গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিতেছেন—

"ভারতবর্ষস্থ রাজধানীর সকল বিচার স্থলে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষাদ্বারা রাজশাসন ও রাজস্ব আদায় ও অন্য অন্য তাবৎ কর্ম নির্বাহ করিতে সুপ্রিম কৌন্শল হইতে যে অবধি আজ্ঞা হইয়াছে এইক্ষণ পর্যন্ত তাহা সুচারুরূপে নির্বাহ হওয়া সুদূর পরাহত প্রত্যুত বঙ্গদেশের মধ্যে নানাস্থানে নানাবিধ শব্দ প্রয়োগ হইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে বোধহয় ঐ সকল স্থানের ব্যবহার নিষ্পত্তি হইয়া যখন দ্বিতীয় বিচারার্থে সদর দেওয়ানিতে উপস্থিত হইবে, সে সময়ে বিচারকর্তাদিগের এবং পাঠক লেখকদিগের অনর্থক কালহরণ ও বৈরক্তি জন্মিতে পারে অতএব এই বিষয়ের যত আবশ্যক পারস্য শব্দ আমি আপন প্রাপ্ত ব্যবহার বিচার সময়ে ক্রমে ২ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার অর্থ মিতাক্ষরাদি ধর্মশাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিয়া তাহা সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক অনেক শব্দ পুনর্বিবেচিত হইয়া মুদ্রিত হইল"...

নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীশ্রীদুর্গা। /শরণং/শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার কর্তৃক/ ব্যবহার বিচারোপযোগি পারস্য শব্দের/ সাধু গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদ হইয়া /ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান / নামক গ্রন্থ / কলিকাতা রাজধানীতে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে / মুদ্রিত হইল / সম্বৎ ১৮৯৫ আষাঢ় ১০" / পৃ ৵০ + ৩৬, আকার ২০ × ১৩ সে. মি.

১। অল্লা—ঈশ্বর। পৃ ১

২। আদব—সভ্যতা, নম্রতা। পৃ ৩

৩। কাফর—পাষণ্ড। পৃ ৯

---

published. One by Lakhmi Narayan, Sudar Amin of Purnea, he wished to substitute Bengali for Persian terms in the Court, and gave 200 copies of his work with this view to Government for distribution in the zillahs, but the rapid decay of the Persian renders them almost useless now, except for Court terms."—লঙ

অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে এই অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে শব্দের পর্যায় রক্ষিত হয় নাই।

এই অভিধানের এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

৪। দারোগা—প্রহর্যধ্যক্ষ। পৃ ১৯
৫। মাতবর—প্রধান। পৃ ২৭
৬। রসদ—খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ। পৃ ২৯
৭। লওয়াজিমা—কার্যোপযোগি। পৃ ৩০
৮। শূদ—বৃদ্ধি। পৃ ৩১
৯। সোলেনামা—সন্ধিপত্র। পৃ ৩৩
১০। হরদম—ক্ষণে ক্ষণে। পৃ ৩৪

১২৪৫ বাং

[ভ] ১২৪৫ বঙ্গাব্দে (১৮৩৮ খ্রীঃ) জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত পারসীক অভিধানের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। লঙ-এর তালিকায় এই সংস্করণের উল্লেখ আছে। "Joygopal's Persian and Bengali Dictionary, 1838, 2500 words, has fallen with the decay of the Persian language."—লঙ। উক্ত তালিকার অন্যত্র ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত জয়গোপালের পারসীক অভিধানের উল্লেখ পাইতেছি। "20. Persian and Bengali Dictionary, Joygopal's Parsik Abhidhan, Ser. P., 1840, pp. 84, contains about 2,500 Persian words, arranged alphabetically, with their Bengali meanings."—লঙ। লঙ-এর পরিশিষ্টে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত অন্য এক সংস্করণের উল্লেখ আছে; "পারসীক অভিধান। Joygopal's Persian Bengali Dictionary, 1843. Pp. 84. o—8—o"। সমাচারদর্পণের ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যাতে এই অভিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহার মূল্য ১৲ টাকা ছিল। "..এইক্ষণে ঐ মহোপকারক বহুমূল্য গ্রন্থ সুসম্পন্ন হইয়া অত্যল্প মূল্যে একটি টাকা মাত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ দেশীয় লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পর্কীয় লোকেরদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে।"

আলোচ্য গ্রন্থে বাঙলা ভাষায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এক "ভূমিকা" দেওয়া আছে। তৎপরে এই ভূমিকাই—"Preface to the Persian and Bengalee Vocabulary" নামে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

মুসলমানদের এদেশে আগমন ও তাহাদের রাজ্য ও প্রভাব বিস্তারের ফলে কালে তাহাদের ব্যবহৃত আরবী ও ফার্সী ভাষা এদেশের বিষয়কর্মে বিশেষতঃ আদালতের ভাষারূপে পরিগণিত হইল। আরবী ও ফার্সী ভাষার সর্বত্র প্রচলন হেতু এ দেশের প্রচলিত ভাষা দিন দিন অপ্রচলিত হইয়া উঠিল।

বঙ্গদেশে ব্রিটিশ অধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর গত ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আইন আদালতে ফার্সী ভাষা ও লিপির পরিবর্তে বাঙলাভাষা ও লিপি ব্যবহারের বিধান প্রচলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা এই বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অধিকন্তু "বিদেশীয় ভাষা স্থলে স্বদেশীয় সাধু-ভাষা পুনঃ সংস্থাপন করিবার কারণ"—এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই অভিধানের আরবী ও ফার্সী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের বাঙলাভাষায় কত বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা আরবী ও ফার্সী শব্দ স্থলে সমার্থবাচক "সাধুভাষা" ব্যবহার করিয়া—"স্বকীয় বস্তু সত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহার করাতে যে লজ্জা ও গ্লানি তাহা হইতে মুক্ত হইতে" সকলকে আহ্বান করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে প্রায় আড়াই হাজার শব্দ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে দেওয়া আছে। ইহাদের মধ্যে ফার্সী শব্দের সংখ্যাই অধিক। অল্পসংখ্যক আরবী শব্দও আছে। আরবী ও ফার্সী শব্দগুলিকে বঙ্গাক্ষরে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সাজাইতে গিয়া গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা সর্বত্র সেই সব শব্দের মূল উচ্চারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। আরবী ও ফার্সী শব্দের মূল উচ্চারণ বঙ্গাক্ষরে নির্দেশ করা একরূপ অসম্ভব। কারণ—"কোমল ও কঠিন ভেদে যথা ক্বাপ ও কাপ ও জিম ও জ্বাল ও জ্বে ইত্যাদির সহিত বঙ্গভাষীয় কবর্ণ ও জবর্ণ প্রভৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য" আছে। যে সকল শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নাই বা হইতে পারে না সেই সকল শব্দের অর্থ "বিশেষ এবং স্বনামখ্যাত পদ-দ্বারা" নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন শেখ, শুন্নি, সিআ প্রভৃতি শব্দের কোন বাঙলা প্রতিশব্দ না থাকায় প্রথমটি "যাবনিক পদবী বিশেষ" ও দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি "যবন বিশেষ" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বর্গীয় ও অন্তাস্থ বকারের পার্থক্য নির্দেশের জন্য অন্ত্য ব স্থানে পেটকাটা "ৰ" ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উচ্চারণেও বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন "ৰাজিবী" "ৰাসীল" শব্দের উচ্চারণ "ওয়াজিবী" ও "ওয়াসীল" হইবে।

স্থলভেদে বিভিন্ন শব্দের যথাযথ উচ্চারণ নির্দেশ করা সম্ভবপর না হওয়ায়

বঙ্গীয় লিপিতে সেই শব্দের যে বিভিন্ন রূপ প্রচলিত তাহার উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত যথা—

উকালতন (পৃ ৯)—ওকালতন (পৃ ১২)
উকালৎ ঐ —ওকালৎ ঐ
উকালৎনামা ঐ —ওকালৎনামা ঐ

নিম্নে এই অভিধানের আখ্যাপত্র এবং কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের বাঙলা প্রতিশব্দ—গ্রন্থকার যাহাকে সাধুভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা দেওয়া গেল :—

"পারসীক অভিধান / অর্থাৎ / পারসীক শব্দ স্থলে স্বদেশীয় সাধুশব্দ সংগ্রহ / শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক/সংগৃহীত / শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল। /সন ১২৪৫ সাল। /" পৃ +।০ + ২ + ৮৪ ; আকার ১৮ × ১১ সে. মি.

পারসী—সাধুভাষা

১। অন্দর—মধ্য, অন্তঃপুর। পৃ ১
২। আওরৎ—স্ত্রীলোক। পৃ ২
৩। ইখ্তিয়ার—অধীন, বশ, বশীভূত। পৃ ৭
৪। ঈমানদার—ধার্মিক, বিশ্বাসী। পৃ ৯
৫। উকালৎ—প্রতিনিধিত্ব। পৃ ৯
৬। উর্দু—রাজসৈন্য। পৃ ৯
৭। এমারৎ—ইষ্টকনির্মিত গৃহ, ইষ্টকাগৃহ। পৃ ১১
৮। ঐরাণ—অরণ্য, বন, কানন। পৃ ১১
৯। ওজন—তৌলকরণ, তৌলন। পৃ ১২
১০। কএদ—বদ্ধকরণ, প্রতিষেধ, রাজাজ্ঞায় অবরোধ। পৃ ১২

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত "পারসীক অভিধান"-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমাচার-দর্পণে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঐ সংবাদ পত্রের পরবর্তী একটি সংখ্যাতে (২৫ আগস্ট ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত একখানি বাঙলা ইংরাজী অভিধানের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। অভিধানখানি মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানিতে পারি নাই। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে, তিনি "বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্বদা ব্যবহারে উচ্চার্যমান যে সকল

শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ সংকলন পূর্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত" হন।

"এই পুস্তকে অ-কারাদি প্রত্যেক বর্ণ সূচীক্রমে বিন্যস্ত করা গিয়াছে * * ইহাতে যে ২ শব্দ সংগৃহীত হইল এ সকল শব্দ এতদ্দেশীয় সকলেই উচ্চারণ ও লিখন পঠন করিয়া থাকেন কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত শুদ্ধ রূপ কহিতে ও লিখিতে পারেন না এবং সদা সন্দেহ হয় অতএব এই অভিধানে অবধান করিলেও যে শব্দ যে প্রকার লিখা গেল সে শব্দ সেইরূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্বনত্বাদি সন্দেহ কিছু থাকিবে না।"

"এবং এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে তন্নিমিত্ত ঐ পুস্তকের আদর্শস্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা গেল ; মহাশয়েরা স্বদৃষ্টিপাত করিবেন, ইতি—

শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মণঃ।

বঙ্গাভিধান।*

১। অংশ s. a share, a part.

২। অংশী s. a partner.

৩। অকথ্য a. un-utterable.

৪। অকথ্য কথা s. un-utterable word.

৫। অকর্তব্য a. improper.

৬। অকর্মণ্য a. useless.

৭। অকল্যাণ s. misfortune.

৮। অকূল a. boundless.

৯। অকৃত্রিম a. inartificial.

১০। অক্রুর a. open hearted.

[চ] ১২৪৫ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত নীলকমল মুস্তোফী সঙ্কলিত "পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান" মুদ্রিত হয়। ইহার শব্দ সংখ্যা কিঞ্চিদধিক তিন হাজার মাত্র। শব্দসমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত।

* এই অভিধান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

ইহাতে দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী এক ভূমিকা আছে। দেশীয় ভাষা আইন আদালতে ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হওয়ায় অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ৪।৫ খানি ফার্সী-বাঙলা অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে ইহাই প্রথম ফার্সী-বাঙলা অভিধান। কিন্তু এই একই বৎসরের মধ্যে মুদ্রিত আরও দুইখানি ফার্সী-বাঙলা অভিধান পাইতেছি, অতএব এই বিষয়ে এই পুস্তকই যে প্রথম একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। Calcutta Christian Observer পত্রে প্রসঙ্গতঃ আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিতে গিয়া জনৈক লেখক—"As a first attempt it is highly meritorious" বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইহার মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধেও তিনি প্রশংসা করিয়াছেন—"The typographical execution is most respectable indeed, and does very great credit to the native press." [vol. viii. 1839, p. 278].

গ্রন্থকার নদীয়া জেলার জজের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি "দায় ও ধন ও রাজস্বাদি ঘটিত রাজ-কার্যাগারে এবং সর্ব সাধারণ লোক ব্যবহারে সচরাচরে যে স্বর্ণরূপ নির্মল বঙ্গীয় ভাষা মধ্যে মলী রূপ পারস্য ভাষা মিশ্র ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা দূর করণার্থ"—এই অভিধান সঙ্কলনে ব্রতী হন, এবং "প্রথমতঃ প্রদেশস্থ নানা কর্মাগারে যে সকল পারস্য শব্দ বঙ্গ ভাষার লিখন মধ্যে ব্যবহার আছে তাহা সংগ্রহ" করেন। "দ্বিতীয়তঃ বঙ্গীয় মহাশয়েরা লিখনে বা কথনে যে সকল পারস্য কথা প্রচলন করিয়াছেন তাহাও তাহাতে সংযোগ" করেন, "তৎপরে তাহারি অর্থ গৌড়ীয় ভাষার কোষ হইতে ও বুদ্ধি মতে বিবেচনান্তে"—নির্দেশ করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থ কয়েক বৎসর পূর্বেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। সঙ্কলয়িতা ইহা মুদ্রণের পূর্বে "বঙ্গ ও পারস্য ভাষায় নিপুণ প্রদেশস্থ কতিপয় জজ মাজিষ্ট্রেট কালকুটর এবং পণ্ডিতদিগের দ্বারা বিশেষ নিরীক্ষণ ও শোধিত" করাইয়া লইয়াছিলেন। ইহার জন্য গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হয়। নিম্নে নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

১। অসরাফ—বিশিষ্ট মনুষ্য। পৃ ১(২)
২। ইন্তিজার—আশায়, অপেক্ষায়। পৃ ৮(২)
৩। উমরাও—ধনী, ঐশ্বর্যশালী। পৃ ১০(১)
৪। এয়াদ—স্মরণ, স্মৃতি, মনেকরণ। পৃ ১১(২)

৫। ওসূল—প্রাপ্ত, উপগত। পৃ ১৩(২)
৬। করম—দান, ভিক্ষা, উত্ সর্গ। পৃ ১৫(২)
৭। খন্দক—প্রণালী, খাত, গর্ত। পৃ ১৯(২)
৮। গয়ের হাজীর—অনুপস্থিত, অনাগত। পৃ ২৫(১)
৯। চশম—আঁখি, চক্ষু, আশা ভরসা। পৃ ২৮(১)
১০। মুনশী—শিক্ষক, লেখক, অধ্যক্ষ। পৃ ৬৪(১)

লঙ-এর তালিকা ও বাঙলা গবর্ণমেণ্টের নথিপত্রের সংগ্রহ ২২ সংখ্যকে ইহার উল্লেখ আছে। নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল :—

> "শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ / পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান, / অর্থাৎ / এইক্ষণে চলিত পারস্য শব্দ পরিবর্তনীয় গৌড়ীয় ভাষায় / সর্বমত লিখন পঠনে এবং রাজ কার্যে / ব্যবহার করণে উপযুক্ত শব্দ ঘটিত। / সকল লোক ও বিশেষ রাজকর্ম কারিগণের নিমিত্ত / প্রস্তুত হয়। / সংগ্রাহক শ্রীনীলকমল মুস্তোফী। / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / ১২৪৫ সাল।" / পৃ ৶ + ৭৬ আকার ১৫ × ১২ সে. মি.* মূল্য—।৵০।

[ছ] জ্ঞানান্বেষণ পত্রের ৪ আগষ্ট ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ তর্কভূষণ-সম্পাদিত এতদ্দেশীয় ভাষার এক অভিধান প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া জানা যায়। এই গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ পাই নাই। ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল কি না তাহাও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। নিম্নে জ্ঞানান্বেষণের বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইল।

> "শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তাঁহাকে সর্বলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি এতদ্দেশীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন এই অভিধান এতদ্দেশীয় সর্বলোকের উপকারক হইবেক কারণ বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক

---

* "19. Persian and Bengali Dictionary, by Nilkomal Mustaphi, P. C. P., 1838, pp. 76, Parseabhidhan. Gives the Bengali meaning of 2,800 Persian words used in business and Courts in Bengal. The author was Serishtadar to the Judge of Nuddea ; the work is scarce. Persian is now in the Sere and yellow leaf."—লঙ

এই অভিধান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে এবং ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

রচিত যে অভিধান যাহা এইক্ষণে ইস্কুলে ব্যবহার্য হইতেছে সেই অভিধান যাঁহারা অধিক বাঙ্গালা শিক্ষা করেন তাহারদিগের উপকারক নহে এই ভারি অভিধান পূর্ব পূর্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যুত্তম ইহবে কারণ ইহা অত্যুত্তম বিজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুত হইতেছে।"

[জ] Bangābhidhān—A Bengali-English Dictionary by Joygopal Tarkalankar, Samachar Darpan. 25th August, 1838.

১৮৩৯ খ্রীঃ

[ক] ১২৪৬ বঙ্গাব্দে "বিপ্রশ্রীমান্ মহেশেন কৃত"—পারস্য-ভাষানু-কল্পাভিধান মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার উল্লেখ আছে। গ্রন্থখানি আট পেজী আকারের ৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থখানি দেখিতে পাই নাই। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুন্শী শ্রীআবদুল করিম্ সঙ্কলিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ", প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যার ২৬৭ পৃষ্ঠায় আছে। এই বিবরণ অবলম্বন করিয়া উক্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থ-রচনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া ভূমিকায় বলিতেছেন—

> "ভারতবর্ষাধিপ শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ ইঙ্গলণ্ডাধিপতি মহাশয়ের অভিপ্রেত এই যে মহানগর কলিকাতা রাজধানীর অধীনের বঙ্গদেশে যে যে স্থানে রাজকীয় যে কোন কর্ম হইতেছে তাবৎ কর্ম বঙ্গভাষাক্ষরে প্রচলিত হয় এতদ্দেশীয় কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়দের বহুকালাবধি পারস্য ভাষাক্ষরে কর্ম করণাধীন বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা অবগত হইয়াও সর্বথা উপস্থিত হয় না এতদভিপ্রায়ে কার্যোপযোগিতা যোগ্য কিয়ৎ পারস্য ভাষানুবাদানন্তর তৎপরিবর্ত সাধুভাষা সংগ্রহান্তে অকারাদি ক্ষকারান্ত অনুলোমে পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান নামক গ্রন্থ প্রস্তুতানন্তর শ্রীযুত লওয়াব গবরনর্ জেনেরেল্ বাহাদুরের আজ্ঞাপত্রীর অনুবাদ সংগ্রহপূর্বক সংখ্যা শব্দ সকল গ্রন্থান্তে বিন্যাস করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলাম পারস্য শব্দ সকল বঙ্গাক্ষরে লিখনে উচ্চারণে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হয় তদ্দোষাদি দোষ ক্ষমিয়া স্মরণীয় রাখিবেন ইতি।"

ভূমিকায় পরে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী তারিখে ফার্সী ভাষা ও

লিপির পরিবর্তে বাঙলাভাষা ও লিপির প্রচলন করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ মুদ্রিত হয়। নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।—

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং ॥ পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান। নামক গ্রন্থঃ ॥ অর্থাৎ ॥ পারস্য ভাষানুবাদ পূর্বক ॥ তন্ত্রপরিবর্ত* বঙ্গভাষা সর্বজন হিতার্থে ॥ সংগ্রহ ॥ শিবাদহ নিবাসী ॥ শ্রীপীতাম্বর সেন দীং। সিন্ধুযন্ত্রে ॥ মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ সন ১২৪৬ সাল ॥"

শব্দের দৃষ্টান্ত যথা :—

প্রারম্ভ :—"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং। পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

অকিল্, বাদে নিযুক্ত ন্যায়ে নিযুক্ত।

অকুক্, প্রজ্ঞা বুদ্ধি মতি ধী।

অঙ্গুর, দ্রাক্ষাফল বিশেষ।

শেষ—

ছিয়াম, ত্রিংশ ত্রিশা।

ছিএকম, একত্রিংশ, একত্রিশা।

ছিদোএম, দ্বাত্রিংশ বত্রিশা।

পারস্যাভিধান সমাপ্ত।"

[খ] লঙএর তালিকায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত রামেশ্বর তর্কালঙ্কারের বঙ্গভাষাভিধানের উল্লেখ আছে।† ইহাতে আট পেজী ফর্মা আকারে ৪৭৩ পৃষ্ঠা ছিল। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। এই গ্রন্থের একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।‡ কিন্তু সেই গ্রন্থের মুদ্রণ-কাল "১৮৩০ ?" খ্রীষ্টাব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের উল্লেখ বাঙলা গবর্ণমেন্টেরর নথিপত্রের

* সম্ভবতঃ "তৎপরিবর্ত" পাঠ হইবে।

† "The same year (i.e. 1839) Rameshwar Tarkalankar published a Dictionary of 18,000 words. pp. 473, 24 mo."—লঙ

‡ "Ramesvara Tarkalankara—বঙ্গভাষাভিধান (Abhidhana, A Dictionary of the Bengali language) pp. 473. কলিকাতা (Calcutta, 1830 ?) 8." ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙলা গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য।

২২ সংখ্যক সংগ্রহেও আছে, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থের মুদ্রণকাল দেওয়া হয় নাই। এই গ্রন্থখানি দেখিবার সুযোগ না পাওয়ায় ইহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর হইল না।

[গ] A / Dictionary / of / The Bengalee language/ vol. II. / English and Bengalee. / Third Edition / Serampore. / Sold at the Press, and also by Mr. P. S. De'Rozario. / Church Mission Press and by all the prin/cipal Booksellers in Calcutta. / 1839 / পৃ 432.

[ঘ] ১২৪৬ বঙ্গাব্দে হলধর ন্যায়রত্ন-সঙ্কলিত "বঙ্গাভিধান" মুদ্রিত হয়। সাধারণ পাঠকেরা প্রধানতঃ দুই কারণে অভিধান ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ অভিধান হইতে শব্দার্থ জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ অভিধান প্রতি শব্দের শুদ্ধ বানান নির্দেশ করে। আলোচ্য অভিধানখানি দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে রচিত। ইহাতে শব্দের অর্থ নির্দেশ করা হয় নাই, শুধু অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজান আছে মাত্র। ইহার ফলে কোন শব্দের বানান সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইলে এই গ্রন্থ হইতে ঠিক বানান কি তাহা জানা যাইতে পারে। এই অভিধানে শুধু সংস্কৃত-মূলক শব্দ স্থান পাইয়াছে। বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত সকল আরবী ও ফার্সী শব্দ ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে "পারসীকাভিধান" নামে এক পুস্তক[১] রচিত হওয়ায়—বাঙলা সাহিত্যে, কাথাবার্তা ও আইন আদালতে ব্যবহৃত সকল আরবী ও ফার্সী শব্দ একত্র নীত হইয়াছে। ইহার ফলে বাঙলা ভাষায় কত বিজাতীয় শব্দ আছে তাহা সহজেই জানা যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় কত "খাঁটি" সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শব্দ আছে তাহার কোন পৃথক্ অভিধান না থাকায় অনেকেই

১। গ্রন্থকার একখানি "পারসীকাভিধানের" কথা বলিতেছেন। কিন্তু ১২৪৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ তাঁহার গ্রন্থ-মুদ্রণের এক বৎসর পূর্বে তিনখানি ফার্সী-বাঙলা অভিধান মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ১২৪৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় সেই বৎসরেও একখানি ফার্সী-বাঙলা অভিধান মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই সকল অভিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। এই অভিধান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

In 1839, Ratna Haldar, in order to teach the correct spelling of words published Bangabhidhan pp. 102, an alphabetical list of 6,264 Sanskrit words used in Bengali—লঙ

এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত ছিলেন না। গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা এই অভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচ্য অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহাতে সর্বসমেত "ছয় হাজার দুই শত চৌষট্টি শব্দ" আছে। এই অভিধানে বর্গীয় ব-কার ও অন্ত্যস্থঃ ব-কার-ঘটিত শব্দ সকল ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এই অভিধানে শব্দার্থ দেওয়া হয় নাই। শব্দার্থ না দেওয়ার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া গ্রন্থসঙ্কলয়িতা বলিতেছেন— "অন্য অন্য অভিধানের রীতিমত ইহাতে শব্দের অর্থ লেখা গেল না আমার এই ত্রুটি বিজ্ঞ মহাশয়েরা গ্রাহ্য করিবেন না যে হেতুক ইহাতে যে ২ শব্দ লেখা গেল সেই ২ শব্দের অর্থবোধ এতদ্দেশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে তবে ইহার অর্থ লিখনে কেবল পুস্তক বৃদ্ধিমাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন যিনি শুদ্ধ ভাষা লিখিতে ও কহিতে চেষ্টা করেন তাঁহার উত্তম উপকার এবং বালকেরদের শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত উপকার হয়।" এই অভিধানের বাঙলা ভূমিকা অংশ সমাচার দর্পণের ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ খ্রীঃ, ৬ আশ্বিন ১২৪৬ বাং সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই অভিধানে পর পর ইংরাজী ও বাঙলা দুই ভাষায় ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। শব্দসমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত আছে। নিম্নে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল :—

গয়া, গয়াসুর, গরল, গরিমা, গরুড়, গর্জন, গর্ত, গর্দ্ধভ, গর্ব, গর্বিত পৃ ২৫(১)—ইত্যাদি। লঙএর পরিশিষ্টে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই :—

"বঙ্গাভিধান/ অর্থাৎ/ বঙ্গদেশ প্রচলিত সংস্কৃতানুযায়ি সাধু শব্দ সন্দোহ।/ শ্রীহলধর ন্যায়রত্ন কর্তৃক/ সংগৃহীত।/ শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল।/ সন ১২৪৬ সাল।/" পৃ ।/০+১০১ ; আকার ১৮×১১ সে. মি.

[১২৪৬ বঙ্গাব্দ]

[৬] "বাঙ্গাল গেজেটি" প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের জন্মপল্লী "বহরা" গ্রামে মুদ্রিত শব্দার্ণবের উল্লেখ আমরা ইতঃপূর্বে করিয়াছি। উক্ত গ্রামের "বাঙ্গাল গেজেটি" যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত অপর একখানি বাঙলা অভিধানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের নাম "বঙ্গভাষাভিধান"। ইহা ১২৪৬ বঙ্গাব্দে "শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বহরা গ্রামে

মুদ্রাঙ্কিত" হয়। এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙএর তালিকা অথবা বাঙলা গবর্ণমেন্টর নথিপত্রের ২২, ৩২ ও ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে নাই। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া শব্দ ও তাহাদের অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রতি কলামের জন্য পৃথক পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করা আছে। সমগ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক ৪২২ অর্থাৎ ইহা ২১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। শব্দসংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাত্র। আলোচ্য অভিধানে বহু দেশজ শব্দ স্থান পাইয়াছে, তবে সংস্কৃতমূলক তদ্ভব এবং তৎসম শব্দের সংখ্যাই অধিক। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য অভিধানের কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। অই, পূর্বস্মৃত, সম্মুখস্থিত বস্তু। পৃ ১
২। কদলী, মোচাফল। পৃ ৭৩
৩। খদির, বৃক্ষবিশেষের নির্যাস। পৃ ৯৯
৪। গর্ভিণী, গুর্বিণী। পৃ ১০৫
৫। চিকুর, কেশ। পৃ ১২২
৬। নাগরী, বক্তৃত্বাদি গুণবিশিষ্ট রসিকা স্ত্রী। পৃ ১৭৮
৭। পাত্‌লা, ক্ষীণ, তরল, অল্পভার। পৃ ২০৬
৮। বৌদ্ধ, নাস্তিক বিশেষ। ২৪৬
৯। ভাশুর, পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পৃ ২৫৪
১০। হালি, নৌকা চালনের নিয়ামক দণ্ড। পৃ ৪১৪

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"শ্রীশ্রীদুর্গা॥ / শরণং॥ /বঙ্গভাষাভিধান॥ /অর্থাৎ /বালকদিগের শিক্ষার্থে/ অকারাদি ক্ষকারান্ত শব্দ অনুলোমে/তদর্থ তদ্ভাষায় বিন্যাস পূর্বক /৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মহাশয়স্য / বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে / শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ কর্তৃক / বহরা গ্রামে মুদ্রাঙ্কিত হইল / বঙ্গাব্দ ১২৪৬ সংখ্যক / দানিশাব্দ ৮৯ সংখ্যক /" পৃ ৪২২, আকার ১৯ × ১৩ সে. মি.[১]

---

১ এই গ্রন্থের এক খণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে আছে।

১৮৪০ খ্রীঃ

[ক] কয়েকখানি বাঙলা অভিধানে প্রত্যেক শব্দের অর্থ নির্দেশ করিয়া শব্দের ধাতু, প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন এবং স্থলভেদে উচ্চারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশের প্রচলন প্রায় ছিল না। একমাত্র অমরকোষের অন্যতম টীকাকার ত্রিকাণ্ডশেষ প্রণেতা বৌদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তম দেবের "বর্ণদেশনা" গ্রন্থে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশের আংশিক প্রয়াস দৃষ্ট হয়। আধুনিক বাঙলা অভিধানে উচ্চারণ নির্দেশের যে পরিচয় পাই, তাহা সম্ভবতঃ ইউরোপীয় অভিধান হইতে গৃহীত।

বাঙলা সাহিত্যে ইউরোপীয় নানা ভাষার শব্দ প্রয়োগ করিতে যাইয়া বিভিন্ন লেখকেরা ইউরোপীয় শব্দের যে বাঙলা লিপ্যন্তর নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অনেক ক্ষেত্রেই এক না হইয়া একাধিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বহুশ্রুত Shakespeare ও Maxmuller এই দুইটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। কেহ কেহ প্রথম নামটি সেক্সপীয়র, সেক্সপীয়ার, সেক্ষপীর প্রভৃতি রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ Maxmuller বাঙলায় মেক্সমূলর, মেক্সমূলার আবার স্থলভেদে মোক্ষমূলর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে একই নাম বা শব্দের একাধিক উচ্চারণের প্রচলন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া, কোন কোন অভিধানে বহু ইউরোপীয় শব্দের বাঙলা লিপ্যন্তর নির্দেশ করা আছে।

মূল বাইবেল হিব্রু ভাষায় রচিত। হিব্রু ভাষা হইতে ইহা ইংরাজীতে অনূদিত হয়। বহু ইউরোপীয় মিশনারী বাইবেল ইংরাজী হইতে বাঙলায়, আবার কেহ কেহ মূল হিব্রু হইতে বাঙলায় অনুবাদ করেন। একাধিক ব্যক্তি দ্বারা একই গ্রন্থ অনূদিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, বাইবেলোক্ত বহু নামের বাঙলা লিপ্যন্তর বিভিন্ন অনুবাদকের লেখায় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সময় কয়েকজন মিশনারী একই নামের একাধিক লিপ্যন্তর লক্ষ্য করিয়া— কি ভাবে একই নামের একই লিপ্যন্তর ভারতীয় সকল প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহার করা চলে, তাহা চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের দ্বারা একখানি খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থোক্ত নাম সূচী সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থের নামসমূহ রোমান বর্ণানুক্রমে রোমান অক্ষরে সজ্জিত। প্রত্যেক নামের পাশে বঙ্গাক্ষরে সেই নামের বাঙলা লিপ্যন্তর নির্দেশ করা আছে। বাঙলা অভিধানের পরিচয়মূলক এই গ্রন্থে খ্রীস্টধর্ম-

গ্রন্থোক্ত এই নাম সূচীর উল্লেখ করা হইল। অভিধানের প্রধান অঙ্গ শব্দের অর্থ নির্দেশ, আলোচ্য গ্রন্থে শব্দের অর্থ নির্দেশ না করিয়া অভিধানের গৌণ অঙ্গ উচ্চারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের উল্লেখ লংএর তালিকায় আছে।[১] এই গ্রন্থে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নাম প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ১৭।১৮টি করিয়া মুদ্রিত আছে। এই নাম সূচীর নিদর্শনস্বরূপ ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১১টি নাম এবং তাহাদের বাঙলা লিপ্যন্তর নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

১। Aaron	হারোণ্	২। Abacuc	হবক্কূক্
৩। Abaddon	অবাদ্দোন্	৪। Abagtha	অবগথ
৫। Abana	অবানা	৬। Abarim	অবারীম্
৭। Abada	অব্দ	৮। Abdi	অব্দি
৯। Abdiel	অব্দীয়েল্	১০। Abdon	অব্দোন্

১১। Abednego অবেদ্নিগো

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই—

"List / Of / Proper Names / Occurring in the / Sacred Scriptures. / Designed to form the basis of a uniform method / Of spelling the Proper Names of Scripture / In the languages of India. / By / The Calcutta Baptist Missionaries. / English and Bengali / Calcutta. / Printed at the Baptist Mission Press, / Circular Road. / 1840. /" পৃ XIII + 1 + 200 ; আকার ১৬ × ১০ সে. মি.[২]

[খ] A / Dictionary / of / The Bengalee Language / vol. I / Bengalee and English/ Abridged from/ Dr. Carey's Quarto Dictionary / Second Edition. / Serampore : Sold at the Press, and also by Mr. P. S. De'Rozario, / No. 5,

১। In 1840, A Vocabulary of Scripture Proper Names, B. M. P., English and Bengali, pp. 200, appeared ; the names are spelled according to the Arabic mode and not according to the Hebrew, It was designed to form the basis of an uniform method of spelling the proper names of Scripture in the language of India."—লঙ্

২। এই গ্রন্থের এক খণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

Tank Square, and by all the Principal / Book sellers in Calcutta. / 1840. / পৃ 510. আকার ২১ × ১৪ সে. মি.[১]

[গ] In 1840, Jaganarayan Mukarjyea, published a Dictionary of 12000 words, P. C. P., পৃ 120, excluding exotics—লঙ্

[ঘ] 20. Persian and Bengali Dictionary, Joy Gopal's Parsik Abhidhan Ser. P., 1840, pp. 84, contains about 2,500 Persian words, arranged alphabetically, with their Bengali meanings.—লঙ

১৮৪১ খ্রীঃ

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুন্সী দেবীপ্রসাদ রায় রচিত Polyglot Munshi প্রকাশিত হয়। ইহাতে পাঁচ ভাষায় যথা—ইংরাজী, ফার্সী, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী এবং বাঙলা ভাষায় শব্দাভিধান, প্রশ্নোত্তর ও সুখপাঠ্য গল্প মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি এদেশবাসী ও ইউরোপীয় ছাত্রদের জন্য রচিত।

আলোচ্য গ্রন্থ নিম্নলিখিত ৮ ভাগে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা—প্রথম অধ্যায় ফার্সী বর্ণমালা—রোমান অক্ষরে প্রতি বর্ণের উচ্চারণ ও তাহার লিপ্যন্তর; দ্বিতীয় অধ্যায়—কয়েকটি ফার্সী ক্রিয়ার বিভিন্ন কালানুযায়ী রূপ ও ইংরাজী অর্থ; তৃতীয় অধ্যায়—যে সকল আরবী শব্দ ফার্সী ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহাদের ইংরাজী অর্থসহ শ্রেণীবিভাগ; চতুর্থ অধ্যায় বাঙলা বর্ণমালা—রোমান অক্ষরে প্রতি বর্ণের উচ্চারণ ও তাহার রোমান লিপ্যন্তর; পঞ্চম অধ্যায়—উক্ত গ্রন্থে ব্যবহৃত সকল ধাতু ও তাহার বাঙলা অর্থ; ষষ্ঠ অধ্যায়—শব্দাভিধান; সপ্তম অধ্যায়—প্রশ্ন ও উত্তরমালা; এবং অষ্টম অধ্যায় কয়েকটি সুখপাঠ্য গল্প। গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় Errata বা ভ্রম-সংশোধন দেওয়া আছে। "অভিধান" থাকা হেতু আলোচ্য গ্রন্থখানির পরিচয় বাঙলা শব্দাভিধানের পরিচয়ে দেওয়া হইল।

আলোচ্য গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ List of Roots used in this Book শীর্ষক ধাতুর তালিকায় অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে প্রায় এক হাজার ধাতু

১। এই গ্রন্থের এক খণ্ড প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

স্থান পাইয়াছে। কেরীর অভিধানে প্রদত্ত ধাতুর তালিকার পরেই সংখ্যা হিসাবে আলোচ্য তালিকা উল্লেখযোগ্য।

শব্দাভিধানে কিঞ্চিদধিক দুই হাজার শব্দ রহিয়াছে। শব্দসমূহ পাশাপাশি চারি কলাম ইংরাজী, ফার্সী, হিন্দী-হিন্দুস্থানী ও বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত। আলোচ্য গ্রন্থে কোন ভূমিকা নাই। গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলনে অন্যান্য যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। আলোচ্য অভিধানে যে রীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত মোহন-প্রসাদ ঠাকুরের অভিধানের রীতির অনুরূপ। মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধান— of god, of spirits, of the Universe,[১] প্রভৃতি যে সকল ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, আলোচ্য অভিধানও সেই পর্যায় অনুসারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। শুধু "Meteria Medica" শীর্ষক অধ্যায় ইহাতে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং গ্রন্থশেষে "The English Month" শীর্ষক একটি নূতন ভাগ সংযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের "Of useful Trees and Plants" ও "Things Relating to Trees" এবং "Of a kingdom" ও "Virtues and Vices' প্রভৃতি দুই দুইটি ভাগের পরিবর্তে যথাক্রমে শুধু "Of useful Trees and Plants" এবং "Of kingdom" ভাগ দেওয়া হইয়াছে। এই স্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে মোহনপ্রসাদের অভিধানের প্রথম সংস্করণে শুধু "Of useful Trees and Plants" ভাগই আছে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে এই ভাগ পূর্বোক্ত দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দেবীপ্রসাদ রায় সম্ভবতঃ প্রথম সংস্করণ দেখিয়া থাকিবেন। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার কোথাও মোহন-প্রসাদের নাম উল্লেখ না করিলেও তিনি মোহনপ্রসাদের অভিধানে অনুসৃত রীতি যে প্রায় আক্ষরিক অনুসরণ করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আলোচ্য অভিধানের শব্দসংখ্যা মোহনপ্রসাদের শব্দসংখ্যা হইতে অল্প। মোহনপ্রসাদের অভিধানের শব্দাবলী বিভিন্ন ভাগে পর পর যে ভাবে সজ্জিত এই অভিধানেও সেই রীতি বজায় আছে। শুধু প্রত্যেক বিভাগের কয়েকটি শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে মাত্র। শব্দার্থের দিক দিয়াও এই দুই গ্রন্থের মিল আছে। শুধু কয়েকটি স্থলে অর্থ-পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে চারিটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

১ প্রবর্তক, শ্রাবণ, ১৩৪৪ বাং ; পৃ ৩৮৭ দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী শব্দ	মোহনপ্রসাদের গ্রন্থ	দেবীপ্রসাদের গ্রন্থ
Path	পথ (পৃ ৫)	ক্ষুদ্র পথ (পৃ ২)
Depth	গহরা (পৃ ৬)	গাম্ভীর্য (পৃ ৩)
Widow	রাঁড় (পৃ ৮)	বিধবা (পৃ ৪)
Widower	বিধুর (পৃ ৮)	বিধব (পৃ ৪)

আলোচ্য গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ ব্যতীত ফার্সী ও হিন্দী-হিন্দুস্থানী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল—শুধু ফার্সী প্রতিশব্দ ফার্সী-লিপিতে মুদ্রিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

	English	Hindi-Hindustāni	Bengali
১।	New moon	nayāchānd	নবীনচন্দ্র (পৃ ১)
২।	Shallow	úthlā	চড়া (পৃ ২)
৩।	Spark	chingārī	ফিনকী (পৃ ৩)
৪।	Dwarf	bauna	বাউন্যা (পৃ ৪)
৫।	Bastard	baran sankar	বিজন্মা (পৃ ৫)
৬।	To belong	pahuṇchnā	অর্শন (পৃ ৫০)
৭।	To search	ḍhūnḍhnā	উটকণ (পৃ ৫১)
৮।	Ago	se	গত (পৃ ৫৬)
৯।	Last	atit	গত (পৃ ৫৭)
১০।	August	bhāda	ভাদ্র (পৃ ৫৮)

অভিধানের পর যে প্রশ্নোত্তরমালা [Idiometical Exercises] মুদ্রিত হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত চারি ভাগে বিভক্ত। (১) Idiometical Exercises in the English, Persian, Hindustānī and Bengali language, peculiarly calculated for the use of students [পৃ ৫৯—৬১] (২) Dialogue between a gentleman and his servants, etc. [পৃ ৬১—৬৭] ; (৩) verbs [পৃ ৬৭—১০৭] ; (৪) Irregular verbs [পৃ ১০৭—১২০] ; প্রশ্নোত্তরমালার পর নিম্নোক্ত ৭টি গল্প ইংরাজী, ফার্সী, হিন্দী-হিন্দুস্থানী ও বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নে দেওয়া হইল।

Fable I. The belly and the limbs.

Pahilā kahānī,—Peṭ aur Badan ke Āzākī.

প্রথম কথা—উদর এবং শরীরের খণ্ডের। পৃ ১২৪

Fable II. The Fox and the Swallow.

Dūsrā Kahānī, Lomṛi aur Abābil kī.

দ্বিতীয় কথা—খেঁকসিয়ালি আর তালচড়ার।

Fable III. The Fox and the Raven.

Tisrī kahāni, Lomṛi aur Janglī kauwāki.

তৃতীয় কথা—খেঁকসিয়ালি আর দাঁড়কাকের।

Fable IV. The wolf and the crane.

Chauthā Kahānī, Bheṛiye aur Sāras kī.

চতুর্থ কথা—কেঁদুয়া ও সারশের।

Fable V. The Dog and the Shadow.

Pānchwīn kahānī, kūtte aur uske Āks kī.

পঞ্চম কথা—কুকুর ও ছায়ার।

Fable VI. The Old Man and Death.

Chhaṭwīn Kahānī, Būṛhe aur Maut kī.

ষষ্ঠ কথা—বৃদ্ধ ও যমের।

Fable VII. The Lion and the Mouse.

Sātwīn kahānī, Babar aur Chūhe kī.

সপ্তম কথা—সিংহ ও ইন্দুরের।

Polyglot Mūnshī / or /Vocabulary, Exercises, pleasant stories, / etc. etc. etc. / in / English, Persian, Hindī, Hindustānī and Bengālī, / for the use of students both native and European. / By /Mūnshī Debīpersād Rāe / "Whenever there shall occur an omission or error, cover it / with the mantle of generosity, and hold the pen of correction / running over it / * * * । Calcutta : / Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road / 1841 / পৃ LI + 135 + 1. আকার ২০ × ১৩ সে. মি.[১]

*** ফার্সী লেখা ৩ পংক্তি।

১। এই অভিধান সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়ের সংগ্রহে এবং ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

১৮৪২ খ্রীঃ

453. মর্তন বকাবলারি—Biblical and Theological Vocabulary, 1842. pp. 31. 0-2-0. [লণ্ড-পরিশিষ্ট]

১৮৪৩ খ্রীঃ

[ক] ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত মার্শম্যানের ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের সন্ধান আমরা জানি। এই অভিধানের তৃতীয় সংস্করণ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১০।১১ বৎসরের মধ্যে একই অভিধানের পর পর তিনটি সংস্করণ হওয়ায় ইহার জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। ঐ সময় কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান স্কুলবুক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ অল্পমূল্যের অথচ সকল প্রয়োজনীয় শব্দে পূর্ণ স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী একখানি ক্ষুদ্র অভিধানের জন্য মার্শম্যানকে অনুরোধ করেন। মার্শম্যান তাঁহার ইংরাজী-বাঙলা বৃহৎ অভিধানখানিকে অবলম্বন করিয়া আলোচ্য অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার মূল্য ১।০ নির্দিষ্ট হয়। এই অভিধানে শিক্ষার্থীদের সচরাচর প্রয়োজনীয় প্রায় সকল শব্দই স্থান পাইয়াছিল। মার্শম্যান আলোচ্য সংক্ষিপ্ত অভিধানের ভূমিকায় ইহা সঙ্কলনের কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে এই ভূমিকা উদ্ধৃত হইল—

> "This little Work has been compiled for the use of Schools at the suggestion of the Calcutta Christian School Book Society, who were anxious for the publication of a Dictionary of smaller dimensions than those now in use, and at a price which might come within the means of the poorer class of students. It became necessary therefore to reverse, in some measure, the ordinary rule of publication, and to regulate the size of the book by its price. Hence I have been obliged to curtail the number of vocables to the greatest extent compatible with the utility of the Dictionary, and to limit the selection of them to those which were likely to be most required by the scholar in the first years of his studies. I trust, however, it will be found to contain as great a

number of words, as could well be afforded for the price fixed on the work, A Rupee, and a quarter.

John C. Marshman
Serampore, 11th Sept. 1843."

এই অভিধানে শব্দ ও তাহাদের অর্থ সমন্বিত প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে "School Dictionary English and Bengalee"—এইরূপ লেখা আছে। এই অভিধানে প্রদত্ত বিভিন্ন ইংরাজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ লক্ষ্য করিলে সহজেই ইহার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। ইহাতে বহুশব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু ইংরাজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নির্দেশ করিতে যাইয়া অনেক ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য অভিধানের নিদর্শন স্বরূপ প্রথম পৃষ্ঠার দশটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। Aback, ad. পশ্চাৎ।
২। Abaft, or Aft, ad. পশ্চাৎদিক।
৩। Abaisance, S. নমস্কার, প্রণাম।
৪। Abandon, v, a. ত্যাগ-কৃ, ছাড়্।
৫। Abandoned, a. ত্যক্ত, পরিত্যক্ত; wicked, ভ্রষ্ট, দুষ্ট, কদাচারী।
৬। Abandonment, S. ত্যাগ।
৭। Abase, v. a. নীচ-কৃ, নম্র-কৃ।
৮। Abasement, S. নীচীকরণ, নম্রতা।
৯। Abash, v. a. লজ্জিত-কৃ, অপ্রস্তুত-কৃ।
১০। Abate, v. a. ন্যূন-কৃ, লাঘব-কৃ, কমা, ছাড়্।

এই অভিধানের আখ্যাপত্র—

"A/Dictionary,/English and Bengalee,/For the use of Schools./From the Serampore Press./1843"/পৃ272+? আকার ১৮×১১ সে. মি.

[খ] 628. পারসিক অভিধান। Joygopal's Persian Bengali Dictionary, 1843. pp. 84. 0-8-0. [লঙ-পরিশিষ্ট]

১৮৪৫ খ্রীঃ

[ক] স্কুলবুক সোসাইটির চতুর্থ কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার বাঙলা অভিধানের স্বত্ব ৩০০৲ টাকা মূল্যে উক্ত সোসাইটির নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই অভিধান স্কুলবুক সোসাইটির সম্পাদক জে সাইক্স্ কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া মুদ্রিত হয়। সাইক্স্-সঙ্কলিত এই বাঙলা অভিধানের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সোসাইটির ১৩শ[১] ও ১৮শ কার্যবিবরণীতে এই অভিধানের উল্লেখ আছে। ১৮শ কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে উহার ছয় হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। অভিধানের আখ্যাপত্রে সাইক্সের নাম নাই। কিন্তু স্কুলবুক সোসাইটির কার্যবিবরণীতে তাঁহার উল্লেখ আছে। সাইক্স্-সঙ্কলিত এই অভিধানের প্রথম সংস্করণের উল্লেখ উক্ত সোসাটির ১৩শ ও ১৪শ কার্যবিবরণীতে পাইতেছি। প্রথম সংস্করণ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের একখণ্ড ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২, চতুর্থ সংস্করণ ১৮৫৩ এবং পঞ্চম সংস্করণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই অভিধানের শব্দসংখ্যা অল্পাধিক ১৩ হাজার। ইহাতে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া শব্দ ও তাহার অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত অভিধানে তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের সংখ্যাই অধিক। শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। দুই চারিটি বিদেশী শব্দও আছে। আলোচ্য অভিধানের তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখ লঙ-এর তালিকায় আছে[২]। চতুর্থ সংস্করণের একখণ্ড শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের 'মোক্ষদা সংগ্রহে' রক্ষিত ছিল। পঞ্চম সংস্করণের একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মেও আছে। নিম্নে

১। "A third new work is the Bengali Dictionary, with interpretations in Bengali. It might be said that this is not a new but an old work enlarged : the enlargement however is such, that it is fairly entitled to be called a new production. In the preparation of it your Financial Secretary has taken great pains, and is entitled to the thanks of the Committee.". C. S. B. S.; 13th Report. p. 14,

২। "School Book Society's Bengali Dictionary, 3rd Ed., 1852; pp. 234, 12 as., 12,000 words, S. B. S. Skul Buk Abidhan. A very good Dictionary for beginners, the meanings are in Bengali and are very close."—লঙ

এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ[১] হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। অকল্পন, প্রকৃত, যথার্থ, বাস্তবিক। পৃ ১
২। আড়ট্ট, আড়ষ্ট, অবশ, শক্ত, অনম্য। পৃ ১৯
৩। ইরা, বাক্য, ভাষা, ভূমি, মদ্য। পৃ ২৭
৪। উল্‌টা পাল্‌টা, ফেরেফারে, গোলমালে। পৃ ৩৫
৫। এড়াটিয়াসমল, মন্দ, অধম, ঘৃণিত। পৃ ৩৭
৬। ওরমা, টাঁকানী সিঁয়ানী, সেলাই। পৃ ৩৯
৭। কলপ, মণ্ডপ, কাঁই, মণ্ড, লেই। পৃ ৪৪
৮। খতিয়ান, সংখ্যার্থবহি। পৃ ৫৭
৯। গালগুল, গালাঘুষা, জনরব, গল্‌প। পৃ ৬৫
১০। ঘটাটোপ, ডোলি আদির আচ্ছাদন। পৃ ৬৯

নিম্নে প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র প্রদত্ত হইল—

"অভিধান/যাহাতে / বালকদিগের শিক্ষার্থে অ-কারাদিবর্ণ ক্রমানুসারে/ অর্থের সহিত / বঙ্গভাষার বহু শব্দ সংগৃহীত হইল। / Bengali Dictionary, / For the use of schools. / C. S. B. S. / Calcutta : / Printed at the Calcutta School Book Society's press, and/sold at their Depository, Circular Road./ 1845."/ পৃ ২৩৪ + ২ ; আকার ১৭ × ১২ সে. মি.[২]

[খ] এদেশের মিশনারীরা বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্ম-মূলক বিভিন্ন শব্দের একখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধান-সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন হইতে

১। দ্বিতীয় সংস্করণের একখণ্ড ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে। উক্ত সংস্করণ শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের 'মোক্ষদা সংগ্রহে' এবং চতুর্থ সংস্করণের একখণ্ডও শ্রীহট্ট জেলার উক্ত গ্রন্থাগারে ছিল।

২। আলোচ্য অভিধানের প্রথম সংস্করণ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্‌. এ., পি. এইচ. ডি. মহাশয় ইণ্ডিয়া অফিস হইতে কয়েকখানি বাঙলা গ্রন্থ এক সময়ে আনাইয়াছিলেন। ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আনীত সকল গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আলোচ্য অভিধান এবং কাশীনাথ ভট্টাচার্য বিরচিত 'বঙ্গভাষাভিধান' শ্রদ্ধেয় দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম।

অনুভব করিতেছিলেন। এইরূপ একখানি অভিধান সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে "Calcutta Auxiliary of the Religious Tract and Book Society"—কর্তৃক একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। প্রস্তাবিত ইংরাজী-বাঙলা অভিধানখানি সঙ্কলিত হইলে এবং তাহা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলে ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়ও ঐ প্রকারের অভিধান-সঙ্কলনের ব্যবস্থা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির সভ্য নয়জন, যথা—ক্যাম্বেল, ডাল, এড্ওয়ার্ড, হিবারলিন, লঙ, ম্যাকওয়ে, মর্টন, ওয়েন্জার ও ইয়েট্স্। রেভারেণ্ড ওয়েন্জার ও মর্টনের উপর প্রয়োজনীয় শব্দ-সূচী ও তাহার বাঙলা অর্থ নির্দেশ করিবার ভার অর্পিত হয়। এই দুইজনের দ্বারা শব্দ-সূচী প্রস্তুত হইলে পর উক্ত সমিতি প্রত্যেক শব্দ ও তাহার অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধনক্রমে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া উক্ত শব্দ-সূচী মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই স্থির হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল এই সমিতির কার্য নিয়মিতভাবেই চলিয়াছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, সকল সভ্যকে একত্র করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। প্রথম প্রথম সকলেই আসিতেন বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে অনেকেই সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পিছাইয়া পড়েন। এই সকল কারণে উক্ত শাখা-সমিতির সকল সভ্য একমত হইয়া এই অভিধান-সঙ্কলনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র মর্টনের উপর ন্যস্ত করেন। মর্টন এদেশীয় বিভিন্ন মিশনারীদের নিকট তাঁহাদের অভিমত ও নূতন শব্দ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত শব্দ-সূচী মুদ্রণ করিয়া প্রেরণ করেন। স্থির হয়, শব্দ-সূচী-সংক্রান্ত এই সকল পুস্তিকা ফেরত আসিলে উক্ত সমিতি তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন। প্রস্তাবিত অভিধান কি উদ্দেশ্যে ও কি রীতিতে সঙ্কলিত হইবে সেই সম্বন্ধে উক্ত সমিতির প্রথম অধিবেশনে মর্টন-প্রস্তাবিত নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ হয়।

উক্ত নিয়মগুলির সারমর্ম এইরূপ—

১। এই অভিধানে বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্ম-সংক্রান্ত শব্দাবলী ব্যতীত অন্য কোন শব্দ থাকিবে না।

২। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে কেবল যে ইউরোপীয় মিশনারীদের সাহায্য হইবে তাহা নহে, এদেশীয় খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকেরাও তাঁহাদের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য সকলেই একবিধ শব্দ ব্যবহার করিয়া একটি নূতন ধারার

প্রবর্তন করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শব্দের সহজ প্রতিশব্দ প্রদত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে ব্যাখ্যামূলক কিছু নির্দেশ করা হইবে না।

৩। প্রস্তাবিত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইলে পর খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থাদির অনুবাদ সহজতর হইবে। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন লেখকের শিক্ষা ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার পর হইতে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ-বিভ্রাট অনেকটা লোপ পাইবে। এইরূপ একখানি অভিধান থাকিলে পরবর্তী লেখকেরা দুরূহ শব্দস্থলে এই গ্রন্থ হইতে প্রতিশব্দ জানিয়া লইতে পারিবেন। ইহার ফলে একজাতীয় প্রতিশব্দ সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

৪। এই অভিধানখানি শুধু বাইবেলের অনুবাদ-কার্যের জন্য সঙ্কলিত হইবে না। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্মমূলক বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করিবেন তাঁহাদেরও যাহাতে ইহা কাজে লাগিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ইহা সঙ্কলিত হইবে। এইজন্য অনেক শব্দের একাধিক অর্থ নির্দেশ করিতে হইবে। ইহার ফলে অনুবাদক ও গ্রন্থসঙ্কলনকর্তারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় শব্দ খুঁজিয়া লইতে পারিবেন।

৫। ইতঃপূর্বে মুদ্রিত বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ ও খ্রীষ্টধর্মমূলক গ্রন্থাদিতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের অনেক শব্দ এই অভিধানে থাকিবে। যে সকল স্থলে উপযুক্ত সুষ্ঠু শব্দের অভাব লক্ষিত হইবে শুধু সেই সকল স্থলে নূতন শব্দ দেওয়া যাইবে।

৬। এদেশে অবস্থিত খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক বিভিন্ন সমিতির সভ্য লইয়া এই শাখা-সমিতি গঠিত হওয়ায় ইহার নির্ধারণ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নির্ধারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সমিতির সভ্যদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, তাঁহারা সহজ ভাষায় বিভিন্ন শব্দের অর্থ দিতে প্রয়াস পাইবেন।

৭। বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি শব্দ ব্যতীত অপর সকল বিদেশী পরিভাষা (Exotic terms) এই অভিধানে পরিত্যক্ত হইবে। 'আলফা', 'অমেঘা', 'আমেন' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রীক ও হিব্রু শব্দের উপযুক্ত বাঙলা প্রতিশব্দ না থাকায় ঐ সকল শব্দেরই ব্যবহার যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে।

মর্টন উপরে উল্লিখিত বিধানসমূহ অনুসরণ করিয়া আলোচ্য অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন।

মর্টন প্রায় বার বৎসর পূর্বে বিশপ জেম্স্-প্রস্তাবিত এই জাতীয় অপর

একখানি বৃহৎ অভিধান-সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে গঠিত এক সমিতির সভ্য ছিলেন। সেই সমিতিতে বিশপ জেম্‌স্‌ ও মর্টন ব্যতীত আর্কডেনকোরি, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ মিল এবং ডাঃ এইচ্‌. এইচ্‌. উইলসন সভ্য ছিলেন। এই সমিতির সভ্যদের দ্বারা সঙ্কলিত দুইটি শব্দ-সূচী প্রচারিত হইয়াছিল। এই শব্দ-সূচীর সাধারণ নাম "Rendering, with extended observations thereupon, of some of the most important Biblical and Theological Terms." প্রথমটি—ইংরাজী-সংস্কৃত শব্দসূচী, ইহা ডাঃ উইলসনের মন্তব্য সহ ডাঃ মিল কর্তৃক সঙ্কলিত হয়। দ্বিতীয়টি—ইংরাজী-বাঙলা শব্দ-সূচী, ইহা মর্টন কর্তৃক সঙ্কলিত। এই দুই শব্দ-সূচী মুদ্রিত এবং বিভিন্ন মিশনারীদের নিকট তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে অন্যান্য মিশনারীরা আগ্রহ প্রকাশ না করায় এবং বিশপ জেম্‌সের অকাল মৃত্যু হওয়ায় এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। উক্ত ইংরাজী-বাঙলা শব্দসূচীটি গত ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা খ্রীশ্চিয়ান অব্‌জারভার পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখ লঙ-এর তালিকায় আছে।[১] ইহার একখণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। আমি যে-খণ্ড দেখিয়াছি তাহার আখ্যাপত্র ছিন্ন, সেইজন্য আখ্যাপত্র দেওয়া সম্ভব হইল না।[২] লঙ-এর পরিশিষ্টে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই অভিধানের উল্লেখ আছে। নিম্নে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। Appease—শান্তকরণ, কোপ নিবৃত্তিকরণ, কোপ নিবারণ। পৃ ৬

২। Bath, (a measure, supposed to be about 7½ gallons) বাথ্‌ অর্থাৎ মদ্যাদির পরিমাণ পাত্র বিশেষ। পৃ ৭

৩। Concision—ত্বক্‌চ্ছেদ opposed to পরিচ্ছেদ or moral purity। পৃ ১০

১। এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙএর তালিকায় আছে। যথা:—"In 1845, W. Morton published a Biblical, Theological Vocabulary. pp. 31, of 800 Bengali terms."

২। এই খণ্ড কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে ও ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

৪। Dust and ashes—মৃত্তিকা এবং ভস্মমাত্র অর্থাৎ অগণ্য মনুষ্যমাত্র, কীটানুকীট। পৃ ১৩

৫। Elder—মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তি, প্রাচীন ব্যক্তি। পৃ ১৪

৬। Felicity—কল্যাণ, সুখদশা, মাঙ্গল্য, স্বচ্ছন্দতা। পৃ ১৫

৭। God-child—ধর্মসন্তান, ধর্মশিষ্য। পৃ ১৬

৮। Holocaust—হোম, হোত্র। পৃ ১৭

৯। Intercessor—মধ্যস্থ, পরমঙ্গল প্রার্থক। পৃ ১৮

১০। Veil—(of the temple) মহামন্দিরের আবরণ বা ব্যবধান বস্ত্র বিশেষ (of a nun) পুরুষসংসর্গত্যাগিনীর মুখাচ্ছাদন বস্ত্র। পৃ ৩০

১৮৪৭ খ্রীঃ

মার্শম্যান-সঙ্কলিত ইংরজী-বাঙলা অভিধানের ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র—

"A/Dictionary/Of/The Bengalee Language./Vol. II./ English and Bengalee. / Fourth Edition. / Serampore : / Sold at the Press, and also by Mr. P. S. D'rozario,/ And by all the principal Book sellers in/Calcutta,/ 1847./" পৃ 432. আকার ২১ × ১৪ সে. মি.[1]

১৮৪৯ খ্রীঃ

জে, সাইকস্ সম্পাদিত বাঙলা অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র—

"অভিধান ।/যাহাতে/বালকদিগের শিক্ষার্থে অ-কারাদি বর্ণক্রমানুসারে/ অর্থের সহিত / বঙ্গভাষার বহু শব্দ সংগৃহীত হইল। / Bengali Dictionary, / For the use of Schools./C. S. B. S./ Calcutta : / Printed at the Calcutta School Book Society's Press, and/ Sold at their Depository, Circular Road,/1848./" পৃ ২ + ২৩৪ ; আকার ১৬ × ১২ সে.মি.[2]

১। এই সংস্করণের একখণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

২। এই সংস্করণের একখণ্ড ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আছে।

১৮৫০ খ্রীঃ

[ক] Anglo-Bengali Vocabulary, Ch. A., 1850, pp. 48. The Bengali and English meanings, with the Parts of Speech of Reader No. 1, Part 2nd--লঙ

[খ] Anglo-Bengali Dictionary, Ch. P. 1850. pp. 90, 1 Re. Chandernath gives the English pronunciation in Bengali letters.—লঙ

[গ] Anglo-Bengali Dictionary, published by Radhanath Dey and Co., 1850, pp. 185. A Vocabulary giving the meaning of words relating to Grammar, Heaven, Earth, Body, Natural Objects, Fruit, Apparel, Minerals, Farming ; the English pronunciation is given in Bengali letters.—লঙ

[ঘ] English and Bengali Dictionary, for the use of Schools by J. Sykes, C. S. B. S. 1850.

[ঙ] 488. শব্দাবলী, 1850, pp. 36. 2as. [লঙ-পরিশিষ্ট]

১৮৫১ খ্রীঃ

[ক] English and Bengali / Vocabulary, / of / Poetical Reader No. II./by B. C. Mookerjee,/An Ex-student of the Hooghly College. / To be had in the Hindu College, or Cossipore Institution. / Calcutta. / Sungbad Poorno Chundrodoy Press / 1851 / পৃ ৭৪[১]

[খ] 13. Johnson's Dictionary abridged by Lavandier, 1st ed., 1830, last ed. 1851, St. P., pp. 305, 2 Rs.—লঙ

[গ] মার্শম্যান সঙ্কলিত ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি সংস্করণ দেখিয়াছি। এই সংস্করণের আখ্যাপত্রে ইহা First

---

১। 18. Mukerjyea's Anglo-Bengali Vocabulary, pp. 98, P. C. P. 1851. Explains the Poetical Reader, No. 2, both in English and in Bengali. The author is an ex-student of the Hugly College.—লঙ

Edition নির্দেশ করা আছে। সম্ভবতঃ "পঞ্চম সংস্করণ" মুদ্রণ করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে Fifth Edition-এর স্থলে First Edition মুদ্রিত হইয়াছে। এই সংস্করণের শব্দসমূহ ও ১৮৪৭ খ্রীঃ মুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণের শব্দসমূহ প্রায় অভিন্ন, শুধু স্থল ভেদে কয়েকটি নূতন শব্দ স্থান পাইয়াছে, কয়েকটি শব্দের অর্থেও সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে এই সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"A/Dictionary/Of/The Bengalee/Language/Vol. II./ English and Bengalee. / First Edition. / Serampore : / Printed at the Serampore Chundrodoy Press./1851./" পৃ 338. আকার ২১ × ১৩ সে.মি.[১]

[ঘ] মেণ্ডিস সঙ্কলিত ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র—

'Abridgment / of / Johnson's Dictionary / English and Bengali / Peculiarly calculated / for the use of European and Native Students. / The second, Improved Edition. / To which are subjoined / Abbreviations commonly used in writing and printing ; / and a short list of French and Latin words and phrases in common use / among English Authors / By John Mendies, / Late of Serampore. / Conceal if you come to an error, Cast not reproach, / For no mortal can be free from Fault /—Hafez. / Calcutta : / Printed for the Compiler, / By J. Thomas, at the Baptist Mission Press, 21, Lower Circular Road. / MDCCCLI.' / (1851) পৃ. viii + 390 + 1. আকার ২১ × ১৪ সে. মি.[২]

[ঙ] মেণ্ডিস সঙ্কলিত বাঙলা-ইংরাজী অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র—

'Companion / To / Johnson's Dictionary, / Bengali and English. / Peculiarly calculated / For the use of European and Native Students. / The Second,

১। এই খণ্ড নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউট গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

২। এই সংস্করণ কোচবিহার ষ্টেট লাইব্রেরী, প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাসা এবং কলুটোলার যোগেন্দ্র কুমার রাহা মহাশয়ের নিকট আছে।

Improved Edition. / To which is appended / The Bengali Alphabet, etc. / By John Mendies / Late of Serampore. / Conceal if you come to an error, cast not reproach, / For no mortal can be free from Fault. Hafez. / Calcutta : / Printed for the compiler, / By J. Thomas, at the Baptist Mission Press. 21, Lower Circular Road. / MDCCCLI' / (1851) পৃ viii+386. আকার ২১ × ১৪ সে. মি.[১]

[চ] 310. আজিমগড় বকেবলারি—Vocabulary to the Azimghur Reader. 1851, pp. 17. 0-8-0. [লঙ-পরিশিষ্ট]

[ছ] 570. ব্যবস্থাভিধান—Marshman's Dictionary of law Terms. 1851. 1-0-0. [লঙ-পরিশিষ্ট]

[ব্যবস্থাভিধান—A Dictionary of Law Terms by John Clark Marshman 1851.]

১৮৫২ খ্রীঃ

[ক] 'An / English and Bengalee / Vocabulary / Intended to assist the younger classes / of Learners / in the Study of the English Reader No. iii / By Mudhusudan Mullick, / A Teacher of the School Society School. / First edition, / Price 1 Rupee, to be had of the author at the School Society's / School or at Thunthunia No. 36 / Calcutta. / Printed by Anglo-Indian Union Press, at Garranhattah Street No. 20 / 15th Febreuary 1852'/ পৃ 115. 8 as.[২]

[খ] 21. Ramchandra's Vocabulary, 1st. ed., 1818, last ed. 1852. pp. 141, 8 as.—লঙ

[গ] 23. School Book Society's Bengali Dictionary, 3rd ed., 1852., pp. 234, 12 as., 12,000 words, S. B. S. School

---

১। এই অভিধানের একখণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

২। 15. Mallik's Anglo-Bengali Vocabulary, of the English Reader, No. 3, pp. 115, 8 as., 1852. A. I. U. Explains the words and gives the meanings, both in Bengali and English.—লঙ

Buk Abidhan. A very good Dictionary for beginners—the meanings are in Bengali and are very concise.—লঙ

[ঘ] স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে একখানা বাঙলা-ইংরাজী অভিধান মুদ্রিত হয়। এই অভিধানের উল্লেখ স্কুলবুক সোসাইটির ১৮শ কার্যবিবরণীতে পাইতেছি।[১] লঙ-এর তালিকায় ও এই অভিধানের উল্লেখ আছে। তাহাতে উক্ত অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।[২] লঙ-এর তালিকা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। স্কুল বুক সোসাইটির ১৮শ কার্যবিবরণীতে (৩৮বর্ষ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) এই অভিধানের যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে জানা যায় উক্ত অভিধানের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৬, এবং মূল্য ৸০ ছিল। এই অভিধানের ৩০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়। ইহার উল্লেখ বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের ৪১ সংখ্যক সংগ্রহেও আছে। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থের মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। এই অভিধান স্কুলবুক সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক জে. সাইকস্ কর্তৃক সঙ্কলিত।

[ঙ] 30. Thakur's Bengali and English Vocabulary, 1st ed., 1805, 3rd ed., 1852. Sanders, Cones Co., pp. 166, 8 as. ; Compiled originally for Fort William College, at the Suggestion of Dr. Carey. It gives terms on the following subjects : Theology, Physiology, Natural History, Domestic Economy in Bengali and the Romanised Bengali character. It also gives the names of plants used in the Meteria Medica, and of useful trees

১। "A Bengali and English Dictionary, for the use of schools. This volume Completes a series of four School Dictionaries, compiled by the Secretary, more especiall for the use of students in the lower provinces. The series consists of, 1. A Bengali Dictionary, of which the sixth thousand is on sale. 2. An English and Bengali Dictionary, the second edition of which is being sold: 3. An Englisn Dictionary, of which the first Edition of 5,000 copies is on sale: 4. The Bengali and English Dictionary now under notice. It contains 216 pages, and sells at twelve annas a copy. An edition of 3,000 copies has been printed." C. S. B. S. 18th Report. p. 2.

২। "Bengali and English Dictionary, 1st ed., 1852, 1000 Copies, S. B. S., 2nd ed. in the press."—লঙ

and plants. The author was Assistant Librarian to Fort William College.—লঙ

[চ] Bengali and English Dictionary, 2nd ed, Calcutta School Book Society, 1852.

[ছ] Bengali Dictionary, for the use of Schools C. S. B. S, Calcutta 1852. by J. Sykes.—লঙ

[জ] 518. শব্দমালা—On Sanskrit Etymology in Bengali, pp. 12, 2 ans. 1852. [লঙ-পরিশিষ্ট]

[ঝ] শব্দার্থ প্রকাশাভিধান—দিগম্বর ভট্টাচার্য, কমলালয় প্রেস, pp. 216, 6as. 1852. এই অভিধানের আখ্যাপত্র যথা—

'শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ / শরণং ॥ / শব্দার্থ প্রকাশাভিধান / সর্বলোক হিতার্থে / নিয়ত গৌড়ীয় সাধুভাষায় / অকারাদি ক্ষ / কারন্ত সার্থক শব্দ সঙ্কলন পূর্বক / ইদানিং / শ্রীদিগম্বর ভট্টাচার্য ও শ্রীশম্ভুচন্দ্র মিত্র / ইহাদিগের কমলালয় যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ / এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক। / তিনি বটতলার উত্তরাংশে / তত্ব করিলে পাইবেন ॥ / তাং ৩০ জ্যৈষ্ঠী' / পৃ ১ + ৪৩২, এই অভিধানে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া প্রতি কলামের জন্য পৃথক পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ মোট ২১৬ পৃষ্ঠার জন্য ৪৩২ পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করা হইয়াছে। আখ্যাপত্রে মুদ্রণ কাল নির্দেশ করা হয় নাই। "তাং ৩০ জ্যৈষ্ঠী" লেখা আছে। নিম্নে এই অভিধানের কয়েকটি শব্দ অর্থ সহ উদ্ধৃত হইল—

১। আশু—কিরণ। পৃ ১ ২। আদ্য—প্রাথমিক। পৃ ৫১
৩। ইচ্ছা—স্পৃহা। পৃ ৫৫ ৪। ঈক্ষণ—দর্শন। পৃ ৫৭
৫। উত্তমর্ণ—ঋণদাতা। পৃ ৫৮ ৬। উমা—গৌরী। পৃ ৬৬
৭। একাক্ষ—এক চক্ষু হীন। পৃ ৭০ ৮। ঐরাবত—ইন্দ্রের হস্তী। পৃ ৭২
৯। ওষ্ঠাধর—অধর। পৃ ৭৩ ১০। ঔরস—স্বদেহজাত। পৃ ৭৩[১]

১৮৫৩ খ্রীঃ

[ক] মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত শব্দাম্বুধি প্রথম সংস্করণ ১৮৫৩ (১৭৭৫ শক), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৬ (১৭৭৮ শক) তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫৮

১। এই শব্দার্থ প্রকাশাভিধানের এক খণ্ড ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আছে।

(১৭৮০ শক), এবং চতুর্থ সংস্করণ ১৮৬৬ (১৭৮৮ শক) খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। প্রথম সংস্করণের উল্লেখ বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথি পত্রের ২১ সংখ্যক সংগ্রহে ও লঙএর পরিশিষ্টে আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা কলিকাতা রিভিউ পত্রের ২১ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথি পত্রের ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে ও ইহার একখণ্ড ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে আছে; তৃতীয় সংস্করণের দীর্ঘ সমালোচনা কলিকাতা রিভিউ পত্রের ৩৪ খণ্ডে (১৮৬০ খ্রীঃ) মুদ্রিত হইয়াছিল।[২] চতুর্থ সংস্করণের এক খণ্ড বৃটীশ মিউজিয়মে আছে। ইহার উল্লেখ বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের ২১ সংখ্যক সংগ্রহে পাইতেছি।

আলোচ্য অভিধানে প্রথম দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এক "অনুক্রমণিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের শব্দ-সংখ্যা প্রায় ৩৪ হাজার। তৃতীয় সংস্করণের শব্দ-সংখ্যা ৩৮ হাজারের মত। শব্দসমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, কেরী, মর্টন, জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, উইলসন এবং স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত বিভিন্ন অভিধান অবলম্বনে "শব্দাম্বুধি" সঙ্কলিত হইয়াছিল।

আলোচ্য অভিধান-রচনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা বলিতেছেন—

"যদিও সংস্কৃত হইতে আহৃত শব্দ সকল সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে অনায়াস গম্য, তথাচ কোন প্রকার অভিধানের আশ্রয় ব্যতিরেকে বৃদ্ধিশীল কোন ভাষা সর্বসাধারণ জনগণের কদাপি সুবোধ্যা হইতে পারে না, ফলতঃ যে কোন ভাষা হউক, শব্দার্থ প্রকাশক অভিধান না থাকিলে সাধারণের সুপ্রযোজ্যা ও অনায়াসে বোধগম্য হওয়া সুকঠিন, এই নিমিত্ত সকল, সভ্যদেশেরই ভাষার শব্দার্থ প্রকাশ নিমিত্ত বিবিধ প্রকার অভিধান প্রচলিত আছে। এতদ্দেশীয় ভাষায় শব্দার্থ প্রকাশ নিমিত্ত অভিধানের অল্পতা আছে এমত নহে, মহাত্মা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, পাদরি কেরী, মর্টন সাহেব, জগন্নারায়ণ এবং স্কুল বুক সোসাইটি ইত্যাদির প্রণীত কতিপয় অভিধান প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু এ ভাষা যে প্রকারে দিন ২ নূতন আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে ঐ সকল অভিধান এক্ষণে সমুদায় শব্দের অর্থ প্রকাশ সক্ষম নহে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার ভূরি ২ শব্দ গৌড়ীয় সাধুভাষা মধ্যে ব্যবহার্য হওয়াতে এখন সংস্কৃত ভাষার অভিধান হওয়াই আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে শুদ্ধ

বঙ্গীয়াভিধানে নবীন বৃদ্ধিশীল সংশোধিত সাধুভাষায় সকল শব্দ সাধারণের সুগম্য হইবার সম্ভাবনা বিরল ; এতএব রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম এবং ডাক্তর উইলসন্ সাহেবের সংস্কৃতাভিধান হইতে বহু ২ সংস্কৃত শব্দ আকর্ষণ পূর্বক গৌড়ীয় ভাষায় যাবতীয় অভিধানের শব্দ সকল সঙ্কলনান্তর শব্দাম্বুধি নামে এই সুবিস্তীর্ণ অভিধান সংগ্রহ করা গেল।"

এই অভিধানে প্রত্যেক শব্দের অন্যূন দুইটি প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। বাঙলা ভাষায় বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব বর্ণের উচ্চারণে বা লিখনে কোন প্রভেদ নাই ; সুতরাং এই অভিধানেও তাহা পৃথক্ না করিয়া প বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের পরে যাবতীয় বকারাদি শব্দ দেওয়া হইয়াছে। অধুনাতন অনেক অভিধানেও এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

এই শব্দাম্বুধি তৎকালে এরূপ আদৃত হইয়াছিল যে, প্রথম সংস্করণের দুই হাজার পুস্তক ছয় মাসে ফুরাইয়া যায়। ইহা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে জানিতে পারিয়াছি। যথা,—"সর্বসাধারণ গুণজ্ঞ মহোদয় যত্ন করিয়া এই পুস্তক গ্রহণ করেন তাহাতে ষন্মাস মধ্যেই প্রথমবারের মুদ্রিত দ্বিসহস্র পুস্তক নিঃশেষ হয়।" এই অভিধানের মূল্য সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"স্বাক্ষরকারির প্রতি ২৲ এবং বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ২৷৹"

লঙ সাহেবের মতে এই অভিধানখানি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রোজারিও কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং এই সংস্করণের মুদ্রিত দুই হাজার খণ্ড এক বৎসরেই প্রায় নিঃশেষিত হয়[১] কিন্তু লঙ-এর মন্তব্য নির্ভুল নহে। প্রথমতঃ ইহা যে রোজারিও কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত হয় নাই তাহার প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রেই আছে। দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দুই হাজার খণ্ড ছয়মাসের মধ্যে নিঃশেষ হওয়ার সংবাদ দ্বিতীয়

১। "In a small octavo volume of closely printed matter he has given 38,000 words, with their synonyms, and disposes of it at a price so small as to bring it within the reach of all but the poorest of the people. The value set upon the work by the majority of the natives will be best ascertained from the fact, that the first edition of 2,000 copies was disposed of in six months ; a second edition is exhausted and the book now before us is one of the third edition." [Calcutta Review, vol. 34, 1860, pp. XIX—XXI]

সংস্করণের ভূমিকায় পাইতেছি। নিম্নে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শব্দাম্বুধির কয়েকটি শব্দ এবং প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

১। অকড়িয়া, ধনহীন, দরিদ্র। পৃ ১ (২)

২। গাড়র, গড্ডলিকা, মেষ, মেড়া, ভেড়া। পৃ ১৪৩ (২)

৩। নিরেট, ছিদ্রশূন্য; দৃঢ়, শক্ত। পৃ ২৬৮ (২)

৪। পোহান, প্রভাত, প্রত্যুষ হওন। পৃ ৩১৮ (১)

৫। ফক্কা, পূর্বপক্ষ, বিতণ্ডা, মিথ্যা, ফাকি। পৃ ৩৩৯ (২)

৬। বহল, পোত, নৌকা, দৃঢ়, শক্ত। পৃ ৩৫৯ (১)

৭। ভূয়া, শস্যহীন ফল, অসার। পৃ ৪২৫

৮। মিঠা, মিষ্ট, মধুর, মিষ্টরসযুক্ত। পৃ ৪৫৭ (২)

৯। যুতা, মিলিতা, চর্ম পাদুকা, উপানৎ, বিনামা। পৃ ৪৬৫ (২)

১০। রড়ন, শীঘ্রগমন, দৌড়ন। পৃ ৪৮১ (১)

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র—

শব্দাম্বুধি। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত / বহুতর সংস্কৃত শব্দ / সহকৃত / গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের / অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ / এবং / অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক / কর্তৃক সংগৃহীত। / অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ। / নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥ / কলিকাতা। / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রিত। / শকাব্দা ১৭৭৫। /"

পৃ ৵০ + ৬০৪, আকার ১৯ × ১২ সে. মি.[১]

[খ] জে. সাইকস্ সম্পাদিত বাঙলা অভিধানের চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র—

"অভিধান / যাহাতে / বালকদিগের শিক্ষার্থে অ-কারাদি বর্ণক্রমানুসারে /

১। 26. "Shabdambudhi, ADEA'S BENGALI DICTIONARY, 1854, pp. 604, 2 Rs. 8 as. Roz. & Co. The whole of this edition of 2,000 copies has been nearly exhausted in a year, it contains 28,000 Bengali words with their meanings taken from Morton's, Carey's Radha Kant Deva's and Ram Chandra's Dictionaries. The Dictionary is a noble monument of the copiousness and expressiveness of the Bengali language, and ought to be in the hands of every student of Bengali though the meanings are only in Bengali, yet it may be useful as a work of synonyms to European."—লঙ।

অর্থের সহিত /বঙ্গভাষার বহু শব্দ সংগৃহীত হইল।/Bengali Dictionary, / For the use of Schools./C. S. B. S./ Calcutta : / Printed at the Calcutta School-Book Society's Press, and sold at/Their Depository, Circular R. /1853 /" পৃ ২২৮ আকার ১২ × ১২ সে. মি.

[গ] জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক সঙ্কলিত শব্দকল্পলতিকার দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র—

'শ্রীশ্রীহরিঃ। / শরণং। / শব্দকল্পলতিকা। / ফলতঃ অকরার্থ মুক্তাবলী / শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকেন বিরচিতা। / সন ১২৫৪ সালের অনুমতি পত্রানুসারে / C. S. B. S. / জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত / হইল।/সন ১২৬০ সাল'।/পৃ ২+।০+৩৩৮।

[ঘ] 10. Anglo Bengali Dictionary, Ingraji Bangala Abhidhan, S. B. S., 1853, pp. 256, 14as. As useful explanation of 16,000 English words in Bengali.—লঙ

[ঙ] রামচন্দ্রের অভিধান, Bengali Dictionary, pp. 149. Two editions in one year,1260. B. S. P. Vinduvasini.

১৮৫৪ খ্রীঃ

[ক] আঢ্যের ইংরাজী বাঙলা অভিধান ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।[১] ইহার উল্লেখ লঙএর তালিকা,[২] বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের ২২ ও ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে আছে। লঙএর তালিকা হইতে জানা যায় যে, ইহা রোজারিও কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থের আখ্যাপত্রে ইহা সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত বলিয়া লিখিত আছে। গ্রন্থের মুদ্রণস্থান সম্বন্ধে লঙএর এই উক্তি ভ্রমাত্মক। বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের ৪১ সংখ্যক

১। সুবর্ণবণিক সমাচার, ২য় বর্ষ। পৃ ৩৪২-৩৪৪ দ্রষ্টব্য

২। "5. Adea's Anglo Bengali Dictionary, Roz & Co., 1854 pp. 761, 5 Rs., 23,000 words. Gives English definitions, synonyms and a Bengali interpretation, a work the result of years of investigation, and of consulting various authorities,—based on Todd's Johnson's Dictionary and Marshman's Bengali Dictionary."—লঙ

সংগ্রহেও ইহার মুদ্রণস্থান পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।[১] কিন্তু তাহাতে গ্রন্থের মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। এই গ্রন্থের একখণ্ড বোর্ড অফ এগজামিনারস্-এর গ্রন্থাগারে ছিল। Linguistic Survey of India গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। বাঙলা গবর্ণমেণ্টের নথিপত্রের ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে একই গ্রন্থকার সঙ্কলিত একখানি বাঙলা-ইংরাজী অভিধান মুদ্রিত হইতেছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] ইহা বাস্তবিকই মুদ্রিত হইয়াছিল কি না, তাহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। এ পর্যন্ত আঢ্য—সঙ্কলিত বাঙলা-ইংরাজী অভিধানের সন্ধান পাই নাই।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভে ইংরাজী ভাষায় এক ভূমিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা অবলম্বনে নিম্নে সংক্ষেপে এই গ্রন্থ রচনার কারণ ও গ্রন্থে অনুসৃত রীতির ব্যাখ্যা করা হইল।

জনসন ও ওয়াকার সঙ্কলিত ইংরাজী অভিধান, ডাঃ কেরী, রামকমল সেন এবং অন্যান্য দেশী ও ইউরোপীয় গ্রন্থকারের ইংরাজী-বাঙলা অভিধান ইংরাজী-শিক্ষার্থী বাঙ্গালী ও বাঙলা-শিক্ষার্থী ইংরাজদের নিকট বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা ইংরাজী-বাঙলা অভিধান হইতে ইংরাজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ পাইতেন। কিন্তু ইংরাজী শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ ও বাঙলা শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ জানিতে হইলে বিভিন্ন অভিধানের সাহায্য লইতে হইত। ইংরাজী বাঙলা অভিধানের দ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে ডি. রোজারিও সঙ্কলিত ইংরাজী, বাঙলা ও হিন্দুস্থানী অভিধানের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অভিধানে প্রত্যেক ইংরাজী, বাঙলা ও হিন্দুস্থানী শব্দের এক বা একাধিক ইংরাজী, বাঙলা ও হিন্দুস্থানী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় বাঙলা শব্দ সহজে নির্ভুল ভাবে সকল সময় উচ্চারণ করা সম্ভবপর ছিল না। অধিকন্তু ইহার মূল্য অধিক থাকায় জনসাধারণের পক্ষে ইহা ক্রয় করাও কষ্টসাধ্য ছিল। এই সব কারণে আলোচ্য অভিধানের

১। "English Bengali Dictionary, Adit Addy. Purnachandro Day Press. 5-0-0"

২। "Bengali English Dictionary, Adit Addy. Purnachandra Day Press. 5-0-0. In the press."

গ্রন্থকার, জনসন ও ওয়াকার সঙ্কলিত ইংরাজী অভিধানকে আদর্শ করিয়া তাঁহার অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহাতে প্রথমতঃ প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ তৎপর বাঙলা অর্থ, এবং বাঙলা অর্থের বাঙলা প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকন্তু ইংরাজী ও বাঙলা শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে বাঙলা ও ইংরাজী লিপিতে দেওয়া আছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে পর J. Wenger, Rev. A. F. Leeocrax, Rev. K. M. Banerjee, Rev. Long, W. Robinson ও রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রভৃতি ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার ৩৩ খণ্ডে (১৮৫৪ খ্রীঃ) ইহার এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।[১]

নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"A / Dictionary / of the / English Language / With / English Definitions / and a Bengali Interpretation, / Compiled from European & Native Authorities,/By / U. C. Addy. / ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ। / প্রক্রিয়াং তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথং॥ / Calcutta / Sungbad Poorno Chundrodoy Press / 1854/" পৃ ৭৬১. আকার ২১ × ১২ সে. মি.। মূল্য—৫৲

১৮৫৪ খ্রীঃ মুদ্রিত U. C. Addy-র অভিধানের কয়েকটী শব্দ অর্থসহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। Ashamed, a, abashed, confounded; লজ্জিত, অপ্রস্তুত। পৃ ৪৩ (২)

২। Battleaxe, S, a weapon like an axe, a bill ; কুঠার, টাঙ্গী, যুদ্ধাস্ত্র। পৃ ৬২ (১)

৩। Cag, S, a Small barrel, a Small cask ; ক্ষুদ্র পিপা বিশেষ। পৃ ৯৭ (২)

১। Calcutta Review. vol. xxiii, 1854—"A work valuable for native studying English, or for Europeans learning to translate."

উত্তর পাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ তালিকায় এই অভিধানের উল্লেখ আছে। তাহাতে গ্রন্থ মুদ্রণ-কাল ১৮৪৫ লেখা আছে। ইহা মুদ্রণ প্রমাদ সন্দেহ নাই।

৪। Deluge, S, a general inundation ; জলপ্লাবন, মহাবন্যা। পৃ ১৯৭ (১)

৫। Embrace, S, a clasp, fond pressure ; আলিঙ্গন, কোলাকোলি। পৃ ২৪৫ (২)

৬। Fatherless, a, without a father ; পিতৃহীন, অতাত। পৃ ২৭৭ (২)

৭। Grasscutter, S, one who cuts grass ; ঘাসকাটা, ঘাসিয়াড়া। পৃ ৩২১ (২)

৮। Hope, V. to expect with desire ; ভরসা-কৃ, আশা-কৃ। পৃ ৩৪৬ (২)

৯। Ingenuous, a fair, open, generous, noble ; সরল, উদার। পৃ ৩৭৪ (১)

১০। Jeopardy, S. danger, peril, hazard ; দায়, বিপদ, দুর্গতি। পৃ ৩৯১ (২)

পুস্তকের শেষে আলোচ্য অভিধান সম্পর্কে কয়েকজনের অভিমত। প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া ৩ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে।

[খ] জে. রবিনসন্-সঙ্কলিত "Dictionary of Law and other terms" ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবিনসন বাঙলা গবর্ণমেন্টের অনুবাদ-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। এই বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা দেশের আইন আদালতে ফার্সী ভাষা ও লিপির পরিবর্তে বাঙলা ভাষা ও লিপির প্রচলন হওয়ায় কয়েকটী নূতন ইংরাজী ও বাঙলা শব্দ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে প্রচলিত কোন অভিধানে এই সকল নূতন শব্দের অর্থ নির্দেশ না থাকায়, অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। এই জন্য তিনি অনুবাদ কার্যের সুবিধা হইবে মনে করিয়া আইন-আদালত-সংক্রান্ত শব্দ-সংগ্রহে ব্রতী হন। ক্রমে বহু শব্দ সংগৃহীত হইলে এরূপ একখানি গ্রন্থ অনেকের প্রয়োজনে আসিতে পারে মনে করিয়া তিনি তাঁহার সংগৃহীত শব্দ-সূচী মুদ্রণের উদ্দেশ্যে সদর কোর্টের প্রধান অধ্যক্ষের নিকট উপস্থাপিত করেন। অধ্যক্ষ মহাশয় ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও মুদ্রণের

আদেশ দেন, এবং মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় মন্তব্য লিখনের জন্য শব্দ সমূহের পাশে অধিক মার্জিন বা ফাঁক রাখিতে নির্দেশ দেন। এই অভিধান শ্রীরামপুর প্রেসে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬ ও শব্দ সংখ্যা আনুমানিক ৪৫০০। এই অভিধানের উল্লেখ লঙএর তালিকা ও বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের ২২ সংখ্যক সংগ্রহে আছে।[১]

এই মুদ্রিত শব্দ-সূচী অভিমত ও নূতন শব্দ সংগ্রহের জন্য বাঙলাদেশের বিভিন্ন বিচারকর্তা ও শাসকবর্গের নিকট প্রেরিত হয়। গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা এই শব্দ-সূচী মুদ্রণ ও বিভিন্ন রাজকর্মচারীদিগের নিকট প্রেরণের ব্যাপারে জে. সী. মার্শম্যানের নিকট বিশেষ সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনতিকাল মধ্যে বিভিন্ন রাজকর্মচারী ও বিচারকের অভিমত ও নূতন শব্দের সংযোজন প্রস্তাব সংগৃহীত হইলে রবিনসন্ তাঁহার শব্দসূচীর সংস্কারে মনোনিবেশ করেন; এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহার গ্রন্থের উপযোগী বহু নূতন শব্দ সংগ্রহ করেন। এই অভিধানখানিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আইন-আদালত-সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় শব্দই সংগৃহীত হয়।

রবিনসন্ তাঁহার অভিধানের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে, আইন আদালতের সহিত মুখ্যভাবে সংশ্লিষ্ট নহে এমন বহু শব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ শব্দ থাকার ফলে প্রস্তাবিত সংস্করণ জনসাধারণের নিকট অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই গ্রন্থ নূতন করিয়া লিখিয়া পুনর্বার মুদ্রণের জন্য সদর কোর্টের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করা হইলে অধ্যক্ষ মহাশয় পুনরায় এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ মুদ্রণ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন এবং বাঙলা গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে উক্ত গ্রন্থের ৪০০ খণ্ড ক্রয়ের অভিমত জ্ঞাপন করেন।

১। লঙ এর তালিকায় এই গ্রন্থের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে। যথা—14. 'Law Terms—Robinson's Dictionary of; pp. 46. Ser. P., 1854. Proposes the Bengali Explanations of 4, 500 terms used in the Courts and law books of the Lower Provinces; the object is to aim at fixing an uniform legal terminology, now so various and puzzling, some words are derived from Persian, but the greater part are Bengali.' এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী গ্রন্থাগারে ও শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার মজুমদার মহাশয়ের সংগ্রহে আছে।

এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে স্কুলবুক সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক জে. সাইক্‌স্ মহোদয় গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। রবিনসন এই সংস্করণের ভূমিকায় তাঁহার এই বন্ধুর সহায়তার কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। নিম্নে এই অভিধান হইতে কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। Accountable, a. দায়ী। জওয়াব দিহি। খাতক। পৃ ৭

২। Branch, n. শাখা। ডাল। a—School, শাখা বিদ্যালয়। of a department, সিরিশতা। দফ্‌তর। পৃ ৪৬

৩। Concur, v. সম্মত হ। ঐক্য হ। একবাক্য হ। মিল। পৃ ৭১

৪। Demarcation, n. সীমা। সীমার রেখা। পৃ ৯৬

৫। Equitably, ad. ন্যায্য রূপে। বিনাপক্ষপাতে। পৃ ১১৯

৬। Friend, n. মিত্র। অন্তরঙ্গ। বন্ধু। দোস্ত। পৃ ১৩৫

৭। Gazette, n. গেজেট। আখবার। সম্বাদ পত্র। পৃ ১৩৮

৮। Hoard, v. সঞ্চয় কৃ। সংগ্রহ কৃ। পৃ ১৪৫

৯। Individually, ad. একে২। জনে২। জনাজাৎ। পৃ ১৫৩

১০। Jointly, a. একযোগে। সহযোগে। যৌতায়। একত্রে। —and severally, একত্রে ও স্বতন্ত্রে। একছেয়া রূপে। পৃ ১৬১

[গ] 28. Sanskrit and Bengali Dictionary, Amar Kosh, St. P., pp. 138, 1854. Innumerable editions of this have been published, it is the Johnson of Bengali, composed 1,000 years ago by a Buddhist, gives the words according to the subjects and is very useful for supplying Synonyms. T. Colebrooke in 1813 translated the Sanskrit original into English. In 1831 Jagannath Mullik, a Zamindar, published this at his own expense.—লঙ

১৮৫৫ খ্রীঃ

[ক] ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এইচ্. এইচ্. উইলসন-সঙ্কলিত রাজস্ব ও বিচার-সংক্রান্ত শব্দাবলীর এক অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহাতে আরবী, ফার্সী, হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙলা, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী, তেলেগু, কর্ণাট,

তামিল, মলয়লম ভাষায় ব্যবহৃত সকল রাজস্ব ও আইন-সংক্রান্ত শব্দ সংগ্রহ করিয়া রোমান বর্ণানুসারে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। রোমান অক্ষরে লিখিত বাঙলা শব্দের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে বঙ্গাক্ষরে সেই শব্দটী মুদ্রিত হইয়াছে। এই অভিধানে ফরষ্টার, কেরী, হটন প্রভৃতির অভিধানে নাই সেরূপ বহু আইন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানখানি প্রধানতঃ বাঙলা ভাষার অভিধান নহে। কিন্তু ইহাতে বাঙলা শব্দ ও তাহার ইংরাজী অর্থ থাকায় বাঙলা অভিধান-গ্রন্থের পরিচয়ে ইহার উল্লেখ করিতে হইল। এই গ্রন্থখানি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারদের নির্দেশে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। এই অভিধানের প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া শব্দ ও তাহার অর্থ মুদ্রিত। নিম্নে এই অভিধানের কয়েকটী বাঙলা শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। Abedan, Beng. (S. আবেদন) A petition, a plaint, an affidavit. পৃ ২ (১)

২। Ādat, or Āṛat, Beng. (আড়ৎ) A warehouse, a store occupied by a wholesale dealer ; or a monopolist ; a place from which all must purchase what they want. পৃ ৫ (১)

৩। Āḍḍi, Beng. (আড্ডি) A title or cognomen given to persons who are, or whose ancestors were, money weighers and changers. পৃ ৫ (২)

৪। Āḍi, or Āḍhi, Beng. (আড়ি, আঢ়ি) A measure of capacity, equal, in the neighbourhood of Calcutta, to two maunds. পৃ ৭ (১)

৫। Āguri, Beng, (আগুরী) A low caste ; mostly cultivators. পৃ ১১ (২)

৬। Āīl, Aeel, Beng. (আইল) A bank or mound of earth forming a division between fields, a boundary mark, an embankment. পৃ ১৩ (২)

৭। Ākhā, Beng. (আখা) A sack or bag, a furnace, See Ākā, পৃ ১৬ (১)

৮। Āpil, Beng. (আপিল) The English word Appeal. পৃ ২৯ (২)

৯। Bain, Beng. (বইন, S. ভগিনী) A sister. পৃ ৪৭ (২)

১০। Bānglā, corruptly, Bungalow, Beng. (বাংগলা, probably from Banga, Bengal) A thatched cottage, such as is usually occupied by Europeans in the provinces or in military cantonments. পৃ ৫৯ (২)

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"A/Glossary/ Of / Judicial and Revenue Terms, / And of/Useful words occurring in Official Documents/Relating to the Administration of the Government / Of / British India, / From the / Arabic, Persian, Hindustānī, Sanskrit, Hindī, Bengālī, Uṛiya, Marāṭhi / Guzarāthī, Telugu, Karnāta, Tamil, Malayālam, / And other Languages. / Compiled and Published Under the / Authority of the Honorable the Court of Directors / Of the / East India Company./By/H. H. Wilson. M. A., F. R. S./Librarian to the East-India Company, and/Boden Professor of Sanskrit in the University of Oxford, / etc, etc, etc, / London:/Wm. H. Allen and Co. / Booksellers to the Honorable East India Company./MDCCCLV/." (1855.) পৃ xxiv + 728 + 4[১] আকার ২৭ × ২০ সে. মি.

[খ] লঙ-এর তালিকায় একখানি অভিধানের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে,—

"25. Vocabulary of Elegant Words, Barnamālā Abidhān. 3rd pt. Pr. P., pp. 52, 1200 words".

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গ্রন্থকার বা গ্রন্থ মুদ্রণকাল কিছুই জানা যায় না। তবে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই তালিকায় উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ থাকাতে এই গ্রন্থ যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ বা তৎপূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

১। এই গ্রন্থ প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী ও কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী লাইব্রেরীতে আছে।

কলিকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে আখ্যাপত্রহীন একখানি অভিধান আছে, তাহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫২। এই গ্রন্থের বাঙলা অক্ষর ও ব্যবহৃত কাগজ হইতে ইহা প্রায় শত বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। লাইব্রেরীর বাঙলা গ্রন্থ তালিকায় আখ্যাপত্রহীন এই গ্রন্থকে ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত অভিধানের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থে ব্যবহৃত টাইপ ও কাগজের প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ আলোচ্য গ্রন্থ ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকিবে। এই অনুমান অসঙ্গত নহে, এই মাত্র বলা যাইতে পারে।

লঙ-এর তালিকায় উল্লিখিত গ্রন্থ ও ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত গ্রন্থ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ এই দুই গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা সমান। দ্বিতীয়তঃ লঙ এই গ্রন্থের শব্দসংখ্যা ১২০০ বলিয়াছেন। এই শব্দসংখ্যা আনুমানিক বলিয়াই ধরিতে হইবে। লঙ তাঁহার তালিকায় বিভিন্ন গ্রন্থের প্রত্যেকটি শব্দ গণনা করিয়া শব্দসংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩টি করিয়া শব্দ আছে, ৫২ পৃষ্ঠায় মোট শব্দ হয় ২৩ × ৫২ = ১১৯৬; অর্থাৎ প্রায় বার শত। এই গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় ২৩টি করিয়া শব্দ মুদ্রিত হয় নাই; অধিকন্তু অ-কারাদি বিভিন্ন বর্ণানুক্রমিক শব্দসমূহ মুদ্রিত করিতে গিয়া প্রথম সেই বর্ণের উল্লেখ-করা হইয়াছে। বর্ণ শব্দ নহে, অতএব এই সকল বর্ণের সংখ্যাও শব্দসমষ্টি হইতে বাদ দিতে হইবে। গণনা করিয়া দেখা যায় সমগ্র গ্রন্থে ১১৪৩টি শব্দ আছে। লঙ এই গ্রন্থের শব্দ সংখ্যা ১২০০ বলায়—শব্দ সংখ্যার দিক দিয়াও এই দুই গ্রন্থ অভিন্ন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। তবে ইহা অনুমান মাত্র, প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া কোন কথা বলা সম্ভবপর নহে। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত গ্রন্থে আখ্যাপত্র থাকিলে প্রেসের নাম ও ইহা তৃতীয়ভাগ কিনা তাহা জানা যাইত এবং তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যাইত। এই স্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে—লঙ তাঁহার তালিকায় গ্রন্থখানিকে "Vocabulary of Elegant Words" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত মূলক শব্দ ব্যতীত কোন বিজাতীয় শব্দ স্থান পায় নাই। লঙএর পূর্বোক্ত মন্তব্যও সমভাবে এই গ্রন্থের সম্পর্কে প্রযোজ্য।

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থখানি অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। ইহার

আকার—২১ × ১৫ সে. মি। নিম্নে এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। অভব্য—অশিষ্ট। পৃ ১ ২। ইতর—ভিন্ন। অন্য। পৃ ৮
৩। উদ্যম—প্রথম। আরম্ভ। পৃ ৯ ৪। কমট—কচ্ছপ। পৃ ১৪
৫। গদ্গদ্স্বর—অব্যক্ত শব্দ। পৃ ১৫ ৬। চটক—চড়ুই পাখি। পৃ ১৭
৭। তুলনা—সাদৃশ্য। পৃ ২০ ৮। পল্লব—নূতন পত্র। পৃ ২৭
৯। বাগ্দত্ত—বাক্যদ্বারায় দেওয়া। পৃ ৩৫
১০। ক্ষুণ্ণ—মালিন্য যুক্ত। পৃ ৫২

[গ] ১২৬২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কাশীনাথ ভট্টাচার্য সংগৃহীত বঙ্গ-ভাষাভিধান মুদ্রিত হয়। এই অভিধানের প্রতি পৃষ্ঠায় পাশাপাশি দুই কলাম করিয়া শব্দ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। শব্দ সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। ইহাতে দুই প্রকার 'ব'-আদি শব্দ [অন্তস্থ ব, বর্গীয় ব] পৃথক পৃথক বিন্যস্ত হইয়াছে। 'হ'-আদি শব্দের পর 'ক্ষ'-আদি শব্দ স্থান পাইয়াছে। ইহাতে তৎসম শব্দের সংখ্যাই অধিক। তদ্ভব এবং দেশী শব্দও অনেক আছে। কয়েকটি বিদেশী শব্দও উহাতে স্থান পাইয়াছে। নিম্নে এই অভিধানের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। যথা—

১। আণ্ডা, অণ্ড, ডিম্বকোষ। পৃ ৪২ ২। কঙ্গ, মৎস্য বিশেষ। পৃ ৭৩
৩। খিখি, উল্কামুখী, খেকশিয়াল। পৃ ১০৩
৪। ঝাঁপ, তৃণাদি নির্মিত আবরণ। পৃ ১৪৩
৫। থুথনী, চিবুক, ওষ্ঠের অধোভাগ। পৃ ১৬১
৬। নানী, মাতামহী। পৃ ১৮৩
৭। পঁইচা, অলঙ্কার বিশেষ, কঙ্কন। পৃ ১৯৭
৮। ফিকা, পাণ্ডুর, ম্লান। পৃ ২৪১
৯। মস্তানা, মাতাল, লম্পট। পৃ ২৬৫
১০। রোকড়িয়া, বাণিয়া। পৃ ২৯৩

নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। যথা—

'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জীউ। / শ্রীচরণ ভরসা॥ / বঙ্গভাষাভিধান। / যাহাতে / বালকদিগের শিক্ষার্থে অকারাদিবর্ণ ক্রমানুসারে / অর্থের সহিত / বঙ্গভাষার বহু শব্দ দিয়া ও শুদ্ধ করিয়া / শ্রীযুত কাশীনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক / সংগৃহীত হইল /

ইদানীং / শ্রীযুত মহেশচন্দ্র শীল ও শ্রীযুত বিশ্বম্ভর লাহা / এহাদিগের অনুমত্যানুসারে সুধাসিন্ধু নামক যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি উক্ত / দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন॥ / ইতি তারিখ ২৭ জ্যৈষ্ঠ॥ / সন ১২৬২ সাল' / পৃ ২+৩৯৫ আকার ২১×১৪. সে. মি।[১]

[ঘ] তারাচন্দ্র শর্মা সঙ্কলিত—"শব্দার্থ প্রকাশাভিধান"—দিগম্বর ভট্টাচার্য ও শম্ভুচন্দ্র মিত্রের কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত[২]।

১৮৫৬ খ্রীঃ

[ক] ১২৬৩ বঙ্গাব্দে "অমরার্থদীধিতি" নামক একখানি অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহা মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক কোলব্রুকের অমরকোষ অনুসরণে সঙ্কলিত। এই অভিধানখানি অমরকোষের বঙ্গানুবাদ মাত্র।

আলোচ্য অভিধানের ভূমিকায় "অমরার্থদীধিতি" মুদ্রণের পূর্বে মুদ্রিত "শব্দকল্পলতিকা" নামক অমরকোষের বঙ্গানুবাদের উল্লেখ আছে। "শব্দকল্পলতিকা" ও "অমরার্থদীধিতি" অমরকোষের বঙ্গানুবাদ হইলেও এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ "শব্দকল্পলতিকায়" বিভিন্ন শব্দের লিঙ্গনির্দেশ করা হয় নাই। কিন্তু এই অভিধানে তাহা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ "শব্দকল্পলতিকার" পরিশিষ্টে কোলব্রুক-সম্পাদিত অমরকোষের অনুরূপ অমরকোষোক্ত সকল শব্দের অ-কারাদি বর্ণানুক্রমিক সূচী দেওয়া নাই। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এই সূচীটি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ফলে "শব্দের পর্যায় অথবা অর্থ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা সেই শব্দ দেখিয়া তাহার পার্শ্বস্থ সংখ্যা গ্রহণ পূর্বক অমরার্থদীধিতির তাবৎ সংখ্যক পৃষ্ট অবলোকন করিলেই স্বয়ং স্ব ২ জিজ্ঞাসা পরিপূর্ণ করিতে পারিবেন।" এই সূচীপত্রের প্রতিপৃষ্ঠা তিন কলামে ও অভিধান অংশের প্রতি পৃষ্ঠা দুই কলামে বিভক্ত। এই গ্রন্থের মূল্য ১৲ টাকা ছিল। "সর্বার্থপূর্ণচন্দ্র" নামক মাসিক পত্রের নবম সংখ্যার (ফাল্গুন, ১২৬২) মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে এই গ্রন্থের মূল্য ১৲ নির্দেশ

১। এই অভিধান একখণ্ড ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে আছে।

২। প্রবর্তক, প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থপরিচয়, ১৩৪৪ ফাল্গুন পৃ ৫৫৪ দ্র°

করা আছে। "অমরার্থদীধিতির" ভূমিকায় ইহার সম্পাদক অন্যান্য সংস্কৃত অভিধান থাকা সত্ত্বেও অমরকোষের বঙ্গানুবাদ করার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"অমরসিংহকৃত অমরকোষ নামে প্রসিদ্ধ কোষ যদিও সংস্কৃত ভাষার মেদিনী প্রভৃতি সমুদয় কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, তথাপি প্রয়োজনীয় যাবন্ত সংস্কৃত শব্দ লিঙ্গভেদ সহ যথাক্রমে পর্যায়বদ্ধ হইয়া সঙ্কলিত হওয়াতে ঐ কোষই সর্বত্র সমাদরণীয় হইয়া থাকে এবং সংস্কৃত শব্দ ও তদর্থ জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রে আদৌ ঐ অভিধানই অনুসন্ধান করেন এই কারণে উহা অতি প্রসিদ্ধ ও সর্বত্র প্রচলিত।"

"সংস্কৃতানুযায়ি সাধু গৌড়ীয় ভাষার অনুশীলন ও উন্নতি কল্পে যত্নবান ব্যক্তিরাও উক্ত অমরকোষে জ্ঞান জন্মাইবার অভিলাষ করেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবন্ধে ঐ কোষ প্রণীত হইয়াছে ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় পরিজ্ঞান ব্যতীত ঐ অভিলাষ সকলের পক্ষে সুসিদ্ধ হওয়া দুর্ঘট হয়। অতএব ঐ অভিধানের যাবন্ত শব্দের পর্যায় ক্রমে লিঙ্গভেদ প্রদর্শন পূর্বক অর্থ প্রকাশ করিয়া 'অমরার্থদীধিতি', নামে এই অভিধান সংগ্রহ করা গেল।"

নিম্নে এই গ্রন্থের কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। গণদেবতার নাম—আদিত্য, বিশ্ব, বসু, তুষিত, অভাস্বর, অনিল, মহারাজিক, (মহারাজক) সাধ্য, রুদ্র (পুং)। পৃ ১ (১)

২। চিরকালের নাম—চিরায়, চিরবাত্রায়, চিরস্য, (চিরং, চিরেণ, চিরাৎ, চিরে) (অব্যয়)। পৃ ১৮৬ (১)

৩। অল্পের নাম—কিঞ্চিৎ, ঈষৎ, মনাক্, (অব্যয়)। পৃ ১৮৭ (১)

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই—

"অমরার্থদীধিতি। / অর্থাৎ / কবিবর অমরসিংহকৃতাভিধানস্থ শব্দ সকলের / নাম লিঙ্গ প্রকাশিকা। / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ / সাহায্যে / পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক / কর্তৃক / কোলব্রুকাদির সংস্কৃতাভিধান হইতে সংকলিত। / কলিকাতা। / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৩ /" পৃ ৵০+৵০ +১৯০+১২৫। আকার ১৫ × ১১ সে. মি.[১]

১। এই গ্রন্থ প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগার, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর রামদাস সেন সংগ্রহ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

১৮৫৫ খ্রীঃ মুদ্রিত লঙ-এর তালিকায় ১৮৫৬ খ্রীঃ মুদ্রিত এই অভিধানের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে—

"27. Sanskrit Dictionary. Amararth Didithi. P. C. P., in the Press. Will contain about 300 pp., on the plan of Colebrooke's Amar Kosh"—লঙ

[খ] কেরীর নির্দেশে জন ক্লার্ক মার্শম্যান কেরীর অভিধান অবলম্বনে এক সংক্ষিপ্ত বাঙলা-ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮২৭ ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত উক্ত অভিধানের এক সংস্করণ দেখিতে পাইয়াছি। এই সংস্করণের আখ্যাপত্রে ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া নির্দেশ করা আছে। এই উক্তি ভ্রমাত্মক। আমরা ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ ইতঃপূর্বেই করিয়াছি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের পরবর্তী কোনও সংস্করণ হইবে। এই সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণও নহে; কারণ এই সংস্করণে, দ্বিতীয় সংস্করণে নাই এমন কয়েকটা শব্দ আছে। অর্থের দিক্ দিয়াও দ্বিতীয় সংস্করণ ও আলোচ্য সংস্করণে স্থানে স্থানে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। নিম্নে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"A / Dictionary/ Of / The Bengalee Language. /vol. I./ Bengalee and English./Abridged from/ Dr. Carey's Quarto Dictionary. / Second Edition. / Serampore. / Printed at the "Tomohur" Press / Sold at the Press, and also at the Calcutta School Book / Society's Depository and by all the Principal / Book-sellers in Calcutta. / 1856." / পৃ 531. আকার ২৩ × ১৪ সে. মি.[1]

[গ] শব্দাম্বুধির দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা—

"শব্দাম্বুধি। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত। / বহুতর সংস্কৃত শব্দ/ সহকৃত / গৌড়ীয় সাধুভাষান্তর্গত বহুল শব্দের / অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ/ এবং/ অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক / কর্তৃক সংগৃহীত। / অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ। / নৈব

১। এই গ্রন্থের একখণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

শব্দাম্বুধেয়ঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥ / কলিকাতা। / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে সংশোধনানন্তর দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৭৭৮।" / পৃ ৵ + ৬১৫ ; আকার ১৮ × ১২ সে. মি.।[১]

[ঘ] শব্দকল্পলতিকার পঞ্চম সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা—

"শ্রীশ্রীহরিঃ। / শরণং। / শব্দকল্পলতিকা। / ফলতঃ অমরার্থ মুক্তাবলী। / শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকেন বিরচিতা। / শ্রীমুন্সী মেনাজদ্দীনের / আদেশানুসারে / কলিকাতা। / গরানহাটা ষ্ট্রীটে পাঁচু দত্তের গলিতে ৯২নং ভবনে / শ্রীঃসেখ সেরাজ জমাদারের / এঁগ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে / পঞ্চমবার মুদ্রিত হইল। / ১২৬৩ সাল ২ আষাঢ়। /" পৃ ।৵০ + ২৫৬ + ? ; আকার ১৭ × ১০ সে. মি.।

[ঙ] মেণ্ডিস সঙ্কলিত অভিধানের তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা—

'A Companion / To / Johnson's Dictionary, / Bengali and English. / Peculiarly Calculated / For the use of European and Native Students. / The third, improved Edition. / To which is appended / The Bengali Alphabet, etc. / By John Mendies, / Late of Serampore. / Conceal if you come to an error, cast not reproach, / For no mortal can be free from fault. / Hafez. / Calcutta. / Printed for the compiler, / By J. Thomas, at the Baptist Mission Press, 21, Lower Circular Road : / And sold / At the Baptist Mission Press ; at the Calcutta School Book Society's Depository ; also / By Messers, Thacker Spink and Co., St. Andrew's Library ; R. C. Lapage and Co., / British Library ; P. S. D' Rozario and Co., Tank square and / G. C. Hag and Co., 27, Cossitollah, Calcutta. / MDCCCLVI' / (1856) পৃ viii + 406.[২]

১। শব্দাম্বুধির দ্বিতীয় সংস্করণের একখণ্ড ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে। উক্ত লাইব্রেরীর তালিকায় গ্রন্থমুদ্রণকাল ১৮৫৫ খ্রীঃ নির্দেশ করা হইয়াছে। ১৭৭৮ শক = ১৮৫৬।৫৭ খ্রীঃ। একখণ্ড শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল রায়ের সংগ্রহে এবং ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর রামদাস সেনের সংগ্রহে আছে।

২। এইখণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

[চ] নূতন অভিধানের ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্র নিম্নে দেওয়া হইল।—

"নূতন অভিধান / জগন্নারায়ণ শর্মকৃত / বিদ্যার্থি ও জ্ঞানার্থি জনগণের ব্যবহারার্থ / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ / সাহায্যে / পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক / কর্তৃক / বহুতর শব্দ সংযোগ এবং সংশোধন পূর্বক / পুনর্ণবীকৃত। / কলিকাতা / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রিত / শকাব্দাঃ ১৭৭৮ /" পৃ ৩৫৬, আকার রয়েল ১৬ পেজী।

১৮৫৭ খ্রীঃ

অভিধান। যাহাতে বালকদিগের শিক্ষার্থে···অর্থের সহিত বঙ্গভাষার বহু শব্দ সংগৃহীত হইল। [Abhidhāna.] Bengali Dictionary, for the use of Schools. pp. 228. Calcutta, 1857. 12[১]

১৮৫৮ খ্রীঃ

[ক] জে. সাইক্স সম্পাদিত ইংরাজী ও বাঙলা অভিধানের তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র—

"English and Bengali / Dictionary, / For the use of Schools./ By J. Sykes. / ইংরাজী ও বাঙ্গালা অভিধান।/ C. S. B. S. /Calcutta:/ Printed at the Calcutta School-Book Society's Press, and sold at / Their Depository, Circular Road. / 1858./" পৃ 256, আকার ১৮ × ১২ সে. মি.

[খ] মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সম্পাদিত "শব্দাম্বুধির" তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা—

"শব্দাম্বুধি। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত / বহুতর সংস্কৃত শব্দ / সহকৃত / গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের / অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ / এবং / অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক / কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ। / নৈব শব্দাম্বুধেয়ঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥/

১। এইখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

কলিকাতা। / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে সংশোধনানন্তর তৃতীয়বার মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৭৮০।"/ পৃ ৵০+৬১৫ ; আকার ১৮×১১ সে. মি.

[গ] Vasāka. Govindagopāla :—An English and Bengali Vocabulary, New ed, Serampore, 1858, pp, 157.

১৮৬০ খ্রীঃ

জে. রবিনসন সম্পাদিত A Dictionary of Law and other terms-এর দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র এই—

"Dictionary / of / Law and other terms. / commonly employed / in the Court of Bengal ; / including many / commercial words and idiomatic Phrases, / in English and Bengalee. / By / John Robinson. / Bengalee Translator to Government. / Calcutta Thacker, Spink and Co., St. Anderw's Library./1860 /" পৃ iv. + 296 আকার ২০ × ১২ সে.মি.[১]

১৮৬১ খ্রীঃ

[ক] ১৮৬১ খ্রীঃ নবকুমার নাথ একখানি সংক্ষিপ্ত ইংরাজী-বাঙলা অভিধান সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থে ৪৷৫ পংক্তির এক ভূমিকা আছে। আলোচ্য অভিধানে শুধু "Common but hidden" শব্দ সমূহই সঙ্কলিত হইয়াছে। আমি যে গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহা প্রথম ৮ পৃষ্ঠার পরে ছিন্ন।[২] ৮ম পৃষ্ঠার শেষ শব্দ Gymnastics গ্রন্থখানিতে অনধিক ৪০ পৃষ্ঠা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই অভিধানের শব্দ সমূহ ইংরাজী বর্ণমালানুসারে সজ্জিত। প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের একাধিক বাঙলা প্রতিশব্দ নির্দেশ করিয়া মূল ইংরাজী শব্দের ইংরাজীতে ব্যাখ্যা অথবা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র, ভূমিকা ও দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম পৃষ্ঠার পর পর কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

"A / Vocabulary / English and Bengalee / with their / English meanings,/ for the use of students /By Nobocoomar

১। এই সংস্করণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনী গ্রন্থাগার ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার মহাশয়ের সংগ্রহে আছে।

২। এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে।

Nauth. / Serampore : / Printed at the Tomohur Press. / 1861. / Price Six Annas, মূল্য ।৶৹ ছয় আনা মাত্র।" পৃ 4+8 আকার ২১× ১৩ সে. মি.

PREFACE :—The want of a vocabulary of common but hidden words, has led me to compile a book of the kind, I will think myself higly rewarded, if it meets with the approbation of the readers.

Jessore, N. C. NAUTH.
July, 1861

১। Algebra, বীজগণিত, অব্যক্তগণিত, Literal Arithmetic.
২। Aerial, গগনচর, খেচর, Belonging to the air.
৩। Acid-plant, করমচা, An acid fruit.
৪। Arum, কচ্বী, কচু, A root.
৫। All-spice, কাবাবচিনি, শীতলচিনি, cubeb.
৬। Amaranthus, কাঁটানটিয়া, The name of a plant.
৭। Awn, কন্টকীকীট, সুয়াপোকা, caterpillar.
৮। Awning, চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, বিতান, সামিয়ানা, Canopy.
৯। Artillery, তোপখানা, Battery, a raised work on which cannons are mounted.
১০। Artillery-company, গোলন্দাজ, Artillery-troops.

[খ] ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার "শব্দার্থ প্রকাশিকা" সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থ সঙ্কলন কার্যে তিনি কেদারনাথ ভট্টাচার্য ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সবিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের আখ্যাপত্রে ইঁহাদের উল্লেখ আছে।

শব্দার্থ প্রকাশিকার প্রথম সংস্করণ ১৭৮৩ শকে (১৮৬১-৬২ খ্রীঃ) ও তৃতীয় সংস্করণ ১৭৮৭ শকে (১৮৬৫-৬৬ খ্রীঃ) মুদ্রিত হয়। অধ্যাপক স্বর্গত প্রিয়রঞ্জন সেন এম. এ., কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "Western Influence in Bengali Literature" গ্রন্থের ২৯২ পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গতঃ এই গ্রন্থের নিম্নোক্ত রূপ উল্লেখ আছে—"Shabdārtha Prakāshikā (1863) by Keshab

Chandra Ray Karmakar." ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই সংস্করণ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সংস্করণই হইবে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্যারিসের বিশ্ব-প্রদর্শনীতে (Universal Exhibition) যে সকল গ্রন্থাদি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের এক তালিকা পাদরী লঙ সঙ্কলন করেন। এই তালিকা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। উক্ত তালিকায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ২৮৯ খানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখ আছে—"257, Shabdartha Prokashika—A Bengali Dictionary with the Sanskrit roots of each word by Pandit Kedarnath Bhattacharjea and Jadunath Chatterjea, 3rd Edition, page 633, 3 Rupees"—লঙএর এই মন্তব্য ভ্রমাত্মক। কেদারনাথ ভট্টাচার্য ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার নহেন। কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার উপরোক্ত দুইজনের সহায়তায় আলোচ্যগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। লঙ সম্ভবতঃ গ্রন্থের আখ্যাপত্রের প্রথম কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া এই নামবিভ্রাট করিয়া থাকিবেন। তৃতীয় সংস্করণের মুদ্রণ তারিখ ১২৭২ বঙ্গাব্দ; ১২৭২ বঙ্গাব্দ ইংরাজী ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হয়। আলোচ্য অভিধানে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার শব্দ সংখ্যা ৪০ হাজারের অধিক। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যার আভাস দিতে গিয়া ইহার শব্দ-সংখ্যা শব্দাম্বুধির শব্দ-সংখ্যা অপেক্ষা চারি সহস্র অধিক নির্দেশ করিয়াছেন। এই অভিধানের প্রায় সকল তদ্‌ভব ও তৎসম শব্দের বুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য অভিধান সঙ্কলনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া সঙ্কলয়িতা বলিয়াছেন—"যদিও অভিধানের অপ্রতুল নাই, শব্দাম্বুধি, শব্দকল্পদ্রুম, উইলসন সাহেবের সংস্কৃত অভিধান এবং কেরী সাহেব-কৃত বাঙ্গালা, ইংরাজী অভিধান, ও অন্যান্য অনেক অভিধান বিদ্যমান আছে তথাচ শব্দাম্বুধি ভিন্ন অন্যান্য অভিধান সকল ভিন্ন ভাষায় ভাষিত প্রযুক্ত শুদ্ধ বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে অকর্মণ্য। বিশেষতঃ বঙ্গভাষা সংস্কৃত মূলক হেতু এতদ্‌ভাষার প্রত্যেক শব্দের মূল সংস্কৃত ধাতু হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার উত্তমরূপ পরিজ্ঞানার্থ যে শব্দ যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু শব্দাম্বুধি প্রভৃতি শুদ্ধ বঙ্গীয় অভিধানে তাদৃশ নিয়মে ধাতু সকল বিবৃত না থাকায় অনেকানেক সাধুভাষাধ্যায়ি

সাধুগণের শব্দার্থ সাধন বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি জন্মে না। এই হেতু সকল শব্দের ধাতু এবং অর্থ সহিত 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' নামে এই এক অভিনব অভিধান সংগৃহীত হইল।" ইহাতে বহুপ্রচলিত কয়েকটি ফার্সী ও আরবী শব্দ এবং অল্পসংখ্যক পোর্তুগীজ ও ইংরাজী শব্দ স্থান পাইয়াছে। ফার্সী, আরবী, পোর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার শব্দ গ্রন্থকার যাবনিক শব্দ (সংক্ষেপে 'যাং') বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইংরাজী শব্দের পাশে 'ইং' লিখিত আছে। নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

আখ্যাপত্র :—"শব্দার্থ প্রকাশিকা। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর শব্দের / ধাতু সম্বলিত / অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে / শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার কর্তৃক সংগৃহীত / হইয়া / শ্রীযুত বিশ্বম্ভর লাহার অনুমত্যনুসারে / শ্রীরামপুর / চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দাঃ ১৭৮৩ সন ১২৬৮ / এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতার চিৎপুর / রোড্ ৯৭।২ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। / মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র।" / পৃ ২+৫৮২; আকার ২৪×১৪ সে. মি.[১]

কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থের দৃষ্টান্ত :—

১। অভিহিত, (অভি-ধা) উক্ত, কথিত, ব্যক্ত। পৃ ৩২(২)

২। উপস্থাতা, (উপ-ষ্ঠা) ভৃত্য, সেবক। পৃ ৭৯(২)

৩। ছেঁচোড়, (ছ-চোর) ছিচকাচোর, বেহায়া, নির্লজ্জ। পৃ ১৭৯(১)

৪। জবর, (যাং) পরাক্রান্ত, বলবান, শক্ত। পৃ ১৮২(১)

৫। তমা, (তম) রাত্রি, রজনী, তমালবৃক্ষ। পৃ ২০৩(১)

৬। থাসন, (থাস) ছানন, ঠাসন, মর্দন। পৃ ২১৭(২)

৭। দেশ, (দিশ) পৃথিবীর খণ্ড, চাকলা, স্থান বিশেষ, স্থল। পৃ ২৩৩(২)

৮। নগদ, (যাং) প্রস্তুত, মূল্য দিয়া ক্রয় করা। পৃ ২৪৭(১)

৯। পনীর, (যাং) সলবণ ছানা, খাদ্যদ্রব্য বিশেষ। পৃ ২৭৭(১)

১। এই অভিধান প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, কুচবিহার জেন্কিন্স্ স্কুল, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গ্রন্থাগারে আছে।

১০। বাকী, বাগিচা, বেইমান [ফা]

১১। চাবী, কামিজ (পোর্তু) ১২। আপিল (ইং)

[গ] ১২৬৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সঙ্কলিত "শব্দসার অভিধান" মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের উল্লেখ বাঙলা গবর্ণমেণ্টের নথিপত্রের ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে আছে। ইহার একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মেও রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থখানি মূলতঃ ডাক্তার উইলসন সাহেবের সংস্কৃত অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে, ইহার অংশ বিশেষ নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু মহাশয় কতৃক সংশোধিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যা প্রায় ১৩,০০০। শব্দ-সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। গ্রন্থখানি উইলসনের সংস্কৃতাভিধানের অনুকরণে সঙ্কলিত বলিয়া ইহাতে অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব যুক্ত শব্দাবলী পৃথক্ পৃথক্ বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোন বিদেশী শব্দ স্থান পায় নাই। গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা তাঁহার এই গ্রন্থ-সঙ্কলনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যাঁহারা ছাত্রবর্গের সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার শিক্ষাবিধানে ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদিগের এবং ছাত্রদিগের পক্ষে অনায়াসে শব্দের লিঙ বিনির্ণয়-পূর্বক অর্থ-প্রতীতি-সাধন একখানি অভিধান-গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে; কত দিনে কোন্ মহাত্মা যে এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবেন এ আশায় আর কালবিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া আমি এই চাপল্য প্রকাশ করিলাম।"

গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য ও টীকাদি হইতে সংগৃহীত বহু শব্দ, যাহা উইলসনের অভিধানে নাই, তাহা এই অভিধানে স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য অভিধানের প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ইহা কোন্ লিঙ্গ, কোন্ বচন তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে। একার্থ-প্রতিপাদক শব্দ-সমূহের মধ্যে [,] কমা চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে; আর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-প্রতিপাদক শব্দের অথবা বাক্যের মধ্যে [।] পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কদাচিৎ আবশ্যকবোধে এই ক্রমের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। সোমপ্রকাশের ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুন তারিখের সংখ্যায় এই অভিধানের এক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নিম্নে এই সমালোচনা উদ্ধৃত হইল।

সোমপ্রকাশ বাং ১২৬৮।৪ আষাঢ়, ইং ১৮৬১।১৭ জুন

শব্দসার

"কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শব্দসার নামে এক বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করেন এই গ্রন্থ তাঁহাদিগেরই যে কেবল উপকারকারী হইবে এরূপ নহে সংস্কৃত ব্যবসায়ীরাও এতদ্দ্বারা বহুধা উপকৃত হইবেন। দিন দিন বাঙ্গালা ভাষার সমধিক অনুশীলন হইতেছে, এতাদৃশ সময়ে এবম্বিধ অভিধান প্রণয়ণের আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করা বাহুল্য। এই অভিধানের মূল্য ১॥০ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। শব্দসার সঙ্কলয়িতা যে রীতিতে উল্লিখিত গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার কৃত বিজ্ঞাপনের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামান্য স্বর্গীয় ডাক্তার উইলসন সাহেব, বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে যে সংস্কৃত ভাষায় অভিধান গ্রন্থ সংগৃহীত ও ইংরাজী ভাষায় অর্থ সমেত দুইবার মুদ্রিত করেন, তাহার প্রথম বারের পুস্তকে অর্থ সমুদায় সপ্রমাণ সঙ্কলিত হইয়াছে সেই পুস্তক দৃষ্টে আমি এই শব্দসার অভিধানের আদর্শটি প্রথম প্রস্তুত করি। পরে, অবকাশ মতে যত পারিয়াছি কতকগুলি সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া, তাহার ব্যাখ্যান কারক মহাশয়দিগের ব্যাখ্যাত অর্থগুলির আবশ্যক রূপ সঙ্কলন করিয়া ইহাতে বিন্যস্ত করিয়াছি। কিন্তু, যাবতীয় অথবা বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠ করণান্তর তদর্থবিশেষের সঙ্কলন পূর্বক ইহা প্রচার করাই উচিত ছিল, তাহা মানসও করিয়াছিলাম, কিন্তু সে মানস একেবারে সফল হইয়া উঠিল না; সুতরাং ইহাতে কদাচিৎ কোন আবশ্যক শব্দের ও অর্থের অভাব থাকিবার সম্ভাবনা রহিল; আমার মনোমধ্যে এই একটি বিলক্ষণ ক্ষোভ রহিয়াছে।

সংস্কৃত-সমুদ্রের মধ্যে যে সকল শব্দ শব্দশাস্ত্রে নিতান্ত প্রচলিত বোধ হইয়াছে, তাহাই এই কোষে সন্নিবেশিত করিয়াছি; এবং কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে কোন্ লিঙ্গে প্রয়োগ হয়, তৎ-সূচনার্থে প্রতি শব্দের অন্তে (পু), (স্ত্রী), (ক্লী), (ত্রি), (ব্য) এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিন্যাস করিয়াছি; আর সদা দ্বিবচনান্ত কিম্বা বহুবচনান্ত শব্দগুলি (দ্বি), (বহু) ইত্যাকার শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। কেবল সংক্ষেপ মানসে এইমাত্র ত্রুটি স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যে সকল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরতা উপস্থিত হয়, ইহাতে তাহার বিশেষ বিশেষ রূপ বিন্যাস করা প্রায় হয় নাই, কিন্তু কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ জ্ঞান থাকিলে তাহা প্রায় সকলেরই সুজ্ঞেয় হইতে পারিবে এই অনুমানে তাহা

অবজ্ঞাত হইয়াছে। এবং লিঙ্গ জ্ঞান ও অর্থ প্রতীতি হইলে অনায়াসে শক্তিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা, এই বিবেচনায়, বিশেষ্য বিশেষণের বিভেদ সূচক কোন চিহ্ন বিন্যস্ত হয় নাই আর কোন কোন স্থলে এককালে উভয় লিঙ্গের চিহ্ন বিন্যাস পূর্বক উভয় অর্থ লিখিত তাদৃশ স্থলে দর্শকগণ ক্রম প্রণালী অবলম্বন পূর্বক লিঙ্গ ও অর্থের সমন্বয় করিয়া লইবেন।" [পৃ ৩৬৬]

নিম্নে এই গ্রন্থের কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। অধ্যূঢ় (ত্রি) অতিশয়। বৃদ্ধিশীল। পৃ ৮ (১)
২। উদধি (পু) জলধি, সমুদ্র। পৃ ৪১ (২)
৩। কাচ (পু) বালি ও এক প্রকার ক্ষারদ্বারা উৎপন্ন বস্তু বিং। পরকলা। পৃ ৫৭ (২)
৪। গুম্ফিত (ত্রি) গ্রথিত, নিবদ্ধ, গাঁথা। পৃ ৭৩ (২)
৫। চক্কা (স্ত্রী) নলনির্মিত আস্তরণ, চাঁচ। পৃ ৭৭ (২)
৬। ছায়া (স্ত্রী) রৌদ্রাভাব। অন্ধকার। প্রতিবিম্ব। কান্তি, দীপ্তি, প্রভা। আলোক। সূর্যের পত্নী। পৃ ৮১ (২)
৭। তৈষ (পু) পৌষমাস। পৃ ৯১ (২)
৮। নক্র (পু) কুম্ভীর। পৃ ১০৩ (২)
৯। পাশক (পু) পাশা, অক্ষ। পৃ ১২১ (২)
১০। ব্রহ্মযজ্ঞ (পু) বেদাধ্যয়ন। পৃ ১৩৯ (২)

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই—

"Dictionary/of/Sanscrit and Bengaly Language./শব্দসার/অভিধান।/প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও বাঙ্গলা ভাষায় তাহার অর্থ/এবং লিঙ্গ বিনির্ণয় সমেত।/শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম সঙ্কলিত।/কলিকাতা।/মির্জাপুর, অপর সরকিউলর রোড নং ৫৯।/বিদ্যারত্ন যন্ত্র।/১২৬৮ শাল। বৈশাখ।/ মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।/" পৃ ৵০ + ২ + ২২৮। আকার ২০ × ১২ সে. মি.[১]

[ঘ] Saṅkhyā Sāra, List of words employed in expressing dates, arranged in numerical groups. By Vipinamohana Sena Gupta. pp. 2, 64. 12 mo. Cal. 1861.[২]

১ গ্রন্থের ভূমিকার তারিখ শকাব্দা: ১৭৮২।২৯এ বৈশাখ। এই গ্রন্থের এক খণ্ড কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে আছে।

২ এই খণ্ড ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে আছে।

১৮৬৩ খ্রীঃ

[১৯২০ সংবৎ]

[ক] ১৯২০ সংবৎ মথুরানাথ তর্করত্ন সংগৃহীত "শব্দসন্দর্ভ সিন্ধু" অভিধান প্রকাশিত হয়। এই অভিধান দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে শুধু স্বরবর্ণ-আদি শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। শব্দ সংখ্যা আনুমানিক নয় হাজার। আমি শুধু প্রথম খণ্ড দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।[১] আলোচ্য অভিধানের প্রথমখণ্ডে সর্বাগ্রে "অনুক্রমণিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। এই অনুক্রমণিকায় যে উদ্দেশ্যে এই অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কারণ নির্দেশ করা আছে। লেখকের মতে "ইংরাজী ভাষায় যদ্রূপ শব্দের মূল ধাতু, ধাতুর অর্থ প্রত্যয়, শব্দার্থ, এবং বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রকাশক অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় তদ্রূপ একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান প্রায় অবলোকিত হয় না। বাঙ্গালা ভাষায়, তদ্রূপ একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান ব্যতিরেকে নবীন বুদ্ধিশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে যাবতীয় শব্দার্থজ্ঞান হওয়া অসুগম হয়।" অতএব তিনি [আলোচ্য অভিধান সঙ্কলয়িতা] "অনেক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অভিধান হইতে বহুল শব্দ সমাকর্ষণ-পূর্বক অভিধানের যাবতীয় শব্দ প্রণয়ন করিয়া 'শব্দ সন্দর্ভ সিন্ধু' নামক এই সুবিস্তীর্ণ অভিধান প্রস্তুত" করিয়াছেন। এই 'অনুক্রমণিকা' পাঠে আরও জানা যায় যে ইহার—"প্রতি ফরমা মুদ্রিত সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহোদয় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক সংশোধন করিয়া"[২] দিয়াছিলেন। এই অভিধানের প্রধান

১। প্রথম খণ্ডের অনুক্রমণিকার তারিখ "শকাব্দ ১৭৮৪।:২ই আশ্বিন"—অর্থাৎ ১৮৬২ খ্রীঃ; কিন্তু আখ্যাপত্রের তারিখ সংবৎ ১৯২০ অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রীঃ। বৃটিশ মিউজিয়মে ১ম খণ্ড আছে, বৃটিশ মিউজিয়মের মুদ্রিত তালিকায় মুদ্রণকাল শকাব্দ ১৭৮৪, ১৮৬২ খ্রীঃ নির্দেশ করিয়া—"No other parts appear to have been published"—মন্তব্য করা হইয়াছে। উক্ত অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ড ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে আছে। উক্ত তালিকায় "Sabdasandarbha Sindhu. By Mathuranath Tarkaratna. Vol. II. pp. 317-528. 4 to-Calcutta. 1862" —মুদ্রিত আছে। প্রথম খণ্ডের অনুরূপ দ্বিতীয় খণ্ডও ১৮৬২ খ্রীঃ মুদ্রিত অনুমান হয়।

২। নিম্নে 'অনুক্রমণিকা' উদ্ধৃত হইল—

অনুক্রমণিকা। একখানি অভিধান সঙ্কলন করা সকলের পক্ষে নিতান্ত সুসাধ্য হয় না। নানা শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বার্থবেত্তা ব্যতিরেকে ঈদৃশ দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিলে উপহাসাস্পদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু অধুনা বাঙ্গলা ভাষার অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় সংস্কৃত হইতে আহৃত বিবিধ শব্দের ব্যবহার ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে।

বৈশিষ্ট্য এই যে বহু শব্দের ধাতু, ধাতুর অর্থ, প্রত্যয়, শব্দার্থ প্রভৃতি নির্দেশ করিয়া সাহিত্যে এই সকল শব্দের যেরূপ প্রয়োগ আছে তাহারও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত সকল বাঙলা অভিধানের মধ্যে একমাত্র আলোচ্য অভিধান ব্যতীত অন্যত্র কোথাও এই রীতি অনুসৃত হয় নাই। জি. সি. হটনের অভিধানের কয়েক স্থলে, বিভিন্ন শব্দ, ইতঃপূর্বে মুদ্রিত যে সকল অভিধানে আছে, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও সাহিত্যে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত নাই।

সাধুভাষার মূল যে সংস্কৃত ভাষা তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে যে তাহা অনায়াসবোধগম্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন প্রকার উৎকৃষ্ট অভিধানের আশ্রয় ভিন্ন তাহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন। ফলতঃ তজ্জন্যই সর্বদেশে অসংখ্য শব্দ প্রকাশক নানা প্রকার অভিধান প্রচলিত আছে। এতদ্দেশেও তত্রত্য ভাষার শব্দার্থপ্রকাশক অভিধানের অল্পতা নাই। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় যদ্রূপ শব্দের মূলধাতু, ধাতুর অর্থ, প্রত্যয়, শব্দার্থ এবং বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রকাশক অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় তদ্রূপ একখানি অভিধান প্রায় অবলোকিত হয় না। বাঙ্গালা ভাষায়, তদ্রূপ একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান ব্যতিরেকে নবীন বুদ্ধিশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে যাবতীয় শব্দার্থ-জ্ঞান হওয়া অসুগম হয়। অতএব আমি অনেক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অভিধান হইতে বহুল শব্দ সমাকর্ষণ পূর্বক অভিধানের যাবতীয় শব্দ প্রণয়ন করিয়া "শব্দ সন্দর্ভসিন্ধু" নামক এই সুবিস্তীর্ণ অভিধান প্রস্তুত করিলাম।

এই বৃহৎ অভিনব অভিধান সঙ্কলন সময়ে প্রায় যাবতীয় নানার্থশব্দের যে যে প্রসিদ্ধ অর্থ, তাবন্মাত্রই সংস্থাপিত হইয়াছে। পুস্তক সঙ্কলন কালে আমি এবং কএকজন নানাশাস্ত্রজ্ঞ পারদর্শী পণ্ডিত সমবেত হইয়া পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। পরিশেষে প্রতি ফর্মা মুদ্রিত সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহোদয় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক সংশোধন করিয়া অনুমতি প্রদান করিলে মুদ্রিত হইয়াছে।

অধুনা পাঠক ও পরীক্ষক মহোদয়দিগের সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি বিনয় পূর্বক নিবেদন করিতেছি যে এই শব্দ সন্দর্ভসিন্ধু গ্রন্থের যে কোন অংশে যে কোন দোষ সন্দর্শন করিবেন, অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সময়ানুসারে তদ্বিবরণ আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে দ্বিতীয়বার মুদ্রাকালে তৎসমস্ত দোষ বা ত্রুটি সংশোধন করিলে অবশ্যই নির্দোষ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বাস্তবিক সেই আশয়ে এবং ভাবী উপকার হইবার প্রত্যাশায় উৎসাহ পূর্বক সমধিক আয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি কিছুই বলিতে পারি না এক্ষণে সাধারণে অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্বক ইহা গ্রহণ করিলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

শ্রীমথুরানাথ শর্মা

পৃ ১-২

কলিকাতা, জেনেরল এসেমব্লিস্ ইনষ্টিটিউসন্

শকাব্দা ১৭৮৪।১২ই আশ্বিন।

আলোচ্য অভিধানে 'অনুক্রমণিকার' পরে 'পরিভাষা' মুদ্রিত হইয়াছে। 'পরিভাষার' পরে 'প্রত্যয়প্রকরণ' স্থান পাইয়াছে। এই প্রত্যয় প্রকরণে অনট, অশ, তৃন, ণক, নিন্, ঘঞ, ক্তি, অন, যণ, ক্ত, তব্য, অনীয়, য, ক্যপ, ঘ্যন, শতৃ, শান, ঙ, সন, ক্লিপ ও তদ্ধিত প্রত্যয়যুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে [পৃ ১-৮]। পরিভাষা, প্রত্যয়প্রকরণ ও অভিধান-অংশ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। নিম্নে "পরিভাষা" উদ্ধৃত হইল।

পরিভাষা

"এই শব্দসন্দর্ভসিন্ধু নামক সুবিস্তীর্ণ অভিনব অভিধান সংগৃহীত হইল। ইহাতে যাবতীয় বাঙ্গালা অভিধান অপেক্ষা বিস্তর অধিক সংস্কৃত, সংস্কৃতানুযায়ি, এবং দেশী শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথম মূলশব্দের লিঙ্গ, তৎপরে তাহা বিশেষ্য অথবা বিশেষণ, তৎপরে তাহার মূলধাতু, তৎপরে ধাত্বর্থ, তৎপরে প্রত্যয়, তৎপরে মূল শব্দের যাবতীয় প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল কিয়দংশ রূঢ়শব্দের ধাতু প্রকাশ করা হইল না, কারণ সকল রূঢ় বা দেশী শব্দ ব্যুৎপত্তি করিয়া অর্থ বোধ হয় না। সুতরাং তাহার ধাতু নিরূপণ করা নিতান্তই সুকঠিন। এবং যে শব্দের মূল ধাতু প্রচলিত নাই কেবল নামের পর তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া পদ সিদ্ধ হয় তাহারও প্রথম নাম, পরে তাহার অর্থ, তৎপরে প্রত্যয় লিখিয়া প্রকৃত শব্দের অর্থ লিখা হইয়াছে। যে সকল দুরূহ শব্দ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে অনেকেরই প্রামাণ্য প্রদর্শন জন্য সেই সমস্ত শব্দ যে যে পুস্তকের যে যে স্থানে লিখিত হইয়াছে, তাহার কএক পংক্তি শুদ্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। মূল শব্দের পর (,) কমা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। লিঙ্গ এবং বিশেষ্য বিশেষণের পর (.) ফুলষ্টপ চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে কোন্ লিঙ্গে প্রয়োগ হয়, তৎসূচনার্থ পুংলিঙ্গ স্থলে পু° স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে স্ত্রী° ক্লীবলিঙ্গ স্থলে ক্লী° এবং পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই ত্রিলিঙ্গ স্থলে ত্রি° ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশেষ্য[১] জ্ঞাপনার্থ বি. এবং বিশেষণ[২] সূচনার্থ বিণ, এই সাঙ্কেতিক শব্দ লিখিয়াছি। শব্দের মূল ধাতু,

---

১। যাহা দ্বারা কেবল কোন বস্তু বা ব্যক্তি বোধ হয় তাহাকে বিশেষ্য বলে। যথা. মনুষ্য, পশু. পক্ষী. পুস্তক কলম, নৌকা, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি।

২। গুণবাচক শব্দ মাত্রকেই বিশেষণ কহে। যথা উত্তম, নূতন, ছিন্ন, শ্বেত ইত্যাদি।

ধাত্বর্থ, এবং প্রত্যয়ের উভয় পার্শ্বে ( ) এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ অর্থাৎ নাম, তাহার অর্থ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের উভয় পার্শ্বে [ ] এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। অব্যয় শব্দ বোধার্থ (বা) ও সর্বনাম স্থলে (স) লিখিয়াছি। ক্রিয়া সূচনার্থ (ক্রি) এবং ক্রিয়ার বিশেষণ বিদিতার্থ (ক্রি বিণ) ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সমস্ত বিশেষ্য শব্দ, বিশেষণ হইলে অর্থান্তর বুঝাইবেক, অথবা যে সকল বিশেষণ শব্দ বিশেষ্য হইলে অন্য অর্থ হইবেক, তৎ সূচনার্থ (বি) এবং (বিণ) এতদ্রূপ সাঙ্কেতিক শব্দ দিয়া পরে তদনুসারে শব্দার্থ লিখিতে ক্রটি করি নাই। শব্দার্থ মধ্যে যে সমস্ত যাবনিক শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার পূর্বেই (যাং) এই শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সমস্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া বিন্যাস পূর্বক যাবতীয় বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সংস্কৃতানুযায়িক লিঙ্গ, বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, অব্যয়, সর্বনাম, ধাতু, ধাত্বর্থ, প্রত্যয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নিয়মানুসারে নির্দেশ করিয়া এই অভিনব পুস্তক সংগ্রহ করিলাম।"

আলোচ্য অভিধানের শব্দ ও তাহার অর্থের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। অকথা, স্ত্রী. বি. (অ-কথ, বাক্য, ঙ) অপভাষা ; অকথা ; কুকথা ; মন্দকথা। পৃ ১০ [২]

২। অকল, ক্লী. বি. (যাবনিক শব্দ) বুদ্ধি ; জ্ঞান। ১১ [২]

৩। অগো, (ব্য) প্রধান ব্যক্তির সম্বোধন। যথা—

হিয়া থর থর কাঁপিছে ডরে। ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে ॥
কাঁদি কহে অগো রাজকুমারী। ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥
চিকণ গাথনে বাড়িল বেলা। তোমার কাযে কি আমার হেলা ॥ ইতি
ভারতচন্দ্র।

সম্বোধনার্থ অব্যয় শব্দ। পৃ ১৮ [১]

৪। অঙ্গগ্রহ, পু. বি. (অঙ্গগ্রহ, গ্রহণ, অল) আকর্ষণী, গাত্রবেদনা ; গাত্রকামড়ান ; ইতি বৈদ্যশাস্ত্র। পৃ ২৯ [২]

৫। অঙ্গণ, ক্লী. বি. (অগ. স্থানবিশেষ, অনট্) অঙ্গণ ; চত্বর ; ইতি অমরকোষ টীকা। উঠান ; যথা—নন্দের নন্দন ব্রজপুর মধ্যে যখন যাহার বাটী প্রবিষ্ট হইতেন, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেই

ব্রজাঙ্গনারা মদনমোহনের রূপলাবণ্য দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ধন, প্রাণ,মন, সকলি সমর্পণ করিত। ইতি রসমাধুরি। রাজবাটী; কাছারি; বিচারালয়; ধর্মাধিকরণ। পৃ ৩০ [১]।

৬। অঙ্গদ, ক্লী. বি. (অঙ্গ দা, দান, ড) কেয়ুর; তাড়; বাজু; বাহুভূষণ; ইতি অমরকোষ। যথা—ঐ সময়ে পুরোহিত, রোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত এবং দুঃখ মূর্চ্ছা নিবারক অঙ্গদ ও ঔষধ সমুদায় লইয়া সংগ্রামেচ্ছু জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ইতি— মহাভারত, সভাপর্ব ৩৪ পৃষ্ঠা। পৃ ৩০ [১]

৭। অঙ্গন, ক্লী. বি. (অগ, স্থানবিশেষ , অনট) অঙ্গনভূমি; অঙ্গিনা; উঠান; ইতি—অমরকোষ। অঙ্গণ, প্রাঙ্গণ; যান; গমন; ইতি মেদিনী। স্থান বিশেষ; যথা—রাখালরাজ গোচারণার্থে যাত্রা করিয়া ঘন ঘন বংশী নিনাদ করিতে করিতে ক্রমশঃ গোষ্ঠের সমীপবর্তী হইলেন, এদিকে ব্রজাঙ্গনারা রাধা সমভিব্যাহারে নিকুঞ্জাঙ্গনে দণ্ডায়মান থাকিয়া হৃদয় বল্লভের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মুরলি ধ্বনি আগমন পূর্বক হৃদয় কন্দর ভেদ করাতে ক্রীড়োৎসাহ কালব্যাজে অসমর্থ হইয়া পড়িল। ইতি রাধাকৃষ্ণ বিলাস। পৃ ৩০ [১-২]

৮। আড়বাড়, ক্রি. বিন. (আড়-বাড়, স্থান, অল) সর্বত্র; সকল স্থান; সমস্ত স্থান; ইতি শব্দ রত্নাবলী। পৃ ২২৬ [১]

৯। আতস, ক্লী. বি. (যাং) অগ্নি; উত্তাপ; বাজীবিশেষ, যথা— নিঃশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায়। ইতি ভারতচন্দ্র ২৮৪ পৃষ্ঠা। পৃ ২২৭ [২]

১০। ওড়না, ত্রি. বিণ. (হিন্দী) উত্তরীয় বসন; উড়ানী, যথা—উড়িছে ওড়না বাস ইতি কর্মদেবী ২৫ পৃষ্ঠা। পৃ ৩১৩ [১]

এই অভিধানের আখ্যাপত্র যথা—

"শব্দ সন্দর্ভ সিন্ধু। / অর্থাৎ।/বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত শব্দ সহকৃত সাধু ভাষান্তর্গত বহুল / প্রচলিত শব্দের লিঙ্গ, ধাতু, ধাত্বর্থ, প্রত্যয় প্রভৃতি সম্বলিত বিবিধ / শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীমথুরা নাথ তর্করত্ন কর্তৃক সংগৃহীত। / কিং বিশ্বভ্রমণেন হেমনি পরোযত্নং পরিত্যজ্যতামর্থপ্রার্থনয়ামরস্থ নিতরাং সেবাপি ন শ্রেয়সে। / ভো ভো

ধীরবরাঃ পদার্থনিবহ প্রাপ্তৌ ভৃশং সত্বরাঃ, সিন্ধুঃ কেবলমর্থবন্ধুরতলঃ সর্বাত্মনা সেব্যতাং ॥ / কলিকাতা। / প্রাকৃত যন্ত্র। / মির্জাপুর হলওএলস লেন, নং ১। / মুদ্রিতারব্ধ সংবৎ ১৯।২০ /" পৃ ২+৩১৬; আকার ২৭ × ২১ সে. মি.

[খ] Śabda Sandarbha Sindhu. By Mathurānātha Tarkaratna. Vol. II. pp. 317-528. 4 to. Calcutta. 1862 (?) [1863][১]

[গ] কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার সংগৃহীত "শব্দার্থ প্রকাশিকা" অভিধানের ১৭৮৫ শকাব্দে [১২৭০ বঙ্গাব্দ] মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

"শব্দার্থ প্রকাশিকা। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর শব্দের / ধাতু সম্বলিত / অর্থ প্রকাশকগ্রন্থ। / শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে / শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার কর্তৃক সংগৃহীত / হইয়া / শ্রীযুত বিশ্বম্ভর লাহার অনুমত্যানুসারে / কলিকাতা / বৃন্দাবন বসাকের ইষ্ট্রীট ৩৭।১ নম্বর ভবনে / কবিতারত্নাকর যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দাঃ ১৭৮৫ সন ১২৭০ / এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি চিৎপুর / রোড ৯৭।২ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। / মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।" / পৃ ২+৬৩৩, আকার ২৪ × ১৪ সে. মি.[২]

১৮৬৪ খ্রীঃ

শব্দার্থ মুক্তাবলী

[ক] নন্দকুমার কবিরত্নের সাহায্যে বেণীমাধব দাস কর্তৃক "শব্দার্থ মুক্তাবলী" নামক একখানি অভিধান ১৭৮৬ শকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের সন্ধান এ যাবৎ পাই নাই। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৮৮ শকে সম্পূর্ণ গ্রন্থ একত্রে মুদ্রিত হয়।[৩]

---

১ এই খণ্ড ইণ্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগারে আছে।

২ শব্দার্থ প্রকাশিকার দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

৩ ইণ্ডিয়া অফিসের বাঙলা গ্রন্থ তালিকায় আলোচ্য গ্রন্থের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে। "Sabdartha Muktabali, By Venimadhava Dasa. 2 vols.

এই গ্রন্থে ১৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক দীর্ঘ "উপক্রমণিকা" আছে। এই উপক্রমণিকা নিম্নোক্ত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) ভাষার বিবরণ, (খ) শব্দপ্রকরণ, (গ) ব্যঞ্জনান্ত শব্দ, (ঘ) প্রত্যয় প্রকরণ ও (ঙ) তদ্ধিত প্রকরণ। উক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে মূলতঃ ব্যাকরণ লইয়াই আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা প্রথম ভাগ অবলম্বনে আলোচ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

ভাষার বিবরণে প্রথমে বিভিন্ন লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মেক্‌সিকো-দেশের প্রাচীন চিত্র-লিপি ও চীন দেশের চিহ্ন-লিপির উল্লেখ আছে। তৎপরে সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ববর্ণন ও প্রশংসা কীর্তন করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে সংস্কৃত ভাষাই ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষার আকর বা মূল।

"এতদ্দেশীয় * * * সকল ভাষাই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ বৈগুণ্যজন্য বিকৃতাকার রূপে উৎপন্না হইয়াছে।" অধিকন্তু "বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধহয় যে, এই সকল ভাষার [অর্থাৎ সংস্কৃতমূল ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা] কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ মিলিতরূপে ম্লেচ্ছাদি দেশীয় নানা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।"

গ্রন্থকার অনন্তর সংক্ষেপে বাঙলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে বাঙলা ভাষা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা হইতে অধিকতর সংস্কৃতানুযায়ী।

"সংস্কৃত ভাষার সম্প্রসারণ ও বিকর্ষণকার্য ব্যবহার দ্বারা"……"পালী"… এবং ঐ "ভাষার অপভ্রংশেই প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়",……"গৌড়ীয় ভাষাও তদ্রূপ সংস্কৃত শব্দের দ্রুতব্যবহার বিধায় তদপভ্রংশে পূর্বে উৎপন্না হইয়াছে, কিন্তু যত দেশ ভাষা থাকুক তন্মধ্যে বঙ্গদেশীয় ভাষাকেই সাধুভাষা বলা যায়, যেহেতু এই ভাষাতে ভূরিশঃ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে।" * * * "বঙ্গভাষা যে সংস্কৃত হইতে প্রথমোৎপন্না হইয়াছে

Calcutta. 1864-66." কিন্তু এই উল্লেখ নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ১৭৮৬ (১৮৬৪-৬৫ খ্রীঃ) ও ১৭৮৮ (১৮৬৬-৬৭ খ্রীঃ) শকে মুদ্রিত এই দুই গ্রন্থ বিভিন্ন সংস্করণের। প্রথম গ্রন্থ প্রথম ভাগ মাত্র, কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। এতএব ইহা দুই খণ্ড (Vol.) বলা যাইতে পারে না।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু এ ভাষায় অবিকল প্রভৃত সংস্কৃত শব্দ অন্বিত আছে।"

এই অভিধানে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত যাবতীয় তৎসম ও তদ্ভব শব্দ এবং ফার্সী, আরবী, ইংরাজী ও পোর্তুগীজ শব্দ স্থান পাইয়াছে। বাঙলা ভাষায় বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' এই দুই বর্ণের উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। এই জন্য ব-কারাদি সকল শব্দ প বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের পর বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দুই কলাম করিয়া প্রতি পৃষ্ঠায় শব্দ মুদ্রিত। শব্দাবিধান ১ হইতে ১৫০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ইহার শব্দসংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক। শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। শব্দাভিধানের শিরোভাগে নিম্নোক্ত ৪ পংক্তির সংস্কৃত শ্লোক স্থান পাইয়াছে।

"নত্বা দেবগুরুং বিবিচ্য সকলাং বিশ্বাদি কোষাবলীং ॥
জ্ঞানাসার বিলোক্য খেড়সদৃশামুদ্ধৃচ্য শব্দাবলীং ॥
পঙ্ক্তৈনৈব শ্রিয়াকৃতা সুললিতা কোষোক্ত হারাবলী।
বেণীমাধব দেব দাস কৃতিনা শব্দার্থ মুক্তাবলী ॥"

অভিধানের প্রতি পৃষ্ঠার শিরোভাগে সেই পৃষ্ঠায় প্রদত্ত যে কোন একটি শব্দকে আদিতে রাখিয়া বিভিন্ন শ্লোকের চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

পৃ ১—অঋ] অকারো বিষ্ণুরব্যক্তো যস্যাংশং সকলং জগৎ। [অংশ
পৃ ৩৬৯ কুরু] কুরুরাজ কুলেজাতঃ কথং ভীতোজনেশ্বরঃ। [কুল
পৃ—১৪৯৪ ক্ষীরি] ক্ষুতঃ পতন জৃম্ভেষু জীবোত্তিষ্ঠাঙ্গুলি ধ্বনিং। [ক্ষুদ্র।

শব্দাভিধানে "সর্বাগ্রে মূল শব্দ, তৎপরে তাহার লিঙ্গ, তৎপশ্চাৎ তাহার শব্দ বিভাগ কদাপি ধাতু ও প্রত্যয়, এবং অবশেষে মূল শব্দের যাবতীয় প্রসিদ্ধ অর্থ ও তৎপর্যায়িক শব্দ সকল প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল যাবনিক, প্রাকৃত, হিন্দী ও ইংরাজী শব্দের লিঙ্গ, শব্দ বিভাগ ও ধাতু প্রকাশ করা হইল না, কারণ সে সকল শব্দে সংস্কৃতানুয়ায়ি লিঙ্গ ভেদাদির বিশেষ নিদর্শন নাই।"

সংস্কৃত ব্যতীত প্রাকৃত, যাবনিক, হিন্দী ও ইংরাজী শব্দের পাশে যথাক্রমে প্রা, যাং, হি, ইং মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার ফলে কোন ভাষা হইতে কোন শব্দ আসিয়াছে তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। নিম্নে এই অভিধানের কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—।

১। আকর্ষণ, ন, [আ + কর্ষণ] বলদ্বারা আনয়ন, টানন। পৃ ১৫২

২। আপিল্, (ইং) পুনর্বিচার প্রার্থনা, আহ্বান। পৃ ১৭৫

৩। অল্‌ম, (যাং) পৃথিবী, পৃথ্বী। পৃ ১৮৮

৪। আলুবখারা, (যাং) বাখারা দেশ হইতে আনীত শুষ্ক ফলবিশেষ। পৃ ১৮৯

৫। কদম, (যাং) চরণ, পাদ, পা, (প্রা) বৃক্ষবিশেষ। পৃ ২৮৬

৬। জাড়া, (হি) হিম, শীত। পৃ ৫৫৭

৭। পহিলা, (হি) প্রথম, আদ্য, অগ্রে, আগে। পৃ ৮২৫

৮। বাহির (প্রা) বহির্ভাগ, বহির্দেশ। পৃ ৯৯০

৯। বুঁইচ, (প্রা) ফলবিশেষ, বিকঙ্কত, বঁইচ। পৃ ১০৪০

১০। শাকটিক, ত্রি, [শকট + ইক] শকটগামী, শকটদ্বারা গমনকারী। পৃ ১২৯৫

অভিধান অংশের শেষে ১৫০১ পৃষ্ঠা ইহতে ১৫৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ধাতুমালা অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে অর্থের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। ধাতুর সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। দৃষ্টান্ত যথা—

১। অচ্, (অচতি-তে) গমন ক, অর্চ্চনা ক, অস্পষ্ট শব্দ ক। অক্ত। পৃ ১৫০১

২। ধুক্ষ, (ধুক্ষতে) দীপ্ত হ, ক্লান্ত হ, বাঁচিয়া থাকা। ধুক্ষণ, ধুক্ষিত। পৃ ১৫১৯

৩। ষ্টম, (স্তমতি) বিহ্বল হ, অবিকল হ। পৃ ১৫৩৯

নিম্নে ১৭৮৬ শকে মুদ্রিত এই অভিধানের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

"শব্দার্থ মুক্তাবলী। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত শব্দ সহকৃত গৌড়ীয় সাধুভাষা এবং / বিজাতীয় ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / প্রথম খণ্ড / শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দের অনুমত্যনুসারে / এবং / শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের / সাহায্যে / শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দাস মহাশয় কর্তৃক / সংগৃহীত হইয়া / কলিকাতা / চিৎপুর রোড ২৪৬ নম্বর বটতলা / বিদ্যারত্ন যন্ত্রে / শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত / শকাব্দা। ১৭৮৬। /"
পৃ ২ + ১৯ + ৩ + ৫৯২। আকার ২৪ × ১৫ সে. মি.[১]

১। এই খণ্ড রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে আছে।

[খ] ১২৭১ বঙ্গাব্দে শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষায় "শব্দদীধিতি অভিধান" প্রকাশিত হয়। ইহার একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙলা গ্রন্থ তালিকায় ভ্রমবশতঃ গ্রন্থ মুদ্রণ-কাল ঢাকা ১২৭৯ (Dacca 1864) লিখিত আছে।[১] ১২৭৯ বঙ্গাব্দে ১৮৭২।৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হয় ; এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংস্কৃত গ্রন্থ তালিকা অনুসন্ধান করি, তাহাতে ঢাকা ১২৭১ (Dacca 1864) দেখিতে পাই। বাঙলা গবর্ণমেণ্টের নথি পত্রের ৪১ সংখ্যক সংগ্রহেও এই অভিধানের উল্লেখ আছে। তাহাতে মুদ্রণকাল '1864 ?' নির্দেশ করা হইয়াছে। '?' চিহ্ন দেওয়া সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে বঙ্গাব্দ ১২৭১ = ১৮৬৪।৬৫ খ্রীষ্টাব্দ ; ঠিক কোন খ্রীষ্টাব্দ তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া সম্ভবতঃ '?' চিহ্ন প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থের একখণ্ড কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারেও (Calcutta Public Library) ছিল। উক্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থ তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সোমপ্রকাশে এই অভিধানের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা মুদ্রিত হয়। নিম্নে বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা যথাযথ উদ্ধৃত হইল। নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা হইতে কয়েকটি নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি।

সোমপ্রকাশ ১৫ আষাঢ় ১২৭১ বাং, ইং ১৮৬৪, ২৭ জুন।

বিজ্ঞাপন

ধাতু ও লিঙ্গ বিনির্ণয় সমেত শব্দদীধিতি অভিধান প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও নূতন সঙ্কলিত শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন দেশ নগরাদির বর্তমান নাম যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তক খানি আট পেজী ফর্মার ৭০৮ (?) পৃষ্ঠা হইয়াছে। মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি (ডাকমাসুল সমেত) ৩৷৹ (?) টাকা এবং বিনা-স্বাক্ষরকারির প্রতি ৪ টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয়, ঢাকা নর্মাল বিদ্যালয়ে

১। "Syāmācharana Chattopādhyāya—Shubda Didhitee. A Dictionary in Sanskrit and Bengali by Shama Churn Chatterjea...... শব্দদীধিতি অভিধান etc. pp. iii. 708. ঢাকা ১২৭৯ [Dacca, 1864] 8°."

আমার নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে অবিলম্বে পুস্তক পাইবেন। স্বাক্ষরকারিরা দুই মাসের মধ্যে পুস্তক গ্রহণ না করিলে বিনাস্বাক্ষরকারির মধ্যে গণনীয় হইবেন ইতি।

ঢাকা
নর্মাল বিদ্যালয়। শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
৪ঠা আষাঢ় ১২৭১ পৃ ৫১৩

সোমপ্রকাশ ২২ আষাঢ় ১২৭১ বাং, ইং ১৮৬৪, ৪ জুলাই।

শব্দদীধিতি। একখানি অভিধান। ঢাকা নর্মালস্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এতৎসংগ্রহ করিয়াছেন, যে প্রণালীতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে আমরা সংগ্রহ কর্তার লিখিত ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। উদ্ধৃত অংশ এই—

"দিন দিন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিবিধ নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাবপ্রকাশক শব্দের অত্যন্ত অভাব আছে, সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণেতা মাত্রেই নূতন নূতন শব্দ প্রণয়ন ও অনেক অব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সমুদায় শব্দের অর্থ প্রায় কোন অভিধানেই পাওয়া যায় না, তন্নিমিত্ত বাঙ্গালা পাঠক গণের নিকট এই ভাষা সময়ে সময়ে এক অভিনব ভাষা বলিয়া প্রতীয়মান হয়; আমি সেই অভাব পরিহারে কৃতসংকল্প হইয়া প্রথমতঃ নানাবিধ বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিয়া বহুসংখ্যক নূতন শব্দ সংগ্রহ করি। পরে নানাবিধ কোষ হইতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় শব্দ সংগ্রহ করিয়া ধাতু ও লিঙ্গ সহিত শব্দদীধিতি নামে এই অভিধানখানি প্রচারিত করিলাম। ইহাতে ইতরভাষাশব্দ প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীন দেশ নগরাদির বর্তমান নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুগমার্থ ইংরাজী হইতে অনুবাদিত নূতন সঙ্কলিত শব্দের অর্থ মধ্যে মধ্যে ইংরাজীতেও লিখিত হইয়াছে।" পৃ ৫৩৫-৫৩৬।[১]

১। এই অভিধানের একখণ্ড ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর আশুতোষ সংগ্রহে আছে।

নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। আখ্যাপত্র :—

'Shubda Didhitee. / A / Dictionary /in / Sanscrit and Bengali / by / Shama Churn Chatterjea. / Second Master / Dacca Normal School / শব্দদীধিতি অভিধান। / প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, নূতন সঙ্কলিত শব্দ ও বাঙ্গলা ভাষায় / তাহাদের অর্থ, ধাতু এবং লিঙ্গ বিনির্ণয় সমেত। / শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। / ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে / মুদ্রিত। / সন ১২৭১। জ্যৈষ্ঠ। / মূল্য চারি টাকা।' / পৃ ৶৹ + ৭০৮, আকার ২১ × ১৩ সে. মি. বিজ্ঞাপন— ঢাকা নর্মাল বিদ্যালয় ২৪শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৭১। শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

শব্দ ও অর্থ—

১। অনুগামিন্ (ত্রি) পশ্চাদগামী, সঙ্গী। পৃ ১৭ (২)
২। ইক্ষ্বাকু (পু) সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা। পৃ ৭০ (১)
৩। ঈশা (স্ত্রী) লাঙ্গলের ইষ্। দুর্গা। পৃ ৭৩ (২)
৪। উত্তমাঙ্গ (ক্লী) মস্তক। পৃ ৭৭ (১)
৫। উষা (স্ত্রী) অনিরুদ্ধের ভার্য্যা। পৃ ৯৪ (২)
৬। কলম্ব (পু) বাণ। শাকের ডাঁটা। পৃ ১১১ (২)
৭। গন্ধজাত (ক্লী) তেজপত্র, তেজপাত। পৃ ১৫৩ (১)
৮। ঘনসার (পু) কর্পূর। পারদ। জল। পৃ ১৬৯ (২)
৯। চাত্বাল (পু) গর্ত, গহ্বর। পৃ ১৭৯ (১)
১০। ধীরস্কন্ধ (পু) মহিষ। পৃ ২৬৯ (১)

এই অভিধানের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে—"দুইটি ব থাকিলেও বাঙ্গালা ভাষায় উহার কোন প্রভেদ না থাকাতে বর্গীয় ব লিখিবার সময় সমুদায় ব-কারাদি শব্দ লিখিত হইয়াছে। ক ও মূর্ধণ্য ষ মিলিয়া ক্ষ হয়। ইহা স্বতন্ত্র বর্ণ নহে ; এই নিমিত্ত ক্ষ স্বতন্ত্র না লিখিয়া ক-কারের পর সন্নিবেশিত হইয়াছে।" [পৃ ৵৹-বিজ্ঞাপন]

অন্যত্র বলিতেছেন—"আমার বহরমপুর কালেজে থাকিবার সময় এই অভিধানের কিয়দংশ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি যন্ত্রে মুদ্রিত হয়, পরে তথা হইতে ঢাকা নর্মাল বিদ্যালয়ে আসাতে অবশিষ্ট সমুদয় অংশ ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত পুস্তকের সমুদয় ভাগের মুদ্রণ একরূপ হয় নাই।" পৃ ৶৹

এই অভিধানে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া শব্দ ও অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

[গ] সোমপ্রকাশের ১২৭১ বঙ্গাব্দের ২৮ অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় 'শ্রীইন্দ্রনারায়ন ঘোষ' স্বাক্ষরিত এক পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আছে। এই বিজ্ঞাপনে শব্দসিন্ধু অভিধানের উল্লেখ পাইতেছি। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০০, মূল্য ২৲। ইহা শোভাবাজারের ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের দোকানে প্রাপ্তব্য। এই অভিধানের কোন সংখ্যা এ যাবৎ দেখি নাই। গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা কে ছিলেন তাহাও জানা যাইতেছে না। এই বিজ্ঞাপন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর তারিখের সোমপ্রকাশে পাইতেছি। সেইজন্য আলোচ্য গ্রন্থকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত গ্রন্থ পর্যায়ে উল্লেখ করা হইল। নিম্নে বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত হইল। যথা—

"বিজ্ঞাপন"

শব্দসিন্ধু অভিধান

৬০০ শত পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ শব্দসিন্ধু নামে একখানি সুবিস্তীর্ণ নবাভিধান মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে তাঁহারা কলিকাতা শোভাবাজারের বটতলার উত্তর শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের ২৪৫নং দোকানে তত্ত্ব করিলে নগদ মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

বটতলা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

[ঘ] Sykes. J.—Another ed. : English and Bengali Dictionary for the use of Schools, rev. by Gopīkṛṣna Mitra. Calcutta School Book Soeiety 1864, p. 286. 17cm.

১৮৬৫ খ্রীঃ

[ক] প্যারিস বিশ্ব প্রদর্শনীতে প্রেরিত বাঙলা গ্রন্থের তালিকায় গোপীনাথ শীল-সঙ্কলিত 'শব্দার্থ রত্নমালা' অভিধানের উল্লেখ আছে[১]। ইহা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত। পত্র সংখ্যা ১৩৩৪, শব্দসংখ্যা ৯০ হাজারের অধিক।

১। "Bengali......Books...published in Calcutta in 1865." 259. Shabdartha Ratnamala a Bengali Dictionary, with the explanation and etymology of words, by Gopenath Sil, Contains over 90,000 words, 8 vo., pages 1334." ও প্যারিস বিশ্বপ্রদর্শনীতে প্রেরিত বাঙলা গ্রন্থের তালিকা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে 'শব্দার্থ রত্নমালা' একখণ্ড আছে। ইহা "শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শীল মহাশয়ের বিশেষানুকূল্যে শ্রীকানাইলাল শীল কর্তৃক সংগৃহীত।" পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৩৪ + ৩৪। পৃষ্ঠা ১—১৩৩৪ পর্যন্ত অভিধান অর্থাৎ "শব্দার্থ রত্নমালা" এবং পরবর্তী ১—৩৪ পৃষ্ঠায় "ধাতুজ্ঞান রত্নমালা" মুদ্রিত হইয়াছে। শব্দ ও ধাতু সমূহ অ-কারাদি বর্ণমালানুক্রমে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। নিম্নে এই অভিধান হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। এই অভিধানের প্রতি পৃষ্ঠার শিরোভাগে সেই সেই পৃষ্ঠার শব্দসমূহের আদি অক্ষরযুক্ত এক একটি সংস্কৃত শ্লোকের চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে অর্থাৎ—"প্রতি পৃষ্ঠার শিরোদেশে পরম্পরা প্রচলিত নীতি বিষয়ক সংস্কৃতময় দৃষ্টান্ত বাক্য···মুদ্রিত" হইয়াছে। যথা—

১। অত্যাধিক, ত্রি সমধিক, বিস্তর, যথেষ্ট। পৃ ৬৫(২)

২। এবার, এসময়, একাল, এখন, এ পালায়, এতৎপর্যায়। পৃ ১৮৩(২)

৩। কাণ্ খড়কিয়া, শ্রবণে সতর্ক, শ্রবণকারী, স্মরণকারী। পৃ ২৩১(২)

৪। খরশাণ, তীক্ষ্ণ, প্রখর, কটু। পৃ ৩০৫(২)

৫। গোরোচ, ক্লী হরিতাল। পৃ ৩৫৩(২)

৬। চণ্ডু, মাদক দ্রব্য বিশেষ। পৃ ৩৭০(২)

৭। চৌধুরী, জনচতুষ্টয়ের শ্রেষ্ঠ। পৃ ৩৯৭(২)

৮। জলপাই, বৃক্ষ বিশেষ। পৃ ৪১৭(১)

৯। তাম্বু, বস্ত্রগৃহ। পৃ ৪৬৫ (২)

১০। ধাক্কা, ক্লেশ, আয়াস, ভ্রম, ধাঁধাঁ। পৃ ৫৫৫(২)

অজাত মৃত মূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ। পৃ ১০

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্ম কোষস্য গুপ্তয়ে। পৃ ১৩৭

খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু। পৃ ৩০৫

১২৬৯ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্যের 'জ্যোতিষসার সংগ্রহ' গ্রন্থে 'শব্দার্থ রত্নমালা'র এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপন হইতে আলোচ্য অভিধানের মূল্য ৩৲ টাকা ও শব্দ সংখ্যা ন্যূনাধিক অশীতি সহস্র ছিল বলিয়া জানা যায়। নিম্নে এই বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইল।

"বিজ্ঞাপন

শব্দার্থ রত্নমালা

নানাবিধ কোষ শাস্ত্র হইতে শব্দোদ্ধৃত করিয়া ন্যূনাধিক অশীতি ৮০০০০ সহস্র সংখ্যক শব্দ অকারাদি ক্ষকারান্ত শব্দ সমূহের লিঙ্গ ভেদ থাকিবেক এবং তত্তৎ শব্দের যথার্থ বিস্তৃতার্থ হইবেক এবং প্রতি পৃষ্ঠার শিরোদেশে পরম্পরা প্রচলিত দৃষ্টান্ত বাক্য সম্বলিত।
স্বাক্ষর কারীর প্রতি মূল্য ৩৲ অস্বাক্ষর কারীর প্রতি মূল্য ৪৲ টাকা।"
নিম্নে এই অভিধানের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।—

'শব্দার্থ রত্নমালা। / অর্থাৎ / নানাবিধ কোষ শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত··· / গৌড়ীয় সাধুভাষা এবং প্রাকৃত ভাষান্তর্ভূত / বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / প্রথম খণ্ড / শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শীল মহাশয়ের / বিশেষানুকূল্যে / শ্রীকানাইলাল শীল কর্তৃক সংগৃহীত। / প্রমাদাদল্পবোধাদ্বা যদ্বিরুদ্ধমিহোদিতং। দোষহীনা দয়াধীনাঃ সুধিয়ঃ শোধয়ন্তুতৎ॥ / কলিকাতা / শীল এণ্ড ব্রাদর্স যন্ত্রে যন্ত্রিত। / নং ৯৬ আহীরীটোলা। / ১২৭৩।' / পৃ ৬+১৩৩৪+৩৪ আকার ২৩×১৫ সে. মি.। বিজ্ঞাপন ১২৭৩ সাল, ১৩ আষাঢ়।

[খ] ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অমরকোষের যে সকল বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কাশীনাথ রায়চৌধুরীর অভিধান খানি এই জাতীয় অপরাপর অভিধান হইতে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই অভিধানের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কবিতায় রচিত। আলোচ্য অভিধান ব্যতীত ইতঃপূর্বে মুদ্রিত অন্য কোন অভিধান কবিতায় রচিত হয় নাই। ১২২৪ [?] বঙ্গাব্দে মুদ্রিত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধুর শুধু ভূমিকা অংশ কবিতায় রচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য অভিধানের সঙ্কলয়িতা সপ্তক্ষীরা নিবাসী স্বর্গত কাশীনাথ রায় চৌধুরী। এই অভিধানের যে খণ্ড আমি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহা খণ্ডিত ও আখ্যাপত্রহীন। কিন্তু গ্রন্থে ব্যবহৃত টাইপ ও কাগজ দৃষ্টে ইহা যে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় যদিও গ্রন্থ প্রকাশ কালের উল্লেখ নাই

তবুও ইহা যে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। নিম্নে সেই প্রমাণেরই উল্লেখ করিব।

এই অভিধানখানির প্রারম্ভে বন্দনাদি, তৎপরে 'পরিভাষা' ও পর্যায় বিবরণ এবং তদনন্তর 'আত্ম-পরিচয়' মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার বন্দনাদি, পরিভাষা, আত্ম-পরিচয় প্রভৃতি অংশ এবং অভিধান অংশ সর্বত্রই পয়ারে রচিত। ইহাতে অমরকোষ ব্যতীত রঘুনাথ চক্রবর্তী এবং বেদান্তবাগীশের টীকাধৃত সকল শব্দ স্থান পাইয়াছে।

এই অভিধানের বন্দনাদি অংশে সংক্ষেপে দেবদেবী বন্দনার পর অমরসিংহ কৃত অমরকোষের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে যে উদ্দেশ্যে কাশীনাথ আলোচ্য অভিধান সঙ্কলনে ব্রতী হন তাহা নির্দেশ করিয়াছেন।—

"সে রত্নে যত্ন মদ্‌ভ্রাতা দেবনাথে হয়।
ভাষাভিলাষে এসে আমার অগ্রে কয়॥
* * *
ভ্রাতৃ অনুরোধ বোধ সুগমের তরে
স্বীকার করিয়া ভীত হইলাম পরে॥" ইত্যাদি।

এই কয় পংক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে গ্রন্থকারের ভ্রাতা "দেবনাথ" তাঁহার নিকট অমরকোষ শিক্ষা করিতে চাহিলে তিনি অমরকোষের এই বঙ্গানুবাদ করেন। 'দেবনাথ' তাঁহার ছাত্রাবস্থায় অমরকোষ শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।

এই অভিধানের পরিভাষা বিভাগে অভিধানের মধ্যে যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অভিধানে যে রীতি অনুসৃত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা আছে। নিম্নে পরিভাষা হইতে কয়েক পংক্তির পয়ার উদ্ধৃত হইল।—

শব্দের লিঙ্গভেদ লিখিতে সুবিস্তার।
অঙ্ক সঙ্কেতে সংক্ষেপে করি সুপ্রচার॥
১ একাঙ্কে স্ত্রী ২ দ্ব্যঙ্কে পুং ৩ ত্র্যঙ্কে ক্লীব হইবে।
৪ চতুরঙ্কে পুং ক্লীব ৫ পঞ্চে স্ত্রী পুং বুঝিবে॥
৬ ষড়ঙ্কে স্ত্রী ক্লীব ৭ সপ্তাঙ্কে ত্রিলিঙ্গ হবে।
৮ অষ্টাঙ্কে অব্যক্ত লিঙ্গ বোদ্ধা বুঝে লবে॥
শঙ্কা সহ সঙ্কেতাঙ্ক অঙ্কিত করিব।
যচ্ছব্দের যদঙ্ক তৎপার্শ্বে তাহা দিব॥

এই অভিধানের আত্মপরিচয় বিভাগে আভিধানিকের বংশপরিচয় দেওয়া আছে। উহাতে জানিতে পারি যে শব্দসিন্ধু ব্যতীত কাশীনাথ 'মহেশমঙ্গল' ও 'সত্যনারায়ণ পুস্তক নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। সত্যনারায়ণ পুস্তকের ১২৫৬ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ আমি দেখিয়াছি।[১] নিম্নে শব্দসিন্ধুর আত্মপরিচয় শীর্ষক ৪৮ পংক্তির পয়ারের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল। ইহাতে কবির বংশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

১। নিম্নে এই সংস্করণের আখ্যাপত্র ও কবির পরিচয় জ্ঞাপক অংশ উদ্ধৃত হইল। আখ্যাপত্র– "শ্রীশ্রীহরিঃ। / শরণং। / মহামুনি বেদব্যাস প্রকাশিত। / স্কন্ধ পুরাণীয় রেবাখণ্ডান্তর্গত / সত্য নারায়ণোপাখ্যান / নামক গ্রন্থ। / কাশীপুরবাসী। / শ্রীযুতকাশীনাথ চতুর্ধুরীণ কর্তৃক / পয়ারাদি ছন্দে প্রকাশিত / হইয়া। / ইদানিন্ত / কলিকাতা সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। / ১২৫৬ সাল। /" পৃ ২১, আকার ১৯ × ১২ সে.মি.

আত্মপরিচয় – "আমার আচার্য্য গুরু সর্বগুণধাম।
তর্কভূষণ উপাধি পীতাম্বর নাম ॥
তিনি কুলপুরোহিত বিশেষ আমার।
পাইলাম বেদমাতা কৃপাতে তাঁহার ॥ * * *
আত্ম পরিচয় দেই বিনয় করিয়া।
শুন সর্বজন স্বীয় দয়া প্রকাশিয়া ॥
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে সপ্তসতি সার।
কাটানী কুলেতে যদুনাথ অবতার ॥
তাঁর বংশধর শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুরাম নাম।
ইষ্ট পরায়ণ অসংখ্য সে গুণগ্রাম ॥
তাঁহার তনয় দ্বয় সর্ব গুণ ধাম।
শ্রীরাধামোহন আর প্রাণনাথ নাম ॥
জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠ তনয় আমি পাপাধার।
কাশীনাথ নাম মম জ্ঞান শূন্যাকার ॥
নিবসতি করি আমি গ্রাম সপ্তশীরে।
দ্বিতীয়ালয় কাশীপুর গঙ্গার তীরে ॥
মমানুজ ভ্রাতা দেবনাথ দিলে স্বর।
গাই সত্যদেব গীত আনন্দে প্রচুর ॥"

আত্মপরিচয়

রাঢ়ীয় শ্রেণী সপ্তশতি কাটানি বংশ।
যত্নুনাথ যত্নুনাথ অংশ অবতংশ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীধর শ্রীদ হইলে তাঁহার।
তদ্বংশে শ্রীরঘুনন্দন কৃপা অপার॥
শ্রীগঙ্গাধরাদি কৃপা তৎপরে তদ্রূপ।
কুলীন কুলজ্ঞ কৃপাতে খ্যাতি স্বরূপ॥
সপ্তাশ্ববাহন বৎ তাঁর সপ্ত সন্ততি।
কনিষ্ঠ হরিবল্লভ হরিদেব খ্যাতি॥
তাঁহার তনয় রামদেব গুণধাম।
তৎ সুতদ্বয় চন্দ্রশেখর দুর্গারাম॥
দুর্গারামের তৃতীয়পুত্র অনুপাম।
স্বয়ং বিষ্ণু বিষ্ণুরাম প্রভুরাম নাম॥* * *
সর্বগুণযুত শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সুত তাঁর।
রাধানাথ নামে রাধানাথ অবতার॥
শ্রীরাধামোহন নামে বিখ্যাত ভুবনে।
বারেক যে দেখেছে সে না পাসরে মনে॥* * *
যত মনোসাদ অবিবাদে পূরাইলে।
পঞ্চপুত্র রাখি পঞ্চ পঞ্চে মিশাইলে॥
সহোদরগণ মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ বটে।
পাপে কত কুঘটনা ঘটে এই ঘটে॥
সপ্তক্ষীরা নাম গ্রাম ধাম মম হয়।
যথান্নপূর্ণাসহ বিশ্বেশ বিশ্বময়॥
দ্ব্যালয় গঙ্গা প্রাক্‌-তীরে কাশীপুর গ্রাম।
কাশীসম দ্বিগ্রাম অসংখ্য গুণগ্রাম॥
অন্নদা শিব নিবাস গঙ্গাতীর গুণ।
আমি থাকি কেবা কবে কহিতে নিপুণ॥
অন্য বিশেষ মহেশ মঙ্গলে বিস্তার।
পরে সত্যনারায়ণ পুস্তকে প্রচার॥

শব্দসিন্ধু নাম এই গ্রন্থের রাখিয়া।
যে তাৎপর্যে রাখি নাম লিখি বিবরিয়া॥
পয়োধি প্রবেশিয়া প্রয়াসে রত্ন পায়।
পায় পায় অপায় তায় ব্যয়ে ক্ষয় যায়॥
শব্দসিন্ধুতে অমূল্য পদ রত্নচয়।
চৌরাদি ভয় নাহি ব্যয়ে বৃদ্ধি নিশ্চয়॥
সিন্ধু হৈতে রত্নোত্তোলনে প্রাণ আশঙ্কা।
পদরত্ন প্রসাদে পলায় কাল শঙ্কা॥
পদে পদে পদবৃদ্ধি পদরত্ন পেলে।
সাদরে সম্মান লাভ সৎ সংসদে গেলে॥

কাশীনাথের সত্যনারায়ণ পুস্তকের সুর দিয়াছিলেন দেবনাথ—

"মমানুজ ভ্রাতা দেবনাথ দিলে সুর।
গাই সত্যদেব গীত আনন্দে প্রচুর॥

যে দেবনাথ সত্যনারায়ণ পুস্তকের গানের সুর দিয়াছিলেন—সেই দেবনাথই কাশীনাথের নিকট অমরকোষ শিক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সত্যনারায়ণোপাখ্যানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৫৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়। এই হিসাবে শব্দার্ণব রচনাকালও প্রায় সমাসময়িক যুগে বলিয়া অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না। আমরা ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৫ই চৈত্র তারিখের সোমপ্রকাশে আলোচ্য অভিধানের সমালোচনা পাইতেছি[১]। এই সমালোচনা ব্যতীত

১। সোমপ্রকাশ, ১৫ই চৈত্র ১২৭১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংখ্যার ২৯৬ পৃষ্ঠায় "নূতন পুস্তক ও পত্রিকা" শীর্ষক বিভাগে 'শব্দসিন্ধুর' নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে—

"শব্দসিন্ধু। সপ্তক্ষীরার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ রায় চৌধুরী অমরকোষ ও রঘুনাথ চক্রবর্তী ও বেদান্তবাগীশ কৃত টীকা ধৃত শব্দ সকল সংগ্রহ করিয়া পয়ারে প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে লোকের যেরূপ রুচি পরিবর্ত ও অকারাদি বর্ণ বিন্যাস ক্রমে অভিধান লিখিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থ যে অধিকতর আদৃত হইবে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।"

"পদ্যের দুর্ব্যবহার" শীর্ষক একটী প্রবন্ধেও আলোচ্য অভিধানের উল্লেখ আছে[১]।

আলোচ্য অভিধানের পর্যায় বিবরণে অষ্টাদশ বর্গে বিভক্ত সমগ্র অভিধান যে সকল পর্যায় বিভক্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ পাইতেছি। নিম্নে পর্যায় বিবরণ মুদ্রিত হইল। যথা—

স্বর্গ, পাতাল, ভূমি, পূর, শৈল, পঞ্চম।
বনৌষধি, সিংহাদি, মনুষ্য, বর্গাষ্টম॥
ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রবর্গ, দ্বাদশ।
প্রাণি, বিশেষ্যনিঘ্ন, সংকীর্ণ, পঞ্চদশ॥

---

[১] পদ্যের দুর্ব্যবহার

লোভাদি যে কয়টী অসৎ প্রবৃত্তি আছে, তাহা মানুষকে অসৎ পথে পদার্পণের ন্যায় অনেক বিষয়ের দুর্ব্যবহারে প্রবর্তিত করে। সর্বকালেই তাহার তুল্য প্রভুত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই প্রাচীন কালের রঘু আলেগজণ্ডর ও জুলিয়স সীজর লোভপরতন্ত্র হইয়া রাজশক্তির পররাজ্য জয়রূপ যে দুর্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, এখনও সেই শক্তির দুর্ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে।*** রাজশক্তির দুর্ব্যবহারের ন্যায় আজি কালি পদ্যেরও দুর্ব্যবহার দৃষ্টি গোচর হইতেছে। প্রাচীনকালে কোন কোন দেশের লোকে ভ্রমহেতু পদ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল অভিধান ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় পদ্যে রচনা করিয়া গিয়াছেন, এখনও স্থান বিশেষে সেই ভ্রমের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। * * * * পয়ারে অনুবাদ করা একখানি অভিধান আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাই এই প্রস্তাব উত্থাপনের কারণ। প্রাচীন কালের লোকের এই সংস্কার ছিল, পদ্যে কোন বিষয় রচিত হইলে তাহা মুখস্থ করিবার সুবিধা হয়। কিন্তু অভিধান আনুপূর্বিক মুখস্থ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। অ-কারাদি বর্ণযোজনা ক্রমে অভিধান করিবার যে রীতি হইয়াছে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। সে রীতি পরিত্যাগ করিয়া আজি কালি পয়ারে অভিধান রচনার কদর্য রীতি যে কেন অনুসৃত হইতেছে, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। বিশেষতঃ যেকালে ভাবুকতা ও কল্পনা শক্তি প্রবল থাকে, সেই সময়েই লোকের পদ্যে সবিশেষ অনুরাগ হয়। যখন বুদ্ধি বৃত্তির উন্মেষ হইয়া ভাবুকতা ও কল্পনা শক্তির হ্রাস হইয়া আইসে, সে অবস্থায় লোকের পদ্যে অনুরাগ কমিয়া যায়। আজি কালি কল্পনা শক্তির কাল অতীত হইয়াছে। এ সময়েও যে অভিধানরূপ নিরস পদ্য রচনায় প্রবৃত্তি জন্মিতেছে, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। সোমপ্রকাশ, ১৫ই চৈত্র ১২৭১ বাং, পৃ ২৯৩-২৯৪।

নানার্থ, অব্যয়, এবং লিঙ্গাদি সংগ্রহ।
অষ্টাদশ বর্গ অমরাভিধানে কহ ॥
স্বর্গবর্গ চারি শত বার পর্যায় তায়।
পাতালে এক শত আট্‌চল্লিশ পর্যায় ॥
ভূমি বর্গে তিপ্পান্ন পর্যায় কবি কয়।
পুর বর্গে সাতষট্টি পর্যায় সুনিশ্চয় ॥
পর্যায় ত্রয়োবিংশতি কবি কহে শৈলে।
বনৌষধে তিন শত অষ্টনব্বই কৈলে ॥
সিংহাদিতে পর্যায় একশত ছত্রিশ।
মনুষ্যে চারি শত চৌষট্টি সুপ্রকাশ ॥
ব্রহ্মবর্গে পর্যায় এক শত বিরাশি।
ক্ষত্রিয়ে তিন শত ঊনপঞ্চাশ ভাষি ॥
বৈশ্যে এক শত ছাত্রিশ পর্যায় কহে।
শূদ্রে এক শত আটষট্টি পর্যায় রহে ॥
এক শত বাষট্টি পর্যায় প্রাণিবর্গে।
পরে আর নিবেদন শুন বিজ্ঞবর্গে ॥
বিশেষ বিশেষ্যনিঘ্ন বর্গ লিখে সার।
এক শত চয়োনব্বই পর্যায় তার ॥
সংকীর্ণ বর্গে এক শত আশি পর্যায়।
নানার্থ বর্গ বত্রিশ পর্যায় তাহায় ॥
আঙ্ আদি অব্যয় নানার্থে পর্যায় এক।
অব্যয়ে সাতান্ন পর্যায় কবি লিখেক ॥
লিঙ্গাদি বর্গে লিখেন সাতান্ন লক্ষণ।
কাশীনাথ কহিল পর্যায় বিবরণ ॥ পৃ ১-৫।

আলোচ্য অভিধানের নিদর্শন স্বরূপ অংশবিশেষ যথাযথ উদ্ধৃত হইল। এই নিদর্শন হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইবে। শব্দ ও তাহার অর্থ সহজে বাহির করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থের প্রারম্ভে পর্যায়ক্রমে সকল শব্দের এক দীর্ঘ সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। এই সূচীতে বিভিন্ন শব্দের অর্থ কোন্ অধ্যায়ের কত পৃষ্ঠার কোন্ পংক্তিতে আছে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। নিম্নে এই সূচীরও অংশ

বিশেষ উদ্ধৃত হইল। আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৮৵০ + ২১১ + ?, আকার ২৩ × ১৫ সে. মি.।[১]

যেই স্থানে অনেকে মিলিয়ে মন্ত খায়।
আপানত পানগোষ্ঠিকা১ দ্বি সে স্থানে কয়॥
মন্তপান পাত্রে কয়্ পানপাত্রত চষক৪।
আর × অনুতর্ষ ২ অনুতর্ষণ ৪ সরক ২॥
দ্যূতকৃৎ ২ অক্ষদেবিন্ ২ অক্ষধূর্ত২ কিতব২।
ধূর্ত ২ পাঁচ খেলাকরা জোয়ারিকে কব॥
লগ্নক ২ প্রতিভূ ২ দুই জামিনদারে বলে॥
সাভক২ দ্যূতকারক ২ পাশাদি যে খেলে॥
মতভেদে উপরি উক্ত পর্যায় দ্বয়।
জামিনের অভিধান কবিবর কয়॥
দ্যূত ৪ অক্ষবতী ১ কৈতব ৩ পণ ২ এ চারি।
অপ্রাণতে খেলা পাশা আদি কৈতে পারি॥
গ্লহ ২ যাহা বাজি রাখে যে কোন খেলায়।
অক্ষ২ দেবন২ পাশক২ পাক্ষির নাম ত্রয়॥
পরিণায় ২ খেলার ঘুঁটি চালাকে কয়।
অষ্টাপদ ৪ শারিফল ৪ খেলার কোট্ হয়॥
প্রাণিদ্যূতত সমাহ্বয় ২ অভিধান দ্বয়।
বাজি রেখে ভ্যাড়াকুকড়াদি লড়ায়ে কয়॥
কাশী কহে শূদ্রবর্গ হৈল সমাপন।
গুরু স্মরি করি প্রাণিবর্গ আরম্ভন॥

পৃ ১৩৯

১। শব্দসিন্ধুর আলোচ্য খণ্ড আড়িয়াদহ এসোসিয়েশন লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। উক্ত লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায়ের সৌজন্যে ইহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

নির্ঘণ্ট

পৃঃ ৪/০

[গ] প্যারিস্ বিশ্ব-প্রদর্শনীতে প্রেরিত বাঙলা গ্রন্থ তালিকায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত একখানি ইংরাজী-বাঙলা ভকেবুলারির উল্লেখ আছে[১]। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। এই অভিধানের ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ বঙ্গাক্ষরে নির্দেশ করিয়া পরে বাঙলা অর্থ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬ এবং মূল্য চারি আনা মাত্র।

[ঘ] জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক সঙ্কলিত—'শব্দকল্পলতিকা'র ৫ম সংস্করণ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্যারিস্ বিশ্বপ্রদর্শনীতে প্রেরিত বাঙলা গ্রন্থ তালিকায় এই সংস্করণের উল্লেখ আছে[২]।

১। "285, Vocabulari—A Vocabulary, English and Bengali, the pronunciation of the English words is given in Bengali letters, and their meaning is attached in Bengali, 12mo, pages 86, 4 annas."

২। "256. Shabdakalpa Latika—A Sanskrit Dictionary on the model of the Amarkosh, edited by Jogannath Mullik, 16mo., pages 328, 1 rupi 8 annas. 5th Edition."

[ঙ] শব্দার্থ প্রকাশিকা অভিধানের তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র—

"শব্দার্থ প্রকাশিকা। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর শব্দের / ধাতু সম্বলিত অর্থ / প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে / শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার কর্তৃক সংগৃহীত / এবং / শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর লাহার অনুমতানুসারে / কলিকাতা। / বৃন্দাবন বসাকের ইষ্ট্রীট ৩৭।১ নম্বর ভবনে / কবিতারত্নাকর যন্ত্রে তৃতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দাঃ ১৭৮৭ সন ১২৭২ / এই গ্রন্থ যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি চিৎপুর / রোড ৯৭।২ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। / মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।" /

পৃ ৪ + ৬৩৩ + ১

প্যারিস্ বিশ্বপ্রদর্শনীতে প্রেরিত বাঙলা গ্রন্থ তালিকায় এই সংস্করণের উল্লেখ আছে।[১]

১৮৬৬ খ্রীঃ [১৯২৩ সংবৎ]

[ক] ১৯২৩ সংবতে রামকমল বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত "প্রকৃতিবাদ অভিধান" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যা অল্পাধিক ১৬০০০। শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ছাত্রবর্গের কতকগুলি প্রচলিত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি বিনির্ণয় পূর্বক অর্থ প্রতীতির জন্য এই 'প্রকৃতিবাদ অভিধান' সঙ্কলিত হয়। এই অভিধান ডাঃ উইল্‌সনের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান, রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দ-কল্পদ্রুম, ভরত মল্লিক ও রায় মুকুট কৃত অমরকোষের টীকা এবং অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত। উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রায় ২০০টি নূতন শব্দ ও তাহাদের অর্থ সংযোজিত আছে; (পৃ /০—৷৷০)। এতদ্ব্যতীত ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক শুদ্ধিপত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উল্লেখ প্যারিস্ বিশ্বপ্রদর্শনীতে প্রেরিত বাঙলা গ্রন্থের তালিকায় আছে।[২]

১। 257. Shabdartha Prokashika—A Bengali Dictionary with the Sanskrit roots of each word by Pundit Kedarnath Bhattcharjea and Jodunath Chatterjee, 3rd edition, page 633. 3 rupis.

২। 215. Prakritibad Abidhan—Dictionary of the Bengali language, with derivations and Explanations by Ramkomul Vidalankar. 8 vo., pages, 652. 5 Rupis.'—প্যারিস্ বিশ্বপ্রদর্শনীতে প্রেরিত বাঙলা গ্রন্থের তালিকা দ্রষ্টব্য। এই অভিধানের খণ্ডিত এক খণ্ড শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সংগ্রহে আছে।

"প্রকৃতিবাদ অভিধানের" বিশেষত্ব এই যে ইহাতে প্রত্যেক শব্দের ধাতু, বাচ্য, প্রত্যয়, সমাস, প্রতিশব্দের ইতিবৃত্ত ও শিষ্ট প্রয়োগ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। ইতঃপূর্বে মুদ্রিত কয়েকখানি অভিধানে স্থলভেদে ধাতু, বাচ্য, প্রত্যয়, সমাস প্রভৃতির উল্লেখ ছিল বটে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ—আংশিক মাত্র।

ওয়েনজার, বমওয়েচ, লঙ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তদানীন্তন সংবাদপত্র "সোমপ্রকাশে" উক্ত গ্রন্থের নিম্নোক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। যথা—"প্রকৃতিবাদ একখানি বাঙ্গালা অভিধান। শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে প্রতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও লিঙ্গাদি নির্ণয় করা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে, শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত হইয়াছে। ফলতঃ একখানি সংক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট অভিধান হইয়াছে, একথা অনায়াসে নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার প্রামাণ্য বিষয়ে এই বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে। সংগ্রহকার উইলসন সাহেবের অভিধান, রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দ-কল্পদ্রুম, রায় মুকুট ও ভরত মল্লিক প্রভৃতিকৃত অমরকোষের টীকা অবলম্বন করিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন।"—সোমপ্রকাশ, সন ১২৭২, ৩রা পৌষ সোমবার।

নিম্নে এই গ্রন্থের কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ প্রদত্ত হইল।

১। অংশী, (অংশিন, অংশ দেখ-ইন্-ক), বিং, ত্রিং, ভাগী। পৃ ১

২। উজান, (দেশজ), সং, স্রোতের বৈপরীত্য। বিপরীত, উল্‌টা। পৃ ১১০

৩। এবার, (এ এই শব্দজ-বার সময়), অং, এ সময়, এ পালায়, এখন। পৃ ১৪৮

৪। কাতল, (কাতর দেখ, র=ল), সং, পুং, কাতলা মাছ। পৃ ১৭৯

৫। খস, সং, পুং, চুলকনা, পাচড়া। পৃ ২২১

৬। গোঙ্গা, (দেশজ), বিং, বোবা। সং বড় কড়ি। পৃ ২৩৯

৭। ঘাম, (ঘর্ম শব্দজ), সং, শ্রমজল, স্বেদ। পৃ ২৪৫

৮। চাঁপা, (চম্পক শব্দজ), সং, চম্পক পুষ্প। পৃ ২৫৩

৯। জম্পতি, (জম্—জায়াশব্দজ-পতি), সং, পুং, দ্বিং, স্ত্রী পুরুষ। পৃ ২৬৮

১০। তন্তু, (তন্ বিস্তার করা+তু প্রং), সং, পুং, সূতা, অপত্য। পৃ ২৮৫

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই—

"The / Procritibad / or / A Dictionary of the Bengali Language, / containing all the words in use, whether Bengali or Sanscrit, with their / derivations and explanations. / By / Ramkomul Bidyalunkar / প্রকৃতিবাদ অভিধান। / প্রচলিত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দ এবং বাঙ্গালা ভাষায় তাহার/ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি বিনির্ণয় সমেত। / শ্রীরামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। / Calcutta : / Printed at the Sucharu Press. By Lallchand / Biswas and Co., Gurpar. / সংবৎ ১৯২৩।১৯ অগ্রহায়ণ। / মূল্য ৫ টাকা মাত্র।" / পৃ ৬+২০+৷৷০+১+৬৪৪+? আকার ২০ × ১৩ সে. মি.

[খ] শব্দাম্বুধির চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র—

"শব্দাম্বুধি। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত / বহুতর সংস্কৃত শব্দ / সহকৃত / গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের / অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ / এবং / অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক / কর্তৃক সংগৃহীত। / অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ। / নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥ কলিকাতা। / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে সংশোধনানন্তর চতুর্থবার মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৭৮৮।/" পৃ ৵০+৬১৫, আকার ১৯ × ১৩ সে. মি.[১]

[গ] শব্দার্থমুক্তাবলীর দ্বিতীয় (?) সংস্করণের আখ্যাপত্র[২] —

"শব্দার্থ মুক্তাবলী। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত অ-কারাদি বর্ণক্রমে বিন্যস্ত বহুতর সংস্কৃত শব্দ ও তল্লিঙ্গ / এবং নানার্থ পর্যায় প্রমাণ প্রয়োগ তদনুবন্ধাভিধেয় ধাতুও তৎসহকৃত / গৌড়ীয় সাধুভাষা এবং বিজাতীয় ভাষান্তর্গত বহুল / শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দের অনুমত্যনুসারে / এবং / শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের / সাহায্যে / শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দাস মহাশয় কর্তৃক / সংগৃহীত হইয়া / কলিকাতা / চিৎপুর রোড ২৪৬ নম্বর বটতলা / বিদ্যারত্ন যন্ত্রে / শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত এবং

১। এই সংস্করণ গোলাব কুমারী লাইব্রেরীতে আছে।

২। এই সংস্করণ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে আছে।

প্রকাশিত। / শকাব্দাঃ ১৭৮৮।১০ আষাঢ়। /" পৃ ১৯+১+১৫৪৬। আকার ২৩×১৫ সে. মি.

[ঘ] ইণ্ডিয়া অপিসের গ্রন্থাগারে কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "শব্দার্থ প্রচারিকা" নামক অভিধানের একখণ্ড আছে।[১] ইহার মুদ্রণ কাল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থ এযাবৎ দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

[ঙ] শব্দদীধিতি—শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত-বাঙলা অভিধান, ১৮৬৬ খ্রীঃ।

১৮৬৭ খ্রীঃ

[ক] ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত কেশবচন্দ্র রায় সঙ্কলিত "শব্দাবলী" নামক অভিধানের এক খণ্ড ইণ্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগারে আছে। আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের "সদানন্দ-জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের" "মোক্ষদা সংগ্রহে" পাইয়াছি। এই অভিধানের শব্দসংখ্যা আনুমানিক পঁচিশ হাজার। ইহার শব্দ সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। 'ক্ষ' বর্গের শব্দ সমূহ 'হ' বর্গের শব্দের পরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতি শব্দের পাশে সেই শব্দের লিঙ্গ এবং শব্দটি বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি কোন শ্রেণীর তাহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা আছে। ইহাতে বহু দেশজ শব্দও স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২ ; আকার ২১×১৩ সে. মি.

ইণ্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগারের গ্রন্থ তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ ভাগের ২৩ পৃষ্ঠায় এই অভিধানের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে—

"Śabdāvuli, By Kasavachandra Rāya. pp. 432, Calcutta, 1867" নিম্নে আলোচ্য অভিধানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। যথা—

১। অবকুঞ্চন, ক্লীং বক্রকরণ। পৃ ২২(১)
২। আধলি, ক্লীং অৰ্দ্ধমুদ্রা। পৃ ৪০(২)
৩। একলাদুকলা, বিং একাকী দ্বিতীয় রহিত, ত্রিং বিং এক বা দুই। পৃ ৬৩(২)

১। "Śabdārthaprachārikā. By Kailāsachandra Vandyopādhyāya pp. 5, 868, 4. Calcutta 1866."

৪। কাফরি, পুং স্ত্রীং আফরিকাদেশস্থ লোক। পৃ ৮০(১)
৫। খাবলা, ক্লীং কবল, গ্রাস ; মুটা। পৃ ১০১(২)
৬। গেঁড়ি, স্ত্রীং গুগ্‌লি। পৃ ১১৪(১)
৭। চেলুনী, স্ত্রীং তণ্ডুল প্রক্ষালনোদক। পৃ ১৩১(২)
৮। ছেপ, ক্লীং নিষ্ঠীবন, থুথু, থুক। পৃ ১৩৫(২)
৯। জেঠাই, স্ত্রীং জ্যেষ্ঠপিতৃব্য পত্নী। পৃ ১৪৪(২)
১০। টিপী, পুং উচ্চস্থান, স্তূপ ; রাশি। ১৫১(২)

আখ্যাপত্র—

"শব্দাবলী / অর্থাৎ / বহুতর সাধুশব্দের লিঙ্গাদি সম্বলিত / অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্তৃক / সংগৃহীত হইয়া / শ্রীবিশ্বম্ভর লাহার অনুমতানুসারে / কলিকাতা / ৺বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীটে ৩৭।১ নং ভবনে / কবিতারত্নাকর যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দা ১৭৮১ সন ১২৭৪ সাল। / ৩০ আষাঢ়। / মূল্য ২ টাকা। / শ্রীরামচন্দ্র মিত্র দ্বারা প্রকাশিত। / পৃ ৪৩২ আকার ২১ × ১৩ সে. মি.[১]

[খ] ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত মার্শম্যান সঙ্কলিত ইংরাজী-বাঙলা অভিধানের সপ্তম সংস্করণের আখ্যাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। চতুর্থ সংস্করণের সহিত ইহার স্থানে স্থানে পার্থক্য লক্ষিত হয়।

"A / Dictionary / Of / The Bengalee Language. / Vol. II. / English and Bengalee. / Seventh Edition. / Serampore : / Printed at the Tomohur / Press / Sold at the Press, and also at the Calcutta School Book / Society's Depository, and by all the Principal / Book Sellers in Calcutta" : / 1867, পৃ 432. আকার ২১ × ১৩ সে. মি.[২]

[গ] ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রামনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত একখানি ইংরাজী, বাঙলা ও গারো শব্দকোষ মুদ্রিত হয়। ইহাতে প্রথম ইংরাজী, তৎপর বাঙলা ও সর্বশেষে গারো প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। বাঙলা ও গারো শব্দ রোমান ও বাঙলা উভয় লিপিতে, গারো শব্দের বাঙলা লিপি অবলম্বন করিয়া অ-কারাদি

১। এই অভিধানের এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে।
২। এই অভিধানের একখণ্ড বিশপ কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। এই অভিধানের প্রথম ৩৮ পৃষ্ঠায় ইংরাজী, বাঙলা ও গারো শব্দকোষ তৎপর এক পয়সা, দুই পয়সা, তিন্ পয়সা, এক আনা, দুই আনা প্রভৃতি এক টাকা পর্যন্ত যাবতীয় শব্দ; এক, দুই, তিন প্রভৃতি একশত সংখ্যাবাচক শব্দ ও মাস, বৎসর প্রভৃতিমূলক ইংরাজী, বাঙলা ও গারো শব্দ পাশাপাশি তিন কলামে মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নে এই গ্রন্থের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ এবং আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ—

	English	Bengali	Garrow
১।	Included,	Gorva, Unturpat, গর্ভ, অন্তঃপাত	Ok, অক্।
২।	Leech,	Jok, Jaluka, জোঁক, জলৌকা,	Illak, ইল্লক।
৩।	Pen,	Lakhani, লেখনী,	Kalam, কলম।
৪।	Turban	Pagoori, পাগুড়ি,	Khadi, খাদি।
৫।	Old,	Puratun, পুরাতন,	Gichham, গিছাম।
৬।	Bell	Ghanta, Ghati, ঘণ্টা, ঘাটী,	Ghanti, ঘাণ্টি।
৭।	Ghee,	Clarified Butter, Ghrita, ঘৃত,	Ghaw, ঘেউ।
৮।	Son-in-law,	Jamata জামাতা	Chhaoori, ছাওয়ারি।
৯।	Brahmin,	Bramhan Bipra, ব্রাহ্মণ, বিপ্র,	Takoor, ঠাকুর।
১০।	Sky,	Akash, আকাশ	Sarga, সারগা।

আখ্যাপত্র—"English, Bengali, / And / Garrow Vocabulary / By / Baboo Ram Nath Chuckerbutty / Calcutta : / Printed at the Bengal Secretariat office." / 1867. / পৃ 54.[১]

১। এই অভিধান ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও গথেলস্ লাইব্রেরীতে আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙলা অভিধানের উপাদান

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত, বিভিন্ন গ্রন্থের প্রারম্ভে, মধ্যে বা অন্তে যে সকল বাঙলা শব্দ-সূচী দেওয়া আছে তাহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। এই জাতীয় শব্দ-সূচীর সার্থকতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথাই বলিবার আছে। আমরা সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিব।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত সকল বাঙলা অভিধানের ইতিহাস দিতে গেলে, অভিধান ব্যতীত, অভিধানের উপকরণ-মূলক নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীর গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে প্রদত্ত শব্দ-সূচীর উল্লেখ করিতে হয়। যথা—[১] বিভিন্ন গ্রন্থের প্রারম্ভে, মধ্যে বা অন্তে প্রদত্ত শব্দ-সূচী। [২] বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রদত্ত শব্দ-সূচী। মুদ্রিত অভিধানে নাই এইরূপ বহু শব্দ এই সকল শব্দ-সূচীতে পাওয়া যায়। কয়েকখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের পরিশিষ্টে বহু বৈজ্ঞানিক ইংরাজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নির্দেশ করা আছে। তদ্রূপ ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থের পরিশিষ্টে ঐ সকল বিষয়ের বহু ইংরাজী ও সংস্কৃত শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। এই সকল শব্দ-সূচীতে প্রদত্ত কয়েকটি শব্দের অর্থ বর্তমানে অপ্রচলিত, এমন কি স্থলভেদে ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। ইউরোপীয় প্রদত্ত কয়েকটি বাঙলা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ ও ইংরাজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ আমাদের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক বিবেচিত হইবে। বর্তমানে "Bachelor" শব্দের প্রতিশব্দ দিতে গিয়া আমরা "বিদ্যালঙ্কার" বলি না। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের একখানি গ্রন্থে "Bachelor"-এর প্রতিশব্দ "বিদ্যালঙ্কার" দেওয়া হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে "Engineer" শব্দের বাঙলা রূপ করা হইয়াছে "কলপ্রজ্ঞ"। অপর একখানি গ্রন্থে "জবন" অর্থে "Greece", "Diamond Harbour" অর্থে "কলাগাছি", "Suburbs of Calcutta" অর্থে "পঞ্চান্নগ্রাম" বলা হইয়াছে। বর্তমানে আমরা এই জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করি কি? ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অভিধান

সঙ্কলন করিতে গেলে ঐ সময়ে মুদ্রিত অভিধান ব্যতীত এই জাতীয় শব্দ-সূচী সমূহ অবশ্যই দেখিতে হইবে। এই সকল কারণে এই জাতীয় শব্দ-সূচী সমূহের পরিচয় সঙ্কলন করা উচিত। আমরা বর্তমান অধ্যায়ে বিভিন্ন গ্রন্থের প্রারম্ভে, মধ্যে বা অন্তে প্রদত্ত শব্দ-সূচীর পরিচয় দিতে গিয়া সেই সকল শব্দ-সূচীর নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি করিয়া শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত সেই সকল গ্রন্থের আখ্যাপত্র, ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছি। আখ্যাপত্র হইতে গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার বা সঙ্কলয়িতা, প্রকাশকের নাম ও মুদ্রণকাল জানা যাইবে। গ্রন্থের যে সংস্করণ হইতে শব্দ ও তাহার অর্থ সঙ্কলিত হইয়াছে সেই সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। শুধু ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হেড্‌লীর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ও দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে শব্দ ও তাহার অর্থ সঙ্কলিত হইয়াছে।

১৭৭২ খ্রীঃ

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ হেড্‌লী সঙ্কলিত "Grammatical Remarks on the Practical and Vulgar Dialect of the Indostan language, commonly called Moors, with a Vocabulary, English and Moors." গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ইহা যদিও নামতঃ এবং মূলতঃ বাঙলা ভাষার অভিধান নহে, তথাপি বাঙলা অভিধানের উপাদানমূলক গ্রন্থ পরিচয়ে এই গ্রন্থের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার হেড্‌লী বাঙলা দেশের একটি সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অধ্যক্ষ থাকিবার সময় অনুভব করিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদের কথ্য ভাষা শিখিতে না পারিলে, যথাযথভাবে তাঁহার সৈন্য-পরিচালন-কার্য নির্বাহ করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য তিনি তাঁহার সৈন্যদের ব্যবহৃত "Practical and Vulgar" শব্দ সমূহ সংগ্রহ করিয়া এক শব্দ-সূচী মুদ্রিত করেন এবং সংক্ষেপে ইহাদের ভাষার ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা করেন।

এই সৈন্যাধ্যক্ষের এদেশীয় ভাষাজ্ঞান ও বিভিন্ন জাতির নাম-জ্ঞান একেবারেই প্রাথমিক স্তরের ছিল। তিনি তাঁহার সৈন্যদলের ভাষাকে "Indostan" ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ভাষা-ভাষীদের সাধারণ নাম "মুর"। আমরা জানি, স্পেনের মুসলমানদিগকেই মুর

বলা হইয়া থাকে। এদেশীয় সৈন্যদলে যে সকল মুসলমান সৈন্য ছিল, গ্রন্থকার সম্ভবতঃ তাহাদিগকেই 'মুর' নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হ্যাল্‌হেডের ব্যাকরণে এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ফর্‌ষ্টার সাহেবের অভিধানে 'মুর' শব্দের উল্লেখ পাই।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে বাঙলা দেশের সৈন্যদলে বাঙালী মুসলমান সৈন্য থাকা অসম্ভব ছিল না, সৈন্যদলে বাঙালী সৈন্য না থাকিলেও বাঙলা দেশে অবস্থিত সৈন্যদলের ব্যবহৃত "Practical" ও "Vulgar" শব্দ সমূহের মধ্যে কয়েকটি খাঁটি বাঙলা শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। বর্তমানকালে কলিকাতার জনসাধারণের "Practical" ও "Vulgar Dialect"-এর একখানি অভিধান সঙ্কলন করিলে, তাহাতে যেরূপ বাঙলা শব্দ ব্যতীত ফার্সী, আরবী, হিন্দুস্থানী, ইংরাজী ও ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার শব্দ থাকিবে তদ্রূপ দুইশত বৎসর পূর্বে, এদেশে অবস্থিত সৈন্যদের কথ্যভাষায় (তাহারা ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলেরই হউন না কেন), কয়েকটি বাঙলা শব্দ পাওয়া যাইতে পারে অনুমান করিয়া, আমি এই গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করি।

আলোচ্য গ্রন্থের শব্দ-সূচীর মোট শব্দ-সংখ্যা ২,২৫৫টি। ইহাতে প্রথমতঃ ইংরাজী শব্দ তৎপরে 'মুর' প্রতিশব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই শব্দসমূহের মধ্যে আরবী, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী শব্দের সংখ্যাই অধিক। কয়েকটি খাঁটি বাঙলা শব্দও আছে। ইহাতে যে সকল আরবী, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী শব্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বাঙলা ভাষায় প্রচলিত। প্রাচীন ও আধুনিক বাঙলা ভাষার বিভিন্ন অভিধানে উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত বহু শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই শব্দ-সূচীতে সেই সময়ে প্রচলিত কয়েকটি পোর্তুগীস্ শব্দও আছে।

এই গ্রন্থখানি যে সময় সঙ্কলিত হয়, তখন সবে মাত্র এদেশে ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। তখনকার আইন আদালতে ফার্সী ও আরবী ভাষাই সর্বত্র ব্যবহৃত হইত। মুসলমান সৈন্যদের কথাবার্তায় ফার্সী, আরবী ও হিন্দুস্থানী শব্দের আধিক্য লক্ষিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।

এই সব কারণে বাঙলা অভিধানের উপাদানমূলক গ্রন্থ পরিচয়ে আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল। এই গ্রন্থ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে

প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ "Hon. the Court of Directors of the East India Company"-র নামে উৎসর্গীকৃত।

হেড্‌লী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "বেঙ্গল আরমী"তে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভর্তি হন[১]। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই গ্রন্থ ব্যতীত তিনি ফার্সী ভাষার শব্দাভিধান সহ এক ব্যাকরণ-সঙ্কলন করেন। নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থের শব্দ-সূচীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদৃচ্ছাক্রমে নির্বাচিত কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। শব্দ-সূচী বিভাগে সর্বত্র রোমান লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে ইংরাজী শব্দসমূহ রোমান বর্ণমালানুক্রমে মুদ্রিত।

---

১ "Having in 1764 by Mr. Vansittart's favour, obtained the then great object of military subaltern emulation, an appointment to the Seapoys: and having afterwards been honoured by Lord Clive with the command of a battalion of seapoys, in consequence of my steady attachment to the government at a critical juncture, when such an instance of fidelity was highly acceptable to the administration in Bengal, I soon became sensible that it would be impossible to discharge my duty in the manner I could wish, without a knowledge of the language spoken by those whom I was to command; and experience soon shewed me that the corrupt dialect would be more immediately useful in a military capacity; I therefore reduced it to a grammatical system for my own immediate use only, when an accident determined me to do what neither the success I met with in the undertaking, the benefit I received therefrom, nor the desire of several of my friends in Bengal, could ever prevail with me to execute, and give it to the public. In 1770 the ingenious Mr. George Bogle desired my opinion of a small pamphlet he received from Europe (it was cased, A Grammar and Vocabulary of the Moor Language) when, to my utter astonishment, I found it was the mutilated embryo of my own grammatical scheme in 1765, a copy of which happened to be in the hands of your Industrious servant Mr. Henry Revell junior; to which had been subjoined a vocabulary, as erroneous in quality as it was deficient in quantity. To obviate therefore the ill effects of this crude performance, which is now circulating at my expense in Bengal and to prevent future accidents, I have set my name to these pages........." pp. VI—VIII.

শব্দ ও তাহার অর্থ [দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]—

১। Ancient—Boorah, as a man. Puranna, old as a house. পৃ ৬২
২। Bitter—Teetah. পৃ ৬৮
৩। Blunt—Bhotah. পৃ ৬৮
৪। Boat—Naou. পৃ ৬৮
৫। Brother-in-law—Sollah, a sister's husband, Bhunooee, a husband's brother. পৃ ৭০
৬। Bundle—Gŭttree, পৃ ৭১
৭। Commerce—Soodăugree, Baiparree. পৃ ৭৬
৮। Grand child—Naŭttee, Naŭtinee. পৃ ৯৭
৯। Mat—Seetul Pautee. পৃ ১১১
১০। Niece—Bhateejee, Bhonjee. পৃ ১১৫

গ্রন্থের আখ্যাপত্র—

"Grammatical Remarks / On the / Practical and Vulgar Dialect / Of the / Indostan language, / Commonly called / Moors. / With a / Vocabulary, / English and Moors, / The spelling according to / The Persian orthography. / Wherein are / References between Words resembling each other in / Sound and different in their significations, / With / Literal Translations and Explanations of the com- / pounded Words and Circumlocutory Expressions. / For the more easy attianing the Idiom of the Language. / The whole calculated for / The common Practice in Bengal, /—si quid novisti rectius istis, / Candidus imperti ; Si non, his utere mecum. / By Capt. George Hadley. / London : / Printed for T. Cadell, in the Strand. / M.DCC.LXXII. /" পৃ XVI + 133 ;

১৭৭৬ খ্রীঃ

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিএল ব্রাসি হাল্‌হেডের "A Code of Gentoo laws" মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের "Glossary of such Shanscrit,

Persian and Bengal words, as occur in this work."-শীর্ষক তালিকায় বাঙলা দেশে প্রচলিত কয়েকটি তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দ রহিয়াছে। শব্দ-সংখ্যা ২৬৩টি মাত্র। এই গ্রন্থে সর্বত্র রোমান লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দসমূহ রোমান বর্ণমালানুক্রমে মুদ্রিত। নিম্নে এই শব্দ-সূচী হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী অর্থ এবং গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ—

১। Achārige, A Teacher of the Goiteree. পৃ ৭
২। Bāzār, A market. পৃ ১১
৩। Chendāl, A mean Tribe of Gentoos. পৃ ১১
৪। Chokeydār, A Watchman or Guard ; sometimes a Toll Gatherer. পৃ ১১
৫। Cooly, A comman Porter or Carrier of Burthens. পৃ ১১
৬। Cutcherry, A Court of Justice. পৃ ১১
৭। Dām, A small Coin. পৃ ১১
৮। Haut, A weekly Market for various Goods. পৃ ১৪
৯। Kheel, Waste land. পৃ ১৫
১০। Musnud, A Throne, or Seat of Dignity. পৃ ১৭

গ্রন্থের আখ্যাপত্র—

"A / Code / Of / Gentoo Laws,/ Or, / Ordinations / Of The / Pundits, / From A / Persian Translation, / Made From The / Original, / Written In The / Shanscrit language. / London : / Printed in the Year MDCC-LXXVI. /" পৃ LXXIV + 61 + 322.

১৮০১ খ্রীঃ

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে হেরাসিম লেবেডফ রচিত "A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects" গ্রন্থ লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের "A description of a Man's Form, which may be of great use to Anatomists, Doctors, to Surgeons and to

Searchers." শীর্ষক অধ্যায়ে [পৃ ৬৮-৭২] মোট ১০৮টি শব্দ পাশাপাশি তিন কলমে তিন ভাষায় দেওয়া আছে। যথা—

প্রথম কলাম—The Mixed Indian Dialect.
দ্বিতীয় কলাম—The English Tongue.
তৃতীয় কলাম—The Civil Shamscrit Bengal Language.

১। Haddie,	Bone, bones,	Har.
২। Chamra,	Skin, hide,	Cham, chormo.
৩। Seer, Sheer,	Head,	Mata.
৪। Bho,	Eyebrow,	Bhoroo.
৫। Popnie,	Eyelid,	Choker-pata.
৬। Pootie,	Eye-ball,	Putlie.
৭। Ak-ka tara,	Eye-sight,	Choker-tara.
৮। Nacka soolah,	Nostrils,	Naker-chendra or Nasha-rondro.
৯। Dast,	Wrist, part of the hand,	Cobjie.
১০। Bogol,	Sides,	Pash.

উক্ত গ্রন্থের "The following Index of useful words may be employed to advantage" [পৃ ৮৫-৮৬] শীর্ষক অংশে মোট একশতটি "Mixed Indian Dialects"—শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকাতেও কয়েকটি বাঙলা শব্দ আছে। নিম্নে এই তালিকা হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। Batash,—wind.
২। Kwasa, Kooasha,—moist.
৩। Matee,—earth.
৪। Kooa,—Spring of water.
৫। Dooa,—Smoak.
৬। Jaydak or joydak,—large drum.
৭। Nolah,—Small river or channel.

নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"A / Grammar / Of the / Pure and Mixed East Indian Dialects, / With Dialogues Affixed, / Spoken

in all the Eastern Countries, / Methodically arranged at Calcutta, according to the Brahmenian System, / Of the / Shamscrit Language. / Comprehending / Literal Explanations of the compound words, and circumlocutory phrases, / Necessary for the attainment of the Idiom of that Language, &c. / Calculated for the use of Europeans. / With remarks on the errors in former Grammars and Dialogues of the Mixed Dialects called / Moorish or Moors, written by different Europeans ; together with a refutation of the / Assertions of Sir William Jones, respecting the Shamscrit Alphabet ; and several / Specimens of Oriental Poetry, Published in the Asiatic Researches. / Shoono anondit Raja Kohila tahare ; beia-karon adie shastro poraho Beddere. / Agge pae beprobor beddere poray ; beia koronadie kabbeo Shongito nirnoy. / Joitish, tipponie, tica, koteco percer, alpo cale bohoo shashtre hoilo odhicar. / chitro-korie ak-shloc lekelec pate : nijo poriechoy deia tooilo tahate. /Bedde Shoonder, Vol. I Shrie Chondro Riy, / by Herasim Lebedeff. / London. / Printed by J. Skirven, Ratcliff-Hichway ; / For and sold by the Author, No. 3. Warwick-Place, Bedford-Row ; and by Mr. Debrett, / Bookseller, Piccadilly. / 1801, /" পৃ XXIII+Viii+4+86.

১৮১৬ খ্রীঃ

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ইরাজী ভাষার একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহা ইংরাজী বাঙলা উভয় ভাষায় রচিত। এই ব্যাকরণের পরিশিষ্টে এক শব্দ-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। এই শব্দ-সূচী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা রোমান বর্ণমালানুক্রমে সজ্জিত এবং শব্দসমূহ এক, দুই, তিন সিলেব্‌লের পারম্পর্য-ক্রমে মুদ্রিত। মেদিনী-কোষে যেমন প্রত্যেক বর্গ, অক্ষরের সংখ্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিন্যস্ত, এই অভিধানেও সেই রীতির আভাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে সিলেব্‌লের সংখ্যার ক্রমানুসারে

শব্দসমূহ সজ্জিত। গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণের পূর্বে মুদ্রিত ইংরাজী কয়েকখানি "স্পেলিং বুক"-এ (বানান শিক্ষা-পুস্তক) এই রীতিতে শব্দ বিন্যস্ত দেখিতে পাই। আলোচ্য শব্দ-সূচীতে 'A' হইতে 'H' অক্ষরযুক্ত শব্দসমূহ এক, দুই, তিন সিলেব্‌ল-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু 'I' হইতে 'Z' যুক্ত শব্দসমূহ একত্র মুদ্রিত। এই শব্দ-সূচীর শব্দ-সংখ্যা অল্পাধিক ২১০০ মাত্র। শব্দ-সমূহ রোমান বর্ণমালানুক্রমে এবং তাহাদের বাঙলা প্রতিশব্দ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। নিম্নে এই শব্দ-সূচীর নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ এবং গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ—

Words of one Syllable.

১। All. তাবৎ সকল সম্যকপ্রকার। পৃ ১৩৩

২। Fair. সুন্দর স্বরূপ নির্ম্মল খোলাসা কোমলরূপ। পৃ ১৫৬

Words of two Syllables.

৩। Baggage. সৈণ্যেরদ্রব্যসকল সামাণ্য স্ত্রীলোক পৃ। ১৩৭

৪। Easy. সহজ অনাআশ অক্লেশ। পৃ ১৫৩

Words of three Syllables.

৫। Already. প্রথমে অগ্রে আগে অগ্রভাগে। পৃ ১৩৫

৬। Beautiful. সুন্দর উত্তম সুন্দরর্য্য শোভাকর। পৃ ১৪১

Words of one to three Syllables.

৭। Idol. বিগ্রহ প্রতিমা মূর্ত্তি। পৃ ১৬৮

৮। Omen. লক্ষণ চিহ্ন। পৃ ১৮৩

৯। Speedy. দ্রুত শীঘ্র তুরিৎ। পৃ ১৯৭

১০। Vehement. বলবান নিতান্ত একান্ত। পৃ ২০৯

গ্রন্থের আখ্যাপত্র—"A / Grammar, / In / English and Bengalee : / Containing / What is necessary to the knowledge / Of the / English Tongue, / To which is added / A / Translatian of Words / From / One to three Syllables, / Laid down in a plain and familiar way. / By Gunga Kissore Bhutachargee. / Calcutta : /

From the Press of Ferris and Co. / 1816 /" পৃ 4+ 216+4.

১৮১৯ খ্রীঃ

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ কেরীর পুত্র ফেলিক্স্ কেরী ডাঃ গোল্‌ডস্মিথ সাহেবের "হিষট্‌রি অফ্ ইংলেণ্ড" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এই গ্রন্থের নাম "ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়"। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে "Glossary of words used in the History of England." [পৃ ৭-১৯] মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্লসারি বা শব্দ-সূচীতে রোমান বর্ণমালানুক্রমে ও রোমান অক্ষরে ইংরাজীশব্দ এবং বঙ্গাক্ষরে বাঙলা প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার শব্দ-সংখ্যা ৩৩৫টি মাত্র। নিম্নে এই শব্দ-সূচীর নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ এবং গ্রন্থের বাঙলা আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ—

১। Abbey. ধর্ম্মশালা, মঠ। পৃ ৭
২। Bachelor. বিদ্যালঙ্কার। পৃ ৮
৩। Cabinet. মন্ত্রী. সভা। পৃ ৮
৪। Demagogue. লোকপ্রযোজক। পৃ ১০
৫। Engineer. কলপ্রজ্ঞ। পৃ ১১
৬। Fanatic. ধর্ম্মব্যগ্র। পৃ ১১
৭। Garrison. থানা, কিল্লা, গড়। পৃ ১২
৮। High Court of Justice. বড় আদালত। পৃ ১২
৯। Indemnity. নিশা। পৃ ১৩
১০। Jury. দোষাদোষবিচার সভা। পৃ ১৩

গ্রন্থের আখ্যাপত্র—

"ব্রিটিন্ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় / অর্থাৎ / জুলিয়স্ কাইসরের ব্রিটিন্ দেশাতিক্রমসময়াবধি, / আইমেন্‌সনামে প্রাসঙ্ক সন্ধিসময়পর্য্যন্ত, মহাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয় / তন্মধ্যে জুলিয়স কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ নামে রাজার মৃত্যুপর্য্যন্ত, / গোল্‌দস্মিৎ উপাধ্যায়কর্তৃক বিবরণীকৃত ; / এবং ঐ জর্জ্জের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেনস্ নামক সন্ধিসময়পর্য্যন্ত, / অন্য এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায় কর্তৃক

বিবরণীকৃত / ফিলিক্স্ কেরিকর্তৃক বাঙ্গালাভাষায় কৃত / C. S. B. S. / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইতি / শন ১৮১৯ /" পৃ ১৯+৪১২ ;

১৮২০ খ্রীঃ

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জে. ডি. পীয়ার্সন রচিত "পাঠশালার নিমিত্তে পত্র কৌমুদী" গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের শেষে "অভিধান" শীর্ষক অধ্যায়ে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ৩৫৮টি শব্দ ও তাহাদের অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে। [পৃ ৮৩-৮৮]। এই গ্রন্থখানি স্কুলবুকসোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছিল। নিম্নে এই "অভিধানের" দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১০টি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। আঞ্জাম, শেষ, কর্ম, নির্বাহ। পৃ ৮৩
২। ইজা, পূর্বের মত, সেই। ঐ
৩। উম্মেদ, আশা, ভরসা। ঐ
৪। এবন, পত্র, আত্মজ। ঐ
৫। ওজর, ছল, আপত্তি। ঐ
৬। কবুল, স্বীকার, অঙ্গীকার ঐ
৭। খানগি, গৃহের। পৃ ৮৪
৮। গর, রহিত, ছাড়া। ঐ
৯। চাকরাণ, বেতন-ভূমি। ঐ
১০। ছাপ, নির্মল, স্বচ্ছ, স্পষ্ট। ঐ

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"পাঠশালার নিমিত্তে / পত্র কৌমুদী। / Patra-kaumudī ; / Or, / Book of Letters, &c. / Containing / Letters of Correspondence, Commercial and Familiar, with / Zumeendaree and other legal Forms, &c, / By the Late Rev. J. D. Pearson. / C. S. B. S. / Calcutta : / Printed at the Calcutta School-Book Society's Press, and / Sold at their Depository, Circular Road. / 1844. /" পৃ ৮৮

১৮২১ খ্রীঃ

[ক] ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন পত্রিকার শেষ সংখ্যায় "দিগ্‌দর্শনের শেষ অভিধান"-শীর্ষক ৯ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বাঙলা শব্দ ও তাহাদের অর্থ-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। এই শব্দ-সূচী অ-কারাদি বর্ণমালানুক্রমে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। এই শব্দ-সূচীতে দিগ্‌দর্শনে ব্যবহৃত সকল দুরূহ শব্দ স্থান পাইয়াছে, ইহার শব্দ-সংখ্যা প্রায় ৪৫০টি। নিম্নে এই শব্দ-সূচীর নিদর্শন ও উক্ত সংখ্যার বাঙলা আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ—

১। অকৌশল—অপ্রীতি। পৃ ১
২। আনুগত্য—অন্তরঙ্গতা। পৃ ২
৩। উন্নত—ভাগ্যবান। পৃ ৩
৪। করগ্রহণ—বিবাহ। পৃ ৩
৫। কুমারী অন্তরীপ —টেঁক বিশেষ। পৃ ৩
৬। গ্রন্থব্যবসায়ী—যে গ্রন্থ পড়ে। পৃ ৩
৭। জিত—যে হারে। পৃ ৪
৮। প্রক্ষিপ্ত—যাহা ফেলা যায়। পৃ ৫
৯। মনুষ্য যান—পালকী। পৃ ৬
১০। ব্যূহ—সমূহ। পৃ ৭

আলোচ্য সংখ্যার বাঙলা আখ্যাপত্র—

"দিগ্‌দর্শন। / অর্থাৎ / যুবলোকের শিক্ষার্থে সংগৃহীত নানা উপদেশ। / তাহার ষড়্‌বিংশতিতম ভাগ। / ফিবরিওয়ারি ১৮২১। / নির্ঘণ্ট। / হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস। পৃষ্ঠা। / নাদর শাহের যুদ্ধাদি বিবরণ।... ৩১৩ / দিল্লীতে নাদর শাহের কতলাম।...৩১৫ / মহম্মদ শাহের বাদশাহী।...৩২২ / আলমগীর শাহের বাদশাহী।...৩২৮ / আলমগীর শানির বধ।...৩৩২ / আলী গৌহর শাহের বাদশাহী।...৩৩৭ / হিন্দস্থানের বাদশাহীর বিবরণ সমাপ্ত।...৩৩৮ / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। /" পৃ [৩১৩-৩৩৭] +৯

[খ] স্যার জি. সি. হটন হেলিবারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজের সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসী তরুণ সিভিলিয়ানদের বঙ্গভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে "Rudiments of Bengali Grammar" নামক এক বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণের "of the terms grammar" শীর্ষক অধ্যায়ে

[পৃ ১৬৫—১৬৮] ব্যাকরণ সংক্রান্ত ১৩৪টি বাঙলা শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। শব্দ সমূহ অ-কারাদি বর্ণমালানুক্রমে মুদ্রিত। এই শব্দ-সূচীর নিদর্শন ও গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ—

১। অঘোষ বর্ণ—a sharp, or surd letter. পৃ ১৬৫
২। আগম্—the interposition of a letter. পৃ ১৬৫
৩। উপধা—a penultimate letter. পৃ ১৬৬
৪। গুরু—heavy or long accent. পৃ ১৬৬
৫। চন্দ্রবুন্দ—the nasal sign (৺). পৃ ১৬৬
৬। জনার্থশব্দ—a gentile noun. পৃ ১৬৬
৭। টীক—a comment. পৃ ১৬৬
৮। প্লুত্—the grave accent. পৃ ১৬৭
৯। ফোলা—a compound letter. পৃ ১৬৭
১০। স্বার্থ্য—the indicative mood. পৃ ১৬৮

গ্রন্থের আখ্যাপত্র—

"Rudiments/Of/Bengali Grammar./By/Graves Chamney Haughton, M.A./And Professor of Sanscrit and Bengali in the Honourable / East-India Company's College./ London : / Printed for the Author, / By Cox and Baylis, Great Queen Street, Lincoln's Inn Fields, / And sold by Black, Kingsbury, Parbury, and Allen, Bookseller to the Honourable / East-India Company, Leadenhall Street./1821"/pp. XXIV + 168.

১৮২২ খ্রীঃ

[ক] স্কুলবুকসোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পীয়র্স সাহেবের ভূগোল বৃত্তান্ত গ্রন্থে "Alphabetical Index, of the Names occurring in this work"-শীর্ষক তালিকায় উক্ত গ্রন্থে ব্যবহৃত নাম-সূচী মুদ্রিত

হইয়াছে। এই সূচী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বাঙলা নামের পাশে ইংরাজী নাম ও দ্বিতীয় ভাগে ইংরাজী নামের পাশে বাঙলা নাম দেওয়া হইয়াছে। (পৃ i—xxxii) নাম সংখ্যা প্রত্যেক বিভাগে ৩১৩টি। প্রথম ভাগের নাম সমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ও দ্বিতীয় ভাগের নাম সমূহ রোমান বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে যে সংস্করণ মুদ্রিত হয় তাহা হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ এবং গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ—

১। অম্বিকা—Umbica. পৃ ১
২। ইসলমাবাদ—Islamabad, or Chatigaon. পৃ ২
৩। ওলন্দাজ—Holland. পৃ ৩
৪। জবন—(Juvun, i. e.) Greece. পৃ ৪
৫। নবহলাণ্ড—New Holland. পৃ ৮
১। Baical Lake—বাইকাল হ্রদ। পৃ ১৭
২। China—চীনদেশ। পৃ ২১
৩। Diamond Harbor—কলাগাছি। পৃ ২৩
৪। Lunca, (or Sylan)—লঙ্কাদ্বীপ। পৃ ২৪
৫। Suburbs of Calcutta—পঞ্চান্নগ্রাম। পৃ ৩১

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্র—

"শ্রীপীয়র্স সাহেবরচিত / ভূগোল বৃত্তান্ত, / অর্থাৎ / গোলাকার পৃথিবীর দেশ বিভাগ, ও নদী, / ও পর্বত, ও নগর বিবরণ ; / এবং / রাজত্ব, ও ধর্ম, ও মনুষ্য সংখ্যা, ও বাণিজ্য, ও প্রাচীন তথ্য / ইতিহাস, ইত্যাদি. / কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির দ্বারা মিশন ছাপাগৃহে মুদ্রিত হইল. / Geography,/Interspersed with information / Historical & Miscellaneous. /Compiled in Bengalee, for the use of schools,/By/W. H. Pearce./C. S. B. S./Calcutta :/ Printed at the Baptist Mission Press, Circular-Road,/ For the Calcutta School-Book Society. / 1822. /"
পৃ ১৩+XXXII+৮+২৪+২৪+২৪+২৪+২৪+৩০.

[খ] স্যর জি. সি. হটন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্বদেশবাসী সিভিলিয়ানদের বাঙলা শিক্ষার সুবিধার জন্য একখানি বাঙলা সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ তোতা-ইতিহাস, বত্রিশ-সিংহাসন ও পুরুষ-পরীক্ষা হইতে সঙ্কলিত। প্রথম গ্রন্থের ১০টি, দ্বিতীয় গ্রন্থের ৪টি, ও তৃতীয় গ্রন্থের ৪টি গল্প এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সঙ্কলনখানি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মূল বাঙলা গল্প, দ্বিতীয় ভাগে এই গল্প কয়টির ইংরাজী অনুবাদ ও তৃতীয় ভাগে উদ্ধৃত গল্পের অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দ-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। এই শব্দ-সূচীতে প্রত্যেক বাঙলা শব্দের সঙ্গে তাহার ইংরাজী প্রতি-শব্দ দেওয়া আছে। এই শব্দ-সূচীর শব্দ-সমূহ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা খাঁটি সংস্কৃত, বিকৃত সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, হিন্দী, বাঙলা এবং অজ্ঞাত-মূল শব্দ। গ্রন্থখানি সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে প্রত্যেক গল্পের ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া আছে। ইহার শব্দ সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। স্থলভেদে কয়েকটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেকটারদের নামে উৎসর্গীকৃত।

আলোচ্য শব্দ-সূচী লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে প্রতি ৪০টি শব্দে একটি অসংস্কৃত শব্দ স্থান পাইয়াছে। ক্রিয়া ও সর্বনাম ব্যতীত অপর সকল সংস্কৃত শব্দ সর্বত্র অবিকৃত রহিয়াছে। এই সব কারণে গ্রন্থ সঙ্কলয়িতার মতে যিনি সংস্কৃতে বিশেষজ্ঞ তাঁহার পক্ষে বাঙলা শিক্ষা করা খুব দুরূহ নহে। বাঙলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যে কতটুকু ঋণী তাহা আলোচ্য শব্দ-সূচী দেখিলেই সহজে অনুমান করা যায়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের এক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন ডানকান ফরবেস্।

নিম্নে এই গ্রন্থের "A Vocabulary, Benga'li and English ; of the words in the preceding Stories"—শীর্ষক শব্দ-সূচী হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। S. অঙ্গ S.—A limb, a member, the body. পৃ ১৪৩

২। S. কশা S.—A whip. পৃ ১৫৩

৩। U. ছাওয়াল্ S.—A child. পৃ ১৫৯

৪। A. জবাব্ S.—An answer, a reply. পৃ ১৫৯

৫। P. তীরন্দাজী S.—Archery. পৃ ১৬২

৬। S. দুই Adj. (S. দ্বি)—Two. পৃ ১৬৪

৭। B. পাল্কী S.—A palanquin. পৃ ১৭১

৮। B. পুঁতিতে V. tran.—To bury. পৃ ১৭২

৯। B. বটে ind.—Indeed, truly. পৃ ১৭৫

১০। U. বাহুড়িতে V. intran.—To return. পৃ ১৭৭

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"Bengālī Selections, / With / Translations and a Vocabulary./ By / Graves Chamney Haughton, M.A., F. R. S./ Professor of Sanscrit and Bengālī in the Honourable / East-India Company's College./ London:/ Printed for the Author, / By Cox and Baylis, Great Queen Street, Lincoln's Inn Fields,/ And sold by Kingsbury, Parbury, and Allen, Booksellers to the Honourable / East-India Company, Leadenhall / Street./1822/" pp. xii + i + 189 + 2.

ডানকান ফরবেস্ সম্পাদিত সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা—

"The / Bengālī Reader ; / Consisting of / Easy Selections from the best Authors : / With a / Translation, and Vocabulary / Of all the words occurring in the text. / A New Edition, / Thoroughly revised and corrected, / By / Duncan Forbes. LL. D , / Late Professor of Oriental Languages in King's College, London ; Member of the Royal / Asiatic Society of Great Britain and Ireland ; and author or Editor of Several / Works on the Persian, Hindūstānī, and Bangālī Languages. / London : / Wm. H. Allen & Co., 13, Waterloo Place, S. W. / 1862. /" pp. Viii + 192.

১২২৯ বঙ্গাব্দ [১৮২২ খ্রীঃ]

[গ] ১২২৯ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন ও শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের শেষে "শব্দার্থের নির্ঘন্টপত্র" শীর্ষক ৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে এক শব্দ-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার শব্দ-সংখ্যা ৭৪টি মাত্র। নিম্নে এই গ্রন্থের "শব্দার্থের নির্ঘন্ট" হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ এবং গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ—

১। অধর্ম—নরকোৎপাদক অদৃষ্ট। পৃ ১
২। আশা—দীর্ঘতৃষ্ণা। পৃ ১
৩। ঋতম্ভরা—সত্যবাণী। পৃ ১
৪। চার্বাক—নাস্তিক। পৃ ২
৫। তৃষ্ণা—অবিরতবিষয় বাসনা। পৃ ২
৬। দয়া—পরদুঃখ হরণেচ্ছা। পৃ ২
৭। বটু—পরিচারক ব্রাহ্মণ। পৃ ৩
৮। বিদ্যা—মোহাদি নাশক বুদ্ধিবিশেষ। পৃ ৩
৯। মান—আন্তরিক অহঙ্কার। পৃ ৪
১০। সত্য—স্বনাম প্রসিদ্ধ। পৃ ৫

গ্রন্থের আখ্যাপত্র—

"শ্রীশ্রীহরিঃ। / শ্রীআদি পুরুষায় নমঃ। / উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের যাঁয় হয়, পুনর্জন্ম হরে যাঁর / জ্ঞান অনাদি অনন্ত শান্ত, যাঁর মায়ায় জগ / দ্ভ্রান্ত, স্মরি সেই পুরুষ প্রধান। / গ্রন্থ নাম আত্মতত্ত্ব কৌমুদী। / শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ / তর্কপঞ্চানন শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্করশিরোমণি / কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। / গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম, / দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্বেগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষ/-ণ্ডবিড়ম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্বেগ, পঞ্চমাঙ্কের নাম / বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি, এই / গ্রন্থের নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাশব্দের অর্থ এবং মোহবিবেকা / দির লক্ষণ তত্তৎ শব্দার্থের নির্ঘন্ট পত্রে অ-কারাদিক্রমে দৃষ্টি / করিয়া অবগত হইব। / পুস্তকের মূল্য ৪ মুদ্রাচতুষ্টয় মাত্র / মহেন্দ্রলাল প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১২২৯ শাল। /" পৃ ৵ + ১৮৯ + ৫

১২৩০ বঙ্গাব্দ [১৮২৩ খ্রীঃ]

সমাচারচন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত "কলিকাতা কমলালয়" নামক গ্রন্থে "ভাষাকথা যাবনিক ভাষা ও সাধুভাষার বিবরণে" ১৮২টি 'যাবনিক ভাষা' ও তাহাদের 'সাধুভাষা' প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে যাবনিক ভাষা অর্থে ফার্সী, আরবী, হিন্দী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি এবং সাধুভাষা অর্থে বাঙলা শিষ্ট প্রয়োগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিভাগের পরে "যাহার বাঙ্গালা নাই এমন ভাষার বিবরণ" অর্থাৎ "যে সকল শব্দের অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় হয় না, অথবা সেই মত শব্দ...সংস্কৃত বা তদনুযায়ী শব্দেও নাই" তাহার এক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই তালিকার শব্দ সংখ্যা ১০৯। এই তালিকার শেষে ২২টি ইংরাজী শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। ইংরাজী শব্দ ব্যতীত উপরোক্ত দুই বিভাগের সকল শব্দ বাঙলা বর্ণমালানুক্রমে সজ্জিত। এই শব্দ-সূচীতে ক-কারাদি শব্দ হইতে ক্ষ-কারাদি শব্দ প্রথম মুদ্রিত হইয়াছে। তৎপরে অ-কারাদি হইতে ও-কারাদি সকল শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় বিভাগের শেষে ৩৪টি শব্দ বর্ণমালানুক্রমিক মুদ্রিত হয় নাই; ইহা মুদ্রণ প্রমাদ হওয়াও অসম্ভব নহে। এই গ্রন্থ ১২৩০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। নিম্নে এই গ্রন্থের শব্দ-সূচী বিভাগ হইতে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ এবং গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ, প্রথম বিভাগের শব্দ—

যাবনিকভাষা	সাধুভাষা
১। কমিনে—	অন্ত্যজ, ক্ষুদ্র, সামান্য, নীচ। পৃ ২৫
২। খারাব—	মন্দ, কদর্য, কুৎসিত, নিন্দিত। পৃ ২৬
৩। গওর—	মনোযোগ, অভিনিবেশ, অবধান। পৃ ২৭
৪। জায়দাদ—	সম্পত্তি, সর্বস্ব, স্থাবরাদি। পৃ ২৮
৫। তামাশা—	কৌতুক, কাব্য, রহস্য। পৃ ২৯
৬। পাজি—	অন্ত্যজ, সামান্য, ক্ষুদ্র। পৃ ৩০
৭। ভোর—	প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল। পৃ ৩১
৮। মফস্সল—	গোপন, অপ্রকাশ। পৃ ৩২
৯। সহজ—	অবলীলা, অবহেলা, অনায়াস। পৃ ৩৩
১০। আসল—	প্রকৃত। পৃ ৩৪

দ্বিতীয় বিভাগের শব্দ—কাছারি, খত, চড়ন্দার, জামিন, ফাঁসি ইত্যাদি।
ইংরাজী শব্দ—ননস্থট, ডবল, প্রিমিয়ম, জজ, বিল ইত্যাদি। পৃ ৩৬-৩৯

গ্রন্থের আখ্যাপত্র—

"শ্রীশ্রীহরি। / স্মরণ পূর্বক। / শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / বিরচিত / কলিকাতা কমলালয়/প্রথম তরঙ্গ / কলিকাতা সমাচারচন্দ্রিকাযন্ত্রে / মুদ্রিত হইল / সন ১২৩০ /" পৃ ॥০ + ৯১.

১৮৩৯ খ্রীঃ

রেভারেণ্ড জে. কীথ-রচিত "বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ" ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ইহার তৃতীয় সংস্করণ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ব্যাকরণে "অভিধান" শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে ব্যাকরণ সংক্রান্ত সকল শব্দ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে অর্থসহ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ৫৭-৬২ পৃষ্ঠায় মোট ১০৩টি শব্দ ও তাহাদের অর্থ দেওয়া আছে। নিম্নে "অভিধানের" দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ এবং গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ও তাহার অর্থ—

১। অনুনাসিক—নাসিকাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা উচ্চারিত হয়। পৃ ৫৭
২। অনুস্বার—বিন্দুমাত্র বর্ণ। পৃ ৫৭
৩। খণ্ড—এক প্রকরণের কতক পরিচ্ছেদ। পৃ ৫৮
৪। গৌড়—বাঙ্গলাদেশ। পৃ ৫৮
৫। চন্দ্রবিন্দু—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বর্ণ। পৃ ৫৮
৬। ধাত্বর্থ—ক্রিয়া, ক্রিয়ার মূল। পৃ ৫৯
৭। নায়ক—প্রাপক, কর্তা। পৃ ৫৯
৮। বিবেক—বিবেচনা। পৃ ৬০
৯। সানুনাসিক—যাহার উচ্চারণ নাসিকার সহিত হয়। পৃ ৬১
১০। ক্ষমা—পৃথিবী, মহী। পৃ ৬২

এই ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র—

"A/Grammar/Of/The Bengalee Language,/Adapted to the young,/In easy questions and answers./By the

Rev. J. Keith./Third Edition, 1000 copies./বালকদিগের শিক্ষার্থে/স্পষ্ট প্রশ্নোত্তর ধারাতে/বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ। / Calcutta : / Printed by Doorgachurn and Co., Sakharytalah ; /For the Calcutta School-Book Society, Sold/At its Depository, in Calcutta, and at/All the Principal towns in India./Sept. 1839." / পৃ ২ + ৬২.

১৮৪৫ খ্রীঃ

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত J. O. Voigt-এর "Hortus Suburbanus Calcuttensis.." গ্রন্থের পরিশিষ্টে কলিকাতা ও শ্রীরামপুরের বোটানিকেল উদ্যানে যে সকল বৃক্ষলতাদি ছিল, তাহাদের এক নাম-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রত্যেক বৃক্ষলতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া, সেই সেই বৃক্ষলতার বিবরণ ইতঃপূর্বে মুদ্রিত যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আছে তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৃক্ষ কোথায় অধিক জন্মে সেই সংবাদও ইহাতে পাইতেছি। গ্রন্থের পরিশেষে [pp. Liii--Lxviii] - "Index of the Bengali names of plants in this volume"—শীর্ষক নাম-সূচীতে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুলের নামের এক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকা প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত নামের পাশে রোমান অক্ষরে সেই নামের লিপ্যন্তর নির্দেশ করিয়া এই গ্রন্থের যে যে পৃষ্ঠায় এই নামের বিস্তৃত পরিচয় আছে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। এইনাম সূচীতে নামের সংখ্যা এক হাজারের অধিক। নিম্নে এই নাম-সূচী হইতে পর পর প্রথম ১০টি নাম যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

১। অখরোট—Ukhrot. 159. 296.
২। অগুর—Ugoor. 305.
৩। অঙ্গুরের গাছ—Ungoorer-gachh. 29.
৪। অচ—Uch. 386.
৫। অড়র—Urur. 236.
৬। অনন্তমূল—Ununto-mool. 544.
৭। অন্তমূল—Unto-mool. 539.
৮। অনান্নাস—Anannas. 614.
৯। অপাঙ্গ—Upang. 319.
১০। অমল কুচি—Umul-Koochi. 244.

নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। যথা—

"Hortus Suburbanus Calcuttensis. /A/Catalogue of the plants/Which have been cultivated/In the/Hon. East India Company's Botanical Garden,/Calcutta,/ And in the/Serampore Botanical Garden,/Generally known as Dr. Carey's Garden,/From the Beginning of Both Establishments (1786 and 1800)/To the end of August 1841 ; /Drawn up According to the Jussienan Arrangement,/And Mostly in Conformity with the second edition (1836) of/Lindley's Natural System of Botany. /By the Late J. O. Voigt,/Surgeon to the Danish Government, Serampore : /Printed under the Superintendence of/W. Griffith, F. L. S. / Memb. Imp. Acad. Natur. Curios.,—Royal Ratisb. Botan. Soc.,—Corr. Memb. Hort, Soc.,—/ Royal Acad. Turin,—Assist. Surgeon. Madras Establishment./ Calcutta :/ Bishop's College Press. / MDCCCXLY/" (1845) pp. xxiv + 745 + Lxviii.

১৮৪৭ খ্রীঃ

রেভারেণ্ড ইয়েটস্ রচিত, এবং জে. ওয়েনজার কর্তৃক সম্পাদিত "Introduction to the Bengali Language" নামক গ্রন্থ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থ দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে "Native Grammatical Terms" শীর্ষক এক অধ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে ১৭৮টি ব্যাকরণ সংক্রান্ত শব্দ নিম্নোক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত আছে। (ক) Orthographical Terms. (খ) Etymological Terms. (গ) Terms in Syntax. (ঘ) Terms in Prosody. এই পরিশিষ্টের শব্দ সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। আমরা নিম্নে ব্যাকরণ সংক্রান্ত এই শব্দ-সূচীর বিভিন্ন শ্রেণী হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।

ক. ১। বর্ণমালা—The alphabet.

২। অক্ষর—A letter.

৩। হ্রস্ব—A short one. [পৃ ১১৬]

খ. ৪। শব্দ—A word.

৫। বিভক্তি—An inflexion. [পৃ ১১৭]

গ. ৬। বিশেষণ—The words or clauses that agree with others.

৭। বিশেষ্য—The words or clauses governed by others.

ঘ. ৮। পদ্য—Verse or poetry.

৯। ছন্দ—Metre.

১০। একাবলী—The first (metre). [পৃ ১১৯]

এই গ্রন্থের ১২৫—২৬২ পৃষ্ঠায় "Benga'li Reader" মুদ্রিত হইয়াছে। ২৬৫—৩৫৮ পৃষ্ঠায় ঐ "Benga'li Reader"-এর যাবতীয় দুরূহ শব্দের ইংরাজী অর্থ "Explanatory Notes' শীর্ষক অধ্যায়ে দেওয়া আছে। ৩৬১—৪২৮ পৃষ্ঠায় "Index and Vocabulary" মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সকল বাঙলা শব্দ অকারাদি বর্ণানুক্রমে স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক শব্দের পাশে সেই সেই শব্দ যে-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সেই পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া আছে। এই সকল শব্দের ইংরাজী অর্থ জানিতে হইলে "Benga'li Grammar" অংশে অথবা "Benga'li Reader" অংশের "Explanatory Notes" অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই সেরূপ বহু শব্দও এই শব্দসূচীতে স্থান পাইয়াছে। এই সকল নূতন শব্দের পাশে তাহাদের ইংরাজী অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। এই শব্দ-সূচীর শব্দ সংখ্যা অল্পাধিক চারি সহস্র মাত্র। ইহা প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল—

১। অকস্মাৎ, adv.—Suddenly, unexpectedly. পৃ ৩৬১

২। অপদস্থ, a.—Without employment. পৃ ৩৬৩

৩। ঋষি, s.—A sage, saint. পৃ ৩৬৯

৪। ঘুষ, s.—A handful, a bribe. পৃ ৩৭৭

৫। দণ্ডায়মান, p.—Standing. পৃ ৩৮৫

৬। ঝুড়ী, s.—A basket. পৃ ৩৮১

৭। টান, s.—Strain, force, pressure. পৃ ৩৮১

৮। নম্র, a.—Lowly, humble. পৃ ৩৮৯

৯। পালঙ্গ, s.—A bed, bedstead ; beet-root. পৃ ৩৯৫

১০। হোম, s.—A burnt-offering. পৃ ৪২৩

গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"Introduction / To / The Benga'i Language. / By / The Late Rev W. Yates, D. D. / In two Velumes. / Edited by J. Wenger./Vol. 1./Containing a Grammar, a Reader, and explanatory Notes, / With an Index and Vocabulary. / Calcutta : / Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road./1847. /" pp. xiii + 428.

১৮৪৮ খ্রীঃ

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত বিদ্যাকল্পদ্রুমের নবম খণ্ডে ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় ক্ষেত্রতত্ত্ব বা Geometry মুদ্রিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রতত্ত্বের পরিশিষ্টে "Glossary of Terms" (pp. i-vi), শীর্ষক ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ক এক শব্দ-সূচী প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া মুদ্রিত, এই শব্দ-সূচীর প্রথম কলামে ইংরাজী শব্দের বাঙলা অর্থ এবং দ্বিতীয় কলামে বাঙলা শব্দের ইংরাজী অর্থ দেওয়া আছে। ইংরাজী ও বাঙলা শব্দসমূহ যথাক্রমে রোমান বর্ণানুসারে ও অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। ইংরাজী শব্দসংখ্যা ২৩৯টি মাত্র। নিম্নে প্রথম পৃষ্ঠা হইতে পর পর পাঁচটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

English	Bengali
১। Acute angle	লঘুকোণ।
২। Acute angled triangle	লঘুকোণি ত্রিভুজ।
৩। Addition	সঙ্কলন।
৪। Adjacent	সংলগ্ন, সন্নিহিত।
৫। Algebra	বীজগণিত।
Bengali	**English**
১। অকরণী	Rational.
২। অগ্রবর্ত্তি	Antecedent.
৩। অঙ্কগণিত	Arithmetic.

৪। অণ্ডাকৃতি Oval.

৫। অধিক কোণ Obtuse angle.

আখ্যাপত্রের প্রথম দুই পৃষ্ঠা ইংরাজীতে, তৃতীয় পৃষ্ঠা বাঙলায়। গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

প্রথম পৃষ্ঠা—

"No. IX / Under the patronage of the Government of Bengal, and dedicated, by / Permission, to the Governor General of India. / Encyclopaedia Bengalensis, / Or a series of publications in English and Bengali, / compiled from various sources, / On History, Science, and Literature, / Edited / By the Rev. K. M. Banerjea. / "..." / Died. Sic. 1-49. / Mathematics, / Geometry / part II. / Calcutta / Ostell and Lepage and P. S. D. Rozario and Co. / 1848. /"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—

"Elements of Geometry, / The Fourth, Fifth, and Sixth Books / Of Euclid, / By John Playfair, F. R. S. / With additions/By William Wallace, A. M. F. R. S.E./ And a symbolical demonstration as before / [চিত্র] /Engraved by Ramdhun Sarnokar / শ্রীরামধন স্বর্ণকারের খোদিত সাং সিমুল্যা/ To which is added a Selection from Bland's / Geometrical Problems, and the Lilavati. / Calcutta : / Ostell and Lepage and P. S. D' Rozario and Co. /"

তৃতীয় পৃষ্ঠা—

"বিদ্যাকল্পদ্রুম। / অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক রচনা / শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা / সংগৃহীত / নবম কাণ্ড। / ক্ষেত্রতত্ত্ব। / ২ খণ্ড / ইউক্লিডের চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ অধ্যায় / জান / প্লেফেয়রের ব্যাখ্যানুসারে ও উলিয়ম ওয়ালেসের অতিরিক্ত লিখনানু / সারে অনুবাদিত। / সর্ব্বশেষে ব্লাণ্ড নামক গ্রন্থকারের ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ক / প্রশ্ন হইতে এবং লীলাবতীর অন্তর্গত ক্ষেত্র / ব্যবহার হইতে কতিপয় প্রশ্ন উদ্ধৃত। / কলিকাতা

সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে শ্রীযুত আর রড্রিগস্ / সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত হইল। / ইং ১৮৪৮। শক ১৭৬৯ /" পৃ 149+১৪৯+vii.

১৮৪৯ খ্রীঃ

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত "জীবনচরিত" গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরাজী ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বাঙলা ভাষায় আখ্যাপত্র দেওয়া আছে। বাঙলা আখ্যাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নাম নাই। ইংরাজী আখ্যাপত্রে ও ভূমিকায় তাঁহার নাম আছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী "সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থ"-শীর্ষক এক শব্দ-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার শব্দ সংখ্যা ৯২টি। শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। প্রত্যেক শব্দের-পাশে তাহার ইংরাজী অর্থ তৎপর বাঙলা প্রতিশব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল—

১। অষ্টাংশিত, (Octavo) অষ্টপৃষ্ঠে বিভক্ত। আটপেজী। পৃ ১
২। চরণাবরণ, (Stocking) মোজা। পৃ ৩
৩। টঙ্কশালা, (Mint) টাঁকশাল। পৃ ৩
৪। প্রতিপোষক, (Patron) সহায়, আনুকূল্যকারী। পৃ ৬
৫। মণ্ডল, (State) প্রদেশ, রাজ্য। পৃ ৬

এই গ্রন্থের ইংরাজী ও বাঙলা আখ্যাপত্র নিম্নে দেওয়া হইল—

"Biography, / Translated into Bengallee / From / Chambers's Educational Course. / By / Ishwar Chandra Sharma. / Calcutta : / Printed at the Sanscrit Press. / 1849." / pp. 3+136+8+I.

"জীবনচরিত। / চেম্বর্স সংগৃহীত ইঙ্গরেজী পুস্তক অনুসারে / লিখিত। / কলিকাতা। / সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। / শকাব্দাঃ ১৭৭১। /"

১৮৫০ খ্রীঃ

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক এদেশবাসী সঙ্কলিত একখানি ইংরাজী ভাষায় বাঙলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। এই ব্যাকরণের শেষে তিন পৃষ্ঠায় (পৃ ২৯৩—২৯৫) "Grammatical Terms" শীর্ষক শব্দসূচীতে ব্যাকরণ সংক্রান্ত ৮৪টি বাঙলা শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। শব্দসমূহ নিম্নোক্ত

চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—1. Orthographical Terms, 2. Etymological Terms, 3. Terms in Syntax or কারক, 4. Terms in Prosody, ইহাতে শব্দসমূহ বর্ণানুক্রমে সাজান হয় নাই। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। আগম, addition or insertion of a letter. পৃ ২৯৩

২। বিভক্তি, an inflection ; a termination used in declining a noun or conjugating a verb. পৃ ২৯৩

৩। ণ্যন্ত, a causal verb. পৃ ২৯৪

৪। মুখ্য, the principal objective case when a verb governs two. পৃ ২৯৪

৫। যতি, the caesura, the harmonic pause. পৃ ২৯৫

নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"A / Grammar / Of the / Bengalee Language,/Adapted for / Natives and Europeans. / By A Native. / অনেক সংশয়োচ্ছেদি, পরোক্ষার্থস্য দর্শকং। / সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং, যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ" / Calcutta. / Printed by P. S. D'Rozario / and Co., Tank Square. / 1850 /" pp. xii + 295.

আলোচ্য গ্রন্থখানিই ভিন্ন নামে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই দুই সংস্করণে পার্থক্য এই যে পূর্বোক্ত সংস্করণ একই খণ্ডে সম্পূর্ণ, কিন্তু নিম্নোক্ত সংস্করণ দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড—"Part I. A Grammar." ও দ্বিতীয় খণ্ড—"Part II. Idiomatic and General Instructor." আমাদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ শুধু "A Grammar" অংশেই সম্পূর্ণ, কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থে "A Grammar" ব্যতীত "Idiomatic and General Instructor" শীর্ষক দ্বিতীয় খণ্ড যুক্ত। নিম্নে এই সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল--

"Introduction / To the / Bengalee Language, / Adapted to / Students who Know English. / In two parts / By a Native. / অনেক সংশয়োচ্ছেদি, পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।/ সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং, যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥ / Calcutta : / Printed

and Sold by P. S. D'Rozario and Co., Tank Square. / 1850/" pp. XII+410.

১৮৫১ খ্রীঃ

১৭৭৩ শকাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রথম ভাগ" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শেষে "সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থ" [পৃ ২২৮-২৩১] শীর্ষক শব্দসূচীতে ৭৬টি শব্দ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ইংরাজী অর্থ সহ মুদ্রিত হয়। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই শব্দসূচী হইতে ১০টি শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। অনাথ নিবাস—Orphan-asylum. পৃ ২২৮
২। আত্মাদর—Self-esteem. ঐ
৩। ইতর জন্তু—Lower animals. ঐ
৪। উপমিতি—Faculty of comparison. ঐ
৫। কালানুভাবকতা—Faculty of time. ঐ
৬। গোম সূর্যাধান—Vaccination. ঐ
৭। ঘটনানুভাবকতা—Eventuality. ঐ
৮। জড়—Idiot. পৃ ২২৯
৯। জিজীবিষা—Love of Life. ঐ
১০। প্রতিবিধিৎসা—Combativeness. ঐ

এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা—

"বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার / প্রথম ভাগ / শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক / প্রণীত / তৃতীয়বার মুদ্রিত / কলিকাতা / জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রালয় কসাইটোলা এমাম বাড়ী লেন নং ৬৭ / শকাব্দ ১৭৭৮ /" পৃ ৮+২৩১ ।/[১]

১৮৫২ খ্রীঃ

১৭৭৪ শকাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার দ্বিতীয় ভাগ" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শেষে "সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থ" [পৃ ২৩১] শীর্ষক শব্দসূচীতে

১। বিজ্ঞাপন। কলিকাতা। শকাব্দ ১৭৭৩, ১৮ পৌষ।

মাত্র ১৬টি শব্দ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ইংরাজী অর্থ সহ মুদ্রিত হয়। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই শব্দসূচী হইতে ১০টি শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। অধিবেদন—Polygamy.
২। ক্ষিপ্তনিবাস—Lunatic Asylum.
৩। জাড্য—Idiotism.
৪। পদার্থ বিদ্যা—Natural Philosophy.
৫। পান্থশালা—Hotel.
৬। রূঢ় পদার্থ—Elements.
৭। লোকযাত্রাবিধান—Political Economy.
৮। বাণিজ্য বিষয়ক স্বতন্ত্রতা—Freedom of trade.
৯। শিল্পযন্ত্র—Machine.
১০। হৃত্তত্ত্ব বিবেক—Phrenology.

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা—

"বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির / সম্বন্ধ বিচার / দ্বিতীয় ভাগ / শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক / প্রণীত / দ্বিতীয়বার মুদ্রিত / কলিকাতা / জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রালয় / নং ৬০ কসাই টোলা / শকাব্দ ১৭৭৭ /" পৃ ॥০ + ১ + ২৩১ ।[১]

১৮৫৩ খ্রীঃ

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন গুপ্তের "এনাটোমী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে "শরীরের ঘন বস্তু লিখিত সকলের নাম"—উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তালিকায় মূল শব্দ ও তাহার বাঙলা প্রতিশব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে। নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। ব্লড বা রক্ত।
২। লিম্প বা লসীকা।
৩। পীগমেন্ট বা বর্ণদ্রব্য।
৪। সেলুলর টিস্যু বা কৌষিক ঝিল্লী।
৫। বোন্স বা অস্থিগণ।
৬। মসলস্ বা পেশীগণ।

১। বিজ্ঞাপন। কলিকাতা। শকাব্দ ১৭৭৪, ১০ মাঘ।

৭। নর্বস্‌ টিস্থ বা স্নায়ুগণ। ৯। গ্লেণ্ডস্‌ বা গ্রন্থিগণ।

৮। ব্লড বেসল্‌স বা রক্তবহা নাড়ীগণ। ১০। স্কীন্‌ বা ত্বক।

নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"এনাটোমী / অর্থাৎ / শারীর বিদ্যা। / তৎ প্রথম ভাগ মেডিকেল কলেজের হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালি ছাত্রদিগের / শারীর বিদ্যার উপদেশক / শ্রীমধুসূদন গুপ্ত প্রণীত। / কলিকাতা / ১২৫৯ শাল ইং মার্চ ১৮৫৩।" /

"A / Manual / of / Anatomy and Physiology / Part 1./ Osteology / By / Pundit Madusoodan Gupta. / Supt. and Lecturer of Anatomy and Physiology to the Hindustani / and Bengalee Classes of the Calcutta Medical College / and formerly Professor of Medicine / / in the Govt. Sanscrit / College. / Calcutta / 1853./"[১]

১৮৫৫ খ্রীঃ

প্রাকৃত ভূগোল—রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। 'Roz & Co' দ্বারা মুদ্রিত। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র ছিন্ন।

"প্রাকৃত ভূগোল"—গ্রন্থের ১৭৯-১৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত "পারিভাষিক শব্দের নির্ঘণ্ট" মুদ্রিত হইয়াছে। এই নির্ঘণ্টে প্রায় দুইশত অ-কারাদি বর্ণানুক্রমিক বাঙলা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ ও স্থলভেদে তাহাদের বাঙলা ব্যাখ্যা আছে। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। আঙ্গার্যস্তর, (Carboniferous formation)।

২। উৎস, (Fountain) ফোয়ারা।

৩। কটাল, (Spring Tide)।

৪। কলঙ্কুর, (Whirlpool) ঘূর্ণমান জল, দহ।

৫। চিরনীহার বাহু, (Glacier)।

৬। ধূলিধ্বজ, (Whirlwind)।

৭। নদীমুখস্থ ভূমি, (Delta) ত্রিকোণমণ্ডল ভূমি।

১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—১৬, 'উইলিয়ম ইয়েটস্‌, জন ম্যাক, মধুস্দন গুপ্ত'—শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল, পৃ ৮৩ দ্রঃ।

৮। নীহার স্ফোট, (Avalanche)।

৯। প্রথম যুগ, (Palaeozoic age)।

১০। ক্ষৌণীবিদ্যা, (Geology)।

১৮৫৬ খ্রীঃ

১২৬৩ বঙ্গাব্দে শ্রীভুবনমোহন মিত্র ও শ্রীগোপাললাল মিত্রের "কৌতুকতরঙ্গিনী" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শেষে [পৃ ৮৩-৮৬] প্রদত্ত "টীকা"য় ৬০টি ইংরাজি শব্দ বাঙলা অর্থসহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নে এই টীকা হইতে ১০টি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। অকশিজেনগেস (Oxygengas) বিশেষ বায়ু। পৃ ৮৩

২। এলকেলাই (Alkali) ক্ষার বিশেষ। ঐ

৩। কোপল (Copal) গঁদ বিশেষ। ঐ

৪। দ্রাম (Drachm) দুই মাস পরিমাণ। পৃ ৮৪

৫। বিনিগার (Vinegar) ছিরকা। পৃ ৮৫

৬। বিষমদ (Bismuth) ধাতুবিশেষ। ঐ

৭। মেট্রাশ (Metrass) পাত্র বিশেষ। ঐ

৮। সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid) গন্ধকের তৈল। ঐ

৯। সিডলেক (Sidlac) গালা বিশেষ। পৃ ৮৬

১০। সেণ্ডহিট (Sand heat) বালুকা যন্ত্র। ঐ

নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল যথা—

"শ্রীশ্রীহরিঃ। / শরণং। / কৌতুক তরঙ্গিনী। অর্থাৎ / ইংরাজী রসায়ন-বিদ্যাবিষয়ক নানাবিধ পরীক্ষার সন্ধান / গৌড়ীয় সাধুভাষায় স্পষ্টরূপে অনুবাদিত করিয়া / সর্বজন হিতার্থে চোরবাগান নিবাসি / শ্রীভুবন মোহন মিত্র ও শ্রীগোপাল লাল মিত্র / দ্বারা প্রকাশিত / শ্রীসেখ হোসী জমাদারের / আদেশানুসারে / কলিকাতা / গরানহাটা ষ্ট্রীটে পাঁচু দত্তের গলিতে ৯২ নং ভবনে / শ্রীসেখ সেরাজ জমাদারের / এঙ্গোলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১২৬৩ সাল ১৩ আষাঢ়"। / পৃ ।৶০ + ৮৬।

১৮৫৭ খ্রীঃ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে "ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "ভারতবর্ষীয় গাছ সকলের তালিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত তালিকার মুখবন্ধ স্বরূপ নিম্নোক্ত মন্তব্য পাইতেছি। তালিকাটি পাশাপাশি তিন কলামে যথা—(১) এতদ্দেশীয় নাম (Native Name), (২) সামান্য ইংরাজী নাম (Common Name in English) এবং (৩) ইংরাজী শাস্ত্রীয় নাম (Scientific Name) ছাপা হইয়াছে। ইহাতে চৌদ্দ-পনর শত গাছের নাম অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে প্রথমে বঙ্গাক্ষরে এবং তন্নিম্নে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি নাম উদ্ধৃত হইল। "এতদ্দেশীয় যে সমস্ত জমীদার, কৃষক এবং কৃষিবিষয়ক অনুরাগী অন্যান্য লোকের ভারতবর্ষীয় লতা বৃক্ষাদি বিষয়ক পুস্তক অনুশীলন করিবার অবকাশ বা উপায় নাই তাহাদিগের জন্য ভারতবর্ষীয় গাছসকলের গ্রন্থ তালিকা সংগ্রহ করা গেল। যদিও এই তালিকা সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হয় নাই তথাপি এই অসম্পূর্ণ তালিকা দ্বারাও আপাততঃ কতক উপকার দর্শিতে পারিবে।" [পৃ ১]

এতদ্দেশীয় নাম Native Name	সামান্য ইংরাজী নাম Common Name in English	ইংরাজী শাস্ত্রীয় নাম Scientific Name
১। আম্র, Amru,	ম্যাঙ্গো, Mango,	ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা। Mangifera Indica. (পৃ ৩)
২। কার্পাস, Karpas,	কটন, Cotton,	গসিপিয়ম হারবেসিয়ম। Gossypium herba-ceum. (পৃ ১৪)
৩। ছোট মসূর, Chhoto musoor,	হার্ডি টেয়ার, Hardy Tare,	এর্ভম হার্জটম। Ervum hirsutum. (পৃ ৪২)
৪। পারিজাত, Parijat,	দি কোরাল ট্রি, The coral tree,	এরিথ্রিনা ফুলজেন্স। Erythrina fulgens. (পৃ ৬৫)

৫। শ্রীফল, বেঙ্গাল কুইন্স, ইগল মার্মেলস্।
Sreephul, Bengal quince, Aegle marmelos.
(পৃ ১১৫)

আখ্যাপত্র—"ভারতবর্ষীয় / কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ। / বালাম ১ / কলিকাতা: / সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত / ইং ১৮৫৭ /" পৃ ৵০+৵০+ ১৭৩+১২৮+ ১০।

১৮৫৯ খ্রীঃ

[ক] ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রলাল মিত্র "Mayo's Lessons on Things" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এই অনূদিত গ্রন্থের নাম "বস্তু পরিচয়"। উক্ত গ্রন্থের শেষে "পারিভাষিক শব্দের নির্ঘণ্ট" শীর্ষক ৬ পৃষ্ঠার এক পরিশিষ্ট সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ১১৩টি শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—

১। অঙ্গুরীয়ক—Bows of Scissors. পৃ /০
২। উভয়োত্তান—Double Concave. পৃ /০
৩। ঋজ্বুত্তান—Plano-Concave. পৃ /০
৪। গ্রন্থিল—Knotted. পৃ ৵০
৫। প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট—Cellular. পৃ ৵০

গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"Mayo's/Lessons on Things,/Translated into Bengali,/ For the/Use of the Wards' Institution./By/Upendralála Mitra. / বস্তুপরিচয়। / অর্থাৎ / ভূতপদার্থের আকৃতি-নাম-ধর্ম্মাদির / উপদেশ-গর্ব্ভ পাঠ-মালা। / অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রমস্থ ছাত্রদিগের / শিক্ষার্থ / শ্রীউপেন্দ্রলাল মিত্র দ্বারা / অনুবাদিত। / কলিকাতা। / বাহির মৃজাপুর, বিদ্যারত্ন যন্ত্র। / শকাব্দ ১৭৮১। / মূল্য ।৵০ আনা। /" পৃ ৵০+১০৫+ ।৵০। [ভূমিকা, খুঁড়া, ২৫ ভাদ্র, ১৭৮১ শকাব্দ, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ, ১৮৫৯ ইংরাজী]

[খ] মাইকেল মধুসূদন রচিত "একেই কি বলে সভ্যতা ?"—প্রহসনের প্রথম সংস্করণে "ইংরাজী কথার অর্থ"—শিরোনামা যুক্ত চারি পৃষ্ঠা ব্যাপী

[পৃ ৩৫-৩৮] এক শব্দ সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। এই শব্দ সূচীতে শব্দ সমূহ বিভিন্ন অঙ্কের পর্যায় অনুসারে মুদ্রিত। যথা—প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ইত্যাদি। এই শব্দসূচীর শব্দ সংখ্যা ৯৩টি মাত্র। ইহাতে শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হয় নাই। নিম্নে আলোচ্য শব্দসূচীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(a) এবলিশ্—রহিত। (s) মেমরি—স্মরণ শক্তি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(h) ব্যেগ—থলিয়া। (s) নন্সেন্স—নিরর্থক শব্দ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(a) লীড্—প্রাধান্য। (h) ওএট—অপেক্ষা করণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(a) ড্যাম—মর্। (c) রিফরম—সভ্য।

আখ্যাপত্র—

"একেই কি বলে সভ্যতা? / প্রহসন। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / '—ন প্রিয়ং / প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ।' কিরাতার্জ্জুনীয়ং। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে / ইষ্টানহোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৬ সাল। /" পৃ ২+৩৮।

১৮৬০ খ্রীঃ

১২৬৬ বঙ্গাব্দে [৪ঠা চৈত্র] শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর "নরদেহ নির্ণয়" মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে [পৃ/০—৮০] ১৮৯টি শব্দ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ইংরাজী অর্থসহ মুদ্রিত হইয়াছে; এই শব্দসূচীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১০টি শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী অর্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

১। অংশফলকাস্থি—Scapula. পৃ /০

২। ঈক্ষণ—Lens. পৃ ৵০

৩। উপগুল্ফ—Metatarsus. পৃ ৵০

৪। একযোগী-পেশী—Congenerate muscle. পৃ ৴৹

৫। ঔপাস্থিক—Cartilaginous. পৃ ৴৹

৬। কঙ্কাল—Skeleton. পৃ ৴৹

৭। ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক—Cerebellum. পৃ ।৹

৮। গুল্‌ফ—Tarsus. পৃ ।৹

৯। ঘ্রাণস্নায়—Olfactory nerve. পৃ ।৹

১০। চক্রদন্তাস্থি—Radious. পৃ ।৴৹

এই গ্রন্থের আখ্যা পত্র যথা—

"Human Physiology / in / Bengali / By / Raj Krishna Rai Choudhuree. / নরদেহ নির্ণয়। / শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক / প্রণীত। / কলিকাতা। / মির্‌জাপুর,/অপর সরকিউলার রোড, নং ৫৯। /বিদ্যারত্ন যন্ত্র। / সন ১২৬৬ সাল। / মূল্য ১৲ এক টাকা।" / পৃ ।৶৹+২৩৮+৸৶৹।[১]

১৮৬২ খ্রীঃ

[ক] কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন রচিত "রীতিমূল" (প্রথম ভাগ) গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৩৫টি কঠিন শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। শব্দসমূহ অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এই তালিকায় সংস্কৃতমূলক শব্দের অর্থই দেওয়া হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত যথা—

শব্দ	অর্থ
১। অনপনেয়,	যাহা উঠাইয়া লইবার নহে।
২। কারণ-কূট,	সমুদায় কারণ।
৩। নগ্না,	নেঙটা স্ত্রী।
৪। পর কোটী,	আত্মীয় ভিন্ন।
৫। সংবসথ,	পার্শ্বস্থ গ্রাম।

গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"রীতিমূল। / প্রথম ভাগ। / দাঁইহাট মডেল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত / শ্রীকৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন / প্রণীত। / রীতিমূলমজ্ঞানন্তো নাচরন্তি যথাযথং। /

১। বিজ্ঞাপন। মহেশপুর ৪ঠা চৈত্র ১২৬৬ সাল।

স্বাধীনতাস্থ মূঢ়ানাং ন তত্রেহা ভবেদ্‌যথা ॥ / হুগলী। / বুধোদয় যন্ত্রে। / শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত। / সন ১২৬৯ সাল। / মূল্য এক টাকা মাত্র। /" পৃ ১/০ + ১৩৮ + ৪।

[বিজ্ঞাপন—দাঁইহাট। আদর্শ বিদ্যালয়। শকাব্দা ১৭৮৩।৩রা শ্রাবণ।]

[খ] ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত গিরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রণীত 'জীবতত্ত্ব' গ্রন্থের শেষে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী "দুরূপ ও সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থ" শীর্ষক এক শব্দসূচী অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। এই সূচীতে মোট ৪৯টি শব্দ ও তাহাদের অর্থ দেওয়া আছে। নিম্নে কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ এবং গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
১। আস্তর,	আচ্ছাদন, চাদর।	৬। ঘোণা,	মুখের সূঁচল অগ্রভাগ।
২। করোটি,	মস্তকের খুলি।	৭। তনুত্রোটি,	যে সকল জীবের চক্ষু অতিশয় সরু।
৩। কিণ,	কড়া।	৮। তরস্বী,	বেগবান্।
৪। ক্রব্যাৎ,	মাংসভোজী।	৯। প্রসৃত,	বাড়া।
৫। গোণী,	ধান্যাদি বহনের থলি, গুণ।	১০। বসা,	চর্বি।

আখ্যাপত্র—

"জীবতত্ত্ব। / ইংরাজী ভাষার বিবিধ জুয়লজি গ্রন্থ হইতে / সংগৃহীত / জেলা ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতের / উকীল / শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার / কর্তৃক প্রণীত। / C. S. B. S. / Calcutta : / Printed at the Calcutta School-Book Society's Press ; / And Sold at their Depository, Circular Road. / 1862" / পৃ ১৲ + ২৫৪।

[গ] ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "গোলকের উপযোগিতা" মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের "ইঙ্গরেজী প্রতিশব্দ সহিত পারিভাষিক শব্দ"-শীর্ষক পরিশিষ্টে [পৃ॰ /০-৷/০] বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ৯৪টি বাঙলা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। এই শব্দ সূচীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১০টি বাঙলা শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইল।

১। অবনত মেরু—Depressed Pole. পৃ /০

২। উন্নতি বৃত্তপাদ—Quadrant of Altitude. পৃ /০

৩। এককেন্দ্রবৃত্ত—Concentric Circles. পৃ ৶০

৪। কর্কট অয়নান্তবৃত্ত—Tropic of Cancer. পৃ ৶০

৫। খগোলক বা ভূগোল—Celestial Globe. পৃ ৶০

৬। গ্রীষ্মমণ্ডল—Torrid Zone. পৃ ৶০

৭। দৃশ্যমান চক্রবাল—Sensible Horizon. পৃ ৵০

৮। পরিতোবাসী—Perioeci. পৃ ৵০

৯। মেরুদণ্ড—Axis. পৃ ।/০

১০। শিরোবিন্দু—Zenith. পৃ ।/০

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"গোলকের উপযোগিতা। / শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক / অনুবাদিত। / জানিয়া জ্যোতিষতত্ত্ব নাস্তিক যে জন। / পাগল পণ্ডিতমূর্খ সেই অভাজন ॥ / কলিকাতা। / শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। / বাং ১২৬৯। ইং ১৮৬২। / মূল্য ॥০ আট আনা।" / পৃ ৶০ + ৭৪ + ।/০।

১৮৬৩ খ্রীঃ

[ক] ১২৭০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত রাধানাথ বসাক বি. এ. প্রণীত 'শরীরতত্ত্বসার' গ্রন্থের ১০৯ পৃষ্ঠা হইতে ১২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত "Glossary" মুদ্রিত হইয়াছে। এই 'Glossary' দুই ভাগে বিভক্ত, পৃ ১০৯—১১৭ পর্যন্ত "Glossary From Bengali into English" এবং পৃ ১১৮—১২৭ পর্যন্ত "Glossary From English into Bengali"। বাঙলা হইতে ইংরাজী ও ইংরাজী হইতে বাঙলা শব্দসূচী যথাক্রমে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ও রোমান বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার প্রথম বিভাগের শব্দসংখ্যা প্রায় পৌনে দুই শত, কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের শব্দসংখ্যা প্রায় দুই শত মাত্র। নিম্নে এই শব্দসূচীর নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ যথাযথ উদ্ধৃত হইল। যথা—

১। অদ্রব—Solid.

২। অবয়বীভবন—Organ.

৩। আচুষণ—Absorption.

১। Cellular membrane—কৌষিক ঝিল্লী।

২। Physic—ভৌতিকবিদ্যা।

৩। Presbyopia—দূরদৃষ্টি।

৪। চিত্রপট—Retina. ৪। Suture—সেবনীশঙ্ক।
৫। জঙ্গম—Animal. ৫। Tympanum—শ্রুতিঢক্কা।

আখ্যাপত্র—

"শরীরতত্ত্বসার। / অর্থাৎ / মনুষ্যের শারীরিক কার্যসকলের সঙ্ক্ষেপ / বিবরণ। / শ্রীরাধানাথ বসাক বি. এ. / প্রণীত। / কলিকাতা। / মির্জাপুর, অপর সার্কুলার রোড, নং ৫৮।৫ / বিদ্যারত্ন যন্ত্রে / শ্রীযদুনাথ ঘোষদ্বারা মুদ্রিত। / ১২৭০ সাল। আশ্বিন।" / পৃ ১২৭+দ্বাদশ চিত্রসহ।

[খ] ১৯২০ সম্বতে মুদ্রিত সোমনাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত "সোলন ও পব্লিকোলার" গ্রন্থের শেষ ৮ পৃষ্ঠা "টিপ্পনী"। এই টিপ্পনীতে বর্ণানুক্রমিক মুদ্রিত মাত্র ২৮টি নাম ও শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। দৃষ্টান্ত যথা—

১। ড্রাক্‌মা—রৌপ্য মুদ্রাবিশেষ। ইহা গ্রীসে প্রচলিত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল। ইহার মূল্য প্রায় ।৵১০ আনা।

২। প্লিবীয়—রোমে মহাকুলপ্রসূত ব্যক্তিদিগকে পেট্রিসিয়ান ও ও তদ্ভিন্ন সাধারণ লোকদিগকে প্লিবীয়ান বলিত।

৩। মিণর্বা—বিজ্ঞান সমর ও কলাসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

৪। সিরিস—শস্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

আখ্যাপত্র—

"Lives / of / Solon and Publicola / Translated &c. / by / Soma Nath Mookerjea. / সোলন ও পব্লিকোলার / জীবন চরিত। / শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায় / সঙ্কলিত। / ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। / সম্বৎ ১৯২০ / মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র। / এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়গণ ঢাকা ই- / শ্লাম্পুর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার গুহ এণ্ড কোং / দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।" / পৃ ৭৪+৫৪+৮।

১৮৬৪ খ্রীঃ

[ক] ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "শিক্ষা প্রণালী" গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের শেষে "ইঙ্গরেজি প্রতিশব্দ সহিত পারিভাষিক শব্দ"-শীর্ষক তিন পৃষ্ঠা (/০—৶০) ব্যাপী শব্দ সূচীতে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ৬০টি বাঙলা শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ মুদ্রিত

হইয়াছে। নিম্নে এই গ্রন্থের "ইঙ্গরেজি প্রতিশব্দ সহিত পারিভাষিক শব্দে"র নিদর্শন স্বরূপ প্রথম ১০টি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১। অন্তঃসংজ্ঞা, চৈতন্য—Conscience.
২। অনন্তর বংশ্যেরা—Succeeding generations.
৩। অনুভব—Conception. ৪। অনুধ্যান—Reflection.
৫। অনুমানাত্মক—Inductive. ৬। অনুস্মরণ—Recollection.
৭। আক্ষরিক—Literal. ৮। আত্মপ্রেম—Self-love.
৯। আদেশাত্মক—Dogmatic. ১০। আধ্যাহারিক—Elliptical.

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"An /Elementary Treatise /on /Education,/Its Systems and Principles,/with Practical Hints and Examples./By/ Gopal Chunder Banerjee. / শিক্ষাদান সঙ্কেত যুক্তি দৃষ্টান্ত / সম্বলিত/ শিক্ষা প্রণালী। / শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। / "জ্ঞানং ভারঃ ক্রিয়াং বিনা। / দান বিনা ধন বৃথা ফল বিনা দান। জ্ঞান বিনা জন্ম বৃথা কর্ম বিনা জ্ঞান॥ / চাঙ্গড়িপোতা। / সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। /বাং ১২৭০। ইং ১৮৬৪ সাল।" /পৃ ১৷০+২+৪১২+৶০।

[খ] ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে (২০এ চৈত্র, সংবৎ ১৯০৭) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বোধোদয়" রচনা করেন। এই গ্রন্থ "নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।" উক্ত গ্রন্থে যে সকল "অপ্রচলিত দুরূহ শব্দ প্রয়োগ" করা হইয়াছে, "পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে পুস্তকের শেষে সেই সকল শব্দের অর্থ দেওয়া আছে।" "দুরূহ শব্দের অর্থ" শীর্ষক পরিশিষ্টে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে ২০টি শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ দেওয়া হইল—

১। অণুবীক্ষণ—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল যে যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

২। কপিশ—মেটিয়া।

৩। পটহ—ঢাক।

৪। বায়লেট—ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

৫। হোরা—ইঙ্গরেজী এক ঘণ্টা, আড়াই দণ্ড কাল।

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"Bodhodaya/Or/Rudiments of knowledge/By/Iswarachandra Vidyasagara. / Twenty-fourth Edition. / বোধোদয় / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত। / চতুর্বিংশ সংস্করণ। / Calcutta : / The Sanskrit Press. / 1864. /" পৃ ৮৪।

১৮৬৫ খ্রীঃ

[ক] ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ক্ষেত্রমোহন দত্ত প্রণীত "চিকিৎসা প্রকরণ" গ্রন্থের ২৪৮ পৃষ্ঠায় "বিভাগ তত্ত্বে" বিভিন্ন রোগের নাম প্রথম বাঙলা অক্ষরে তৎপর প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রোমান অক্ষরে, এবং শেষে ঐ ঐ রোগের বাঙলা নাম বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ২৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ২৫২+? পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নে এই তালিকার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। যথা—

১। মিয়জ্‌মেটিক (Miasmatic) বা কাল্মষ্যপীড়া।
২। ক্রটিসি (Chrotic) বা ত্বগিন্দ্রিয়ক পীড়া।
৩। টাইফয়িড্‌ ফিবর (Typhoid fever) বা আন্ত্রিক জ্বর।
৪। ফেমিন ফিবর (Famine fever) বা দুর্ভিক্ষজ্বর।
৫। ভার্মিস্‌ (Vermes) বা কৃমি।

আখ্যাপত্র—

"চিকিৎসা প্রকরণ। / তদন্তর্গত / সাধারণ নিদানতত্ত্ব ও ঔষধ-ব্যবহারতত্ত্ব/ এবং / কারণতত্ত্ব, নির্ণয়তত্ত্ব, লক্ষণতত্ত্ব, ভাবিফলতত্ত্ব। / বিভাগতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য-বিধান। / শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত / প্রণীত। / প্রথম খণ্ড। / অষ্টসপ্ততি প্রতিকৃতি দ্বারা বিবৃত। / কলিকাতা / কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র / ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দ। / মূল্য পাঁচ টাকা।" / পৃ ২৫২+?

[খ] ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত লালমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত "কাব্যনির্ণয়" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ২০৭—২১৫ পৃষ্ঠায় "অ-কারাদি ক্রমে সূচীপত্র" মুদ্রিত হইয়াছে। এই সূচীপত্রে বাঙলা শব্দের পাশে তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। এই শব্দসূচীতে প্রায় ২০০ শব্দ স্থান পাইয়াছে।

নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ উদ্ধৃত হইল। যথা—

১। অপ্রস্তুত প্রশংসা—Allegory. পৃ ২০৭
২। উৎসাহ—Magnanimity. পৃ ২০৮
৩। কাকু—Tone of voice. পৃ ২০৮
৪। গুণ—Style. পৃ ২০৯
৫। দৃশ্যকাব্য—Drama. পৃ ২১০
৬। নায়িকা—Heroine. পৃ ২১০
৭। প্রসাদগুণ—Perspicuity. পৃ ২১১
৮। বিষম অলঙ্কার—Contrariety. পৃ ২১২
৯। ভয়ানক রস—The fearful. পৃ ২১৩
১০। হাস্য—The Comic. পৃ ২১৫

আখ্যাপত্র—

"Kāvya-Nirnaya /or / A Treatise on Rhetorical/Composition/In/Bengali./By/Lālmohan Bhattāchārjya./Second Edition./Revised and Enlarged / কাব্যনির্ণয়। / বাঙ্গলা অলঙ্কার। / শ্রীলালমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত। / আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্। শকুন্তলা / দ্বিতীয় সংস্করণ। / Calcutta : / Mirzapur, Upper Circular Road, No. 58-5 : / Vidyaratna Press. / 1865. / মূল্য ১।০, Price 1-4 As" / পৃ ৸৶০+২১৭+১২।

[উৎসর্গ-পত্র—সংস্কৃত কালেজ। ২৭ এ কার্তিক। সংবৎ ১৯১৯। Advertisement—E. B. Cowell, Principal Sanscrit College. Calcutta, November 12, 1862.]

১৮৬৬ খ্রীঃ

[ক] জে. এফ্. ব্রাউন লিখিত, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত "General Report on the Tipperah District" গ্রন্থের ২ নং নোটে সেই জেলায় প্রচলিত ফল ও বৃক্ষলতাদির এক নাম-সূচী ইংরাজী ব্যাখ্যা সহ মুদ্রিত হইয়াছে। এই সূচী চারি ভাগে বিভক্ত।

উক্ত গ্রন্থের ৩নং নোটে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতির নাম-সূচী, প্রত্যেক নামের ইংরাজী অর্থ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। এই সূচী মধ্যম, নীচ ও নীচতম জাতি হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভাট, গন্ধবণিক, কাঁসারী; দ্বিতীয় ভাগে কৈবর্ত্ত, সুবর্ণবণিক, পাটনী; তৃতীয় ভাগে জালো, মালো, তিয়োর, কুরী প্রভৃতি জাতির নাম ও তাহাদের ইংরাজী অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে সকল শব্দ রোমান লিপিতে মুদ্রিত।

নিম্নে ২নং নোট হইতে কয়েকটি ফল ও বৃক্ষলতাদির নাম, তাহাদের শ্রেণী বিভাগানুসারে উদ্ধৃত হইল।

১। Edible Plants.
Boigoon—or egg-plant.
Singhara—or water caltrops.

২। Fruits.
Amlakee—a fruit about the size of a gooseberry.
Jalpai—Indian olive.

৩। Timber Trees.
Koroi—ord. Fabaceoe.
Sal—pretty abundant.

৪। Useful plants.
Pat—alias jute ; when in season, sells in the bazar at Rs. 1/8 a maund.
Pa´n—or betel shrub, not extensively grown.

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"General Report/On/The Tipperah District./By/J. F. Browne, Esq., C. S.,/Of the Middle Temple, Barrister-at-law, Supdt. of Survey, Second Division./Published by Authority of Government. / Calcutta : / Printed at Thacker, Spink, & Co.'s Press./1866./" pp. ii + 43.

[খ] ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৮৭ শকাব্দ, ২৭ চৈত্র) শ্রীনারায়ণ রায় কর্তৃক "আয়ুর্বেদ দর্পণ" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শেষে "আয়ুর্বেদ

দর্পণের পারিভাষিক কথন" শীর্ষক অধ্যায়ে (পৃ ৫০-৫৬) প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলাম করিয়া ৪৪৮টি শব্দ ও তাহাদের অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নে এই গ্রন্থের "পারিভাষিক কথনের" নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। যথা—

১।	সাত্ম্য	শরীরের হিতজনক।	৬।	স্ফোট	অস্থিমড়মড়ানি।
২।	প্রশম	উপশম।	৭।	নিরাম	পক্বরসযুক্ত।
৩।	বিদাহি	ভ্রষ্টদ্রব্য।	৮।	ক্ষবথু	হাঁচি।
৪।	শূল	বেদনা।	৯।	বলাস	কফ।
৫।	স্তম্ভ	জড়তা।	১০।	চ্ছর্দ্দি	বমি।

গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"আয়ুর্বেদ দর্পণ। / অর্থাৎ / চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। / খণ্ড চতুষ্টয় পুস্তক। / চরক, সুশ্রুত, বাগভট, হারিতভাবপ্রকাশ ও রসায়ন গ্রন্থ, রসরত্না-/কর, রসেন্দ্রচিন্তামণি এবং নানা তন্ত্র প্রণীত সংস্কৃত / গদ্য পদ্য গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে / শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ রায় কর্তৃক / মূলার্থ প্রতিভাষিত এবং সংগ্রহীত। / শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানীর / অনুমত্যনুসারে / কলিকাতা / চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে / বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত / ১৭৮৭।২৭ চৈত্র। /" পৃ ।৵০ + ৫৯ + ৪১৭ + ৪৮।

[গ] ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ও ভারতবর্ষীয় সভার অনুবাদক নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "হাইকোর্ট আদালত কর্ত্তৃক কর সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শেষে (পৃ ১৮১-১৮৪) "এই পুস্তকে ব্যবহৃত নূতন সংকলিত ও ইংরেজি পারশীক প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার শব্দার্থ"শীর্ষক এক শব্দ-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ৪৯টি শব্দ আছে। নিম্নে এই শব্দ-সূচীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১।	নোটিশ	সম্বাদ।
২।	কদিমী	বুনিয়াদী, প্রাচীন কালাবর্ত্তী।
৩।	কম্পিটিসন	পরস্পর প্রতিযোগিতা।
৪।	নিয়ামক	নিয়মকর্ত্তা, অনুশাসনকারী।
৫।	পাটওয়ারি	জমিদারি কর্ম্মচারী বিশেষঃ।

৬। ফার্মিংরেন্ট বেলমোক্তা ইজারা জমা।
৭। কানুন ব্যবস্থা।
৮। জায়গির নিষ্কর ভূমি বৃত্তি বিশেষঃ।
৯। মিনিট প্রধান পক্ষীয় রাজপুরুষদিগের আপন আপন মন্তব্য বিষয় টুকিয়া রাখিবার বহি।
১০। খিলভাঙ্গা পতিত ভূমির আবাদ করা।

গ্রন্থের আখ্যাপত্র—

"Judgments/In/The Rent Case,/Delivered by/The High Court./Translated by Nobin Krishna Banerjee,/Late Editor of TUTTOBODHINI PUTTRICA and the present/Translator to the British Indian Association./ হাইকোর্ট আদালত / কর্তৃক / করসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার। / তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক / ও / ভারতবর্ষীয় সভার বর্তমান / অনুবাদক / শ্রীনবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় / সঙ্কলিত। / কলিকাতা। / শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে / মুদ্রিত। / ১২৭২ বঙ্গাব্দ। / জানুয়ারি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। / মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র। /" পৃ ।৵০ + ১৮৪।

[ঘ] ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট বি. স্মার্ট রচিত ত্রিপুরার ভৌগোলিক ও সংখ্যামূলক বিবরণ মুদ্রিত হয়। ইহাতে প্রায় ২৫।৩০ রকম বৃক্ষের এক নাম-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। এই নাম-সূচীতে সর্বত্র রোমান লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—

Peepul, Neem, Kudum, Gab, Kathbel, Bel, Julpai, Seemul, Champa, Am.

(Geographical and Statistical Report on the District of Tipperah by Robert B. Smart. Calcutta, 1866.)

১৮৬৭ খ্রীঃ

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার ইতিহাস ও সংখ্যামূলক বিবরণ সম্বলিত পৃথক পৃথক রিপোর্ট একত্রে সরকারী ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। এই রিপোর্টের ১—১৩৫ পৃষ্ঠায় ঢাকা, ১৩৭—১৯৪ পৃষ্ঠায় বাখরগঞ্জ, ১৯৫—২১২ পৃষ্ঠায় ফরিদপুর, ২১৩—২৮০ পৃষ্ঠায় ময়মনসিংহ,

২৮১—৩২৬ পৃষ্ঠায় শ্রীহট্ট, ৩২৭—৪২০ পৃষ্ঠায় কাছাড় জেলার ইতিহাস ও সংখ্যামূলক বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। ঢাকা জেলার বিবরণ ঢাকার তদানীন্তন অস্থায়ী কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট এ. এল. ক্লে; বাখরগঞ্জ জেলার বিবরণ বাখরগঞ্জের তদানীন্তন অস্থায়ী কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট এইচ. সি. সাদারলণ্ড; ফরিদপুর জেলার বিবরণ ফরিদপুরের তদানীন্তন অস্থায়ী কলেক্টর ই. ই. লুইস; ময়মনসিংহ জেলার বিবরণ ময়মনসিংহের তদানীন্তন কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট এইচ্. জে. রেণল্ড্স্; কাছাড় জেলার বিবরণ জে. ডব্লিউ. এডগার কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট জেলার বিবরণ কে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন জানিতে পারি নাই। উপরোক্ত পাঁচ জেলার ইতিহাস ও সংখ্যামূলক বিবরণে একমাত্র ফরিদপুর জেলা ব্যতীত অপর সকল জেলায় প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দের এক এক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ঢাকা জেলার তালিকায় ৪৫টি বাঙলা শব্দ রোমান অক্ষরে ও রোমান বর্ণানুক্রমে ইংরাজী অর্থ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। বাখরগঞ্জ জেলার তালিকায় ৪২টি শব্দ ও তাহার সাধু বাঙলা ও ইংরাজী প্রতিশব্দ বাঙলা ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার তালিকায় ৭২টি শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী অর্থ বাঙলা ও রোমান লিপিতে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার তালিকায় ৯১টি শব্দ রোমান অক্ষরে অ-কারাদি বর্ণের উচ্চারণ পারম্পর্য অনুসরণ করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক শব্দের পাশে তাহার সাধু বাঙলা শব্দ ও তৎপরে ইংরাজী প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। কাছাড় জেলার তালিকায় ৪৫টি শব্দ রোমান বর্ণানুক্রমে রোমান অক্ষরে ইংরাজী অর্থ সহ মুদ্রিত হয়। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রত্যেক জেলার শব্দ সূচী হইতে কয়েকটি করিয়া শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

[ক] History and Statistics of the Dacca District pp. 1-135 by A. L. Clay. Dacca, 16th July, 1867.

১। Bhiti—Raised or high land, site of homestead, garden, etc. পৃ ১২৩

২। Chikā—A mole, (Talpa Bengalensis).

৩। Daba.—A hookah.

৪। Hābeli—A house.

৫। Kāmlā—A cooly.

৬। Laggi—A Long bamboo pole for propelling boats.

৭। Merā—A ram.

৮। Nāo—A boat.

৯। Ora—A Basket. পৃ ১২৪

১০। Pālā—A Post for a thatched house.

[খ] Report on the History and Statistics of the District of Backergunge. pp. 137-194, H. C. Sutherland, Officiating Magistrate and Collector.

১। টেঙ্গা for তেতুল—Tamarind. পৃ ১৯২

২। হুহু, পুতি for খুড়া—Uncle.

৩। দাউর for কাষ্ট—Firewood.

৪। দরজা for বাটির সদর রাস্তা—The leading road of a house.

৫। দাওয়ান for ধান্যচ্ছেদক —Paddy reaper.

৬। পোম্বা for পেঁপে—A kind of fruit named Paepa.

৭। বু for বড় ভগিনী—Elder sister.

৮। রবিগুড় for চিটা—Liquid molasses used for preparing tobacco.

৯। রায়েবার for ঘটক—Marriage Contractor. পৃ ১৯৩

১০। গাছে যামু for পায়খানায় যাইব—To go to the privy.

[গ] Report on the History and Statistics of the District of Mymensingh. pp. 213-280. By H. J. Reynolds, C. S., Magistrate and Collector of Mymensingh.

১। অক্কা—Now. পৃ ২৬৩

২। উনিয়া—Fish traps.

৩। গাইল—A wooden morter for husking grain.

৪। টাইল—A large square basket containing paddy.

৫। দাউন—(From Sanscrit দামন) a long rope to which cattle are tied at night.

৬। পাখাল—Fallow.

৭। বিচরা—Palan, land adjoining a home-stead.

৮। ভেদা—A kick with the back of the foot. পৃ ২৬৪

৯। ভেকা—Idiot.

১০। নাথুংথুঙ্গা—Very glad.

[ঘ] Repot on the History and Statistic of the District of Sylhet. pp. 281-326.

	Local terms.	Pure Bengali.	English Expression.
১।	Arebā.	Ahe.	Exclamation. পৃ ৩২৩
২।	Itā.	Eisākal.	These things.
৩।	Ubā.	Dandāymān.	Standing.
৪।	Ebāy.	Eidige.	On this side.
৫।	Audekha.	Eidekha.	See here.
৬।	Kitā.	Ki.	What.
৭।	Kholai.	Māchh dhawaner Pātra.	Basket for washing fish.
৮।	Galadser.	Tinpāwā	Three quarters of a seer.
৯।	Chukumbodhái.	Nirbodh.	Silly.
১০।	Jhelā.	Strilok	Woman.

[ঙ] Report on the History and Statistics of the District of Cachar. pp. 327-420. By J. Ware Edgar, Chairman.

১। Bheel—Low lands usually under water in the rains, and dry in the cold season. পৃ ৪০৬

২। Candy—A tract of high-lying land.

৩। Dāroo—Firewood. পৃ ৪০৭

৪। Halabadi—Lands settled after date of the last general settlement.

৫। Howhur—A large tract of low land.

৬। Jheel—Low lands always under water.

৭। Mondul—A village chowkidar. পৃ ৪০৮

৮। Phari—A line cut through either forest or grass jungle for any purpose.

৯। Ryat—One who rents land from a Mirashdar for a stated time for money payments of rent, and resides on the land.

১০। Teelah—A hillock or hillocks.

[চ] ১২৭৩ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত নবীনচন্দ্র দত্ত-প্রণীত "খগোল বিবরণ" গ্রন্থের ২৮৩ হইতে ২৯৪ পৃষ্ঠায় "ইঙ্গরেজী প্রতিশব্দ সহিত পারিভাষিক শব্দ" শীর্ষক শব্দসূচীতে অ-কারাদি বর্ণানুক্রমিক বাঙলা শব্দ বঙ্গাক্ষরে, ও তাহার পাশে ইংরাজী অর্থ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই শব্দসূচীর শব্দসংখ্যা প্রায় ২৫০টি। নিম্নে এই শব্দসূচীর নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। যথা—

১। অধিত্যকা—Table land. পৃ ২৮৩

২। গোলকার্ধ—Hemisphere. পৃ ২৮৫

৩। তলরেখা—Base Line. পৃ ২৮৬

৪। দৃষ্টিবিজ্ঞান—Optics. পৃ ২৮৭

৫। নিষ্পত্তি—Ratio. পৃ ২৮৭

৬। পাত—Node. পৃ ২৮৮

৭। প্রদোষ--Evening Twilight. পৃ ২৮৮

৮। বক্রীভবন—Refraction. পৃ ২৮৯

৯। বন্ধুর—Rough. পৃ ২৮৯

১০। সাবন দিন—Solar day. পৃ ২৯৩

আখ্যাপত্র—

"Khagola Bibarana / Or / Astronomy in Bengali / By/

Nabina Chandra Datta. / 'The heavens declare the glory of God; and the firmament / sheweth his handy-work. Day unto day uttereth speech, and night / unto night sheweth knowledge.' Psalms XIX. / খগোল বিবরণ। / শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। / কলিকাতা / নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবনে / সংবাদজ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। / সন ১২৭৩ সাল।" / পৃ ।৵৹+২৯৬।

[বিজ্ঞাপন—সন ১২৭৩ সাল ৩০এ ফাল্গুন।]

সংযোজন

১৮২০ খ্রীঃ

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ক্যাপ্টেন জেমস্ ষ্টিওয়ার্ট রচিত 'উপদেশকথা'র বাঙলা-ইংরাজী সংস্করণ কলিকাতা স্কুলবুকসোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সমগ্র গ্রন্থ ৬৮+৬৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের দক্ষিণ পৃষ্ঠায় বাঙলা ও বাম পৃষ্ঠায় ইংরাজী অংশ মুদ্রিত হইয়াছিল। পুস্তক খানির ৬৮-৭২ পৃষ্ঠায় 'অভিধান' মুদ্রিত হয়। নিম্নে এই অভিধানের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। আরোপিত—কল্পিত, কৃত্রিম, মিথ্যা।
২। কাল্পনিক—ভণ্ডতপস্বী, শঠ।
৩। চর্যা—আচরণ, ব্যবহার।
৪। জাতিভ্রষ্ট—পিরালি, যাহাদের জাতি গিয়াছে।
৫। নৈত্য—সীমা, ঠিকানা।
৬। পক্ষপত—গণতা।
৭। প্রতিনিধি—তুল্য।
৮। বিপ্লুত—বিচলিত।
৯। সংঘটিত—সম্মিলিত।
১০। সঙ্কলন—আনুকূল্য করণ।[১]

১৮২১ খ্রীঃ

১৮২১ খ্রীঃ রাধাকান্তদেব বাহাদুর "বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ" প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি বিষয় আছে। ইহাতে "সাঙ্কেতিবাক্য" শীর্ষক অংশে অকারাদি বর্ণানুক্রমিক ৬২টি শব্দ ও

১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৮৮, 'ক্যাপ্টেন জেম্স ষ্টিওয়ার্ট'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১০-১১ দ্রঃ।

তাহাদের অর্থ দেওয়া আছে। নিম্নে সাঙ্কেতিবাক্যের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। অর্দ্ধচন্দ্র দেও—গলাটিপি দেও। ২। ওর নাই—সীমা নাই।

৩। কাতলা পড়িয়াছে—ডাকাইতে মানুষ কাটিয়াছে।

৪। চম্পট করিল—পলায়ন করিল। ৫। চাকি ডুবিল—সূর্য অস্ত গেল।

৬। চাক্তি নাই—টাকা নাই। ৭। চূড়ান্ত হইল—শেষ হইল।

৮। চেগরা বিচি—তণ্ডুল।

৯। বামনের গরু—অল্প আহার করিয়া অনেক দুগ্ধ হয়।

১০। বুড়া শালিকের ঘাড়ের রোঁয়া উপড়ান—প্রাচীনকে শিক্ষা দেওন।[১]

১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—২০, 'রাধাকান্ত দেব'—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ ৫৩-৫৪ দ্রঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে কয়েকটি বাঙলা শব্দসূচী মুদ্রিত হইয়াছিল। বাঙলা অভিধানের পরিচয়ের এই তৃতীয় ভাগে উক্ত জার্নালে প্রদত্ত শব্দসূচীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। অভিধানসমূহ এবং বিভিন্ন গ্রন্থের প্রারম্ভে, মধ্যে ও অন্তে প্রদত্ত শব্দসূচী প্রভৃতির সহিত এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রদত্ত শব্দসূচীর বিশেষ পার্থক্য আছে। বাঙলা ভাষায় অভিধান-সঙ্কলনের পক্ষে জার্নালে প্রদত্ত শব্দসূচীর বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাঙলা ভাষার সহিত ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইলে এই প্রবন্ধগুলি অপরিহার্য। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উক্ত জার্নালে চারিটি প্রবন্ধে বাঙলা শব্দসূচী মুদ্রিত হইয়াছিল। নিম্নে এই শব্দসূচী চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১। উক্ত পত্রিকার ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় (পৃ ১০২৩-১০৩৮) সদিয়ার আমেরিকান মিশনারী শ্রদ্ধেয় এন্. ব্রাউন্ "Comparison of Indo-Chinese Languages"শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ৬০টি ইংরাজী শব্দের ২৭টি ভাষার প্রতিশব্দ নির্দেশ করিয়াছেন। ইংরাজী শব্দগুলি রোমান বর্ণমালানুক্রমে সজ্জিত এবং সকল ভাষার শব্দই রোমান লিপিতে মুদ্রিত। এই শব্দসূচীতে ইংরাজী শব্দের প্রথমে বাঙলা ও তৎপরে অসমীয়া প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে।

২। উক্ত পত্রিকার ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যাতে (পৃ ৬০-৭৮) আরাকানে অবস্থিত সৈন্যদলের অধ্যক্ষ লেফটনেণ্ট টি. লেটার-লিখিত "A note on Some Hill Tribes on the Kuladyne River"শীর্ষক প্রবন্ধে ৯৫টি ইংরাজী শব্দের ছয়টি ভাষার প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজী শব্দগুলি রোমান বর্ণমালানুক্রমে সজ্জিত এবং সকল ভাষার শব্দই রোমান লিপিতে মুদ্রিত।

৩। উক্ত পত্রিকার ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যায় (পৃ ১৮৩—২৩৭, ৩১০—৩৪৯) আসামের গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টর উইলিয়ম রবিন্সন-লিখিত "Notes on the Languages spoken by the various Tribes inhabiting the Valley of Asam and its

mountain confines" শীর্ষক প্রবন্ধে, ইংরাজী, বাঙলা ও অসমীয়া এই তিন ভাষার একটি শব্দ-সূচী (Comparative list of words) মুদ্রিত হইয়াছে। এই শব্দ-সূচীর শব্দসংখ্যা ৬০। ইংরাজী শব্দসমূহ রোমান বর্ণমালানুক্রমে সজ্জিত এবং বাঙলা ও অসমীয়া ভাষার শব্দ রোমান লিপিতে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। উক্ত পত্রিকার ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের অতিরিক্ত সংখ্যায় (পৃ ১—২৭৮) বিচারপতি কেম্পবেল্‌-লিখিত "The Ethnology of India" শীর্ষক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধের শেষে কয়েকটি পরিশিষ্ট সংযুক্ত আছে। প্রবন্ধের শেষে প্রদত্ত তৃতীয় পরিশিষ্টে "Comparative table of Arian words" মুদ্রিত হয়; উহাতে ১০৪টি ইংরাজী শব্দ ও তাহাদের ২২টি ভাষার প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। সকল ভাষার শব্দগুলিই রোমান লিপিতে মুদ্রিত। ইহাতে ইংরাজী শব্দসমূহ রোমান বর্ণমালানুক্রমে সাজান হয় নাই। নিম্নে উপরোক্ত চারিটি প্রবন্ধের শব্দসূচীর নিদর্শনস্বরূপ যদৃচ্ছাক্রমে নির্বাচিত কয়েকটি ইংরাজী শব্দ ও বাঙলা অর্থসহ বিভিন্ন ভাষার প্রতিশব্দ উদ্ধৃত হইল। বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক আলোচনাকারীদের কাজে লাগিবে মনে করিয়া সকল ভাষার প্রতিশব্দই দেওয়া হইয়াছে। নতুবা শব্দসূচীর নিদর্শনস্বরূপ ইংরাজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ মাত্র দিলেই চলিত।

	1	2	3	4	5
1. English.	Air	Ant	Arrow	Bird	Blood
2. Bengālī.	Bāyu	Pipīlikā	Tīr	Pakhyi	Rakta
3. A'sāmese.	Botāh	Pōruā	Kānr	Sorai	Tez
4. Khamtī.	Lum	Mut	Lempün	Nōk	Leüt
5. Siamese.	Lōm	Mōt	Luk son	Nōk	Lüat
6. Ākā.	Dori	Tārak	Apak	Putāh	Oyī
7. Ābor.	Āsār	Tāruk	Epūgh	Pettāng	Ī
8. Mishimi.	Ārengā	Arüang	Mpü	Tsā	Harrī
9. Barmese.	Lē	Payuetseik	Myā	Nghet	Thwē
10. Karen.	Kali	Tahrīsā	...	Thō	...
11. Singpho.	Mbōng	Kagin	Palā	Wū	Sai
12. Jilī.	Mbōng	Tsanglang	Malā	Machik	Tashai
13. Gāro.	Bārōwā	Shāmalchak	Brā	Dūbring	Kanchai
14. Manipurī.	Nungsīt	Kakcheng	Tel	Üchek	Ī
15. Songpū.	Mpoan	Nteang	Lū	Nroi	Zyai
16. Kapwi.	Thirāng	Tangin	Than	Masā	Thī
17. Koreng.	Tinghun	Mateangpwī	Takyen	Nthikna	Tazyai

	1	2	3	4	5
18. Marām.	Nhlut	Nteng	Nlā	Aroi	Azyī
19. Champhung.	Phanrā	Chingkhā	Malū	Ngūthe	Azī
20. Luhuppa.	Masī	Chaling	Malā	Vā	Ashī
21. N. Tāngkhul.	Masü	Lāngzā	Malā	Atā	Asü
22. C. Tāngkhul.	Mashia	Chamchā	Malā	Otā	Unsī
23. S. Tāngkhul.	Khīrāng	Akhau	The	Mate	Athī
24. Khoibū.	Nonglit	Mīling	Malā	Wātsā	Hī
25. Maring.	Marthī	Phayāng	Lā	Wāchā	Hī
26. Anamese.	Hoi	Kien	Ten	Shim	Mau
27. Japanese.	Djiyu	Ari	Ya	Tori	Tsü
28. Corean.	Siyo	Kayami	Sar	Sai	Phi

(Comparison of Indo-Chinese Languages)
By the
Rev. N. Brown,
American Missionary Stationed at Sadiyā at the
north-eastern extremity of Assām.

	1	2	3	4	5	6
	English.	Burmese.	Arracanese.	Khūmī.	Kyāū.	Bengali.
1.	Air	Lē	Lī	Alī	Khlī	Boiy'r
2.	Ant	Părwottshiet	Părōttshiet	Paleng	M'rtshi	Hpīn yrā
3.	Arrow	Hmyā	Mrā	Tāi	T'har	Tīr
4.	Bird	Gnhĕt	Gnhāk	Tawō	Vā	Thōrōi
5.	Blood	Thwē	Thwī	T'hī	T'hī	Lōh

(A Note on some Hill Tribes on the Kuladyne River ;—Arracan. By Lieut. T. Latter (67th N.I.), of the Arracan Local Battalion)

	1	2	3
	English.	Bengali.	Asamese.
1.	Cow	Goru	Goru
2.	Crow	Kāk, Kāuri	Kāuri
3.	Day	Dīn	Dīn
4.	Dog	Kukur	Kukur
5.	Ear	Karna, Kān	Kān

(Notes on the Languages spoken by the various tribes inhabiting the valley of Asam and its mountain confines. By William Robinson, Inspector of Government Schools in Asam).

	1	2	3	4	5
1. English	Sun	Moon	Star	Fire	Water
2. Tamul	Pakalon	Tingal	Vanmin	Nirappu	Nir
3. Gond, Oraon & Rajmehalee	Dharmi or ber	Bilpe	Suku or binka	Kis or chik	Yer
4. Hos or Singhbhoom Kols	Singi	Chandu	Epil	Sengel	Dah
5. Sontals	Singi	Chundo	Ipil	Sengil	Dha
6. Thibetan	Nisina	Dawa	Kurma	Ma	Chu
7. Bodo or Mechi	Shan	Nokabir	Hatot	Wat	Doi
8. Khamti (Siamese)	Wan	Lun	Naü	Fai	Nam
9. Sanscrit	Sūrya	Chandra	Naxatra, Tāraka	Agni	Apā, Jala
10. Persian	Aftab	Mah	Sitara	Atash	Āb
11. Turkish	Ghünesh	Ay	Yildiz	Ātash	Soo
12. Hindee	Suraj	Chand	Tara	Ag	Jul, panee
13. Panjabee	Sooraj	Chand	Tara	Āg	Jul, panee
14. Pushtoo	—	Spazma	Storē	Or	Oba
15. Aboriginal Caucasian	—	—	—	Ana	Abu
16. Cashmeree	Saria	Zun	Tarukh	Agan, nār	Tresh
17. Khas of Nepal	Surj	Chānd	Tārā	Ago	Pani
18. Singalese	Surya, Ouwa	Handhe	Istharoo-kawe	Gindhere	Wathoore
19. Bengalee	Surja	Chānd	Tārā	Āgun	Jal
20. Oorya	Soorjyo	Chando	Tora	Nian	Panī
21. Maharatta	Sūriyo	Chandra	Lakshtra	Agni, Bistu	Pānī
22. Guzratee	Sūraj	Chānd	Tārā	Āgni, āg	Pānī

APPENDIX B.

Comparative Table of Aboriginal words. [pp. 204—206]

Dravidian : Tamul. Gond, Oraon & Rajmehalee.

Kolarian : Hos or Singbhoom Kols. Sontals.

Indo-Chinese : Thibetan. Bodo or Mechi. Khamti (Siamese).

APPENDIX C.

Comparative Table of Northern and Arian Words. [pp. 207—212]
Sanscrit, Persian, Turkish, Hindee, Panjabee

Comparative Table of Arian Words. [pp. 213—224]

Pushtoo, Aboriginal Caucasian, Cashmeree, Khas of Nepal, Singalese, Bengalee, Ooryah, Maharatta, Guzeratee.

The Ethnology of India.—By Mr. Justice Campbell.

চতুর্থ অধ্যায়

অমুদ্রিত বাঙলা অভিধান

১৭৭০—১৭৮৬ খ্রীঃ

কেহ কেহ স্যার চার্লস্ উইলকিন্স্ সংগৃহীত তিনটি সংস্কৃত শব্দসূচী বাঙলা অমুদ্রিত অভিধানের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।[১] এই শব্দসূচী উইলকিন্সের বঙ্গদেশে অবস্থানকালে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সঙ্কলিত। ইহার উল্লেখ হটনের অভিধানের ভূমিকায় আছে, যথা—"Three manuscript lists of Sanskrit words compiled by Charles Wilkins."

১৭৮১—১৭৮৫ খ্রীঃ

১৭৮১—১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফরাসী ওগুস্ত্যাঁ ওসাঁ[২] আটখানি শব্দসংগ্রহ সঙ্কলন করেন। এই আটখানি শব্দসংগ্রহে ফরাসী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। বাঙলা ব্যতীত ফার্সী, উর্দু, ইংরাজী, পোর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার প্রতিশব্দও স্থানে স্থানে দেওয়া আছে। ওসাঁ চন্দননগরের ফরাসী সরকারের দোভাষী ছিলেন। এক সময় ইনি কলিকাতার নূতন জেলে কারারুদ্ধ হন। জেলে অবস্থানকালে, জেলে প্রবেশের প্রথম দিন

১। শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৪৪ বাং।

২। Augustin Aussant.

হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ছয় মাসে তিনি একখানি ফরাসী-বাঙলা অভিধান প্রস্তুত করেন।

প্যারিসের জাতীয় পুস্তকাগার "বিব্লিওতেক্ নাসিওনালে"[১] ওঁার হস্ত-লিখিত আটখানি শব্দসংগ্রহ ও অভিধান আছে। ইহার একখানিও এযাবৎ মুদ্রিত হয় নাই। এই আটখানি পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিব্লিওতেক্ নাসিওনালের ভারতীয়, ইন্দোচীনীও ও মালয় ভাষার পুঁথির সংক্ষিপ্ত তালিকায় দেওয়া আছে।[২] ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "ভারতী" পত্রিকায় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উক্ত ফরাসী তালিকা হইতে ওঁার প্রথম চারিখানি পুঁথির বিবরণের ভাবানুবাদ ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন। গ্রন্থ চতুষ্টয়ের বিবরণ—

"(১) ফরাসী, ফারসী, উর্দু ও বাঙলার গোত্র সম্পর্ক ও কুটুম্বিতা সম্বন্ধীয় শব্দাবলীর সংগ্রহ : ১৭৮২ সালে কৃত ; ফারসী ও বাঙলা হরফে লিখিত ; ১২ পৃষ্ঠা। (বিব্লিওতেক্ নাসিওনালের পুঁথিশালার সংখ্যা ৭২৭, ভারতীয় পুঁথিবিভাগ ৮১)।

(২) ফরাসী ও বাঙলা অভিধান, প্রায় ১১,০০০ ফরাসী শব্দ ও তাহার বাঙলা প্রতিশব্দ, আনুমানিক ৩০,০০০ ; ১৭৮৩ সালে বিলাতী কাগজে লেখা ; ৩৮৪ পৃষ্ঠা, বড় বই। বাঙলা শব্দগুলি রোমান হরফে লেখা। (সংখ্যা ৭২৯, ভারতীয় ৮৩)।

(৩) ফরাসী ও বাঙলা শব্দকোষ, প্রায় ১২৫০০ ফরাসী শব্দ ও তাহার দ্বিগুণ বা তিনগুণ বাঙলা প্রতিশব্দ। কলিকাতার নূতন জেলে (১০ই মার্চ ১৭৮১ সাল) প্রথম প্রবেশের দিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া, জেলেই ৩১শে আগষ্ট ১৭৮১ সালে সমাপ্ত। বাঙলা কাগজে ১৭৮৩ সালে পুনর্লিখিত ৩৬০ পৃষ্ঠা। বাঙলা শব্দগুলি রোমান হরফে লেখা। (সংখ্যা ৭৩০, ভারতীয় ৮৪)।

(৪) ফরাসী, ইংরাজী, ভারতে প্রচলিত পোর্তুগীজ, ফারসী, উর্দু ও বাঙলা শব্দ-সংগ্রহ, শব্দ সংখ্যা ৩৭০০ হইতে ৩৮০০ ; ১৭৮২ সালে চন্দননগরে

১। Bibliotheque Nationale.

২। Catalogue sommaire des Manuscrits indiens, indo-chinois et malayo-polynesiens, par A Cabaton, Paris, 1912.

বিলাতী কাগজে রোমান অক্ষরে লেখা; ১৯৬ পৃষ্ঠা। (সংখ্যা ৭৩১, ভারতীয় ৮৫)।"

এই চারিখানি ব্যতীত আরও যে চারিখানি পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিব্লিওতেক্ নাসিওনালের উক্ত পুঁথির তালিকায় আছে, তাহা এই—

(১) বাঙলা, ফরাসী ও পোর্তুগীজ ভাষার অভিধান, ওঁসা সঙ্কলিত; ১৭৮৫ খ্রীঃ, ৯৪ পৃষ্ঠা, দেশী কাগজে লেখা। (সংখ্যা ৭৩৮, ভারতীয় ৯৩)।

(২) বাঙলা অভিধান, ওঁসা সঙ্কলিত, ১৭৭৪ খ্রীঃ, ৭৪ পৃষ্ঠা, বিলাতী কাগজে লেখা। (সংখ্যা ৭৩৯, ভারতীয় ৯৪)।

(৩) বিভিন্ন জাতীয় বাঙলা ও সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ ২০০০ হইতে ২৫০০ শব্দ, বর্ণানুক্রমে রোমান লিপিতে বিলাতী কাগজে লেখা, ১৭৮৫ খ্রীঃ, ২৭৮ পৃষ্ঠা। (সংখ্যা ৭৪০, ভারতীয় ৯৫)।

(৪) বাঙলা ও ফরাসী শব্দসূচী, ওঁসা সঙ্কলিত, বাঙলা লিপি, দেশী কাগজে লেখা, ১৭৮৫ খ্রীঃ, ১০০ পৃষ্ঠা। (সংখ্যা ৭৪১, ভারতীয় ৯৬)।

আস্সুম্প সাউঁর অভিধানে বাঙলা শব্দের উচ্চারণ ধরিয়া, পোর্তুগীজ ভাষার রীতি অনুসারে রোমান অক্ষরে বানান করা হইয়াছে, তদ্রূপ ওসাঁ তাঁহার সঙ্কলিত সংগ্রহে নিজ মাতৃভাষা ফরাসীর উচ্চারণ-অনুসারে রোমান অক্ষরে বাঙলা শব্দের বানান করিয়াছেন। বাঙলা শব্দের পোর্তুগীজ ও ফরাসী উচ্চারণের যে নিদর্শন আলোচ্য অভিধানাদিতে দৃষ্ট হয় তাহা এবং বাঙলা শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দসমূহ আমাদের নিকট বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। অধ্যাপক ডাঃ চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন যে সম্ভবত ওসাঁ, পাদরী আস্-সুম্প সাউঁর অভিধানের সহিত পরিচিত ছিলেন; কারণ দুই এক জায়গায় পাদরী আসসুম্প সাউঁ যে বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ওসাঁও সেই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন 'দরিদ্র' অর্থে 'ক্ষুধার্ত,' খ্রীষ্টানী "purgatory" অর্থে 'শোধন অগ্নি,' 'বস্তু' স্থলে 'বস্ত' ইত্যাদি।

নিম্নে ওসাঁর ফরাসী-বাঙলা অভিধান (উপরে উল্লিখিত ৭২৯ সংখ্যক) হইতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

১। Accident achombite (আচম্বিত) afote (আফৎ) atchanoque (আচানক)।

২। Bonnom (সুনাম) protichtitto (প্রতিষ্ঠিত) pitichta —পিতিষ্ঠা = প্রতিষ্ঠা) protichta (প্রতিষ্ঠা)।

৩। Bochtom (বষ্টম) faquir Bocchniob (বৈষ্ণ্যব = বৈষ্ণব)।

৪। Dejeuner Gouster dzolpane corite (জলপান করিতে) adzeri qhaite (হাজেরি খাইতে)।

৫। Parente (আত্মীয়) coutoumbie (কুটুম্বী) gouchtie (গুষ্ঠী) pourouche (পুরুষ)।

৬। Pauvre diable deperi qhidarte (খিদার্ত ক্ষুধার্ত) doriddro (দরিদ্র) cangal (কাঙ্গাল)।

৭। Trrmblement de terre Bhouin chal (ভুঁই চাল) bhouin commpo (ভুঁই কম্প)।

৮। Villaine couroupa (কুরুপা) coutchitta bost (কুচ্ছিতা বস্ত = কুৎসিত বস্ত)।

ডাঃ কেরীর ভোকেবুলারি।

ডাঃ কেরী একখানি পলিগ্লট ভোকেবুলারি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বাঙলা-ইংরাজী অভিধানের পূর্বে বাইবেল অনুবাদ কার্য আরম্ভ করার সময় সঙ্কলিত হয়। এই অভিধানের পাণ্ডুলিপি শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেসে আগুন লাগিয়া আংশিক পুড়িয়া যায়। এই অভিধানে প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যেক শব্দের পরে নিম্নলিখিত ভাষার প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। সংস্কৃত, কাশ্মীর ভাষা, পাঞ্জাব অন্তর্গত জালন্দর ভাষা, মধ্যদেশ ভাষা, পার্বতী ভাষা, মিথিলা ভাষা, বাঙলা ভাষা, উৎকল ভাষা, মহারাষ্ট্র ভাষা, কর্ণাটক ভাষা, গুর্জর ভাষা, তৈলঙ্গ ভাষা, দ্রাবিড় ভাষা।[১]

১৮৩৯ খ্রীঃ

'অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৩৬ পৃষ্ঠায়, একখানি অসমীয়া-বাঙলা অভিধানের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ যদুরাম বরুয়া সঙ্কলন করেন। '১৮৩৯ খৃষ্টাব্দত যদুৰাম বৰুৱাই অসমীয়া আৰু বঙ্গালী ভাষাত এখন অভিধান লেখে।' এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই।

১। শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৪৪ বাং।

বিদ্যাসাগরের শব্দসংগ্রহ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়-সংগৃহীত 'শব্দসংগ্রহ' অষ্টম ভাগ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় পৃ ৭৩-১৩০ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই শব্দসংগ্রহ কোন্ সময় সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ ও সাহিত্য-মূলক অধিকাংশ গ্রন্থই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে তিনি বিভিন্ন জনহিতকর ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যে এতই ব্যাপৃত ছিলেন যে, ঐ সময় তাঁহার পক্ষে একখানি বাঙলা অভিধান সঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর ছিল না বলিয়াই অনুমান হয়। তবে ইহা অনুমান মাত্র। এই সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নিঃসংশয়িত ভাবে কোন কথা বলা চলে না। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই শব্দ-সূচী সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব নহে মনে করিয়াই এই স্থলে এই গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল। "সাহিত্য"-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই শব্দসংগ্রহ প্রকাশার্থ সাহিত্য পরিষৎকে প্রদান করেন। এই শব্দ-সংগ্রহের শেষাংশের দুই এক পৃষ্ঠা নাই। ইহার ফলে এই শব্দ-সূচীর হকারান্ত শব্দ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। "বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙলা রচনায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত করিয়া বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাবাপন্ন করিয়াছিলেন— এইরূপ একটা অনুযোগ প্রচলিত আছে। তৎ সঙ্কলিত তালিকা হইতে প্রতিপন্ন হইবে খাঁটি বাঙলা শব্দের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল না। বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য সহকারে তিনি খাঁটি বাঙলা শব্দ সঙ্কলনের পরিশ্রম স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"[১] এই শব্দ-সূচীর শব্দ-সংখ্যা অল্পাধিক সাতহাজার। শব্দসমূহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। এই শব্দ-সূচীতে শব্দের কোন অর্থ নির্দেশ করা হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল, যথা—অকাজু-আ, আড়ি, ইক্ষু, উড়ানচণ্ডি, এগজামিন, জানালা, কাঁপান, ঠিকাদার, তড়াক্, দিলদার।[২]

পোর্তুগীজ-বাঙলা অভিধান।

এস্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে লণ্ডনের স্কুল অব্ ওরিয়ান্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ্ লাইব্রেরীতে একখানি পোর্তুগীজ-বাঙলা

১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত শব্দসংগ্রহের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগৃহীত এই শব্দসংগ্রহে দেশী শব্দ ব্যতীত ফার্সী, আরবী, হিন্দুস্থানী, ইংরাজী, পোর্তুগীজ শব্দ আছে।

অভিধানের পুঁথি আছে। এই পুঁথির সংখ্যা ১১৯৬৩, পত্র সংখ্যা ২৫৩, লিপি-কালের উল্লেখ না থাকায় ইহা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল কিনা বলা সম্ভব নহে।

পরিশিষ্ট (ক)

আভিধানিক পরিচিতি

Assumpcam, Manoel da [আসুম্প সাওঁ, মানোএল্-দা]—আসুম্প সাওঁর জীবনী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অতি সামান্যই জানা গিয়াছে। এভোরার অধিবাসী পাদরী মানুএল-দা-আসুম্প সাওঁ পূর্ব ভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন, ইহা তাঁহার অভিধানের আখ্যাপত্র হইতে জানা যায়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'র ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, তিনি 'St. Nicolas de Tolentino' মিশনের পরিচালক ছিলেন। ব্যাণ্ডেল চার্চের ইতিহাসে পোর্তুগীজ মঠাধ্যক্ষদের একটি আনুমানিক পর্যায় দেওয়া আছে। তাহাতে খ্রীষ্টীয় ১৭৫৭ সালে আসুম্প সাওঁর নাম পাওয়া যায়।[১] ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আসুম্প সাওঁ যে এদেশে ছিলেন তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। স্বর্গীয় রেভারেণ্ড ফাদার হস্টেন "Bengal Past and Present" পত্রিকায় আসুম্প সাওঁর গ্রন্থ-সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন। উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁহার অন্য একটি প্রবন্ধে জানা যায় যে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি এদেশে ছিলেন।[২] ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত একটি বিবাহ-উৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন।[৩] চন্দননগরের Marriage Register-এ আসুম্প সাওঁ-লিখিত ১২

১। J. J. A. Campos—Bandel: History of the Augustinian Convent of the Church of Our lady. p. 84-89. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত আসুম্প-সাওঁ রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থের 'প্রবেশক' দ্রষ্টব্য।

২। Bengal Past and Present Vol. XI. 1915.

৩। (Translation) "On the 15th of May of 1757, in the Hermitage of the Infant Jesus of Chenssura, before the Very Rev. Father Prior Frei Monoel da Assumpc, ao, Simao do Rozario, son of Paulo do Rozario and Suzana do Rozario, was married with Ellena da Costa, etc."

এপ্রিলের একখানি পত্র ১৪ এপ্রিল ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার নামও Marriage Register-এ পাওয়া যাইতেছে।[১] আস্‌সুম্প সাউঁ অভিধান ব্যতীত একখানি পোর্তুগীজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভাওয়াল নিবাসী জনৈক দেশীয় খ্রীষ্টান সেই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থখানি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে অভিহিত। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের সম্পাদক জে. এফ. এম্. গেরেঁ-লিখিত ল্যাটিন ভূমিকা হইতে এই সংবাদ জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভূষণার রাজপুত্র Don Antonio de Rozario, খ্রীষ্টীয় ধর্মসংক্রান্ত যে Dialogue বা কথোপকথন বাঙলা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন আস্‌সুম্প সাউঁ পোর্তুগীজ ভাষায় তাহার অনুবাদ করেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই পোর্তুগীজ পাদ্‌রী চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। সে যুগে বাঙলা ব্যাকরণ, অভিধান, পোর্তুগীজ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও বাঙলা গ্রন্থের পোর্তুগীজ অনুবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি নানাভাবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে অভিধানখানিই সর্বপ্রথম সঙ্কলিত।[২]

১। হষ্টেনের প্রবন্ধের যে অংশে আস্‌সুম্প-সাউঁর উল্লেখ আছে তাহা আংশিক উদ্ধৃত হইল—

Bandel and Chinsura Church Registers :

"Frei Manoel da Assumpc, ao

"1757, 5. 6. 7. 9. M ; 9. B ; '58. 1. 2. 6. 7. 9. 10 ; '59, 1. 4. 5. ; '60, 1. 7. 11. ; '62, 5. 7. M."

("The smaller figures from 1 to 12 after the years indicate the months when the Priests sign the Registers or are mentioned as performing some sacred function." "B—stands for Baptism Registers, M—for Marriage Registers.")

"Titles :—1757, is called Prior from May 5 to June 5 ; 1760, July 6, is called Provisor ; 1762, July 26, is called Commissary. In the Chandernagar Marriage Register he is called Provisor of the diocese of S. Thome on April 14, 1761, when a letter of his, dated April 12, is quotad."

Bengal Past and Present Vol. XI. 1915.

২। ভাই জর্জ-দা-আপ্রোজন্তাসাউ লিখিত উৎসর্গ পত্র দ্রষ্টব্য। 'ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত তাঁহার যে উৎসাহ, তাহার এই প্রথম ফল, বহু কারণে আপনার প্রাপ্য।' পৃ ৵৹

Carey, William. Dr. [কেরী, উইলিয়ম. ডাঃ.] (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রীঃ)—উনবিংশ শতকে যে সকল ইংরেজ মিশনারীর প্রচেষ্টায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য নবীন অনুপ্রেরণায় শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, ডাঃ উইলিয়ম কেরী সেই সকল মিশনারীগণের অগ্রগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উইলিয়ম কেরী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে নর্থাম্পটন্‌শায়ারের অন্তঃপাতী পল্‌সবারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এডমণ্ড কেরী তাঁতি ছিলেন; পরে তিনি গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক হন। কেরী নানাপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে গ্রীক্, ল্যাটিন এবং হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরীকে লিসেষ্টার সহরের এক ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মনোনীত করা হয় এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেটারিং সহরে তিনি একটি মিশনারী সোসাইটি স্থাপন করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে উক্ত সমিতির প্রথম মিশনারী-রূপে তিনি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় আসেন। খ্রীস্টেতর ধর্মাবলম্বীদের নিকট এই ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তিনি স্বদেশে অবস্থান কালেই একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেরী প্রথমে হুগলীতে ধর্মপ্রচার করেন; কিন্তু সেখানে তাঁহার সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় নিঃস্ব অবস্থায় তিনি কলিকাতা আগমন করেন। তৎপরে সুন্দরবন-অঞ্চলে কিছুদিন চাষ-আবাদ করিবার পর তিনি মালদহ জেলার একটি নীলের কুঠিতে পাঁচ বৎসর তত্ত্বাবধায়কের কার্য করেন। কেরী তৎকালে সেখানে একটি গির্জা প্রস্তুত করাইয়া গ্রামে গ্রামে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। বাইবেলের বাঙলা অনুবাদ করিবার জন্য সেই সময়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হয় এবং তদুদ্দেশ্যে রাম বসু নামক জনৈক বাঙালীর নিকট বাঙলা ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ব্রিটিশের অধিকারে মিশন স্থাপনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেনিস্ গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে এবং তদানীন্তন মিশনারী মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির সহায়তায় তিনি শ্রীরামপুরে একটি মিশনারী প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ধর্ম প্রচারের সহায়তার নিমিত্ত সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি বাঙলা, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বৌবাজার মিশন চ্যাপেলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত

D. D. উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। কেরী এদেশীয়দের উন্নতিমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি, এগ্রিকালচারেল ও হর্টিকালচারেল সোসাইটি প্রভৃতি সভাসমিতির সহিতও তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন। ডাঃ কেরী বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ বাঙলা-ইংরাজী অভিধান ব্যতীত নিম্নোক্ত কয়খানি বাঙলা গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ১। ইতিহাসমালা, ২। কথোপকথন, ৩। বাইবেলের বঙ্গানুবাদ, ৪। বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ।[১]

Forster, H. P. [ফর্ষ্টার, এইচ. পি.] (১৭৬১-১৮১৫ খ্রীঃ)—হেন্‌রী পিট্‌স্ ফর্ষ্টার ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্য জীবনী আমাদের নিকট অজ্ঞাত। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হইয়া তিনি ভারতে আসেন এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "কর্ণওয়ালিশ কোড"-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানি রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ইহার পরবৎসরে ফর্ষ্টার ২৪ পরগনার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্ট্রার হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সরকারী কোন চাকুরী করেন নাই। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফর্ষ্টার কলিকাতার টাঁকশালের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজের কর্মক্ষমতা ও অধ্যবসায়গুণে ঐ টাঁকশালের সর্বাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে আবার কিছুদিন তাঁহাকে বেকার অবস্থায় থাকিতে হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ষ্ট্যাম্প কাগজের উপর সহি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে এদেশে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

যে সময়ে ফর্ষ্টারের অভিধান প্রকাশিত হয় সেই সময়ে বাঙলাভাষা ইংরেজের আদালতে বা দপ্তরে গৃহীত হইত না। যাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে ও যত্নে ফার্সী ভাষা ও লিপির পরিবর্তে আইন-আদালতে বাঙলা ভাষা ও

১। কেরীর একাধিক জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী আলোচিত হইয়াছে। **Bengal Obituary, Buckland's Dictionary of Indian Biography** এবং ডাঃ সুশীলকুমার দের—**History of Bengali literature in the 19th Century** গ্রন্থে কেরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া আছে।

লিপির প্রচলন হয়, ফর্ষ্টার তাঁহাদের অন্যতম। ফর্ষ্টার শুধু বাঙলা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন না, সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ আগস্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটে তাঁহার বাঙলা অভিধানের একটি বিজ্ঞাপন বাহির হয়; তাহাতে উল্লেখ ছিল যে 'Essay on the principles of Sanskrit Grammar' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও তিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, অচিরে উহা খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে এবং এই গ্রন্থের পরিশিস্টে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের' অনুবাদও প্রকাশিত হইবে। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার Essay প্রকাশিত হয়; কিন্তু শেষোক্ত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় নাই। তাঁহার Essayর মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে, ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত মুগ্ধবোধের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কাউনসিল-এর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ডাঃ সুশীলকুমার দে "Bengali Literature in the Nineteenth Century" গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ফর্স্টারের জন্মকাল-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ডাঃ দের নির্দিষ্ট তারিখ গ্রহণ করিয়াছি। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধেও তাঁহার জন্মকাল ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে।[১]

ফর্স্টার এদেশে একজন জাঠ রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে, এই মহিলা বাঙলাভাষায় বিশেষ বুৎপন্না ছিলেন। এই রমণীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম হেনরী ফর্স্টার। ইনি পরে কর্ণেল হেনরী ফর্স্টার, সি. বি. বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি সৈন্যবিভাগে কর্ম করিতেন। স্যর ডি. অক্‌টরলনির অধীনে থাকিয়া ইনি মহারাষ্ট্র ও পিণ্ডারি যুদ্ধে শৌর্য-বীর্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ভারত-সাম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া তাঁহার কার্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভারতীয় সৈনিক-বিভাগের সর্বোচ্চ পুরস্কার-পদকে পুরস্কৃত করেন।

Haughton, G. C. [হট্‌ন, জি. সি.] (১৭৮৮-১৮৪৯ খ্রীঃ)—স্যর হট্‌ন ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জন্ হট্‌ন ডাবলিনের

১। ভারতী, পৌষ ১৩২৯—'বাঙলার প্রথম'।

Buckland's Dictionary of Indian Biography এবং "বঙ্গভাষার আদি অভিধান ও ফর্ষ্টার সাহেব" শীর্ষক রচনা—"বঙ্গভাষা" ৩য় ভাগ, প্রথম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

একজন চিকিৎসক ছিলেন। হট্‌ন বাল্যে ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর "বেঙ্গল আর্মীতে" যোগ দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বারাসতে অবস্থানকালে প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ভর্তি হইয়া আরবী, ফার্সী, হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং উক্ত ভাষাসমূহে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য কলেজ হইতে কয়েকটি পদক, উপাধি ও পুরস্কারস্বরূপ অর্থ প্রাপ্ত হন। স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় হট্‌ন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। তথায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হেলিবারী কলেজে প্রাচ্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক-পদ প্রাপ্ত হন ও পরে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হট্‌ন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. উপাধি লাভ করেন। তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি-স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। উক্ত সোসাইটির প্রাচ্য শাখার সভ্য এবং ১৮৩১-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'Knight of the Guelphic Order' উপাধি-দ্বারা সম্মানিত হন। পরবর্তী জীবনে তিনি বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম শাস্ত্রের চর্চা লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট ক্লাউডে কলেরা-রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-মূলক ৪ খানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন।[১]

Marshman, John C. [মার্শম্যান, জন্ সি.] (১৭৯৪-১৮৭৭ খ্রীঃ) —মার্শম্যান ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাঃ জোশুয়া মার্শম্যানের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুরে আগমন করেন। সেখানে তিনি কেরী, মার্শম্যান, ও ওয়ার্ড-প্রতিষ্ঠিত মিশনারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ছিলেন এবং মিশনের কার্যে পিতাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ২০ বৎসরকাল তিনি বিনা পারিশ্রমিকে মিশনের সেবা করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে মিশনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং পরে

১। Buckland's Dictionary of Indian Biography, Dr. S. K. De's History of the Bengali literature in the 19th Century.

ইহার পরিচালনার ভারও তাঁহার উপরে পড়িয়াছিল। বাঙলা ভাষায় তিনি বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন হন ; এবং এই কারণে গবর্ণমেন্টের বাঙলা ভাষার অনুবাদকের পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার পিতাই প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মার্শম্যানই ভারতে সর্বপ্রথম কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায়। তিনি নানা বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার পিতা অন্যান্য মিশনারীর সহায়তায় ৩০ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন সনন্দ-দান-কালে পার্লামেন্ট-কর্তৃক ভারতীয় ব্যাপার-সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এডুকেশন ডেসপাচ্-এ তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। লণ্ডনে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপরও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ভারতে অরণ্য-সংরক্ষণ, টেলিগ্রাফ, এবং রেলওয়ে ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পেও তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের নূতন কাউন্সিলের সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই নর্থ কেম্পিংটনের রেডক্লিপ স্কোয়ারে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সম্পাদন ব্যতীত মার্শম্যান নিম্নোক্ত কয়খানি গ্রন্থ রচনা, সঙ্কলন ও সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ১। অল্প মূল্যের মোকর্দমার আদালতের আইন—১৮৫০ খ্রীঃ, ২। ইতিবৃত্তসার—১৮৬২ খ্রীঃ, ৩। ইসপ্‌স্ ফেবুলের বঙ্গানুবাদ, ৪। ক্ষেত্র বাগান বিবরণ, ২ খণ্ড—১৮৩২-৩৬ খ্রীঃ, ৫। জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়—১৮১৯ খ্রীঃ, ৬। দারোগারদের কর্ম-প্রদর্শক গ্রন্থ—১৮৫১ খ্রীঃ, ৭। দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ—১৮৩৪ খ্রীঃ, ৮। পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ—১৮৬২ খ্রীঃ, ৯। প্রবোধচন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, মার্শম্যান সম্পাদিত, ১৮৪৫ খ্রীঃ, ১০। বাঙলা ভাষায় মারের ব্যাকরণ, ১১। বাঙলার ইতিহাস—১৮৪৮ খ্রীঃ, ১২। ভারতবর্ষের ইতিহাস ২ বালম—১৮৩১ খ্রীঃ, ১৩। সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস—১৮২৯ খ্রীঃ।[১]

Mendies, John. [মেণ্ডিস, জন.]—জন মেণ্ডিস-সঙ্কলিত দুইখানি

১। Buckland's Dictionary of Indian Biography.

অভিধান ব্যতীত "বাইবেল প্রকাশিত ধর্মের সহিত হিন্দুলোকদের শাস্ত্রোক্ত ধর্মের তুলনা" গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

Morton, William. [মর্টন, উঈলিয়ম.]—মর্টন-সঙ্কলিত "দ্বিভাষার্থকাভিধান" ও "Biblical and Theological Vocabulary" ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ১। তথ্য প্রকাশ অথ পত্রসূচী—১৮৪৩ খ্রীঃ, ২। দানিএল মুনির চরিত্র—১৮৩৬ খ্রীঃ, ৩। দৃষ্টান্ত-বাক্য সংগ্রহ—১৮৩২ খ্রীঃ, ৪। প্রার্থনা অনুক্রম, ৫। মধুর চরিত্র—১৮৪৩ খ্রীঃ, ৬। হিতোপদেশ সংগ্রহ—১৮৪৩ খ্রীঃ।

Pearson, J. D. [পিয়ার্সন, জে. ডি.]—প্রথম জীবনে পিয়ার্সন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময় তিনি ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসিক ও চরিত্রগত কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে একদিন তিনি Prodigal Sonএর উপাখ্যানটি পাঠ করিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন এবং ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই সময় হইতে তিনি ধর্মপ্রচার ও জীবসেবাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। মিশনারী জীবনে বহুবিধ বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াও তিনি আপন কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গতি সামান্যই ছিল, তবুও তিনি এদেশের সমস্ত খ্রীষ্টধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি যে দুইটি সোসাইটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেই দুইটি সোসাইটিকে তাঁহার সম্পত্তি দান করিয়া যান। পিয়ার্সনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় চুচুড়ায় নিউ চ্যাপলের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। শেষ বয়সে তিনি অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হন। সমুদ্র-বায়ু-সেবনে ভগ্নস্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত তিনি ইংলণ্ড রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িবার পূর্বদিনই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অভিধান ব্যতীত তাঁহার নিম্নোক্ত কয়খানি বাঙলা গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ১। দুই মহা আজ্ঞা—১৮২৬ খ্রীঃ, ২। নীতিকথা—১৮২১ খ্রীঃ, ৩। পত্রকৌমুদী—১৮১৯ খ্রীঃ, ৪। পাঠশালার বিবরণ—

১৮১৯ খ্রীঃ, ৫। প্রাচীন ইতিহাসসমুচ্চয়—১৮৩০ খ্রীঃ, ৬। বাক্যাবলী—১৮২০ খ্রীঃ, ৭। ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন—১৮২৪ খ্রীঃ, ৮। মারের ইংরাজী ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ—১৮২০ খ্রীঃ, ৯। মিশর দেশীয় লোকের বিবরণ—১৮৩২ খ্রীঃ। এতদ্ব্যতীত তিনি খ্রীষ্টধর্মমূলকবহু ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন।[১]

Robinson, J. [রবিনসন, জে.]—রবিনসন বাঙলা গবর্ণমেন্টের অনুবাদ বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। অভিধান ব্যতীত তাঁহার রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থ কয়খানির সন্ধান পাইয়াছি। ১। ইতিহাসসার-সংগ্রহ—১৮৩২ খ্রীঃ, ২। গঙ্গার খালের সংক্ষেপ বিবরণ—১৮৫৪ খ্রীঃ, ৩। ছুটির ও পেনস্যানের বিধি—১৮৫৭ খ্রীঃ, ৪। ধর্মযুদ্ধের বৃত্তান্ত—১৮৫৯ খ্রীঃ, ৫। বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও ধাতুসংগ্রহ—১৮৪৬ খ্রীঃ, ৬। ব্যবস্থাসংগ্রহ, ৭। ভূমিপরিমাণবিদ্যা—১৮৫০ খ্রীঃ, ৮। মঙ্গল-উপাখ্যান—১৮৪৩ খ্রীঃ, ৯। রবিনসন ক্রোশের জীবনচরিত—১৮৬০ খ্রীঃ, ১০। সামান্য লোকের স্বর্গপথ।

Sykes, J. [সাইকস্, জে.]—সাইকস্ বহু বৎসর যাবৎ স্কুলবুক সোসাইটির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। মধ্যে প্রায় দুই বৎসর তিনি এদেশে না থাকায় তাঁহার স্থলে অপর এক ব্যক্তি সম্পাদক হন। তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বাঙলা ভাষার অভিধানের একখানি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইংরাজী-বাঙলা ও বাঙলা-ইংরাজী দুইখানি অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইংরাজী-বাঙলা অভিধানখানি পিয়ার্সনের ইংরাজী-বাঙলা অভিধান-অবলম্বনে সঙ্কলিত।

Wilson, H. H. [উইলসন্, এইচ. এইচ.] (১৭৮৬-১৮৬০ খ্রীঃ)—উইলসন ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে লণ্ডনের সোহো স্কোয়ারে এবং তৎপরে সেন্ট থমাসের হস্‌পিট্যালে শিক্ষালাভ করেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলসন ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চিকিৎসা বিভাগে চাকুরী লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। রসায়ণ ও ধাতু-বিশ্লেষণে তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকায় কলিকাতায় উপস্থিত হইবা মাত্রই তাঁহাকে কলিকাতার টাঁকশালের

১। Calcutta Christian Observer. May 1833.

কার্যে নিযুক্ত করা হয়। এদেশে আসিয়া তিনি প্রাচ্য ভাষাসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮১১-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কয়েকবারই অতি যোগ্যতার সহিত বাঙলার এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের কার্য সম্পন্ন করেন। ইতিমধ্যে তিনি বাঙলা, সংস্কৃত প্রভৃতি কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিদি কালিদাসের মেঘদূতের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার টাঁকশালের প্রধান ধাতু-বিশ্লেষকের পদে (Assaymaster) নিযুক্ত হন এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি নানা জার্নালে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। এদেশে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রচারে তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে স্থাপিত শিক্ষাপরিষদের (Committee of the Public Instruction) সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল তিনি সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শকের কার্যও করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের বোডেন প্রফেসর (Boden Professor) নিযুক্ত হন এবং একসিটার কলেজ (Exeter College) কর্তৃক এম. এ. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের গ্রন্থাগারিক ও হোলিবারী কলেজের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়েল সোসাইটির সভ্য হন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ডিরেক্টারের কার্য করেন। স্বদেশে এইরূপ নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য-সম্পর্কীয় গবেষণা পরিত্যাগ করেন নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল; তিনি বিষ্ণুপুরাণ ও ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ ইংলণ্ড হইতেই প্রকাশ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মে তাঁহার মৃত্যু হয়।[১]

Yates, William. [**ইয়েটস্, উইলিয়ম.**] (১৭৯২-১৮৪৫ খ্রীঃ)—উইলিয়ম ইয়েটস্ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লাফবর্গে জুতার কাজ করিতেন। ইয়েটস্ প্রথমে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ব্রিস্টলের ব্যাপ্‌টিস্ট কলেজে তিনি প্রাচ্য ভাষাসমূহ অধ্যয়ন করিয়া ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারী সোসাইটির পাদরীরূপে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

১। Buckland's Dictionary of Indian Biography.

তিনি শ্রীরামপুরে কেরীর সহিত দুই বৎসর বাস করেন এবং তাঁহার নিকট বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া তাঁহার গ্রন্থাদি প্রণয়ণ-কার্যে বিশেষ সহায়তা করেন ও "ক্যালকাটা মিশনারী ইউনিয়ন" প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে তিনি ভারতের নানা স্থান ভ্রমন করেন। ১৮২৯—৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতার সারকুলার রোডের ইংলিশ চার্চের প্যাস্টার ছিলেন। ইয়েটস্ বাঙলা, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, হিন্দী, আরবী, হিব্রু ও চীনা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে D.D. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাত্রার পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি স্কুলবুক সোসাইটির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কয়েক বৎসর তিনি উক্ত সোসাইটির সম্পাদকও ছিলেন। গবর্ণমেন্ট ইয়েটস্‌কে শিক্ষা-প্রচার-কার্যে ব্রতী থাকিবার সর্তে এক হাজার পাউণ্ডের একটি বৃত্তি দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি তাহা লইতে অস্বীকৃত হন। অভিধান ব্যতীত তৎপ্রণীত নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহের সন্ধান পাইয়াছি—১। আইজাক ও ডানিএল। ২। জ্যোতির্বিদ্যা—১৮৩৩ খ্রীঃ। ৩। ধর্মপুস্তক আদিভাগ [বাইবেলের অনুবাদ]। ৪। ধর্মপুস্তক অন্ত্যভাগ—১৮৩৯ খ্রীঃ। ৫। পদার্থ বিদ্যাসার—১৮২৫ খ্রীঃ। ৬। বাঙলা ব্যাকরণ ? ৭। বাঙলা ভাষার ভূমিকা-ওএনজার সম্পাদিত—১৮৪৭ খ্রীঃ। ৮। বিনিয়নস্ পিলগ্রিম প্রগ্রেস। ৯। মথি লিখিত সুসমাচার—১৮৬০ খ্রীঃ। ১০। মার্ক লিখিত সুসমাচার—১৮৬০ খ্রীঃ। ১১। মুসা লিখিত আদি পুস্তক এবং যাত্রাপুস্তকের প্রথম ভাগ—১৮৪৭ খ্রীঃ। ১২। যোহন লিখিত সুসমাচার—১৮৬০ খ্রীঃ। ১৩। লুক লিখিত সুসমাচার—১৮৬০ খ্রীঃ। ১৪। সারসংগ্রহ—১৮৪৪ খ্রীঃ। ১৫। হিতোপদেশ—১৮৪১ খ্রীঃ।[১]

অদ্বৈতচরণ আঢ্য—অদ্বৈতচরণ আঢ্য কলিকাতার আমড়াতলা নিবাসী গোলকচাঁদ আঢ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। অদ্বৈতচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়চাঁদ আঢ্য। অদ্বৈতচরণ উদয়চাঁদ অপেক্ষা ৪।৫ বৎসরের বড় ছিলেন। অদ্বৈতচরণ ও উদয়চাঁদের অর্থানুকূল্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রকাশিত হয়। ১৮৪১ খ্রীঃ হইতে অদ্বৈতচরণ এই পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন।

১। James Holy—Memoir of William Yates; Buckland's Dictionary of Indian Biography; Dr. S. K. De's—History of the Bengali literature in the 19th century.

উদয়চাঁদ আঢ্য—উদয়চাঁদ আঢ্য কলিকাতার আমড়াতলা নিবাসী গোলকচাঁদ আঢ্যের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। গোলকচাঁদের পিতার নাম বৃন্দাবনচন্দ্র আঢ্য। উদয়চাঁদের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। অদ্বৈতচরণ উদয়চাঁদ অপেক্ষা চারি-পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন। উদয়চাঁদ একজন সিনিয়র স্কলার ছিলেন। প্রথমে তিনি মাসিক ১০০৲ একশত টাকা বেতনে কলিকাতা ট্রেজারীতে কর্ম করিতেন। তদনন্তর লবণ বিভাগে কিছুদিন কার্য করার পর তিনি ২৫০৲ দুইশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে আবগারী সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের পদে উন্নীত হন। এই কাজ-উপলক্ষে তাঁহাকে ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতে হইত। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যেদিন তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন সেদিন কলিকাতার বাড়ীতে বিসূচিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর। উদয়চাঁদের একমাত্র পুত্রের নাম কার্তিকচন্দ্র আঢ্য। উদয়চাঁদের মৃত্যুর সময় কার্তিকচন্দ্রের বয়স মাত্র ১ বৎসর ছিল।

অদ্বৈতচরণ ও উদয়চাঁদ এই দুই ভ্রাতার অর্থানুকূল্যে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মুদ্রিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৫-১৮৩৭ খ্রীঃ)। হরচন্দ্র প্রায় ৩ বৎসর এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়া ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হইয়া ঢাকায় চলিয়া গেলে, উদয়বাবু ইহার সম্পাদক হন। তিনি ১৮৩৯ হইতে ১৮৪০ পর্যন্ত দক্ষতার সহিত এই পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি আবগারী বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ করিতে হয়। উদয়বাবুর পরে অদ্বৈতবাবু এই পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন। উদয়চাঁদ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদন ব্যতীত একখানি ইংরাজী-বাঙলা অভিধান এবং মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে 'শব্দাম্বুধি' ও জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নূতন অভিধানের একটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত চারিখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১। আরবীয় উপন্যাস—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। ২। বত্রিশ সিংহাসন ? ৩। মাজিষ্ট্রেট উপদেশ (Skipwith's Magistrate's Guide-এর বঙ্গানুবাদ)—১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ। ৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ ক্রোলে সাহেবের বক্তৃতার অনুবাদ—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইংরাজী-বাঙলা অভিধান ব্যতীত অপর তিনখানি অভিধান অর্থাৎ 'শব্দাম্বুধি', জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের

অভিধান ও অমরার্থ দীধিতিতে 'মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক' সঙ্কলিত লিখিত আছে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অদ্বৈতবাবু সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্পাদক হন। অতএব ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ ও তৎপরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে মুদ্রিত অভিধান কয়খানি অদ্বৈতবাবুর সম্পাদিত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু উদয়বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র গোষ্ঠবিহারী আঢ্য লিখিত বিবরণ-অবলম্বনে বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকে মুদ্রিত উদয়বাবুর জীবনীতে "তিনি ইংরাজী ও বাঙলা অভিধান, শব্দাম্বুধি, নূতন অভিধান প্রভৃতি সঙ্কলন এবং ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ ও শাস্ত্রসমূহ সম্পাদন ও প্রচার করিয়াছিলেন" বলিয়া উল্লেখ আছে। এই বিবরণীতে যদিও অমরার্থ দীধিতির উল্লেখ নাই তবুও অন্যান্য অভিধানের ন্যায় ইহাও উদয়বাবুর সম্পাদিত মনে করা যাইতে পারে। উদয়চাঁদের চিত্র 'সুবর্ণবণিক সমাচারে' প্রকাশিত হইয়াছে।

কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার—ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইণ্ডিয়া অপিসের বাঙলা গ্রন্থতালিকায় কেশবচন্দ্র রায় ও কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' ব্যতীত কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার-রচিত নিম্নোক্ত কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি।

১। গণার্থ মুক্তাবলী—১৭৮৮ শক। ২। তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ—১৭৮৪ শক। ৩। নিদানার্থ প্রকাশিকা মূল ও বঙ্গানুবাদসহ—১২৮৮ বাং, কেশবচন্দ্র রায়। ৪। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর—১৮৭১ খ্রীঃ। ৫। ব্রজবিহার—১২৬৯ বাং। ৬। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—তৃতীয় সংস্করণ—১৮৮১ খ্রীঃ গয়ারাম বটব্যাল অনূদিত ও কেশবচন্দ্র রায় সংশোধিত। ৭। শব্দাবলী—১৮৬৭ খ্রীঃ—কেশবচন্দ্র রায়।

কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ-লিখিত "চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ-পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩১, পৃ ৭৬৪-৭৮৪) জনৈক কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ আছে। "৺কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়:—কুমুদ্বতী ও সুপর্ণা (১২৯১) নামক উপাখ্যান ইনি কবিতায় রচনা করেন, ইহার বিষয় আর কিছুই জানিতে পারা যায় না।" এই কৈলাসচন্দ্র এবং "সর্ব্বার্থ প্রচারিকা" সম্পাদক কৈলাস চন্দ্র অভিন্ন কিনা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। নিম্নে কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত সর্বার্থ প্রচারিকা ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল।

১। উনবিংশ শতাব্দীর প্যাগম্বর—কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার মতানুবর্তীদের বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ পৃ ১২, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ। ২। কি ভয়ানক আশ্বিনে ঝড়, ১৮৬৪ খ্রী, পৃ ২৪। ৩। ভক্তমাল—নাভাজী প্রণীত, কৃষ্ণদাস বাবাজী অনূদিত, কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংশোধিত, ১২৭৪ বাং। ৪। "সটীক মহিম্নস্তব অর্থাৎ পুষ্পদন্ত নামা গন্ধর্বরাজ প্রণীত শিবস্তব, পৃ ২৪, ১২৭৪ বাং—সংস্কৃত মূল ও বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত বঙ্গানুবাদ-সহ।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি মদনমল্ল পরগণার রাজপুর গ্রামে ১৮২২ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। তিনি স্বয়ং তাঁহার বাল্যজীবনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ১৯০৩ খ্রীঃ ৩রা ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সর্ব প্রথম ৩০৲ টাকা বেতনে উক্ত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহির মির্জাপুরে "বিদ্যারত্ন যন্ত্র" স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু গ্রন্থ এই "বিদ্যারত্ন-যন্ত্র" হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরিশচন্দ্র কবিরত্ন। হরিশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসীডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পত্রিকার কণ্ঠে যে সংস্কৃত শ্লোক শোভা পাইত তাহা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত। গিরিশচন্দ্রের চিত্র 'শব্দসারের' ৯ম সংস্করণে দেওয়া হইয়াছে।

শব্দসার ব্যতীত গিরিশচন্দ্র নিম্নোক্ত কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন—১। উৎকর্ষ বিধান—বালক-পাঠ্য পুস্তক—১২৭৭ সন। ২। দশকুমার চরিতের অনুবাদ—১৮৫৬ খ্রীঃ। ৩। পঞ্জিকা। ৪। শতকাবলী—১৭৭২ শক।

জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক—জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক কলিকাতার চারি ক্রোশ পশ্চিমে হাবড়ার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা ছিল। প্রথম পুত্র যোগেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় পুত্র নগেন্দ্রনাথ, তৃতীয় পুত্র খগেন্দ্রনাথ এবং কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমা কৈলাসবাসিনী ও দ্বিতীয়া কৃষ্ণভামিনী। তিনি ১২৬৬ সালে লোকান্তর-গমন করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ জানিতে পারি

নাই। তাঁহার প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ১২৩৯ বঙ্গাব্দে। ২৫ কি ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম সন্তানের জন্ম ধরিয়া লইলে মল্লিক মহাশয়ের জন্ম হয় ১২১৪ কি ১২০৯ বঙ্গাব্দে। এই অনুমান সত্য হইলে গত উনবিংশ শতকের প্রথম ২০ বৎসরের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

জগন্নাথপ্রসাদ বাঙলা, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি বাঙলা ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইখানি অভিধান—প্রথমখানি শব্দ কল্পলতিকা, দ্বিতীয়খানি শব্দ কল্পতরঙ্গিনী। এতদ্ব্যতীত তিনি হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক চারিখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১। সত্যনারায়ণের কথা। ২। রামনবমীর ব্রতকথা। ৩। জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা ও ৪। সাবিত্রীর ব্রতকথা। সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে সঙ্কলিত এই সকল গ্রন্থ তাঁহার ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দেয়। তাঁহার অপর একখানি গ্রন্থের নাম 'সঙ্গীত-রস-মাধুরী'। এই গ্রন্থের পরমাত্ম-বন্দনা অবধি শেষ পর্যন্ত সকল গানই ভক্তি ও প্রেমরসে রসান্বিত হইয়াছে। সংস্কৃত ও বাঙলায় রচিত তাঁহার বহু কবিতা ও গান রহিয়াছে। তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের জীবনচরিতে কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা ও বাঙলা গান উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার অপর গ্রন্থের নাম 'কায়স্থ হিতার্ণব'।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি এবং সঙ্গীতসমূহ ব্যতীত অন্যত্রও তাঁহার ধর্ম-প্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'—ইহা স্মরণ থাকিলে অন্যায় কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে না, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বসিবার আসন, পানের ডিবা প্রভৃতি সর্বদা ব্যবহারের দ্রব্যসমূহে এক একটি উপদেশপ্রদ সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার একটি পানের ডিবায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি ক্ষোদিত ছিল।

অদ্যৈবাপি শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনং ধ্রুবং।
মৃত্যু জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে॥

যোগেন্দ্রজীবনী, পৃ ৪-৫

তাঁহার অর্থানুকূল্যে ও অধ্যক্ষতায় ১২৩৯ সালের ১০ শ্রাবণ তারিখে (২৪ জুলাই, ১৮৩২ খ্রীঃ) 'সংবাদ রত্নাবলী' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মহেশচন্দ্র পাল কিছুদিন এই পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবজারভার' নামক

ইংরাজী মাসিক পত্রে এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক একটি প্রবন্ধে 'সংবাদ রত্নাবলী'র সম্পাদক-হিসাকে জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের উল্লেখ আছে, পাদরী লংএর তালিকায়ও এইমত সমর্থিত হইয়াছে। নামতঃ তিনি সম্পাদক না হইলেও কার্যতঃ তিনিই যে সম্পাদক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নথিপত্রের সংগ্রহেও সংবাদ রত্নাবলীর সম্পাদক-স্থলে জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের নাম করা হইয়াছে।

মল্লিক মহাশয়ের প্রভাকর পত্রিকার সহিতও সংশ্রব ছিল। ১২৫৪ সালের ২ বৈশাখ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে ইহার লেখক ও অনুগ্রাহক-বর্গের উল্লেখ আছে। তাহাতে মল্লিক মহাশয়ের নাম পাইতেছি। 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিতও তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভাস্কর-সম্পাদকের একটী মোকদ্দমায় তিনি এবং তাঁহার কর্মচারী ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার জামিন হইয়াছিলেন (ভাস্কর, ১৬ জুলাই ১৮৪৪ ইং)।

মল্লিক মহাশয় প্রাচীনপন্থী হিন্দু ছিলেন। তদানীন্তন ধর্ম সভার সহিত তাঁহার বিশেষ সংযোগ ছিল। সেই যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল অন্দোলনের সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন। আন্দুল স্কুল স্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যয়ে ব্রাহ্মণ চন্দ্রিকা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। যাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে এ দেশে জুরী প্রথার প্রচলন হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

মল্লিক মহাশয়ের কৌলিক উপাধি সম্ভবতঃ বসু ছিল। ধর্মসভা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে তিনি শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ দাস বসোঃ স্বাক্ষর করিয়াছেন (সমাচার চন্দ্রিকা, ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৩ খ্রীঃ)। তাঁহার কায়স্থ হিতার্ণব গ্রন্থেও শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ বসু স্বাক্ষর রহিয়াছে। জগন্নাথপ্রসাদ একাধারে প্রাচীনপন্থী হিন্দু, সমাজশুভকামী, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার মত পরোপকারী, সদাশয় ও প্রজাপ্রিয় জমিদার সেযুগে দুর্লভ ছিল।

জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়—জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় নূতন অভিধান ব্যতীত সংবাদ অরুণোদয় নামক একখানি প্রাত্যহিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাগজখানি কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। সুবর্ণবণিক সমাচার, 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজ্‌রাপুর গ্রামে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম এক্ষণে যশোর জেলার অন্তর্গত। জয়গোপালের পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। কেবলরাম নাটোর রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। জয়গোপালের ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া কাশীবাসী হন। সেখানে তিনি তাঁহার পাঠের ব্যবস্থা করেন। জয়গোপাল নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে অত্যল্পকাল মধ্যে সংস্কৃত, বাঙলা ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। পরে তিনি ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তিনি কেরীর অন্যতম মুন্সী নিযুক্ত হন। ঐ সময় কেরী ও মার্শম্যান প্রভৃতি তাঁহার নিকট সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১লা জানুয়ারী ১৮২৪ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি উক্ত কলেজে কাব্যের অধ্যাপকের পদপ্রাপ্ত হন। স্কুল সোসাইটির হেডপণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। তর্কালঙ্কার মহাশয় তদানীন্তন ধর্মসভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে ধর্মসভাকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহারা আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, জয়গোপাল তাঁহাদের অন্যতম। তিনি প্রভাকর পত্রের একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমাচার দর্পণের প্রথমাবস্থায় তিনি ইহার তদানীন্তন সম্পাদক জি, সি, মার্শম্যানকে পত্রিকা-সম্পাদন-কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বহুবিশ্রুত ব্যক্তিগণ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসরের জন্য সুপ্রিম কোর্টের জজ্‌পণ্ডিত হন। ১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকর্তৃক অনূদিত বিল্বমঙ্গল গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি পয়ারে নিজের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই—

চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
ভূমিপতি ভূমিসুরপতি

তাঁর রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম সমাজ পূজিত গ্রাম
বজরাপুরেতে নিবসতি ॥

শ্রীজয়গোপাল নাম হরিভক্তিলাভকাম
উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।
ভক্তবৃন্দ মধ্য রবি শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি
কবিতার প্রকাশে পয়ার॥

অভিধান ব্যতীত তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীর ভাষা চণ্ডী—১৮১৯ খ্রীঃ। ২। কর্মলোচন ? ৩। কাশীদাস রচিত মহাভারত, ২য় খণ্ড,—১৮৩৬ খ্রীঃ। ৪। পত্রের ধারা—১৮২১ খ্রীঃ। ৫। বাল্মীকিকৃত রামায়ণ—১৮৩০ খ্রীঃ। ৬। শিক্ষাসার—১৮১৮ খ্রীঃ, ২য় সংস্করণ। ৭। শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোক, মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ—১২২৪ বাং ১৮১৭ খ্রীঃ। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাদাসের "ছন্দোমঞ্জরী" ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের "বৃত্তরত্নাবলী" প্রকাশ করেন। তিনি কতিপয় সংস্কৃত ও বাঙলা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।*

তারাচাঁদ চক্রবর্তী—তারাচাঁদ চক্রবর্তী ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হেয়ার স্কুলে ও তৎপরে হিন্দু কলেজে বিদ্যালাভ করেন। কলেজের পাঠ শেষ করিয়া তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন এবং "ক্যালকাটা জার্নাল" নামক একখানি সংবাদপত্রে কাজ করেন। এইচ, এইচ, উইলশন সাহেব হিন্দু পুরাণসমূহ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিবার কালে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ও তৎপরে মুন্সেফরূপে কাজ করেন। উপরিউক্ত কার্য হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার ইংরাজী ও বাঙলা অভিধান সঙ্কলনে ব্রতী হন। তিনি 'Quill' নামক একখানি সংবাদপত্রও বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। বাঙলার তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধাররূপে চক্রবর্তী মহাশয় সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য ছিলেন। রামমোহন

* নদীয়া কাহিনী, বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, সুবল মিত্রের অভিধান, সংবাদপত্রে সেকালের কথা ও সাহিত্যসাধক চরিতমালায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক মনোনীত করেন। সেই সময়ে তিনি মনুসংহিতার বাঙলা অনুবাদ করিতেছিলেন। জীবনের শেষাংশে তিনি কয়েক বৎসর বর্ধমান রাজের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

দেবীপ্রসাদ রায় মুন্সী—দেবীপ্রসাদ রায়ের জন্মস্থান শ্রীহট্ট সহরের নিকটবর্তী আখালিয়া গ্রামে। তিনি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার "নাদিরুল কিশওর" নামক গ্রন্থের আখ্যাপত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি রামরত্ন মল্লিকের মুন্সী ছিলেন। সমাচার দর্পণের ২১ জুলাই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যাতে ভূম্যধিকারী সভার অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে লিখিত রাণী কাত্যায়নীর এক পত্রে দেবীপ্রসাদ রায়কে রাণী কাত্যায়নীর কর্মাধ্যক্ষ বলা হইয়াছে। দেবীপ্রসাদ সম্ভবতঃ ঐ সময় রামচন্দ্র মল্লিকের কর্মত্যাগ করিয়া রাণী কাত্যায়নীর কর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। দেবীপ্রসাদ রচিত নিম্নোক্ত তিনখানি গ্রন্থ দেখিয়াছি। (১) নাদিরুল কিশওর—১৮২৪ খ্রীঃ। (২) পলিগ্লট মুন্সী—১৮৪১ খ্রীঃ। (৩) পলিগ্লট-গ্রামার—১৮৫৪ খ্রীঃ।

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়—পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের নিবাস উত্তরপাড়ায় ছিল। তাঁহার শব্দসিন্ধুর ভূমিকায়—

> উত্তরপাড়া গ্রামবাসী বিপ্র বংশে জাত।
> অকিঞ্চন পীতাম্বর মুখুটীতে খ্যাত॥

বলিয়া গ্রন্থকার নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞাতিরা এখনও উত্তর-পাড়ায় বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় এম.এ., বি.এল্. তাঁহার জ্ঞাতিদের অন্যতম। শব্দসিন্ধু ব্যতীত পীতাম্বর-রচিত নিম্নোক্ত দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি।

(ক) পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার, ইহা ১৮২৪ খ্রীঃ মোং কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। (খ) সারজ্ঞানতত্ত্ব। তথা পঞ্চ উপাসক ও ষট্‌চক্রভেদ—ইহা ১২৫২ সালে জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

মতিলাল মিত্র—বাঙলা গবর্ণমেণ্টের নথিপত্রের ২২ নম্বর সংগ্রহে মতিলাল মিত্র-রচিত অভিধান ব্যতীত একখানি Bengali Reader-এর উল্লেখ আছে।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ—হুগলী জেলার অন্তর্গত মলয়পুরে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠী

ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় যে পাঠশালা স্থাপিত হয় তাহাতে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে হিন্দুকলেজের জুনিয়র বিভাগে ১৫৲ বেতনে উক্ত পদে যোগ দেন। ইহার পর ১৮৪৩ খ্রীঃ ২৬ জুন তিনি ৪০৲ বেতনে মাদ্রাসার ইংরাজী স্কুল সংলগ্ন বাঙলা শ্রেণীর পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। শিক্ষকতাকালে অধ্যাপক ভুবন মিত্রের সহায়তায় ছোটদের জন্য একখানি ভূগোল প্রকাশ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সহিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার সম্পাদকতায় সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে আঢ্যদের অর্থানুকূল্যে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে ইঁহার রচিত ও সঙ্কলিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম করা হইল। ১। অপূর্ব্বোপাখ্যান—১২৫৯ বাং। ২। অমরার্থ দীধিতি—১২৬৩ বাং। ৩। আরব্য উপন্যাস, ৫ খণ্ড—১৭৭৫-১৭৭৯ শকাব্দ। ৪। কল্কি পুরাণ বিদ্যাবাগীশ অনূদিত—১২৮৫ বাং। ৫। ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলের সংশোধিত সংস্করণ—১২৬৪—২য় সংস্করণ। ৬। শব্দাম্বুধি —১৭৭৫ শক। ৭। শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে অনূদিত—১৭৭৭—৮৭ শকাব্দ। ৮। হিতোপদেশ—১২৬৭ বাং।

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর—ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ইংরেজি-বাঙলা অভিধান ব্যতীত ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্কৃত বাঙলা অভিধানখানিও সম্ভবতঃ তাঁহারই সঙ্কলন।

রামকমল বিদ্যালঙ্কার—শ্রীরামপুরের ট্রেনিং পাঠশালার পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কার-সঙ্কলিত প্রকৃতিবাদ অভিধান ব্যতীত নিম্নোক্ত দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ১। ধাতুবিবেক ১৭৮৭ শক। ২। বিদগ্ধ মুখমণ্ডন ১২৬৬ বাং।

রামকমল সেন—ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী গৌরীভা বা গরিফা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা রাজা

বল্লাল সেনের বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। তদীয় পিতা গোকুল-চন্দ্র সেন মহাশয়ের নিতান্ত দরিদ্রতানিবন্ধন, অধিকন্তু সে সময়ে এদেশে বর্তমান কালের ন্যায় এত অধিক স্কুল-কলেজ না থাকায়, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও বাল্যে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হন। তিনি বাল্যাবস্থায় স্বগ্রামে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় কলু-টোলাস্থিত রামজয় দত্তের ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে উক্ত ইংরাজী স্কুলের অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি জনৈক সাহেবের অধীনে কাজ করেন ও তৎপরে হিন্দুস্থানী যন্ত্রালয়ে কম্পোজিটারের কার্য প্রাপ্ত হন। ইহার পর কিছুকাল এক হাসপাতালে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করিয়া ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে একজন সামান্য কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে ডঃ উইলসন তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সামান্য কেরাণী হইতে ক্রমে উচ্চতর পদে উন্নীত করেন। তিনি সেই সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতা টাঁকশালের এবং দুই বৎসর পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান নিযুক্ত হন। তখন যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হইয়াও তিনি সর্বদা নিরহঙ্কার ছিলেন এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন।

রামকমল হিন্দু-কলেজের সদস্য, সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, দাতব্য সমাজের অধ্যক্ষ, চিকিৎসা-সভা, স্কুলবুক-সোসাইটী ও কৃষিসমাজ প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সর্ববিধ উন্নতির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তিনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সুবৃহৎ ইংরাজী-বাঙলা অভিধান মুদ্রণকার্য সম্পূর্ণ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ও পাদরী কেরী প্রভৃতি কয়েক জনের চেষ্টায় এগ্রিকালচরাল হর্টিকালচরাল সোসাইটী স্থাপিত হয়। তিনি উক্ত সোসাইটীর সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। রামকমল সেন সমাজ-সংস্কারমূলক ও জনহিতকর অনেক কার্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্মপরায়ণ, পরোপকারী এবং দানশীল ছিলেন; ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ৬১ বৎসর বয়সে স্বীয় জন্মভূমি গরিফা গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার সঙ্কলিত অভিধান ব্যতীত নিম্নোক্ত কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ১। ঔষধ সার সংগ্রহ—১২২৬ বাং। ২। নীতিকথা, প্রথম ভাগ—

এই গ্রন্থ রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র রচিত—১৮১৮ খ্রীঃ। ৩। হিতোপদেশ—কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত; ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ নীতিকথা—তৃতীয় ভাগ নামে প্রকাশিত হয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকে অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী নদীর তীরবর্তী পালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তদীয় পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবকুমার বিদ্যালঙ্কার সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণপূর্বক দেশপর্যটনকালে রংপুরে উপস্থিত হন এবং তথায় রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। রামমোহন তাঁহার জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে লইয়া রংপুর হইতে কলিকাতায় আসেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে স্বগ্রামেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থান ভ্রমণ করতঃ অবশেষে শান্তিপুরে রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

নবকুমার বিদ্যালঙ্কার সন্ন্যাসাশ্রমে 'হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত' নামে খ্যাত ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন। বিদ্যাবাগীশের অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে রামমোহন মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। অতঃপর বিদ্যাবাগীশ শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনাদি অধ্যয়ন করতঃ রামমোহন রায় স্থাপিত বেদান্ত-কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মীয়সভা স্থাপিত হইলে তিনি তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি প্রায় দশ বৎসর সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ গৃহে স্থাপিত হইলে, তথায় আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

বিদ্যাবাগীশ আজীবন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারেই অতিবাহিত করেন। ১৭৬৫ শকে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া তৎ পর বৎসর বায়ু পরিবর্তনের জন্য কাশী রওয়ানা হন। কিন্তু পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্কলিত অভিধান ব্যতীত নিম্নোক্ত কয়খানি বাঙলা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ১। জ্যোতিষসংগ্রহ সার—১২২৩ বাং ১৮১৭ খ্রীঃ। ২। নীতিদর্শন ২ সংখ্যা—১৮৪১ খ্রীঃ। ৩। পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান—১৭৫০ শক।

৪। পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে দ্বাদশ ব্যাখ্যান—১৭৫০ শক। ৫। পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে সপ্তদশ ব্যাখ্যান—১৭৭১ শক। ৬। বিবাদচিন্তামণিঃ—১৮৩৭ খ্রীঃ। ৭। হিন্দু-কলেজসংলগ্ন বাঙলা পাঠশালা স্থাপন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ—১৮৪০ খ্রীঃ।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার—লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা বিভাগের অন্যতম পণ্ডিত গদাধর তর্কবাগীশের পুত্র। তিনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার "ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান"-এর ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, তিনি কয়েক বৎসর পুরনিয়ার সদর আমীন ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারী তারিখের সমাচার-দর্পণে জনৈক পত্র-প্রেরকের লেখায় পাইতেছি যে, তিনি "ন্যূনাধিক দশ বৎসর হইল পুরনিয়া জিলায় থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করতঃ অধিকন্তু ফৌজদারী মোকর্দ্দামা ও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিস্পত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল সদর আমীনের বেতন মাত্র প্রাপ্ত হন……।" লক্ষ্মীনারায়ণ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে "শাস্ত্র প্রকাশ" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নব পর্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকাখানি বৎসরাধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তদানীন্তন ধর্মসভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ধর্মসভার স্থায়ী গৃহ নির্মাণের জন্য চাঁদা-দাতৃবর্গের মধ্যে তাঁহার নাম আছে। তিনি ১০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শাস্ত্র প্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে ১২২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত, মহাভারতের আখ্যাপত্রে "শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিতেন সাধিতং মুদ্রিতঞ্চ" লিখা আছে। সমাচার-দর্পণের ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগষ্ট তারিখের সংখ্যাতে মুদ্রিত এক বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ "শাস্ত্রসর্ব্বস্ব" নামক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। "ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান" ব্যতীত তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত নিম্নোক্ত কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ১। কবি-কল্পদ্রুম—১৭৫২ শক। ২। কবিরহস্য—১৭৫২ শক, পৃ ৪১৭। ৩। দত্ত কৌমুদী—১৮২২ খ্রীঃ, পৃ ১৯-২৮, সংস্কৃত মূল ও পয়ারে বঙ্গানুবাদ সহ। ৪। দায়ক্রমসংগ্রহ, দায়তত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব—১৮২৮ খ্রী। ৫। দায়াধিকারিক্রম দত্ত কৌমুদী—১৮২২ খ্রীঃ, পৃ ১-১৮, সংস্কৃত মূল ও পয়ারে

বঙ্গানুবাদ সহ। ৬। ব্যবস্থা রত্নমালা—১৭৫২ শক (১৮৩০ খ্রীঃ)। ৭। মিতাক্ষরা দর্পণ—১৮২৪ খ্রীঃ পৃ ৪৩৬। ৮। শাস্ত্র প্রকাশ নামক সাপ্তাহিক পত্র—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ৯। হিতোপদেশ—১৮৩০ খ্রীঃ, পৃ ৫১৪, দেবনাগরী, বাঙলা ও ইংরাজী অক্ষরে সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত।

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—শব্দদীধিতি অভিধান ব্যতীত ইঁহার রচিত নিম্নোক্ত কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ১। ঋজু বিবৃতিঃ—১২৮৭ বাং ১৮৮০ খ্রীঃ। ২। জনৈক ডেপুটি কালেকটারের আত্ম-বিবরণ—১৮৭৭ খ্রীঃ। ৩। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞ—১৮৬৫ খ্রীঃ। ৪। নেপলিয়ান বোনাপার্টের জীবনী—১৮৬৯ খ্রীঃ। ৫। বাঙ্গলা ব্যাকরণ—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহার একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ১২৬৭ বঙ্গাব্দে ১৮৬০ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। ৬। বিবিধ পাঠ—তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫৭ খ্রীঃ। ৭। ভূগোলাঙ্কুর—দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২৭০ বাং ১৮৬৩ খ্রীঃ। ৮। সরল অভিধান—১৮৮০ খ্রীঃ।

পরিশিষ্ট (খ)

মুসলমান রাজত্বে বাঙলা দেশের আইন আদালতে ও রাজস্ব প্রভৃতি বিভাগে সর্বত্র ফার্সী ভাষা ও লিপি ব্যবহৃত হইত। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায়ও এই রীতি বহুদিন প্রচলিত ছিল। সেই সময়ের কয়েকজন ইউরোপীয় রাজকর্মচারী লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহাদের নিকট ফার্সী ও বাঙলা উভয় ভাষাই সমান। বাঙলা ভাষা শিক্ষা যতটুকু আয়াস সাধ্য, ফার্সী ভাষা শিক্ষা তদপেক্ষা কম নহে।

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড "বোধ প্রকাশং শব্দ শাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং" একখানি বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি প্রসঙ্গতঃ বাঙলা দেশের আইন আদালতে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে বাঙলা ভাষা ব্যবহারের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে ফরস্টার সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী বাঙলা অভিধান প্রকাশিত হয়। এই অভিধানের ভূমিকায় ফরস্টার হালহেড প্রদত্ত যুক্তি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া নূতন নূতন যুক্তিদ্বারা ফার্সী ভাষার

পরিবর্তে বাঙলা ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফরস্টার বাঙলা ভাষাকে বাঙলা দেশের আইন আদালত ও রাজস্ব বিভাগের ভাষায় উন্নীত করিয়াও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি ইহাকে বাঙলা দেশের একমাত্র সরকারী ভাষা (official language) রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বাঙলা দেশ কোম্পানীর রাজত্বের দুইতৃতীয়াংশ স্থান জুড়িয়া আছে। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যেও প্রায় সমসংখ্যক ব্যক্তি এই বাঙলা দেশেই বাস করেন। এই অবস্থায় এদেশে প্রচলিত ভাষায় রাজকার্য পরিচালন না করিয়া ফার্সী ভাষায় করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? প্রজাসাধারণের ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষায় এদেশের শাসন কার্য চালাইতে হইলে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে শাসকেরা অন্ততঃ তাঁহাদের বক্তব্য নির্ভুলভাবে শাসিতবর্গকে বুঝাইতে পারিবেন। ফার্সী ভাষা শাসক ও শাসিত উভয়ের নিকটই সমভাবে অজ্ঞাত।

তদানীন্তন আইন আদালতে বাদী-প্রতিবাদীরা বাঙলায় দরখাস্ত বা জবানবন্দী ইত্যাদি দিতেন বটে, কিন্তু তাহা ফার্সীতে অনুবাদ করিয়া বিচারকের নিকট উপস্থিত করিতে হইত। বাঙলা দরখাস্ত ও জবানবন্দী প্রভৃতি ফার্সীতে অনুবাদ করিতে যাইয়া অনুবাদকেরা বহুস্থলে ভুল করিতেন। ইহার ফলে বিচার বিভ্রাট ঘটিত। ফরস্টারের মতে এই ভাষা বিভ্রাটই তদানীন্তন আইন আদালতের সর্বপ্রধান ত্রুটি। অধিকন্তু এই ভাষা বিভ্রাটের ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ও মেলামেশা সম্ভবপর হইত না। এদেশবাসীদের মধ্যে অনেকে এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন করিতেছিলেন। সেই সময়ের বিভিন্ন বাঙলা ও ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রচলিত বিধান পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া পত্র ও প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একখানি পত্রের কথা উল্লেখ করিতে পারি। 'সমাচার দর্পণের' ১৬ মে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যাতে 'সর্বজন মনরঞ্জন করণ কারণ কস্যচিৎ কলিকাতা বাসিনঃ' স্বাক্ষরিত এক দীর্ঘ পত্র মুদ্রিত হয়। ইহাতে ফার্সী ভাষা ও লিপির পরিবর্তে বাঙলা ভাষা ও লিপি প্রবর্তনের বহু যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি যুক্তি এই—"বাঙলা লেখক যাহা ১০ মুদ্রা মাসিক বেতনে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে পারস্যের লেখক বিংশতি মুদ্রা লাগে।" অর্থাৎ আইন আদালতে বাঙলার প্রচলন হইলে গভর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় সঙ্কোচ হইবে। দ্বিতীয় যুক্তি—

"বাঙলা প্রচলিত হইলে বাদী প্রতিবাদীর জবানবন্দী ইত্যাদি ফার্সীতে অনুবাদ করিবার প্রয়োজন হইবে না—ইহার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বিচার নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।" অর্থাৎ এই বিধান প্রচলিত হইলে ব্যয় সঙ্কোচ ও সময় সংক্ষেপ উভয়ই হইবে।

এই আন্দোলন তীব্রতর হইলে গবর্ণমেন্ট শুধু রেভিনিউ কার্যে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে বাঙলা ভাষা ও লিপি প্রচলন করিয়া ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। রেভিনিউ বোর্ডের তদানীন্তন একটিং সেক্রেটারী সি. ই. ত্রিবিলিয়ন স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞপ্তি বাঙলা দেশের বিভিন্ন রেভিনিউ কমিশনারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিনটি নির্দেশ ছিল—

১। ইউরোপীয় কর্মচারীরা পরস্পরের মধ্যে সরকারী কার্যে যে সকল পত্রাদি লিখিবেন অর্থাৎ যে সকল পত্র জনসাধারণের বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থ লিখা হয় নাই তাহা ফার্সী ভাষায় না লিখিয়া ইংরাজী ভাষায় লিখিলেই চলিবে। কিন্তু জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যে বাঙলা ভাষা ও বাঙলা লিপি ব্যবহার করিতে হইবে।

২। এখন হইতে সরকারী কর্মপ্রার্থীদের বাঙলা ভাষা-জ্ঞান অপরিহার্য বিবেচিত হইবে। কর্ম-প্রার্থীদের মধ্যে গুণ ও যোগ্যতা সমান হইলে যিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী, তিনিই কার্যে নিযুক্ত হইবেন।

৩। রেভিনিউ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা এদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে অত্যল্প-কালের মধ্যে এই ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের অল্পদিন পর তদানীন্তন রাজ প্রতিনিধি "লার্ড অকলাণ্ড সাহেবের আনুকূল্যে" "ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পার্কীয় কার্য্যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার চলন" বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী হইতে প্রচলিত হয়।

বাঙলা গবর্ণমেন্টের জুডিসিয়াল ও রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের একটিং সেক্রেটারী এফ্. জে. হালিডে সাহেবের স্বাক্ষরিত ২৩ জানুয়ারী ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর পূর্বে

বাঙলা দেশের আইন আদালত হইতে ফার্সী ভাষা চূড়ান্তরূপে উঠাইয়া দিতে হইবে।

এই বিধান প্রচলিত হইলে এদেশবাসীদের আনন্দের সীমা রহিল না। অত্যল্পকাল মধ্যে কয়েকখানি ফার্সী বাঙলা অভিধান রচিত হইল। এমনকি বাঙলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য কলিকাতা ও ঢাকাতে প্রায় একই সময়ে দুইটি সমাজ স্থাপিত হয়। এই সময় অর্থাৎ ১৮৩৮—১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত ৫ খানি ফার্সী বাঙলা অভিধানের সন্ধান পাইতেছি। এই অভিধান কয়খানির পরিচয় গ্রন্থমধ্যে যথাস্থলে দেওয়া হইয়াছে। বাঙলা অভিধানের ইতিহাসে উপরোক্ত বিধান যুগপ্রবর্তক সন্দেহ নাই।

ফার্সী ভাষার পরিবর্তে বাঙলা ভাষা প্রচলনের জন্য যে সকল যুক্তি ফর্ষ্টার তাঁহার অভিধানে দিয়াছেন তাহার কয়েকটি নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

"In addition to the arguments used by Mr. Halhed, in the elegant preface to his Grammar, I shall take the liberty to suggest one or two; or rather put his in a stronger point of view, to show the importance of the study of the Bongalee, and the propriety of its adoption, as the only official language in the province of Bongal.... that Bongal comprises two-thirds of the Company's territories and subjects on this side India, and that about an equal proportion of their servants are employed in the internal management of it. From my own observation in different parts of Bongal, I am decidely of opinion, that at least six-tenths of the inhabitants speak solely the Bongalee, and that three-fourths of the remainder, can speak and understand it equally well with the Moors; and that nine-tenths of all written transactions whether public or private, are conducted immediately through its medium.

It must surely then appear a glaring in-consistency, that we should continue to use the Persian, with which

the natives are as little acquainted as ourselves, as the official language; and daily experience proves the disadvantages of our not being able to hold a general personal intercourse, with the people committed to our superintendence, except through the medium of a third person, too frequently interested in imposing on both parties. If we are to use a language foreign to them, it would assuredly be better to use our own, as the Mussulman power, our predecessors, did their's. Had we adopted our own, or that of the country, one party at least would have known what he was about. As the system now stands, gentlemen have to learn three languages, and are frequently and unavoidably obliged from being early called to active and laborious offices to be content with even less than a smattering of either. But the first which they must gain some knowledge of, unfortunately happens to be one that is of no other use, than to enable them to furnish government with translations of proceedings, originally held in another tongue, though recorded in the Persian.

But not to appear to condemn a system of some standing, without better grounds than mere theory, I will venture to give a circumstantial detail of the process of a criminal trial...[p. IV]

..I believe no law on earth would admit a deposition taken in the above mode, without a sworn interpreter to explain its contents to the deponent, before he subscribed it. But the question is fairly this, why take the deposition in a foreign language at all? In what respect does it conduce more to the grand ends of justice, than it would have done if taken in the deponents' own words

and tongue ? I urge the point the more strongly because it is one of the greatest defects of our courts of justice...

..It further totally disqualifies us for unreserved intercourse with the great body of people, which is the only channel of learning, for certainty, their grievances, and being able to redress them, as well as the only channel of learning facts relative to the state of the country...."[p. V]

পরিশিষ্ট (গ)

লঙ-এর তালিকায় অভিধান বিভাগে কয়েকটি ধাতুর তালিকা-গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রন্থকে ঠিক অভিধান বা শব্দ-সূচী বলা যায় না। সেইজন্য এই গ্রন্থের প্রথম বিভাগে ধাতুর তালিকামূলক কোন গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নাই। নিম্নে কয়েকখানি ধাতুর তালিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল—

১। শ্রীরামপুরের বাঙলা স্কুল সোসাইটী হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে "ধাতু-শব্দজ" নামক এক অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহাতে ৬০ প্রকার ধাতু ও তাহা হইতে উদ্ভুত এক হাজার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙ-এর তালিকা[১] ও বিশ্বকোষে আছে।

২। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লঙ সঙ্কলিত ধাতুমালার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের উল্লেখ লঙ-এর তালিকায় আছে[২]। উক্ত তালিকা মুদ্রণকালে ধাতুমালার প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়মে

১। "In 1817, the Serampore Vernacular School Society, in order to give youths an idea of the formation of their language, published the Dhatu Shabdaja, pp. 8. 1,000 of the more common Bengali words are given, arranged in etymological order ; the root being given first and various words in common use, formed from it by the different prepositions and formative terminations, sixty of the most common roots originate the whole 1,000. The method is as pleasing to a native as an alphabetical classification of words to us."—Long.

২। "29. Sanskrit Roots and Bengali Derivations Dhatu Mala, Roz. & Co. In the press. Designed to make natives better acquainted in a short time and in a rational way with their own

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণের এক খণ্ড রক্ষিত আছে। উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা—

"ধাতুমালা। / or / Etymological Primer, / Sanskrit and Bengali / containing 400 Sanskrit roots, with their primary / meanings, and 2500 Bengali derivatives. / by the / Rev. J. Long. / Second Edition / Calcutta / Printed for the Calcutta Christian Tract and Book / Society and sold at their depository, / Hare Street, Calcutta / 1857." pp. 37

৩। শ্রীরামপুরের ট্রেনিং পাঠশালার পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কার ১৭৮২ শকে "ধাতুবিবেক" প্রকাশ করেন। ইহার বহু সংস্করণ মুদ্রিত হয়। স্কুল বুক সোসাইটী হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬১ ও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দুই সংস্করণ দেখিয়াছি। নিম্নে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"ধাতুবিবেক। / শান্তিপুরস্থ ট্রেনিং পাঠশালার নিমিত্ত / উক্ত বিদ্যালয়ের পণ্ডিত / শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক / বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত। / কলিকাতা শকাব্দা: ১৭৮৭। / C.S. B.S. / Calcutta. / Printed at the Calcutta School Book Society's Press; and / Sold at their Depository, 9, Government Place east. / 1865 /" pp. 12 + 163.

৪। ১৭৮৪ শকে অর্থাৎ ১৮৬২ খ্রীঃ মথুরানাথ তর্করত্ন সঙ্কলিত "ধাতু-প্রদীপ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে[৩]।

---

language, by giving them the Etymology of the language from Sanskrit, in the same way as boys in England learn the Latin Etymology of English words. A number of technical terms used in Mathematics, Natural Philosophy, Botany, Medicine are given."—Long.

৩। "Mathurānāth Tarkaratna. "ধাতুপ্রদীপ" etc. [Dhātupradīpa. A list of Sanskrit roots, showing the formation of Bengali words from them, with short selections in prose and verse from Sanskrit authors.] pp. 11, 80. কলিকাতা ১৭৮৪ [Calcutta, 1852] 8."

লঙ-এর তালিকায় একখানি সংস্কৃত অভিধানের উল্লেখ আছে[১]। ইহা বাঙলা ভাষার অভিধান নহে বলিয়া এই গ্রন্থের প্রথম বিভাগে উল্লেখ করা হয় নাই। উক্ত তালিকার অন্যত্র ডাঃ ব্রেটন সঙ্কলিত চিকিৎসা সংক্রান্ত একখানি ফার্সী, সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার অভিধানের উল্লেখ আছে[২]। এই গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী লিখিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের ২২ নম্বর সংগ্রহে জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক সঙ্কলিত 'রত্নাবলী-অভিধানে'র উল্লেখ আছে। জগন্নাথ প্রসাদ সঙ্কলিত 'শব্দকল্প-লতিকা' ও 'শব্দকল্প-তরঙ্গিনী' নামক দুইখানি অভিধান পাইতেছি। কিন্তু 'রত্নাবলী-অভিধান' নামক গ্রন্থের সন্ধান পাই নাই। উহা মুদ্রণ প্রমাদ বলিয়াই অনুমিত হয়। জগন্নাথ মল্লিক 'সংবাদ-রত্নাবলী' নামক এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই 'সংবাদ-রত্নাবলী' নামক সংবাদপত্রই ভ্রমবশতঃ 'রত্নাবলী-অভিধান' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বাঙলা গবর্ণমেন্টের নথিপত্রের ৪১ নম্বর সংগ্রহের অভিধান বিভাগে 'বাক্যাবলী', 'পদকল্পলতিকা', 'অমৃতাম্বুধি' ও 'মুক্তালতাবলী'র উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কয়খানি গ্রন্থ অভিধান নহে।

১। "31. Theological Terms, Mill's Vocabulary of B. C. P., pp. 36, Roz. & Co. Though Sanskrit, yet as the Theological terms in Bengali are drawn from the Sanskrit, it is very useful in Bengali, there are valuable criticisms in it, by Dr. Mill and Professor Wilson—it was written with a view to uniformity of Theological terms in translations of the Bible in the Indian languages. It gives the English, the original words, remarks on its meanings, proposed rendering in Sanskrit.

২। "Dr. Breton published a vocabulary of Medical Terms in Parsian, Sanskrit and Bengali, a work showing much research."

পরিশিষ্ট (ঘ)

কালানুক্রমিক অভিধান সূচী

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট (ঙ)

কালানুক্রমিক অভিধানের উপাদান সূচী

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট (চ)

বাঙলা বর্ণানুক্রমিক অভিধান সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট (ছ)

রোমান বর্ণানুক্রমিক অভিধান সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট (জ)

বাঙলা বর্ণানুক্রমিক অভিধান রচয়িতা সূচী

পরিশিষ্ট (ঋ)

রোমান বর্ণানুক্রমিক অভিধান-রচয়িতা সূচী

পরিশিষ্ট (ঞ)

বাঙলা অভিধানের উল্লেখযুক্ত কতিপয় প্রবন্ধ সূচী

[বর্ণানুক্রমিক পত্রিকার নামানুসারে]

উদ্বোধন, বাঙলা অভিধানের উপাদান—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য,
[১] ১৩৪৬ আশ্বিন, পৃ ৫৬৩-৫৬৫
" " [২] ১৩৪৬ কার্তিক, পৃ ৫৯৭-৬০২
" " [৩] ১৩৪৬ ফাল্গুন, পৃ ৮১- ৮৪
" " [৪] ১৩৪৬ চৈত্র, পৃ ১৩৭-১৪১

প্রবর্তক, প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ পরিচয়-অভিধান—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য,
[১] ১৩৪৪ বৈশাখ, পৃ ৫০- ৫৩
" " [২] ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৫৯-১৬১
" " [৩] ১৩৪৪ আষাঢ়, পৃ ২৬৯-২৭২
" " [৪] ১৩৪৪ শ্রাবণ, পৃ ৩৮৬-৩৯১
" " [৫] ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২০৬-২১১
" " [৬] ১৩৪৪ পৌষ, পৃ ৩১৭-৩২৪
" " [৭] ১৩৪৪ মাঘ, পৃ ৪৩৭-৪৪৪
" " [৮] ১৩৪৪ ফাল্গুন, পৃ ৫৪৯-৫৫৬
" " [৯] ১৩৪৪ চৈত্র, পৃ ৬৬১-৬৬৮

পৃষ্ঠা

বঙ্গভাষা, বঙ্গভাষার আদি অভিধান ও ফষ্টার সাহেব, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা

ভারতী, বাঙলার প্রথম, ১৩২৯ পৌষ

শ্রীভারতী, ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয়—

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, [১] ১৩০৬ শ্রাবণ, পৃ ৭২৯-৭৩৩

" " [২] ১৩৪৬ ভাদ্র, পৃ ৪১- ৪৮

" " [৩] ১৩৪৬ আশ্বিন, পৃ ৮৪- ৯২

" " [৪] ১৩৪৬ কার্তিক, পৃ ১৬৫-১৬৯

" " [৫] ১৩৪৭ বৈশাখ, পৃ ৫৩২-৫৩৬

" " [৬] ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৭৭-৫৮৮

" " [৭] ১৩৪৭ আষাঢ়, পৃ ৬৬০-৬৬৬

" " [৮] ১৩৪৭ পৌষ, পৃ ২৭৯-২৮৪

" বাঙলা অভিধানের উপাদান—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য,

" " [১] ১৩৪৮ আষাঢ়, পৃ ৬৪৯-৬৫৬

" " [২] ১৩৪৮ শ্রাবণ, পৃ ৭২৩-৭২৬

" " [৩] ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ ৩৮৪-৩৮৭

" " [৪] ১৩৫০ ভাদ্র, পৃ ৪৬

" " [৫] ১৩৫০ অগ্রহায়ণ, পৃ ২২৩

সমাচার দর্পণ, শব্দসিন্ধু—পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়, ১৮১৮ খ্রীঃ ২৫ জুলাই

" ইংরাজী-বাঙলা অভিধান—রামকমল সেন, ১৮২১ খ্রীঃ ৩১ মার্চ

" ইংরাজী-বাঙলা অভিধান—জন মেণ্ডিস, ১৮২২ খ্রীঃ ২৪ আগস্ট

" ইংরাজী-বাঙলা অভিধান—লেভেণ্ডিয়ার, ১৮২৫ খ্রীঃ ২২ জানুয়ারি

" বাঙলা-ইংরাজী অভিধান—কেরী, ১৮২৫ খ্রীঃ ১৮ জুন

" জানসেন ডিক্‌স্যানরীর ইংরাজী সমেত বাঙ্গালা, ১৮২৬ খ্রীঃ ১৪ জানুয়ারি

" বাঙলা ও ইঙ্গরেজী বকেবিলরি, মিহিন্দিলাল যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, ১৮৩০ খ্রীঃ ৩০ জানুয়ারি

পৃষ্ঠা

সমাচার দর্পণ, শব্দকল্পলতিকা—জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১৮৩২ খ্রীঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি
" পারসীক অভিধান—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৮ আগষ্ট
" বাঙলা-ইংরাজী অভিধান—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ১৮৩৮ খ্রীঃ ২৫ আগষ্ট
" বঙ্গাভিধান—হলধর ন্যায়রত্ন, ১৮৩৯ খ্রীঃ ২১ সেপ্টেম্বর
সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র, অমরার্থ দীধিতি—মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ১২৬২ বাং ফাল্গুন
সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক—সুশীলকুমার দে, ১৩২৩ বাং ৩য় সং, পৃ ১৭৯-১৯৫
" সমাচার দর্পণ—সুশীলকুমার দে, ১৩২৪ বাং ৩য় সং, পৃ ১৪৯-১৭০
" বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান—সজনীকান্ত দাস, ১৩৪৩ বাং ৪র্থ সং, পৃ ১৬৩-১৭০
সুবর্ণবণিক সমাচার, আঢ্যের নূতন অভিধান, ২য় বর্ষ, পৃ ৩৪
" আঢ্যের ইংরাজী-বাঙলা অভিধান, ২য় বর্ষ, পৃ ৩৪২
সোমপ্রকাশ, শব্দসার অভিধান, ১২৬৮ বাং ৪ আষাঢ়, পৃ ৩৬৬
" শব্দদীধিতি অভিধান, বিজ্ঞাপন, ১২৭১ বাং ১৫ আষাঢ়, পৃ ৫১৩
" " সমালোচনা, ১২৭১ বাং ২২ আষাঢ়, পৃ ৫৩৫-৫৩৬
" শব্দসিন্ধু অভিধান, বিজ্ঞাপন, ১২৭১ বাং ২৮ অগ্রহায়ণ, পৃ ১
" পদ্যের দুর্ব্যবহার, শব্দসিন্ধু অভিধান, ১২৭১ বাং ১৫ চৈত্র, পৃ ২৯৩-২৯৪
" শব্দসিন্ধু অভিধান, সমালোচনা, ১২৭১ বাং ১৫ চৈত্র, পৃ ২৯৬
" প্রকৃতিবাদ অভিধান, সমালোচনা, ১২৭২ বাং ৩ পৌষ
Bengal Past and Present. Hosten S. J.'s Article Vol. IX. p. 1.
Calcutta Christian Observer. পিয়ার্শন. জে.ডি., ১৮৩৩ খ্রীঃ মে
" ইংরাজী-বাঙলা অভিধান, জন মেণ্ডিস, সমালোচনা, ১৮৩৮ খ্রীঃ

পৃষ্ঠা

Calcutta Christian Observer, বাঙলা অভিধান ১৮৩৮ খ্রীঃ, পৃ ৪৩৫
" " ১৮৩৯ খ্রীঃ, পৃ ৯৮
" মেণ্ডিসের অভিধানের সমালোচনা, ১৮৫১ খ্রীঃ মার্চ
Calcutta Chronicle. ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি, ১৭৯২ খ্রীঃ, ২০ মার্চ (Vol. VII. No. 322)
" " ১৭৯৩ খ্রীঃ, ২৬ ফেব্রুয়ারি
Calcutta Gazette. ফরস্টারের অভিধান, ১৮০২ খ্রীঃ ২৬ আগষ্ট
Calcutta Review. আঢ্যের অভিধান, ১৮৫৪ খ্রীঃ, Vol. XXIII
" শব্দাম্বুধি, ১৮৬০ খ্রীঃ, Vol. XXXIV
Muhammad Shahidullah Felicitation Volume. Asiatic Society of Pakistan, Dacca. A Review of the Lexicography in Bengali (1743-1867 A. D.)—Jatindramohan Bhattacharjee. ১৯৬৬ খ্রীঃ, পৃ ৮১-১০০

O.P. 186—38

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯	২৮	'অভিধান খানি মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানিতে পারি নাই।'—এই পঙক্তি পরিত্যক্ত হইবে।	
১১১	২০	১৮৪৯	১৮৪৮
১৩২	১০	৩৩ খণ্ড	২৩ খণ্ড
১৭৯	১৩	১৭৮১	১৭৮৯